MISS MARPLE

By Agatha Christee

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম। ১০/২এ টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : গোপাল পাল/স্টার প্রিন্টিং প্রেস/২১এ, রাধানাথ বোস লেন, কল-৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

সাগরবেলায় খুন

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

স্বর্গীয় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্বর্গীয়া নিভারাণী চট্টোপাধ্যায়
বাবা ও মা'র পুণ্যস্মৃতিতে

বাঙালী পাঠক পাঠিকাদের কাছে আগাথা ক্রিস্টি এক এক একান্ত আদরের নাম। রহস্যের রাণি আগাথা ক্রিস্টির মানসপুত্র এরকুল পোয়ারোর মতই সকলের হৃদয়ে পাকা স্থান করে নিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট অন্য এক চরিত্র, মিস জেন মার্পল। সেণ্ট মেরী মীডের শান্ত গ্রামীন পরিবেশে ও রহস্য খুঁজে ফেরেন মিস মার্পল, কখনও তার সীমানা ছাড়িয়ে যায় ওই গ্রামীন এলাকা থেকে দূরে দূরান্তে। এমনই দুটি কাহিনী 'সাগরবেলায় খুন' আর 'অন্ধ নিয়তি'। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের কূলে এক মনোরম হোটেলে বৃদ্ধ ধনকুবের মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নৃশংস এক হত্যাকারীকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মিস মার্পল। এরপর তিনি সেই মিঃ র‍্যাফায়েলেরই বদান্যতায় বেরিয়ে পড়েন দেশ ভ্রমণে—আর অতীতের অন্ধকার পরদা সরিয়ে কিনারা করেন বিস্মৃত এক নিষ্ঠুর খুনের, যে খুনের মূলে প্রতিবাদ্য ভালোবাসা।

মিস মার্পলের অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে এই দুটি কাহিনী নিয়েই আমাদের প্রথম প্রয়াস। অন্যান্য মিস মার্পল কাহিনী ও গল্পগুলির সমগ্র আমরা পর পর আনুমানিক আরো চার খণ্ডে অতি দ্রুত প্রকাশ করাবো।

এক ॥ গল্প বললেন মেজর প্যালগ্রেভ

'এই কেনিয়ার ব্যাপারটাই ধরুন', মেজর প্যালগ্রেভ বলে চলেছিলেন। 'জায়গাটা সম্পর্কে যাদের কোন ধারণা নেই তারাই নিজেদের জাহির করতে চায়। আমি জীবনের সেরা চোদ্দটা বছর সেখানে কাটিয়েছি— ।'

বৃদ্ধা মিস মার্পল সামান্য মাথা নোয়ালেন। এটা তার নিছক ভদ্রতা দেখানো। মেজর প্যালগ্রেভ ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ বদলে স্মৃতিচারণ শুরু করেছিলেন জীবনের নানা ঘটনার। মিস মার্পল অবশ্য নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন অভ্যাস মত। এমন ক্ষেত্রে বদল হয় শুধু জায়গার। অতীতে সাধারণত এ জায়গা হত ভারত। মেজর, কর্ণেল, লেঃ জেনারেল আর সেই সঙ্গে সিমলা, বাঘ, ছোটা হাজরি—প্রাতরাশ, খিৎমদগার, এই সব। মেজর প্যালগ্রেভের বেলায় বিষয়গুলো সামান্য আলাদা—সাফারি, কিকুয়ু, হাতি, সোয়াহিলি। তবে নকশা একই! একজন বয়স্ক মানুষ শ্রোতা খুঁজে পেয়ে নিজের অতীতের আনন্দের দিনগুলোর গল্প শুনিয়ে মন হালকা করতে চান। সেই সমস্ত দিনের কথা যখন তার শরীর ছিল মজবুত। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিও ছিল প্রখর। এ ধরনের গল্প বলিয়েরা কেউ কেউ হয়ে থাকেন সুদর্শন অবসর নেয়া সামরিক চেহারার মানুষ, কেউ কেউ আবার কুৎসিতও। মেজর প্যালগ্রেভের মুখ লালচে, একটা চোখ কাচের, সেদ্ধ করা ব্যাঙের মতই চেহারা, তিনি পড়েন ওই পরের শ্রেণীতে।

মিস মার্পল তাদের সকলের প্রতিই সমান উদার। বেশ মনযোগ দিয়ে সকলের কথা শোনার ফাঁকে মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে চিন্তা করার অবসরে সব কিছু উপভোগ করে চলেন। এ ক্ষেত্রে তার উপভোগের বস্তু হল ক্যারিবিয়ান সাগরের সুনীল জল।

রেমণ্ডের কথা মনে এলো তার—সত্যিই ওর সদাশয়তার তুলনা হয়না ভাবলেন মিস মার্পল…বৃদ্ধা পিসীর জন্য এতে ঝামেলা করার কিই বা প্রয়োজন ছিল ওর? হয়তো বিবেক, না হয় পারিবারিক কর্তব্যবোধ? না কি ও সত্যিই তাকে ভালবাসে…।

শেষ পর্যন্ত মিস মার্পল ভাবলেন রেমণ্ড সত্যিই তাকে পছন্দ করে—হয়তো মাঝে মাঝে সেই পছন্দ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। সে চায় তাকে যুগোপযোগী করে তুলতে। সে মাঝে মাঝেই বই পাঠায়—আধুনিক সব উপন্যাস। বিচিত্র সব অসুন্দর মানুষের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস, অদ্ভুত কাজ করেও যারা আনন্দ পাননা। মিস মার্পলের কৈশোরে কেউ 'যৌন', কথাটা উচ্চারণ করত না, তবু এর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল ভালরকম—উল্লেখ না করেও সকলে এটা উপভোগ করত, অন্তত আজকের কালের চেয়ে ঢের বেশি করে, তার এটাই মনে হয়। কথাটা 'পাপ' বলে ছাপ দেওয়া হলেও তার মনে হয় অনেকের চেয়ে এটা ঢের ভাল ছিল, এখন এটা যেন নিছক এক কর্তব্য।

তার নজর পড়ল এবার কোলের উপর রাখা বইটির তেইশের পাতায় যে পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন। (এই পর্যন্তই তার পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল!)

"...তুমি বলতে চাও এখনও পর্যন্ত তোমার সঙ্গমের অভিজ্ঞতা হয়নি?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলো ছেলেটি। 'তোমার এই উনিশ বছর বয়সেও? কিন্তু এটা তোমার চাইই। খুবই দরকারী এটা।"

মেয়েটি অসুখী ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, ওর তৈলাক্ত খাড়া চুল ছড়িয়ে পড়ছিল মুখের সামনে।

"আমি জানি,...কিন্তু," অসহায় ভঙ্গীতে বলতে চাইলো মেয়েটি।

ছেলেটি ওর দিকে তাকালো, ওর চোখে পড়ল দাগে ভরা পুরনো জার্সি, খালি পা, ময়লা ভরা পায়ের নখ, আর নাকে ভেসে এলো পচা চর্বির দুর্গন্ধ...ছেলেটি অবাক হয়ে কেবল ভাবল মেয়েটির মধ্যে ও পাগল করা কোন আকর্ষণ অনুভব করেছে।"

অবাক মিস মার্পলও হয়েছিলেন। সত্যিই এই ভাবে যৌন অভিজ্ঞতার ব্যাপার কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যেন কোন টনিক খাওয়ানো। বেচারি এই তরুণ তরুণীরা...।

'প্রিয় জেন পিসী, তুমি কেন যে খুশিতে ভরপুর উটপাখির মত 'বালির গর্তে' মাথা ঢুকিয়ে থাকো? তোমার ওই সরল গ্রামের জীবনেই তুমি বাঁধা পড়ে আছো। বাস্তব জীবনই আসল কথা।'

রেমণ্ড আর তার জেন পিসী এইভাবেই আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখে আসছে। এটা সত্যি, ভাবলেন মিস মার্পল, তিনি একটু প্রাচীনপন্থী।

গ্রামের জীবনের সবটাই যে সরল নয় বেচারি রেমণ্ড তা জানেনা, ওর মত মানুষেরা সত্যিই অজ্ঞ। গ্রামের গির্জার কাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন আর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন গ্রামের জীবন সম্পর্কে। এসব কথা তিনি কাউকে বলতে চান না, লিখতেও ইচ্ছে নেই তার, তবু তিনি সব জানেন। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যৌন ব্যাপারের সেখানে ছড়াছড়ি—ধর্ষণ আর বিকৃত মনোবৃত্তিও অঢেল (এমন বহু ঘটনাও আছে যা অক্সফোর্ডের অতি বড় পণ্ডিতও কল্পনায় আনতে পারবেন না)।

কল্পনার জগৎ ছেড়ে মিস মার্পল আবার ক্যারিবিয়ানে ফিরে এসে মেজর প্যালগ্রেভ যা বলছিলেন সেটা শুনতে চাইলেন…।

উৎসাহ দিলেন তিনি। 'দারুণ—।'

'আরও শুনতে চাইলে বলতে পারি। তবে এর কিছু কিছু আবার কোন ভদ্রমহিলার শোনার মত নয়—।'

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মিস মার্পল একটু চোখ নামাতে চাইলেন, আর মেজর প্যালগ্রেভও উপজাতিদের রীতির রঙ চড়ানো নানা কাহিনী বলে চললেন। মিস মার্পলের মন আবার ফিরে গেল তার স্নেহের ভাইপোর দিকে।

রেমণ্ড ওয়েস্ট খুবই সফল একজন ঔপন্যাসিক আর বই থেকে ওর আয়ও অনেক, সে বিবেকের তাগিদ ছাড়াও ভালবাসার কারণেই তার বয়স্ক পিসীর জীবনও আনন্দময় করে তুলতে আগ্রহী। গত শীতে মিস মার্পল কঠিন নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন আর ডাক্তারের কথায় তার দরকার ছিল সূর্যের আলো। রাজসিক ভঙ্গীতেই রেমণ্ড প্রস্তাব দেয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসার। মিস মার্পল মৃদু আপত্তি করেছিলেন খরচ, দূরত্ব আর যাতায়াতের অসুবিধার কথা তুলে, তাছাড়া এতদিন সেণ্ট মেরী মিডের বাড়ি ছেড়ে থাকা। সব কিছুই ঠিকঠাক করতে পেরেছে রেমণ্ড। ওর এক বন্ধু লেখার জন্য নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজছিল। 'সেই তোমার বাড়ি দেখবে, ভেবোনা—।' রেমণ্ড জানিয়ে দেয়।

এরপর অন্য মত ব্যাপারের বিষয়। প্রথম ব্যাপারটা আজকাল কোন সমস্যাই নয়। তিনি যাবেন আকাশপথে—ওরই এক বান্ধবী ডায়না হরকস্ ত্রিনিদাদে যাচ্ছে, সেই দেখবে জেন পিসী ত্রিনিদাদ পর্যন্ত যাতে ঠিক মতো যেতে পারেন। সেণ্ট অনরে'তে তিনি থাকবেন গোল্ডেন পাম হোটেলে, সেটা চালায় স্যাণ্ডারসনরা। ভারি চমৎকার এক দম্পতি। তারাই তাকে দেখাশোনা করবে। রেমণ্ড তাদের চিঠি লিখবে নিজেই।

আসলে যা ঘটেছিল তা হল স্যাণ্ডারসনরা ইংল্যাণ্ডে চলে এসেছিল। তবে তাদের জায়গায় হোটেল চালাচ্ছিল কেণ্ডালরা, তারাও লোক চমৎকার। পিসীর সম্পর্কে রেমণ্ডকে কিছু ভাবতে হবে না বলেই তারা জানিয়েছিল। হঠাৎ দরকার হলে দ্বীপে ভাল একজন ডাক্তারও আছেন, তাছাড়া তারা নিজেরাও সবসময় নজর রাখবে।

ওরা কথা রেখেছে। মলি কেণ্ডাল বিশ বছরের মত বয়সের খুব উদ্যমী এক যুবতী, সব সময় হাসিখুশি। সে বৃদ্ধা মিস মার্পলকে খুবই আন্তরিকতা নিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সব রকম আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওর স্বামী টিম কেণ্ডাল, একটু কৃশ, গাঢ় রঙের বছর ত্রিশের যুবক। সেও যেন সদাশয়তার প্রতিমূর্তি।

এরপরে তাই মিস মার্পল ভাবলেন, তিনি ইংলণ্ডের আবহাওয়ার তীব্রতার বাইরে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। চমৎকার একটা বাঙলো একেবারে যেন নিজের, পশ্চিম ভারতীয় মেয়েরা হাসিমুখে সবসময় আদেশ পালনে তৈরী। টিম কেণ্ডাল ডাইনিং রুমে হাসিমুখে দু একটা হালকা কথায় রোজই অভ্যর্থনা জানিয়ে দিনের মেনু সম্পর্কে তাঁকে জানিয়ে দেয়। তিনি বাঙলোর সামনের রাস্তা ধরে সমুদ্রের তীরে সাঁতারের এলাকায় গিয়ে একটা ঝোড়া-চেয়ারে বসে স্নানের দৃশ্য উপভোগ করে চলেন। সঙ্গে দুএকজন বয়স্ক অতিথিরও দেখা মেলে সঙ্গী হিসেবে। বৃদ্ধ মিঃ র‍্যাফায়েল, ডঃ গ্রাহাম, ক্যানন প্রেসকট আর তার বোন, আর তার আপাতসঙ্গী মেজর প্যালগ্রেভ।

একজন বৃদ্ধার আর কি চাই?

মিস মার্পল ভেবে বেশ দুঃখবোধ করলেন আর নিজেকে অপরাধী না মনে করেও পারলেন না যেরকম আনন্দিত হবেন ভেবেছিলেন তা হননি।

বেশ চমৎকার গরম আবহাওয়া—হ্যাঁ, এটা তার গেঁটে বাতের পক্ষে ভাল —দৃশ্যও ভারি উপভোগ্য, তবে একটু বোধ হয় একঘেয়ে। সেই অসংখ্য পাম গাছ, রোজকার জীবনযাত্রাও একরকম, নতুন কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই। জায়গাটা তার সেণ্ট মেরী মীডের মত নয়, সেখানে সবসময় নতুন নতুন ব্যাপার জন্ম নেয়। তার ভাইপো একবার সেন্ট মেরী মীডের জীবনকে পুকুরের জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। তিনি তিক্ততার সঙ্গে বলেছিলেন অণুবীক্ষণের তলায় রাখলে এক ফোটা জলেও অনেক প্রাণের চিহ্ন দেখা যায়। বাস্তবিক, সেণ্ট মেরী মীডে ঘটনা যেন ভিড় করেই আসতে চায়। ঘটনার পর ঘটনা, সব সময় কিছু ঘটে চলেছে—একের পর এক সেই দৃশ্যের ছবি মিস

মার্পলের মনের পর্দায় জেগে উঠল। মিসেস লিনেটের কাশির ওষুধে ভুল,—তরুণ পোলগেটের বিচিত্র ব্যবহার—তারপর যখন গ্রেগরী উডের মা তার সঙ্গে দেখা করতে এল—(কিন্তু সত্যিই কি সে ওর মা— ?), জো আর্ডেন আর তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার আসল কারণ। মানুষের জীবনের এমন হাজারো সমস্যার বিষয়গুলো সমাধান করা সত্যিই দারুণ আনন্দের কাজ। শুধু এখানেও যদি এরকম কিছু একটা ভাববার মত খোরাক মিলে যেত।

আচমকা যেন ঝাঁকুনি খেয়ে মিস মার্পল টের পেলেন মেজর প্যালগ্রেভ কেনিয়া ছেড়ে এবার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে পড়েছেন আর একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মিস মার্পলকে সাগ্রহে প্রশ্ন করে বসেছিলেন 'আপনার কি মনে হয়, তাই না ?'

এ ধরনের অবস্থা কি ভাবে সামলে নিতে হয় মিস মার্পল তা ভালই আয়ত্ত করেছেন, তাই বললেন, 'এটা বিচার করার মত বোধ হয় আমার অভিজ্ঞতা তেমন নেই। আমার মনে হয় আমি বড় বেশি ঘেরাটোপেই থেকেছি।'

'এ রকমই তো করা উচিত,' মেজর প্যালগ্রেভ উত্তরে বললেন গদগদ ভাবে।

'আপনার এমন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা,' মিস মার্পল যেন ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করলেন।

'খুব খারাপ যে নয় এটা ঠিক,' মেজর প্যালগ্রেভ খুশির স্বরে উত্তর দিলেন চারদিকে একটু তাকিয়ে। 'এ জায়গাটা খুবই চমৎকার।'

'বাস্তবিকই তাই' মিস মার্পল বোধ হয় নিজেকে থামাতে পারলেন না। 'ভাবছি এমন জায়গাতেও কিছু ঘটে কিনা ?'

মেজর প্যালগ্রেভ সটান দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

'হ্যাঁ, তাও ঘটে বৈকি। নানা রকম কলঙ্ক—। বলব, শুনবেন নাকি—?'

কিন্তু মিস মার্পল কলঙ্কের কোন ঘটনার কথা জানতে চাননি। আজকাল আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ হয় না। কোন পুরুষ বা স্ত্রী সঙ্গী বদল করে মানুষের নজরে পড়তে চায় অথচ ব্যাপারটা চাপা রাখাই হত সুরুচির কাজ, তাদের লজ্জিত হওয়াই উচিত।

'এখানে ক'বছর আগে একটা খুনও হয়েছিল। লোকটার নাম ছিল হ্যারী ওয়েস্টার্ন। কাগজে দারুণ লেখালিখি হয়। আপনার মনে পড়বে কিনা জানি না।'

উৎসাহ দেখালেন না মিস মার্পল, এটা তার পছন্দের খুনের মধ্যে পড়ে না। ঘটনাটা সোরগোল তুলেছিল যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত সকলেই ধনী।

এটাই ভাবা চলত হ্যারী ওয়েস্টার্ন তার স্ত্রীর প্রেমিক কাউন্ট ফেরারিকে গুলি করেছিল আর এটাও সম্ভব তার সাজানো অজুহাতের ব্যাপারটাও টাকার জোরে কেনা। সকলেই যেন মত্ত ছিল আর কয়েকজন মাদকাসক্ত মানুষও সেখানে ছিল। খুব আগ্রহ জাগানোর মত মানুষ নয় তারা, ভাবলেন মিস মার্পল—তবে সকলেই বেশ সুদর্শন। কিন্তু ব্যাপারটা তার মনের মত আদৌ নয়।

'যদি প্রশ্ন করেন তাহলে বলবো ওই সময়ের এটাই একমাত্র খুন নয়,' মেজর প্যালগ্রেভ চোখ টিপলেন। 'আমার সন্দেহ ছিল—ওহ—।'

মিস মার্পলের পশমের গুলি গাড়িয়ে পড়ে গেলে মেজর সেটা নিচু হয়ে তুলে দিলেন।

'হ্যাঁ, সেই খুনের বিষয় যা বলেছিলাম,' তিনি বলে চললেন। 'আমি একবার অদ্ভুত একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম—তবে ঠিক নিজে নয়।'

মিস মার্পল তাকে উৎসাহ দিতেই হাসলেন।

'একদিন ক্লাবে অনেকে আলোচনা করার সময় একজন একটা গল্প শোনায়। লোকটা চিকিৎসক। তার জীবনেরই ঘটনা। এক তরুণ মাঝরাতে এসে তাকে ডেকে তোলে। তার স্ত্রী গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলছে। তাদের টেলিফোন ছিল না তাই কোনরকমে তাকে দড়ি কেটে নামিয়ে যা করণীয় করার পর একজন ডাক্তারের খোঁজেই সে ছুটে এসেছিল। যাই হোক মহিলাটি মারা না গেলেও অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। স্ত্রীর বেশ অনুরক্তই ছিল তরুণ। সে শিশুর মতই কাঁদছিল। সে লক্ষ্য করেছিল তার স্ত্রীর আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছিল কিছুদিন যাবৎ। কেমন যেন হতাশার ভাব। যাই হোক সব মিটে গিয়েছিল শেষ অবধি। কিন্তু আসলে একমাস পরে ভদ্রমহিলা বেশি মাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ভারি দুঃখের ঘটনা।'

মেজর প্যালগ্রেভ কিছুক্ষণ থেমে মাথা দোলালেন। এরপরেও যে কিছু আছে জেনেই মিস মার্পল চুপ করে রইলেন।

'হয়তো বলতে পারেন এই সব। সন্দেহ করার কিছুই নেই। স্নায়বিক মহিলা। কিন্তু এক বছর পর ওই ডাক্তার তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বন্ধু তাকে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা বলেন এক মহিলা নাকি ডুবে মরতে গেলে তার স্বামী তাকে তুলে ডাক্তার ডাকেন আর তাকে বাঁচিয়েও তোলেন। অথচ ওই মহিলা কয়েক সপ্তাহ পরেই গ্যাসের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন।

'কি মনে হয়—সমাপতন ? একই ধরনের গল্প। আমার ডাক্তার বন্ধু বলেছিলেন—'আমার হাতেও এই রকম এক কেস এসেছিল। জোন্স না কি যেন নাম লোকটার।' আমারও ঠিক মনে পড়ছেনা। মনে হয় রবিনসন, জোন্স নয়।

'যাই হোক দুজনে কথা বলার ফাঁকে আমার বন্ধু তার বন্ধুকে একটা ফটো বের করে দেখান। 'হ্যাঁ এটাই সেই লোকটার ছবি,' তার বন্ধু বলেন—'সব ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য আমি পরের দিন যাই, তখন আমার চোখে পড়ে দারুণ একটা হিবিসকাস গাছ, ঠিক সদর দরজার সামনে। এই ধরনের গাছের প্রজাতি আগে দেখিনি এ দেশে। আমার ক্যামেরাটা গাড়িতেই ছিল তাই একটা ছবিও তুলে নিই। ঠিক যে মুহূর্তে শাটার টিপলাম মহিলার স্বামী তখনই সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, তাই ছবিতে তাকে ঠিক ভাবেই ধরেছিলান। সে বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। আমি তাকে গাছের ওই প্রজাতির সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে নাম জানে না বলল। দ্বিতীয় ডাক্তার ছবিখানা দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'ছবিটা একটু ফোকাসের বাইরে চলে গেছে—তবে শপথ করেই বলতে পারি আমি নিশ্চিত ছবিটা সেই একই লোকের।

মেজর প্যালগ্রেভ একটু থামার পর আবার বললেন, 'জানিনা ওরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর করেছিল কিনা। তবে করে থাকলেও বেশী এগোতে পারে নি। মনে হয় ওই জোন্স বা রবিনসন নিজেকে ভাল করেই আড়াল করেছিল। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা, তাই না ? এমন ঘটনা ঘটতে পারে ভাবাই যায় না।'

'আমি বিশ্বাস করি,' মিস মার্পল শান্তস্বরে বললেন। 'প্রায় প্রত্যেক দিনই এরকম ঘটছে।'

'কি যে বলেন ! একেবারে অবিশ্বাস্য।'

'কোন মানুষ যদি দেখে কোন কৌশল কাজে লেগেছে—সে তাহলে থামতে চাইবে না কখনও।'

'স্নানের টবে কনে'—এই ধরনের ব্যাপার ?'

'প্রায় সেই রকমই, হ্যাঁ।'

'ডাক্তার আমায় ওই ছবি দিয়ে দেন নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্যই—।' মেজর প্যালগ্রেভ তার পর্স ব্যাগ বের করে খুঁজতে চেয়ে বিড়বিড় করে চললেন, 'হাজার রকমের সব জিনিসে ভর্তি, কেন যে এসব রাখি জানি না…।'

মিস মার্পলের মনে হল তিনি জানেন। এর সবটাই হল মেজরের ব্যবসার মূলধন। এর সাহায্যেই তিনি তার গল্পে রঙ লাগান। তিনি যে কাহিনী এতক্ষণ শোনালেন মিস মার্পল জানেন গোড়াতে এটা এমন ছিলনা, এতে অনেকটাই পলেস্তারা পড়েছে বারবার শোনানোর অবকাশে।

মেজর তখন ছবিটা খুঁজতে চেয়ে আপন মনে বকে চলেছিলেন—'ব্যাপারটার সবই প্রায় ভুলে গেছি। মহিলা বেশ সুন্দরী ছিলেন, সন্দেহই করতে পারা যায় না—কিন্তু কোথায় যেন—আহ্ আর একটা ব্যাপার মনে পড়ছে—কি দারুণ হাতির দাঁত। আপনাকে দেখাতেই হবে—।'

তিনি একটু থামলেন—তারপর একটা ছোট্ট ফটো টেনে বের করে ঝুঁকে পড়লেন।

'একজন খুনীর ছবি দেখতে ইচ্ছে আছে আপনার?'

মেজর ফটোটা মিস মার্পলের হাতে চালান করতে যেতেই যেন তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। তাকে সত্যিই সেদ্ধ ব্যাঙের মত লাগছিল তিনি যখন মিস মার্পলের ডান কাঁধের উপর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন—যেদিক থেকে ভেসে আসছিল এগিয়ে আসা পদশব্দ আর কণ্ঠস্বর।

'গোল্লায় যাক—মানে—,' তিনি সব কিছুই আবার মানিব্যাগের মধ্যে পুরে পকেটে ঢোকালেন। তার মুখখানা আগের চেয়েও যেন লাল হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বরও যেন বড় বেশি রকম কৃত্রিম বলেই মনে হল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আপনাকে সেই হাতির দাঁতগুলো দেখাতে ইচ্ছে ছিল—আমার শিকার করা সবচেয়ে বড় আকারের হাতি—আহ, হ্যাল্লো!' তার গলায় কৃত্রিম খুশির ভাব জেগে উঠল।

'দেখুন, কারা এসেছেন! বিখ্যাত চারজন—পুষ্প ও প্রাণী সংগ্রাহক—আজকের ভাগ্য কেমন?'

এগিয়ে আসা পদশব্দ থেকে আবিভাব ঘটল হোটেলের চার অতিথির, মিস মার্পল যাদের আগেই দেখেছিলেন। তিনি প্রথম দুজনকে স্বামী স্ত্রী বলে জানতেন, অবশ্য তাদের পদবী জানতেন না। বিরাট চেহারার একঝাঁক খাড়া ধূসর চুলের মানুষটিকে যে 'গ্রেগ' নামে সম্বোধন করা হয় তিনি সেটা জানেন আর স্বর্ণকেশী স্ত্রীলোকটি তারই স্ত্রী লাকি। অন্য দম্পতির একজন কৃশ চেহারার মানুষ আর অন্যজন রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া তারই স্ত্রী—তারা হলেন এডওয়ার্ড আর ইভিলিন। ওরা দুজন প্রকৃতিবিদ আর পাখি সম্পর্কে খুব আগ্রহী।

'না, আজ ভাগ্য খারাপ,' গ্রেগ জবাব দিল—'অন্ততঃ যা চাইছিলাম পাইনি।'

'আপনাদের সঙ্গে মিস মার্পলের পরিচয় হয়েছে কিনা জানিনা। আর এঁরা হলেন কর্ণেল আর মিসেস হিলিংডন আর গ্রেগ ও লাকি ডাইসন।'

প্রত্যেকেই মিস মার্পলকে শুভেচ্ছা জানালেন আর লাকি বেশ জোরে চিৎকার করে জানালো কিছু পান না করলে তার চলছে না।

গ্রেগ টিম কেণ্ডালকে ডাকল, সে একটু তফাতে স্ত্রীর সঙ্গে কিছু হিসাব মেলাচ্ছিলো।

'এই, টিম, কিছু গলায় ঢালবার মত আনতে বলো,' গ্রেগ বলে উঠল। 'তোমাদের কি চাই, প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ?'

বাকি দুজন সায় দিল।

'আপনার জন্যেও তাই বলি, মিস মার্পল?'

মিস মার্পল ধন্যবাদ জানিয়ে লাইম সরবতের কথা বললেন।

সেই মতই হুকুম দিল টিম কেণ্ডাল।

'আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ টিম?'

'ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই বিচ্ছিরি হিসেবটা না মেলালেই নয়, সব তো মলির ঘাড়ে চাপাতে পারি না। আজ রাত্তিরে কিন্তু স্টীল ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা আছে।'

'দারুণ,' লাকি বলে উঠল। 'কিন্তু একি! আমার সারা পোশাকে কাঁটা। উঃ! এডওয়ার্ড ইচ্ছে করে আমায় কাঁটা ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে।'

'কি সুন্দর গোলাপী ফুল,' হিলিংডন বলল।

'আমার মত নয়,' গ্রেগ হেসে বলল। 'আমি মানবিক দয়ার প্রাচুর্যে ভরা।'

ইভিলিন হিলিংডন মিস মার্পলের পাশে বসে তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে।

মিস মার্পল তার পশমের কাঁটা কোলের উপর নামিয়ে আস্তে আস্তে বেশ কষ্ট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। ঘাড়ে বাতের জন্যই এভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। বেশ একটু দূরে তার চোখে পড়ল অর্থবান মিঃ র‍্যাফায়েলের বিরাট বাঙলো, কিন্তু সেখানে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না।

মিস মার্পল ইভিলিনের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে চলেছিলেন (সত্যিই লোকেরা তার প্রতি এত সদয় ব্যবহার করে।) তবে তার চোখ পুরুষ দুজনকেই যেন খুঁটিয়ে দেখে চলেছিল।

এডওয়ার্ড হিলিংডনকে বেশ ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। শান্ত অথচ বেশ সুদর্শন…আর গ্রেগ—বিরাট চেহারা, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। বেশ হাসি-খুশি। ও আর লাকি সম্ভবতঃ কানাডীয় বা আমেরিকান, ভাবলেন মিস মার্পল।

তিনি আবার মেজর প্যালগ্রেভের দিকে তাকালেন।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার…।

দুই ॥ মিস মার্পল তুলনা করলেন

গোল্ডেন পাম হোটেলে সেদিনের সন্ধ্যা ছিল বেশ আনন্দের।

কোণের দিকে নিজের চেয়ারে বসে মিস মার্পল বেশ আগ্রহ নিয়ে চার-পাশে তাকাচ্ছিলেন। ডাইনিংরুমটা প্রকাণ্ড আর তিন দিক খোলা, ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছিল বেশ উষ্ণ মিষ্টি গন্ধ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেই যেমন পাওয়া যায়। টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ছিল হালকা অথচ রঙীন আলো। বেশীর ভাগ মহিলার দেহে ছিল সান্ধ্য পোশাক, রঙীন পোশাকের বাইরে প্রকট হয়ে উঠে-ছিল তাদের বাদামী কাঁধ আর পেলব হাত। মিস মার্পল তার ভাইপোর স্ত্রী জোয়ানের কাছ থেকে তার মিষ্টি অনুরোধ এড়াতে না পেরে 'ছোট্ট একটা চেক নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জোয়ান বলেছিল, 'না, না, জেন পিসী, এটা আপনাকে নিতেই হবে, ওখানে বেশ গরম, আপনার তেমন পাতলা পোশাকও নেই।'

জেন মার্পল তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চেকটা নিয়েছিলেন। বয়স্কাদের পক্ষে যখন অল্পবয়স্কদের অর্থ দিয়ে সহায়তা করাই স্বাভাবিক ছিল, আর মধ্য-বয়স্কদের কাছে বৃদ্ধদেরও, সে যুগ বোধ হয় তিনি কাটিয়ে এসেছেন। তিনি অবশ্য পাতলা কোন কিছু কিনতে পারেননি। খুব উষ্ণ আবহাওয়াতেও এই বয়সে তিনি তেমন গরম বোধ করেন না, আর সেণ্ট অনরেতে উষ্ণমণ্ডলের সেই গরম সত্যিই নেই। আজ সন্ধ্যায় ইংল্যাণ্ডের মহিলাদের যোগ্য আর ঐতিহ্য-ময় ধূসর লোম বসানো পোশাকই তিনি পরেছিলেন।

আজ এখানে অবশ্য তিনিই একমাত্র বয়স্কা মানুষ নন। ঘরে নানা

বয়সের মানুষই ছিল। চোখ পড়ছিল প্রৌঢ় ধনীদের, সঙ্গে তাদের তৃতীয়া বা চতুর্থা ঘরণী। উত্তর ইংল্যান্ড থেকে বেড়াতে আসা মধ্যবয়স্ক দম্পতিরও অভাব ছিল না। কারাকাস থেকে আসা সন্তান সহ হাসিখুশি এক পরিবারও চোখে পড়ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার নানা রাজ্যের মানুষেরও অভাব ছিল না, ভেসে আসছিল তাই স্পেনীয় বা পর্তুগীজ ভাষার টুকরো। দুই ইংরেজ যাজক, একজন ডাক্তার আর এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারকও ছিলেন। এক চীনা পরিবারও হাজির ছিল। সব মিলিয়ে যেন এক আন্তর্জাতিক চক্র। খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল দীর্ঘাঙ্গী কালো স্থানীয় যুবতীরা, দেহে তাদের শুভ্র পোশাক, আর তাদের কাজের তদারকী করছিল এক ইতালিয় প্রধান ওয়েটার আর ফরাসী সুরা পরিবেশনকারী। তবে সকলের উপর তীক্ষ্ম নজর রাখছিল টিম কেন্ডাল। টেবিলে টেবিলে ঘুরে সে সকলকে আপ্যায়িত করতে চাইছিল, তাকে যথাযথ সহায়তা করছিল তার স্ত্রী।

মলিকে সত্যি সুন্দরী বলা যায়, মাথায় একরাশ সোনালী চুল, মুখে সব-সময়েই হাসি। মলি কেন্ডালকে সহজে রাগ করতেও দেখা যায় না। পরিচারিকারা মুখ বুঁজেই তার আদেশ পালন করতে চায়, আর তার ব্যবহারেও অতিথিদের তৃপ্ত হতে দেরী হয় না। বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে হাসি মস্করা করায় জুড়ি নেই মলি কেন্ডালের আবার অল্পবয়সের মেয়েদের পোশাকের তারিফ করে তাদের প্রিয় পাত্রী হতেও ওর দেরি হয় না। তাদের কারো কাছে গিয়ে ও বলে ওঠে,' ওহ, আপনাকে এই পোশাকে কি দারুণ লাগছে, মিসেস ডাইসন, ইচ্ছে হচ্ছে টেনে নিয়ে আমিই পড়ি।' মিস মার্পল ভাবলেন মলিকে কিন্তু ওর পোশাকে আরও ঈর্ষণীয় মনে হচ্ছে।

মলি কেন্ডাল মিস মার্পলের কাছে অবশ্য এলো না, এ কাজটা সে টিমের উপরই ছেড়ে দিয়েছে যেহেতু ওর ধারণা বয়স্কা মহিলারা পুরুষদেরই বেশি পছন্দ করেন।

টিম কেন্ডাল এগিয়ে এসে মিস মার্পলের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'বিশেষ কিছু চাই নাকি আপনার?' ও প্রশ্ন করল। 'আপনি বললেই রান্নার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাড়িতে হোটেলের রান্না বোধ হয় তেমন পছন্দ নয় আপনার?'

মিস মার্পল হেসে বললেন বিদেশে এই রকমই ভাল লাগে।

'তাহলে অন্য কিছু দরকার নেই?'

'যেমন?'

'রুটি আর মাখনের পুডিং ?' টিম কেন্ডাল একটু ইতস্ততঃ করে বলল।

মিস মার্পল হাসলেন। তিনি জানালেন এসব তার না হলেও চলবে। তিনি চামচে তুলে নিচ্ছিলেন ফলের পায়েস।

এই সময়েই শুরু হল স্টীল ব্যান্ড। দ্বীপে এই স্টীল ব্যান্ড খুব জনপ্রিয়। তবে মিস মার্পলের মনে হল এটা তার না হলেও বেশ চলত। তার মনে হল এই বাজনা যেন অস্বাভাবিক জোরালো আর অপ্রয়োজনীয়। অথচ সকলে যে তাতে খুবই আনন্দ আহরণ করে চলেছে তিনি সেটা অস্বীকার করতে পারলেন না। যাই হোক মিস মার্পল ঠিক করলেন ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে। গানের তালে তালে নাচও শুরু হয়েছিল। আজকাল মানুষ কি অদ্ভুত ভাবে নাচে ব্যায়ামের ধাঁচে সারা শরীর বেঁকে যায় এ নাচে। তবে তরুণ তরুণীদের জীবন উপভোগ করতে দিতে হবে—' আচমকা চিন্তায় বাধা পড়ল মিস মার্পলের। হঠাৎ তার মনে হল অতিথিদের বেশির ভাগই আর তরুণ নেই। এই উদ্দাম বাজনার তালে তালে নাচ শুধু তাদেরই যোগ্য। কিন্তু সেই তরুণরা কোথায় ? তারা হয়তো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত, তাছাড়া এত দূরে এমন কোন জায়গায় আসাও খরচসাপেক্ষ। ওরা হয়তো ছুটি পায় সপ্তাহের শেষে দু একটা দিন। আজকের এই ভাবনাহীন আসরে চোখে পড়ছে কেবল ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের মানুষদের যাঁরা তাদের তরুণী ভার্যাদের মনোরঞ্জনে উদ্দাম স্রোতে গা ভাসাতে উৎসুক। সবটাই যেন কেমন কৃত্রিম।

মিস মার্পল তারুণ্যের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখানে অবশ্য মিসেস কেন্ডাল আছে। ওর বয়স বাইশ কি তেইশই হবে হয়তো—সে নিজেকে বেশ উপভোগই করছে—আবার এরই মধ্যে সে দরকারী কাজেও জড়িয়ে রাখছে নিজেকে।

কাছের এক টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন ক্যানন প্রেসকট আর তার বোন। তারা মিস মার্পলকে কফি খেতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করলেন। মিস প্রেসকট একটু কৃশ আর ভয় জাগানো মুখভাবের মহিলা। ক্যাননের চেহারা একটু গোলগাল, কথাবার্তায় সদাশয়তা প্রকট।

কফি এলে মিস প্রেসকট ব্যাগ খুলে ভয়ানক দর্শন কিছু টেবিল-মাদুর বের করলেন। ওগুলো তারই বোনা। তিনি সারাদিনের নানা ঘটনার কথা শোনালেন মিস মার্পলকে। তারা মেয়েদের স্কুল দেখতে গিয়েছিলেন, তারপর বিকেলে দেখতে গিয়েছিলেন আখের ক্ষেত, সেখানেই চা পান করেছিলেন

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে।

প্রেসকটরা যেহেতু মিস মার্পলের চেয়ে বেশিদিন গোল্ডেন পামে আছেন তাই তারা বাকি অতিথিদের সম্পর্কে অনেক কথাই জানাতে পারলেন তাকে।

প্রথমে সেই বৃদ্ধ মিঃ র‍্যাফায়েল। তিনি প্রতি বছরেই আসেন। অবিশ্বাস্য রকমের ধনী মানুষ। উত্তর ইংল্যান্ডে তার বেশ কিছু সুপারবাজার আছে। তার সঙ্গের অল্পবয়সী মেয়েটি তাঁর সেক্রেটারি, এসথার ওয়াল্টার্স। মহিলা বিধবা (ব্যাপারটায় সন্দেহজনক কিছুই নেই। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশি)।

মিস মার্পল ওদের সম্পর্কের বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝে নিয়েই মাথা দোলাতে ক্যানন বললেন, 'খুব চমৎকার মেয়ে, ওর মা যতদূর জানি বিধবা আর চিচেস্টারে থাকেন।'

'মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে তার ভ্যালেও আছে। সে কিছুটা নার্সের মতই দক্ষ অঙ্গসংবাহক বলে শুনেছি। লোকটার নাম জ্যাকসন। বেচারা মিঃ র‍্যাফায়েল প্রায় পক্ষাঘাতে কাবু। ভারি দুঃখের বিষয়—এত টাকা থেকেও।'

'বেশ উদার হাতে দান করেও থাকেন', ক্যানন প্রেসকট বললেন।

হলঘরে সবাই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল আলাদা দল করে, কেউ জমায়েত হয়েছিল স্টীল ব্যান্ডের আওতার বাইরে, কেউ এর কাছাকাছি। মেজর প্যালগ্রেভ হিলিংডন-ডাইসনের দলের চারজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

'ওই লোকগুলো—', স্টীলব্যান্ডের শব্দে গলা ডুবে গেল মিস প্রেসকটের।

'হ্যাঁ, ওদের কথাই আপনার কাছে শুনতে চাইছিলাম।'

'ওরা গতবছরেও এসেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রতিবারেই তিনমাস কাটিয়েও যান নানা দ্বীপে ঘুরে। লম্বা লোকটির নাম কর্ণেল হিলিংডন, আর গাঢ় রঙের স্ত্রীলোকটি ওর স্ত্রী—ওরা উদ্ভিদবিদ। অন্য দুজন হলো মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী ডাইসন, আমেরিকান। উনি খুব সম্ভব প্রজাপতির উপর লিখে থাকেন। ওরা প্রত্যেকেই পাখির বিষয়ে উৎসাহী।'

'এই ধরনের বাইরের শখ চমৎকার', ক্যানন প্রেসকট মন্তব্য করলেন।

'শখ কথাটায় ওদের বোধ হয় আপত্তি হবে, জেরেমী', ওর বোন বললেন। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর রয়্যাল হর্টিকালচারাল জার্নালে' ওদের লেখা ছাপা হয়। ওরা নিজেদের খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে।'

যাদের নিয়ে আলোচনা চলছিল তাদের দিক থেকে উচ্চ গলায় হাসির শব্দ

ভেসে এল, স্টীলব্যান্ডের শব্দকেও যা ছাপিয়ে উঠেছিল। গ্রেগরী ডাইসন চেয়ারে এলিয়ে টেবিলে শব্দ করছিলেন আর তার স্ত্রী আপত্তি জানাচ্ছিলেন। মেজর প্যালগ্রেভ এক চুমুকে গ্লাস শূন্য করে সেটা টেবিলে রাখলেন। তিনিও ব্যাপারটা উপভোগ করে চলেছিলেন।

তাদের দেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে জড়িত বলে মনে হচ্ছিল না।

'মেজর প্যালগ্রেভের এত পান করা উচিত নয়', মিস প্রেসকট তিক্তগলায় বলে উঠলেন।' ওঁর ব্লাডপ্রেসার রয়েছে।'

টেবিলে আরও প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ পরিবেশন করা হল ইতিমধ্যে।

'মানুষের পরিচয় জানার কাজ বেশ আনন্দের', মিস মার্পল বললেন। 'আজ বিকেলে ওঁদের যখন দেখি কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে বুঝতে পারিনি।'

একটু ইতস্ততঃ ভাব জাগল মিস প্রেসকটের। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি বলতে চাইলেন, 'মানে—সেকথা বললে—।'

'জোয়ান', ক্যানন প্রায় সতর্ক করার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'আর কিছু বলা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

'সত্যিই জেরেমী, আমি কিছুই বলছি না, শুধু গতবছরের ব্যাপারটা বলছি, যেকোন কারণেই হোক আমাদের কেমন ধারণা জন্মায় মিসেস ডাইসন হলেন মিসেস হিলিংডন। কে যেন শেষকালে আমার ভুল ভাঙিয়ে দেয়।'

'এমন ধারণা জন্মানো ব্যাপারটাই অদ্ভুত, তাইনা?' মিস মার্পল নিরীহ ভাবে বললেন। ক্ষণিকের জন্য তার চোখ পড়ল মিস প্রেসকটের চোখে। নারীসুলভ কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

ক্যানন প্রেসকটের চেয়ে কোন অনুভূতিপ্রবণ পুরুষ অবশ্যই মনে ভাবতেন তাকে—অবহেলাই করা হয়েছে।

দুই মহিলার মধ্যে আরও এক সংকেতের আদানপ্রদান ঘটল। ভাষায় প্রকাশ করলে যার অর্থ হত 'অন্য কোন সময়ে…।'

'মিঃ ডাইসন স্ত্রীকে ডাকেন 'লাকি' বলে। এটা কি ওর আসল নাম না ডাকনাম?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'এ নাম ওর আসল নাম হতে পারে না বলেই মনে হয়।'

'আমি প্রশ্ন করেছিলাম', ক্যানন বললেন। 'তিনি বলেন তিনি লাকি বলে স্ত্রীকে ডাকেন কারণ উনি তার ভাগ্য খুলে দিয়েছেন। সে না থাকলে তার ভাগ্য অস্ত যাবে। কথাটা বেশ লাগসই বলেই মনে হয়েছিল।'

'উনি তামাসা করতে ভালবাসেন', মিস প্রেসকট বললেন।

ক্যানন চিন্তান্বিত ভাবে বোনের দিকে তাকালেন।

স্টীলব্যান্ডের আওয়াজের সঙ্গে তখন উদ্দাম নাচ নতুন করে শুরু হওয়ায় মিস মার্পল আর অন্যান্য সবাই চেয়ার ঘুরিয়ে তাই দেখতে লাগলেন। মিস মার্পলের বাজনার চেয়ে নাচটাই ভাল লাগছিল। বাজনার তালে তালে শরীর আর পায়ের ছন্দ তার মন্দ লাগছিলনা। সব কিছু তার কাছে সত্যিই বাস্তবতার স্পর্শ নিয়ে আসছিল।

আজই প্রথম তিনি এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন…এতদিন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তাদের মধ্যে সেই সহজ একাগ্রতা যেন খুঁজে পাননি তিনি। খুব সম্ভব ঝলমলে আর দামী পোশাক তার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিল…তার মনে হল খুব তাড়াতাড়ি এবার তিনি তুলনা করতে পারবেন।

যেমন, মলি কেন্ডালকে তার মনে হচ্ছিল মার্কেট বেসিং-এর বাসের সেই সুন্দর কর্মীটির মত। সে যাত্রীকে সযত্নে বাসে উঠতে সাহায্য করতে চাইত। টিম কেন্ডালকে তার মনে হয় মেডচেস্টারের রয়্যাল জর্জের সর্দার খানসামার মত। আত্মবিশ্বাসী অথচ তারই সঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ (তার মনে পড়ছে ওর আলসার হয়েছিল)। অন্যদিকে মেজর প্যালগ্রেভের সঙ্গে জেনারেল লিরয়, ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, অ্যাডমিরাল উইকলো আর কমান্ডার রিচার্ডসনের কোন তফাৎ নেই। আরও এক আগ্রহজাগানো মানুষের কথা ভাবলেন মিস মার্পল। যেমন গ্রেগ? গ্রেগ একটু অদ্ভুত, কারণ সে আমেরিকান। স্যার জর্জ ট্রেলপের সমধর্মী? হয়তো, কারণ সে সব সময়েই চটুল কথাবার্তায় দক্ষ। নাকি তাকে কসাই মিঃ মারভকের সঙ্গে একগোত্রে ফেলা যায়? মিঃ মারভকের খুবই বদনাম ছিল আর তিনি আবার সেই গুজব ছড়ানোর মজা উপভোগ করতেন! এবার লাকি? ওর ব্যাপারটা সহজ—থ্রি ক্রাউনের মার্লিন। ইভিলিন হিলিংডন? নামের সঙ্গে ওর কোন মিল পাওয়া শক্ত। বাহ্যিক আকারে ওর সঙ্গে অনেকের মিল। দীর্ঘাঙ্গী, রোদে পোড়া ইংরেজ মেয়েদের মত। লেডি ক্যারোলিন উলফ, পিটার উলফের স্ত্রী, যে আত্মহত্যা করে? নাকি লেসলি জেমসের মত শান্তশিষ্ট, ঘর-বাড়ি বিক্রি করে যে কাউকে না বলে চলে গিয়েছিল। কর্ণেল হিলিংডন? চট করে কিছু বলা শক্ত—ওর বিষয়ে আরও জানা চাই। আপাত ভদ্রলোক, তবে মনের কথা টের পাওয়া কঠিন। মিস মার্পলের মেজর হার্পারের কথা মনে এলো—

চুপচাপ যিনি নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়েছিলেন, কেউ জানত না কেন। মিস মার্পলের মনে হয় তিনি জানতেন, তবে ঠিক নিশ্চিত ভাবে নয়…।

তার চোখ ঘুরে গেল মিঃ র‍্যাফায়েলের টেবিলে। তার সম্পর্কে প্রধানত যা শোনা যায়, তিনি অবিশ্বাস্যরকম ধনী। তিনি প্রতি বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসেন, প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত আর বাইরের আকৃতি দেখে তাকে জরাগ্রস্ত শিকারি পাখি বলে মনে হয়। তার পোশাক কৃশ শরীরে ঢোলা মনে হয়। বয়স হতে পারে সত্তর, আশি বা নব্বই, যা কিছু। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন আর ব্যবহার প্রায়শঃই খিটখিটে ধরনের, তবে লোকে তাতে কিছু মনে করে না, সম্ভবতঃ তিনি প্রচন্ড ধনী বলে, দ্বিতীয়তঃ তার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কেউ তার সংস্পর্শে এসে সম্মোহিত না হয়ে পারে না তাই মনে হয় মিঃ র‍্যাফায়েলের কর্কশ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে।

তার সঙ্গে ছিল তার সেক্রেটারি মিসেস ওয়াল্টার্স। তার চুলের রঙ খরের মত, মুখশ্রী সুন্দর। মিঃ র‍্যাফায়েল প্রায়ই তার প্রতি কর্কশ, তবে সে আমল দেয় না ব্যাপারটায়—সে যে এটা ভুলে যেতে অভ্যস্ত দেখলেই অনুমান করা চলে। ওর ব্যবহার কিছুটা শিক্ষিতা হাসপাতালের নার্সের মতই। হয়তো ও আগে তাই ছিল, ভাবলেন মিস মার্পল।

সুদর্শন, দীর্ঘাকৃতি, সাদা জ্যাকেট পরিহিত এক যুবক মিঃ র‍্যাফায়েলের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ তাকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়লেন আর সামনের চেয়ার ইঙ্গিত করলেন। হুকুম মত যুবক চেয়ারে বসল এবার। 'মনে হয় ও মিঃ জ্যাকসন' স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল—'ওর ভ্যালে সঙ্গী।' তিনি খুঁটিয়ে যাচাই করতে চাইলেন মিঃ জ্যাকসনকে।

২

মলি কেণ্ডাল বার-এ এসে পিঠ টান করে ওর উঁচু হিল জুতো খুলে নিল। বারান্দা পেরিয়ে টিমও এসে পৌঁছল সেখানে। কয়েক মুহূর্তের সময় ওরা নিজের মতই পেয়ে গেল।

'খুব ক্লান্ত বোধ করছ, সোনা?' টিম প্রশ্ন করল।

'সামান্য! আজ পা বড় জ্বালাচ্ছে।'

'খুব বেশী পরিশ্রান্ত লাগছে না নিশ্চয়ই। হোটেল চালানো বেশ কঠিন কাজ', টিম উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালো।

হাসলো মলি। 'ওহ্, টিম, বেশি ভেবোনা। আমার এখানে অসম্ভব

ভাল লাগছে। দারুণ। সারা জীবন এই রকম কিছুরই স্বপ্ন দেখেছি। আজ সব সত্যি।'

'হ্যাঁ, এখানে অতিথি হয়ে এলে ভালই, তবে ব্যাপারটা নিজের ঘাড়ে যখন পড়ে—।'

'কিছু না করে কিছু পাওয়া যায় না, তাই না?' মলি যুক্তি দেখালো।

ভ্রু কুঁচকে তাকালো টিম। 'তোমার ধারণা সব ঠিক মত চলছে? আমরা চালিয়ে যেতে পারবো?'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

'লোকে কি বলছে না স্যাণ্ডারসনদের মত এরা নয়'।'

'এমন দু একজন বলেই থাকে সব সময়। প্রাচীনপন্থীরা এমনই। তবে আমি বলছি আগের চেয়ে আমরা ঢের ভাল চালাচ্ছি। আমরা অনেক বেশি সুন্দর। তুমি ওই বুড়ী মেনী বেড়ালদের খুশি করে যাও, চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বয়সী ছুঁড়িদের বাঁধ না মানা প্রেম উসকে দিতে থাকো, আর আমি বুড়োদের কুকুরের মত লোভ উসকে দেবার চেষ্টা চালাতে থাকি, কারও কাছে আদুরে মেয়ের অভিনয়ও চলতে পারে। সব কিছুই চমৎকার ভাবে এগোচ্ছে।'

টিমের ভ্রুকুটি আর রইল না।

'যা বলছ তাই হবে। মাঝে মাঝে ভয় লাগে। সব কিছু কাজে ঢেলে ঝুঁকি নিয়েছি। চাকরিও ছেড়ে দিলাম—।'

'ঠিক কাজই হয়েছে', মলি উত্তর দিল। 'ওটা জীবনকে শেষকরে দিচ্ছিল।'

টিম হেসে মলির নাকের ডগায় চুম্বন করল।

'তোমাকে তো বলেছি আমি সব ঠিক করে রেখেছি', মলি বলল। 'কেন যে সব সময় ভাবো?'

'আমার স্বভাবই ওই রকম মনে হয়। খালি ভাবি কোন ভুল হলে কি হবে?'

'কি রকম ভুল?'

'ওহ্, তা জানি না। কেউ যদি ডুবে যায়—।'

'কেউ ডুববে না। এ জায়গাটা সব চেয়ে নিরাপদ উপকূল। তাছাড়া ওই প্রকাণ্ড সুইডিশ লোকটি সব সময় পাহারা দেয়।'

'আমি মূর্খ', টিম উত্তর দিল। একটু ইতস্ততঃ করল ও তারপর বলল, 'তুমি—তুমি সেই স্বপ্ন আর দেখোনি তো?'

'ও সব চিংড়ি মাছের গল্প ছিল,' মলি বলে হেসে উঠল।

তিন ॥ হোটেলে মৃত্যু

মিস মার্পলের প্রাতরাশ যথারীতি তার শয্যাতেই পৌঁছে গিয়েছিল। চা, সেদ্ধ ডিম আর এক টুকরো পেঁপে।

এই দ্বীপের ফল তেমন সুবিধের নয় বলেই ভাবলেন মিস মার্পল। ফল বলতে শুধু পেঁপে। সুস্বাদু কয়েকটুকরো আপেল থাকলে ভাল হত, কিন্তু এদেশে আপেল একেবারেই অচেনা।

এখানে এক সপ্তাহ কাটিয়েছেন মিস মার্পল, তাই আবহাওয়া কেমন থাকবে প্রশ্ন করার ইচ্ছাটা তিনি দমন করতেও শিখে নিয়েছেন। আবহাওয়া অবশ্য সব সময়েই একরকম—চমৎকার। কোন পরিবর্তনই ঘটেনা।

'পরিবর্তনশীল ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া, নিজের মনেই ভাবলেন কথাটা মিস্ মার্পল। কথাটা কোন উধৃতি না তারই বানানো মনে পড়লো না তার।

মাঝে মাঝে এখানে ঘূর্ণি ঝড় উঠলেও তাকে আবহাওয়ার অঙ্গ বলতে রাজি নন মিস মার্পল। এটা যেন ভগবানের লীলা। মাঝে মাঝে আচমকা প্রচণ্ড বৃষ্টিও নামে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই আবহাওয়া শুকনো খটখটে। বৃষ্টি ভেজা সব কিছু নিমেষে শুকিয়ে আগের মত হয়ে যায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে কালো মেয়েটি ট্রেতে সব গুছিয়ে তুলছিল সে হেসে মিস মার্পলকে সুপ্রভাত জানালো। কি ঝকঝকে সাদা দাঁত আর মিষ্টি হাসি। প্রকৃতির সুন্দর সৃষ্টি এই মেয়েরা, তবে কেন যে এরা বিয়ে করতে চায় না, আশ্চর্য। ব্যাপারটা ক্যানন প্রেসকটকেও চিন্তায় ফেলেছিল। খৃষ্টধর্মের প্রচার এখানে ভালই তবু বিয়ে ব্যাপারটাই নেই।

প্রাতরাশ শেষ করে দিনটা কিভাবে কাটাবেন ভাবছিলেন মিস মার্পল। অবশ্য ভাববার তেমন কিছু ছিলনা। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে টুকিটাকি কাজ সেরে নেয়া, কারণ আবহওয়া বেশ গরম। তারপর মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে সেলাইয়ের সরঞ্জাম তুলে হোটেলের দিকে এগোনো। এরপর পছন্দ মত বসার জায়গা বেছে নেওয়া। সমুদ্রের সামনে বারান্দায়? না কি তীরে স্নানের জায়গায় স্নানার্থী আর শিশুদের কাছে? সাধারণতঃ

দ্বিতীয়টাই তার পছন্দ। বিকেলে বিশ্রামের পর একটু গাড়িতে বেড়ানো, এর বেশি কিছু না।

আজকের দিনও অন্য সব দিনেরই মত, ভাবলেন মিস মার্পল।

কিন্তু বাস্তবে তা ছিলনা।

মিস মার্পল অভ্যাস মত পরিকল্পনা মাফিক হোটেলের পথ ধরে এগুতেই তার দেখা হল মলি কেণ্ডালের সঙ্গে। এই প্রথম যেন মুখে হাসি ছিলনা মেয়েটার। তার চোখে মুখে বিপর্যস্ত ভাব লক্ষ্য করতে দেরি হলনা মিস মার্পলের।

'কি হল, কিছু ঘটেছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

মাথা নুইয়ে সায় দিল মলি। একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, 'আপনার জানা দরকার—আসলে সবাই জানছে। মেজর প্যালেগ্রেভের কথা বলছি। তিনি মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। গত রাত্তিরে।'

'ওঁহ, খুব দুঃখিত হলাম।'

'হ্যাঁ, এখানে কোন মৃত্যু বিচ্ছিরি ব্যাপার। সকলেই একটু বিব্রত হবে। অবশ্য ওঁর বয়সও হয়েছিল।'

'গতকাল ওঁকে বেশ হাসিখুশিই দেখেছি', মিস মার্পল উত্তর দিলেন বয়স হলেই যে যখন তখন মৃত্যু হতে পারে একথায় মৃদু আপত্তি জানিয়ে। 'ওঁর স্বাস্থ্য তো ভালোই ছিল।'

'ওঁর রক্তচাপ খুব বেশি ছিল,' মলি জানালো।

'কিন্তু আজকাল এ রোগের অনেক ওষুধ আছে। বিজ্ঞান খুব এগিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিকই, তবে উনি হয়তো ওষুধের বড়ি খেতে ভুলে গিয়েছিলেন বা হয়তো বেশি খেয়ে ফেলেন। ইনসুলিনের মত।'

মিস মার্পল মানতে পারলেন না উঁচু রক্তচাপ আর ডায়াবিটিস একই ধরনের রোগ। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার কি বলছেন?'

'ওহ্ ডঃ গ্রাহাম এখন প্রায় অবসর নিয়ে হোটেলেই থাকেন। তিনি দেখেছেন, স্থানীয়, ডাক্তারও এসেছিলেন। তারাই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তবে সবই ঠিক আছে। উঁচু রক্তচাপ থাকলে এরকম হতে পারে, বিশেষ করে বেশিমাত্রায় মদ খেলে। মেজর প্যালগ্রেভ এ ব্যাপারে একটু

মারা ছাড়াতেন। যেমন গত রাত্তিরে।'

'হ্যাঁ, সেটা দেখেছিলাম', মিস মার্পল বললেন।

'উনি হয়তো ওষুধের পিল খাননি। বেচারা বুড়ো মানুষটার জন্য দুঃখ হচ্ছে, তবে মানুষতো চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু ঘটনাটা আমার আর টিমের কাছে মস্ত অঘাত। লোকে হয়তো বলতে পারে খাবারে কিছু ছিল।'

'কিন্তু খাদ্যে বিষক্রিয়া আর রক্তচাপের লক্ষণ তো আলাদা?'

'হ্যাঁ, তবে লোকে বললে ঠেকাবো কি করে? লোকে যদি হোটেল ছেড়ে চলে যায় আর কথাটা বলে বেড়ায়—।'

'আমার মনে হয় না এ নিয়ে ভাবনার কিছু আছে', দয়ার্দ্রস্বরে বললেন মিস মার্পল। 'যেমন বলছিলে মেজর প্যালগ্রেভের মত বৃদ্ধরা যেকোন দিনই মারা যেতে পারেন। অনেকের কাছে সেটা দুঃখের হলেও তারা স্বাভাবিকই ভাববে।'

'হ্যাঁ,' মলি উত্তর দিল। 'শুধু এমন হঠাৎ যদি না হত।'

হ্যাঁ, খুবই হঠাৎ ঘটেছে ভাবলেন মিস মার্পল এগিয়ে চলার মুখে। গতকালই তিনি খুব হাসিখুশি ছিলেন, কথাবার্তাও বলছিলেন হিলিংডন আর ডাইসনদের সঙ্গে।

হিলিংডন আর ডাইসনেরা···মিস মার্পলের গতি শ্লথ হয়ে এলো··· আচমকা তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সমুদ্রের তীরে না গিয়ে তিনি বারান্দার কাছে ছায়ায় বসে পড়লেন তার হাতে উঠে এল সেলাইয়ের কাঁটা। সেলাইয়ের কাঁটা যেন তার চিন্তার গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছিল। ব্যাপারটা তার ভাল লাগেনি—না, সত্যিই তাই। সবটাই কিরকম ছন্দহারা।

গতদিনের কথা তিনি আবার ভাবতে চাইলেন।

মেজর প্যালগ্রেভের সেই গল্প···।

রোজকার মতই ঘটনা, কেউ তার কথায় তেমন কান দেয়নি···তিনি তা দিলে হয়তো ভাল হত।

কেনিয়ার কথাই তিনি বলেছিলেন আর তারপর ভারতের কথা···উত্তর পশ্চিম সীমান্ত—আর তারপর কোন কারণে পৌঁছে যান খুনের কথাতে—আর তখনও মিস মার্পল তেমন আগ্রহ নিয়ে শুনতে চাননি···।

কোন বিখ্যাত ঘটনা এখানেই ঘটেছিল—সংবাদপত্রেও শিরোনাম হয়েছিল—

এরপরেই মিস মার্পলের পশমের গুলি মাটিতে পড়ে যেতে মেজর প্যালগ্রেভ তা তুলে দিয়ে একটা ফটোর কথা বলেন—কোন খুনীর ফটো।

মিস মার্পল চোখ বুঁজে মনে করতে চেষ্টা চালালেন গল্পটা কিভাবে শুরু হয়।

কেমন গোলমেলে গল্প—এর ক্লাবে মেজরকে কেউ শুনিয়েছিল—বা অন্য কারও ক্লাবে—একজন ডাক্তার বলেছিলেন—যিনি সেটা আবার শোনেন আর একজন ডাক্তারের কাছে—একজন ডাক্তার তার ছবি তুলেছিলেন সে যখন সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল—সে একজন খুনী—

হ্যাঁ, ব্যাপারটা এই রকম—খুঁটিনাটি কথাগুলো মিস মার্পলের মনে পড়ে গেল এবার—

আর তিনি সেই ফটো তাকে দেখাতে চেয়েছিলেন—সেটা তিনি তার পকেটব্যাগ থেকে বের করার জন্য খুঁজতে শুরু করেন—

আর কথা বলতে বলতে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন মেজর প্যালগ্রেভ—না, তার দিকে নয়—তার পিছনে কোন কিছু—ঠিক বলতে গেলে তার ডানদিকের কাঁধের উপর দিয়ে। তিনি তখন কথা বন্ধ করেছিলেন, মুখ-খানা লাল হয়ে উঠেছিল—ব্যাগের সব কিছু আবার ভিতরে রাখতে শুরু করেছিলেন সামান্য কাঁপা হাতে আর আচমকা বেশ জোরে অস্বাভাবিক ভাবে হাতির দাঁতের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন!

দু-এক মুহূর্ত পরে হিলিংডন আর ডাইসনরা তাদের সঙ্গে যোগ দেন··· এই সময়েই মিস মার্পল মাথা ঘুরিয়ে ডান কাঁধের পাশ দিয়ে তাকিয়ে দেখে-ছিলেন···কিন্তু সেখানে কেউ বা কোন কিছুই ছিলনা। তাঁর বাঁ দিকে একটু তফাতে হোটেলের দিকে ছিল টিম কেন্ডাল আর তার স্ত্রী. আর তাদের পিছনে এক ভেনেজুয়েলার পরিবার। কিন্তু মেজর প্যালগ্রেভ সেদিকে তাকান নি···।

মিস মার্পল মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত চিন্তায় ডুবে রইলেন। এর পরেও তিনি বেড়াতে গেলেন না। বরং তিনি ডঃ গ্রাহামকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানালেন শরীরটা ভাল লাগছেনা তাই তিনি যদি দয়া করে একবার তাকে দেখে যান।

চার ॥ ডাক্তার ডাকলেন মিস মার্পল

ডঃ গ্রাহাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সী বেশ সদাশয় মানুষ। বহুদিন যাবৎ তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে ডাক্তারী করার পর ইদানীং প্রায় অবসর জীবন কাটাচ্ছেন, কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন তার ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহকারীদের হাতে। তিনি মিস মার্পলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার অসুবিধার কথা জানতে চাইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ মিস মার্পলের যা বয়স তাতে নানাধরনের রোগ নিয়েই আলোচনার সুযোগ ছিল রোগিণীর পক্ষে। মিস মার্পল একটু ইতস্ততঃ করে তার কাঁধ আর 'হাঁটুর' কথা ভেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাঁটুর কথাটাই বললেন। মিস মার্পলের হাঁটুর ঝামেলা অবশ্য তার নিত্যসঙ্গী।

ডঃ গ্রাহাম বেশ সদাশয়তার সঙ্গেই তাকে পরীক্ষা করেও একথা অবশ্য বললেন না মিস মার্পলের মত বয়সে এ ধরনের উৎপাত থাকতেই পারে। সাধারণভাবে ডাক্তারেরা যে ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকেন তিনিও তাই লিখে দিলেন। তিনি জানতেন বয়স্ক মানুষরা সেন্ট অনরে'তে আসার পর কিছুটা একাকীত্বে ভুগে থাকেন। সেই কারণেই তিনি আরও কিছুটা থেকে কথা বলে চললেন।

'ভারি চমৎকার মানুষ,' ভাবলেন মিস মার্পল। 'ওঁকে মিথ্যে কথা বলে ডেকে আনার জন্য লজ্জিত বোধ করছি। কিন্তু আর কিই বা করতে পারতাম।'

মিস মার্পল সত্যকে শ্রদ্ধা করার পরিবেশেই বড় হয়েছেন আর তিনি নিজেও একজন সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু দরকারে নির্বিচারে চমৎকার দক্ষতাতেই তিনি মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারেন।

মিস মার্পল এবার গলা সাফ করে একটু ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বৃদ্ধার মত কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, 'আপনাকে আরও একটা কথা বলতে চাইছিলাম, ডঃ গ্রাহাম। কথাটা বলতে চাইছিলাম না অথচ আর কিই বা করি, অবশ্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তবে আমার কাছে বড্ড দরকারী। আশা করি কথাটা শুনে নিশ্চয়ই ভাববেন না খুব বিরক্তিকর বা ক্ষমার অযোগ্য কিছু করছি।'

এই মুখবন্ধের পর ডঃ গ্রাহাম দয়ার্দস্বরে বললেন, 'কোন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ? বলুন, আমি সাহায্য করতে পারি।'

'ব্যাপারটা মিঃ প্যালগ্রেভকে নিয়ে। ভারি দুঃখের কথা তিনি মারা গেছেন। সকালে কথাটা শুনে খুবই আঘাত পাই।'

'হ্যাঁ', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল। এত হাসি-খুশি ছিলেন গতকাল।' ডঃ গ্রাহামের কথায় বোঝা যাচ্ছিল মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যু কোন বিশেষ প্রভাব কোথাও ফেলেনি। মিস মার্পল তাই ভাবলেন তিনি কি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছেন। তার এই সন্দেহপ্রবণ মন কি তাকে গ্রাস করতে চাইছে ? তিনি আর হয়তো নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না ! এক্ষেত্রে অবশ্য কোন বিচার নয় শুধু সন্দেহ। যাই হোক মন যখন হয়েছে তিনি এগিয়েই যাবেন।

'আমরা গতকালই কথাবার্তা বলছিলাম', মিস মার্পল বললেন, 'তিনি তার বিচিত্র কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সারা দুনিয়ার নানা অঞ্চলের কাহিনী।'

'হ্যাঁ, ঠিকই', ডঃ গ্রাহাম বললেন। তিনি নিজেও মেজরের কথায় বিরক্তি বোধ না করে পারেন নি।

'তিনি তারপর তার ছেলেবেলার গল্প শোনালেন, আমিও আমার ভাইপো ভাইঝিদের কথা বলি। তিনি বেশ মনযোগ দিয়েই শুনেছিলেন। আমার এক ভাইপোর ছবি আমি তাকে দেখাই। ভারি সুন্দর ছেলে—তবে ঠিক ছেলে বলবো না, তবে আমার কাছে চিরকালই তাই। ও বড় আদরের, নিশ্চয়ই বুঝছেন।'

'ঠিকই', ডঃ গ্রাহাম বসে ভাবতে চাইলেন বৃদ্ধা আসল কথাটা কখন বলবেন।

'আমি তাকে ছবিটা দিতে তিনি সেটা দেখছিলেন, আর ঠিক তখনই ওরা এসে পড়লেন, মানে, ওই চমৎকার দুজন মানুষ, যারা ফুল আর প্রজাপতি সংগ্রহ করেন, কর্ণেল আর মিসেস হিলিংডন বোধ হয় নাম— ।'

'ও, হ্যাঁ, হিলিংডন আর ডাইসন।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ওরা হঠাৎ হাসতে হাসতে এসে পানীয় আনতে বলেন। মেজর প্যালগ্রেভ খুব সম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে ছবিটা তার পকেট ব্যাগে রেখে পকেটেই ঢুকিয়ে ফেলেন। আমারও তখন খেয়াল ছিলনা, পরে ভাবতেই সেটা মনে পড়ল। ভেবেছিলাম মেজরের কাছে পরে ছবিটা চেয়ে

নেবো, আমার প্রিয় ডেনজিলের ছবি। তখন ব্যাণ্ড বাজছিল বলে মেজরকে আর বিরক্ত করতে চাইনি, ভাবলাম সকালে বললেই হবে। তারপর এই ঘটনা—', মিস মার্পল শ্বাস টানলেন।

'ঠিক বলেছেন', ডঃ গ্রাহাম সহানুভূতির স্বরে বললেন। 'মানে—ওই ছবিখানা আপনি ফেরত চান, তাই তো?'

মিস মার্পল তাড়াতাড়ি সায় দিলেন, 'হ্যাঁ। ওই একখানা ছবিই আমার কাছে আছে, নেগেটিভও নেই। ছবিটা আমি হারাতে চাইছিনা, কেন জানেন, বেচারি ডেনজিল পাঁচ বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, ওই ছবিটা দেখেই তার স্মৃতিচারণ করি আমি। বলতে লজ্জা পাচ্ছি, আপনি কি পারবেন ওটা আনতে? বুঝতে পারছি না আর কাকেই বা বলবো? জানিনা ওর জিনিসপত্র কে দেখাশোনা করছেন। খুব বিব্রত বোধ করছি আপনাকে বলে, কেউ তো বুঝবে না ফটোটা আমার কাছে কতখানি।'

'অবশ্যই, আমি বুঝতে পারছি', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'এ রকম মনোভাব থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আসলে আমি আজই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করছি—অন্ত্যেষ্টি কাল হবে। কর্তৃপক্ষের লোকজন আগামীকাল এসে ওর জিনিসপত্রের ব্যাপারটা দেখবেন—নিকট আত্মীয়ের খোঁজও নেবেন। এবার ফটোটা যদি একটু বর্ণনা করেন।'

'একটা বাড়ির সামনের ছবি', মিস মার্পল বললেন। 'একজন—মানে, ডেনজিল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। ছবিটা তুলেছিল আমার আর এক ভাইপো, সে আবার ফুলের প্রদর্শনী সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। ও ফটো তুলছিল এক হিবিসকাস বা কোন লিলিফুল জাতীয় কিছুর। ডেনজিল তখন দরজা দিয়ে বেরোচ্ছিল। ছবিটা অবশ্য খুব ভাল ওঠেনি, একটু ঝাপসা। তবে আমার কাছে অমূল্য সেটা।'

'বুঝেছি', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আপনার ছবিটা ফিরিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না, মিস মার্পল।'

ডঃ গ্রাহাম উঠে দাড়াতে মিস মার্পল তার দিকে হাসিমুখে তাকালেন।

'আপনি খুব সদাশয়, ডঃ গ্রাহাম। আপনি অবস্থাটা বুঝেছেন।'

'নিশ্চয়ই। এটা অতি স্বাভাবিক,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'হাটুর ব্যথার জন্য যে ওষুধ দিয়েছি খেতে ভুলবেন না। একটু ব্যায়ামও করা চাই। ওষুধটা দিনে তিনবার খাবেন। আমি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পাঁচ ॥ মনস্থির করলেন মিস মার্পল

পরলোকগত মেজর প্যালগ্রেভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরদিন সম্পন্ন হল। মিস মার্পল হাজির ছিলেন মিস প্রেসকটের সঙ্গে। ক্যানন প্রেসকট ব্যাপারটি পরিচালনা করলেন—তারপর জীবনস্রোত যথানিয়মেই বয়ে চলতে শুরু করল।

মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যু একটা স্বাভাবিক ঘটনা, কিছুটা যেন নিরানন্দ-কর, তবে সবাই সেটা তাড়াতাড়ি ভুলে গেল। এখানকার জীবন মানে, সূর্য-কিরণ, সমুদ্র আর সামাজিক আনন্দের জীবন। এক বিচিত্র আগন্তুকের আবির্ভাবে এই উচ্ছলতায় বাধা পড়েছিল, পড়েছিল ছায়ার আস্তরণ, সে ছায়া এখন কেটে গেছে। তাছাড়া মৃতব্যক্তিকে কেউই প্রায় চিনত না। বাক্যবাগীশ এক বৃদ্ধ, সব সময়েই নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে চলতেন যা অন্যেরা শুনতে চাইত না। পৃথিবীর কোথাও পাকাপাকি থাকতে পারেন নি তিনি। স্ত্রী গত হন বহুবছর আগে। এক নিঃসঙ্গ জীবনের পরিণতিতে লাভ করেছেন নিঃসঙ্গ মৃত্যুও। এই নিঃসঙ্গতা বড় অদ্ভুত, মানুষের মধ্যেই কাটে এই নিঃসঙ্গতা। মেজর প্যালগ্রেভ নিঃসঙ্গ হলেও হাসিখুশি ছিলেন। তার নিজস্ব পথেই জীবন উপভোগ করে গেছেন তিনি। আজ তিনি মৃত, সমাধিস্থ, লোকের কাছে তিনি আর এক সপ্তাহের অবকাশেই বিস্মৃত হয়ে যাবেন। কেউ হয়তো ক্ষণিকের জন্যেও তাকে মনে করবে না।

একমাত্র যিনি তার অভাব বোধ করতে পারেন তিনি মিস মার্পল। এটা কোন ব্যক্তিগত টান থেকে নয়, মেজর যে ধরনের জীবনে অভ্যস্ত সেটা তার জানা ছিল বলে। মানুষের বয়স হলে শোনার অভ্যাস ক্রমশঃ বেড়ে যায়, সেটা অবশ্য খুব আগ্রহ নিয়ে শোনা নয়—মেজর আর মিস মার্পলের মধ্যে যা গড়ে উঠেছিল তা ছিল দুজন বয়স্কা মানুষের মধ্যে আদানপ্রদান মাত্র এর মধ্যে জড়িয়ে ছিল মানবিক আবেদন। মিস মার্পল মেজর প্যালগ্রেভের জন্য শোকসন্তপ্ত না হলেও তার অভাববোধ করছেন এটা ঠিক।

অন্ত্যেষ্টির দিন বিকেলে মিস মার্পল তার সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে নিজের পছন্দের জায়গায় বসে থাকার মুহূর্তে ডঃ গ্রাহাম এলেন। তিনি

তাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানালেন।

ডঃ গ্রাহাম একটু মার্জনা চাইবার ভঙ্গীতে বললেন, 'আশাব্যঞ্জক কোন খবর আনতে পারিনি, মিস মার্পল।'

'অর্থাৎ, আমার সেই—।'

'হ্যাঁ, আমরা আপনার সেই মূল্যবান ফটো খুঁজে পাইনি। আমার ভয় হচ্ছে আপনি খুব হতাশ হবেন।'

'হ্যাঁ, তাই। তবে কি আর করা যাবে। এটা আমার কিছুটা আবেগের ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝবেন আপনি। ছবিটা মেজর প্যালগ্রেভের ব্যাগে ছিল না?'

'না। তার জিনিসপত্রের মধ্যেও নেই। কিছু চিঠি আর খবরের কাগজের কাটা টুকরো, এই রকম টুকিটাকি জিনিসই ওতে ছিল। কয়েকটা ফটোও ছিল তবে আপনি যেমন বলেছেন তেমন কোন ছবি ছিল না।'

'দুঃখেরই কথা', মিস মার্পল বললেন, 'কিন্তু কিই বা করা যাবে··· আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডঃ গ্রাহাম, আপনি যথেষ্ট ঝামেলা নিয়েছেন।'

'না, না, এরকম কিছু নয়। আমিও সাংসারিক এই আবেগের ব্যাপারটা বুঝি, বিশেষতঃ যখন বয়স হয়···।'

ডঃ গ্রাহাম ভাবলেন বৃদ্ধা ব্যাপারটা সঠিকভাবেই নিয়েছেন। সম্ভবত মেজর প্যালগ্রেভ ছবিটা কিভাবে ব্যাগে এল না ভেবে হয়তো ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি ওটাতে গুরুত্ব দেননি, অথচ বৃদ্ধার কাছে এটা কতখানি। তবে উনি দার্শনিকের মতই ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন।

মিস মার্পল অবশ্য দার্শনিকতার ধারে কাছে ছিলেন না। তিনি শুধু একটু সময় চাইছিলেন যাতে সবকিছু খতিয়ে দেখা যায়। তিনি বর্তমান সুযোগটাও কাজে লাগাতে চাইছিলেন পুরোপুরি।

তিনি ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে নিজের আগ্রহ গোপন না করেই আলোচনা করতে চাইলেন। সদাশয় ডাক্তারও বৃদ্ধার ফটো হারানোর ব্যথা ভুলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সেন্ট অনরে'র জীবনযাত্রা আর নানা দ্রষ্টব্য সম্পর্কে, যা মিস মার্পল দেখতে পারেন সেই বিষয়ে বলতে শুরু করলেন। তিনি টের পেলেন না কথোপকথন কিভাবে মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর কথাতেই পৌঁছে গেছে।

'এত দুঃখজনক ঘটনা, এমনভাবে বাড়ির বাইরে কারও মৃত্যু,' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'ওঁর কাছে শুনেছি নিকট আত্মীয় কেউ ওঁর নেই। যতদূর

শুনেছি তিনি একাকী লন্ডনে থাকতেন।'

'তিনি প্রচুর বেড়াতেন, শুনেছি,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'বিশেষ করে শীতের সময়। তিনি আমাদের ইংল্যান্ডের আবহাওয়া গ্রাহ্য করতেন না। তাকে দোষ দিতেও পারিনা এজন্য।'

'বাস্তবিক তাই,' মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'তার হয়তো ফুসফুসের বা অন্য কোথাও কোন দোষ ছিল তাই বিদেশের শীত পছন্দ করতেন?'

'না, না, তা আমার মনে হয় না।'

'ও'র ব্লাডপ্রেসার খুব বেশি ছিল মনে হয়। আজকাল এ জিনিস বড় বেশি মাত্রায় হয়।'

'তিনি আপনাকে কখনও বলেছিলেন?'

'ওহ, না, তা বলেননি কখনও। অন্য কে যেন বলেছিলেন।'

'তাই বলুন।'

'এসব ক্ষেত্রে হবে মৃত্যু ঘটা স্বাভাবিক?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'সব সময় নয়,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'আজকাল রক্তের চাপ কমাবার নানা উপায় রয়েছে।'

'ও'র মৃত্যু বড় হঠাৎ ঘটে গেছে—আপনি বোধ হয় অবাক হন নি?'

'না, মানে—এ বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সত্যি বলতে আশা করিনি এমন ঘটবে, তাছাড়া তিনি বেশ হাসিখুশিই ছিলেন। আমি তার চিকিৎসা কখনও করিনি, ব্লাড প্রেসারও নিই নি।'

'কোন ডাক্তার কাউকে দেখে রক্তচাপ আছে কিনা বুঝতে পারেন?' মিস মার্পল নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'না, শুধু দেখে বলা যায় না,' ডাক্তার হেসে বললেন। 'কিছু পরীক্ষা দরকার।'

'বুঝেছি। হাতে সেই ভয়ানক রবারের ব্যান্ড জড়িয়ে পাম্প করা—আমার একদম ভাল লাগেনা। তবে আমার ডাক্তার বলেছেন আমার রক্তচাপ ভালই আছে।'

'শুনে ভাল লাগল,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'মেজর অবশ্য প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ বেশ পছন্দ করতেন,' চিন্তিতভাবে বললেন মিস মার্পল।

'হ্যাঁ। ব্লাডপ্রেসার থাকলে অ্যালকোহল ক্ষতিকর।'

'এজন্য ট্যাবলেট খেতে হয় বলে শুনেছি, তাইনা?'

'হ্যাঁ। বাজারে অনেক ওষুধ আছে। ওঁর ঘরে সেরেনাইটের একটা বোতল ছিল।'

'আজকাল বিজ্ঞান কত সুন্দর,' মিস মার্পল বললেন। 'ডাক্তাররা অনেক কিছু করতে পারেন তাই না?'

'আমাদের এক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'সেটা হল প্রকৃতি। কিছু প্রাচীন টোটকাও মাঝে মাঝে কাজ দেয়।'

'কেটে ছড়ে গেলে মাকড়সার জাল লাগানোর মত?' মিস মার্পল বললেন। 'ছোটবেলায় কত করতাম।'

'বেশ বুদ্ধির কাজ,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'খুব কাশি হলে দিতে দেখেছি তিসির তেলের পুলটিস আর কর্পূর দেয়া তেলে মালিশ।'

'আপনি তো সবই জানেন দেখছি,' হাসতে হাসতে বললেন ডঃ গ্রাহাম। তিনি উঠে পড়লেন। 'হাঁটু কেমন আছে? ব্যথা নেই আশা করি!'

'ভালোই আছে আগের চেয়ে।'

'তবে বলা যাবেনা প্রকৃতির কাজ না আমার পিল,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'আপনার কাজে লাগতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে।'

'না, না, আপনি খুবই সদাশয়—বরং আপনার সময় নষ্ট করেছি বলে আমারই খারাপ লাগছে—আপনি বলছেন মেজরের পকেটব্যাগে কোন ফটোই ছিল না?'

'ওহ্, ছিল—পোলো খেলার পোশাকে ঘোড়ার পিঠে মেজরেরই ফটো—আর একটা ফটোতে মৃত বাঘের গায়ে পা দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তারই ছবি। আরও কিছু তারই যৌবন বয়সের ছবি। আমি সবই খুঁটিয়ে দেখেছি। আপনার বর্ণনা মত আপনার ভাইপোর ছবি নিশ্চিতভাবেই ছিল না—।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাল ভাবেই দেখেছেন—আমি সেকথা বলছি না—আমরা সকলেই এধরনের অদ্ভুত সব জিনিস জমিয়ে রাখি—।'

'অতীতের সম্পদ,' ডঃ হেসে বললেন। তিনি এরপর বিদায় নিলেন। মিস মার্পল এবার চিন্তিতভাবে পামগাছ আর সুনীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেলাইয়ের সরঞ্জাম হাতে উঠে এলনা তার। এতক্ষণে একটা ঘটনার কথা তিনি জেনেছেন, এবার তাকে ভাবতে হবে এর অর্থ কি। যে ফটোটা মেজর তার পকেটব্যাগ থেকে বের করে পরে দ্রুত আবার ঢুকিয়ে রেখেছিলেন তার মৃত্যুর পর সেটা ব্যাগে ছিল না। ওই ছবি

এমন কিছু যা তিনি কখনই ফেলে দিতে পারতেন না। তিনি ছবিখানা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর নিশ্চিতই সেটার যথাস্থানে থাকা উচিত ছিল। টাকা কেউ চুরি করতে পারে কিন্তু কেউ কোন ফটো চুরি করবে না। অবশ্য যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে……।

মিস মার্পলের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাকে মনস্থির করতেই হবে। তিনি মেজর প্যালগ্রেভকে শান্তিতে তার সমাধিতে থাকতে দেবেন কি দেবেন না? দেওয়াই হয়তো ভালো। মিস মার্পল স্বগতোক্তি করে উঠলেন, 'ডানকান মৃত।' জীবনের জ্বরগ্রস্ত দিনের অবসানে তিনি সুখনিদ্রাচ্ছন্ন।' কোন কিছুই আজ মেজর প্যালগ্রেভকে স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি এমন এক জায়গায় গেছেন সেখানে কোন বিপদ তাকে ছুঁতে পারবে না। এটা কি কাকতালীয় যে তিনি ওই রাতে মারা যান? হয়তো এটা আদৌ কাকতালীয় নয়। অথচ ডাক্তাররা এত সহজভাবেই বয়স্ক মানুষদের মৃত্যুকে মেনে নেন। বিশেষ করে যেহেতু তার ঘরে উচ্চ রক্তচাপের ট্যাবলেটের বোতল রাখা ছিল যে ট্যাবলেট তাঁর রোজ খাওয়ার কথা। কিন্তু কেউ যদি মেজর প্যালগ্রেভের মানিব্যাগ থেকে ফটোটা সরিয়ে ফেলে থাকে, সেই একই ব্যক্তির পক্ষে তার ঘরে ওষুধের ওই বোতল রাখাও সম্ভবপর। তিনি নিজে কখনও মেজরকে ওষুধ খেতে দেখেন নি। তিনি নিজে কখনও তার উঁচু রক্তচাপের কথাও বলেন নি। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি যেটুকু বলেছেন তা হল সেরকম তরুণ তিনি আর ছিলেন না। মাঝে মাঝে তাকে দ্রুত শ্বাস টানতে দেখা গেছে, হয়তো একটু হাঁপানির ধাত ছিল তার, এর বেশি নয়। কিন্তু কেউ একজন বলেছিল মেজরের উচ্চ রক্তচাপ ছিল। কিন্তু কে কথাটা বলে? মলি? মিস প্রেসকট? মনে পড়ছে না মিস মার্পলের।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মার্পল। তারপর নিজেকে নিজেই যেন কিছু কথা বলতে চাইলেন।

'তাহলে, জেন, কি বলতে চাও তুমি? ভাবছই বা কি? সব ব্যাপারটা কি তোমার মনগড়া? পা রাখার মত জমি পেয়েছ কি?'

তিনি একেবারে গোড়া থেকে আবার তার আর মেজরের মধ্যে খুন আর খুনীদের নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাই আবার পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন।

'হা ঈশ্বর', একসময় বলে উঠলেন মিস মার্পল, 'ব্যাপারটায় কিছু থাকলেও—বুঝতে পারছি না এতে আমি কি করতে পারি—।'

তবে তিনি জানতেন তাকে চেষ্টা করতেই হবে।

ছয় ॥ দিন শুরুর গোড়ায়

ভোরবেলাতেই জেগে উঠেছিলেন মিস মার্পল। বয়স্ক মানুষের মতই মিস মার্পলের ঘুম খুব পাতলা, তাই ঘুম ভেঙে গেলে সময়টা তিনি কাজে লাগান আগামী দিনগুলো কি ভাবে কাটাবেন তার পরিকল্পনা ছকে ফেলার কাজে। এ সবই তার পারিবারিক আর ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে অন্যের কোন সংযোগ থাকেনা। কিন্তু আজ সকালে মিস মার্পলের চিন্তাধারা বয়ে চলতে শুরু করেছিল খুন সম্পর্কে—তার সন্দেহ সত্যি হলে তিনি কি করবেন। ব্যাপারটা সহজ হবেনা। তার অস্ত্র মাত্র একটাই—আর সেই অস্ত্র হল কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া।

বৃদ্ধারা যে একটু বেশি কথা বলেন এটা সকলেই প্রায় মেনে নেয়। লোকে বিরক্ত হয় বটে এতে তবে এই কথাবার্তার মধ্যে কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে তারা সন্দেহ করে না। সোজা প্রশ্ন করা এর উদ্দেশ্য থাকে না (মিস মার্পল অবশ্য জানেন না কি প্রশ্ন করা উচিত !) কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য হল কিছু মানুষ সম্পর্কে জেনে নেওয়া। মিস মার্পলের মনে এমন কয়েকজন মানুষ ঘোরাফেরা করে চলেছিল।

মেজর প্যালগ্রেভ সম্পর্কেও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে, তবে তাতে কতটা সাহায্য হবে তার ? মিস মার্পলের দারুণ সন্দেহ রয়ে গেছে এ ব্যাপারে। মেজর প্যালগ্রেভ খুন হয়ে থাকলে তিনি তার জীবনের কোন গোপন রহস্যের জন্য বা অর্থ লাভের জন্য বা প্রতিশোধের জন্যেও তিনি খুন হননি। তিনি খুন হয়ে থাকলেও তার ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক কারণ মৃতব্যক্তির সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিলেও তা খুনীর কাছে পৌঁছনর পক্ষে কার্যকরী হবে না। আসল যে বিষয়টা মুখ্য হয়ে উঠেছে তা হল মেজর বড় বেশি কথা বলতেন।

মিস মার্পল ডঃ গ্রাহামের কাছ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় জানতে পেরেছেন আর তা হল মেজরের ওয়ালেটে নানা ধরনের কিছু ফটো রাখা ছিল। এর একটা তারই পোলো খেলার পোশাকের ছবি। একটা বাঘ শিকারীর বেশে তোলা ছবি, আর দু-একখানা একই ধরনের ছবি। এখন কথা হল

মেজর এই সব ফটো রেখে দিয়েছিলেন কেন ? মিস মার্পল তার অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বৃদ্ধ সামরিক অ্যাডমিরাল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল আর মেজররা এইসব ফটো দেখিয়ে তাদের সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। যেন এই রকম '…বুঝলেন, আমি যখন ভারতে ছিলাম, শিকার করতে গিয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল…' পোলো খেলা নিয়েও থাকতে পারে এই ধরনেরই গল্প। সন্দেহভাজন সেই খুনীও স্বভাবতই জানত ভবিষ্যতে তার ফটো দেখিয়ে কি কাহিনী জন্ম নিতে পারে।

মিস মার্পল মনে মনে মেজরের কথোপকথনের গতিমুখ নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাইলেন। খুনের বিষয়ে আলোচনাটা পৌঁছতে মেজর স্বাভাবিক-ভাবেই তার পকেটব্যাগ থেকে ওই ফটো বের করে সম্ভবতঃ বলেছিলেন, 'লোকটাকে দেখে কি খুনী বলে চিনতে পারেন ?'

কথাটা হল মেজরের এইভাবে সকলকে বলে বেড়ানো স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই খুনীর কাহিনী বলা তার নিয়মমাফিক একটা কাজই যেন হয়ে উঠেছিল। কোথাও কোনভাবে খুনের কথা উঠলেই মেজর পুরো কদমে এগিয়ে যেতেন।

তা যদি হয় তাহলে মেজর নিশ্চয়ই আগেও এখানে এ গল্প আর কাউকে বলেছেন, হয়তো বেশ কজনকে। এরকম হয়ে থাকলে তার কাছ থেকে কাহিনীর মোটামুটি বর্ণনা হয়তো জানাও সম্ভব হবে, বিশেষ করে ছবির তথাকথিত সেই খুনীর বাইরের রূপ কি রকম।

মিস মার্পল কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন—এইভাবেই শুরু করা যেতে পারে।

এই সঙ্গে তার মনে এল তার চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম। যদিও মেজর পালগ্রেভ যেভাবে তার গল্প বলেছিলেন তাতে বোঝা যায় খুনী একজন পুরুষ—আর এখানে সেক্ষেত্রে রয়েছেন দুজন পুরুষ—কর্নেল হিলিংডন আর মিঃ ডাইসন। দুজনের কাউকেই আপাতদৃষ্টিতে খুনী ভাবা যায় না, যদিও খুনীদের বাইরের আকৃতি দেখে চেনাও যায় না। এছাড়া আর কেউ থাকা সম্ভব ? মাথা ঘুরিয়ে মিস মার্পল আর কাউকে দেখেন নি। যদিও বাঙলোটা দেখেছিলেন—মিঃ র‍্যাফায়েলের বাঙলো। তবে কি কেউ বাঙলো থেকে বাইরে এসে আবার ঢুকে যায় ? তিনি তাকে দেখার সুযোগ পাননি ? তা যদি হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে লোকটা নির্ঘাত মিঃ র‍্যাফায়েলের সেই সঙ্গী। কি যেন নাম লোকটার ? হ্যাঁ, জ্যাকসন। তাহলে কি জ্যাকসনই দরজা

দিয়ে বাইরে এসেছিল? তাহলে ছবিতে যেমন ছিল সেইরকম হওয়া সম্ভব। দরজা দিয়ে একজন লোক বাইরে আসছে। আচমকাই হয়তো তাকে চিনতে পেরেছিলেন মেজর। এর আগে পর্যন্ত মেজর আর্থার জ্যাকসনকে নিয়ে মাথা ঘামান নি। তার কুতূহলী নজর অনেকটাই যেন মর্যাদাসম্পন্ন কাউকে খুঁজতে চাইত—আর্থার জ্যাকসন সেদিক থেকে তার কাছে কোন 'পাক্কাসাহেব' ছিল না —মেজর প্যালগ্রেভ তার দিকে দুবার তাকাতেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ।

ব্যাপারটা বদলে গিয়েছিল মেজর প্যালগ্রেভ যখন ফটোটা হাতে নিয়ে মিস মার্পলের ডান দিকের কাঁধের উপর দিয়ে তাকান আর দরজা দিয়ে কোন এক-জন লোককে বাইরে আসতে দেখেন···?

মিস মার্পল বালিশে মাথা রাখার চেষ্টা চালালেন—আগামীকাল তার কাজ হবে—আগামীকাল কেন, বরং আজই—তাকে বিশেষ ভাবে খোঁজ খবর নিতে হবে হিলিংডনদের, ডাইসনদের আর আর্থার জ্যাকসন সম্পর্কে।

২

ডঃ গ্রাহামেরও বেশ আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বরাবরই ঘুম ভাঙার পর আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু আজ কি রকম অস্বোয়াস্তি বোধ কর-ছিলেন তিনি তাই ঘুমও এল না। কেমন একটু উদ্বেগ যেন তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে দিচ্ছিল না। এরকম অবস্থা তার বহুকাল হয়নি। এই উদ্বেগের কারণ কি হতে পারে? কিছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না। বেশ কিছু-ক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ভাবতে চেষ্টা চালালেন তিনি। এটা কি মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর সঙ্গে কোনভাবে সংপৃক্ত? হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর সঙ্গে এটা জড়িত। তিনি বুঝতে পারলেন না যদিও এই ঘটনায় কি এমন থাকা সম্ভব যাতে তার মনে উদ্বেগের জন্ম হতে পারে? তবে কি ওই বুড়ীর বকবকানিই এর মূল কারণ? তিনি কিছু বলেছিলেন? ছবির ব্যাপারে ওর ভাগ্যটা খারাপ। তবে উনি ভালভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এখন কথা হল, তিনি কি এমন কথা বলেছেন যে তার প্রতিক্রিয়ায় এই উদ্বেগ জন্ম নিতে পারে? মোদ্দাকথা হল মেজরের মৃত্যুর মধ্যে কোন রহস্য জড়িয়ে থাকতে পারে না। কিছুই না। অন্ততঃ এটা মনে করা স্বাভাবিক।

তবুও মেজরের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু ভাবনার জন্মও নিতে চাইলো ডঃ গ্রাহামের মনে। তিনি কি সত্যিই

মেজরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু জানেন? প্রত্যেকেই বলেছে তার খুব বেশি ব্লাডপ্রেসার ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে মেজরের এটা নিয়ে কোন কথাই কখনও হয়নি। আসলে মেজরের সঙ্গে তার কথাবার্তাই তেমন হয়নি। প্যালগ্রেভ বড় বেশি কথা বলতেন, তিনি এ ধরনের বিরক্তিকর মানুষদের এড়িয়ে চলারই পক্ষপাতী। কিন্তু প্রশ্ন হল হঠাৎ তার কেন মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাক না হতেও পারে? এর কারণ তবে কি ওই মুখধা? কিন্তু তিনি তো সেরকম কিছু বলেন নি। যাক, এটায় তার কোন মাথা না ঘামালেও চলবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট, ব্যাস মিটে গেল। মেজরের ঘরে সেরেনাইটের ট্যাবলেট পাওয়া গেছে আর মেজর নিজে তার ব্লাডপ্রেসারের কথা সবাইকে বলেছিলেন।

ডঃ গ্রাহাম পাশ ফিরে শুয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

হোটেলের চৌহদ্দীর বাইরে খাঁড়ির পাশে গড়ে ওঠা এলোমেলো কুটির-গুলোর কোন একটিতে ভিক্টোরিয়া জনসন আচমকাই বিছানায় উঠে বসল। সেই অনরে'র সত্যিকার এক দ্রষ্টব্য ভিক্টোরিয়া। যেন কালো মার্বেল পাথরে খোদাই করা কোন ভাস্কর্যের অপূর্ব সৃষ্টি সে। ভিক্টোরিয়া ওর ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলে হাত বোলাতে বোলাতে পা দিয়ে খোঁচা মারল ওর নিদ্রিত সঙ্গীর পাঁজরায়।

'এ্যাই, ওঠ···।'

গজগজ করে পাশ ফিরল লোকটি।

'কি হল? এখনও তো ভোর হয়নি।'

'উঠে শোন। কয়েকটা কথা আছে।'

লোকটি উঠে বসে হাই তুলতে ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'কি হয়েছে, অ্যাঁ?'

'যে মেজর লোকটা মারা গেছেন তার কথা বলছি। একটা ব্যাপার আমার ভাল লাগছে না। কোথাও একটু গোলমাল আছে।'

'আহ, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার কি? বুড়ো হয়েছিল, মারা গেছে, ব্যাস।'

'শোন। পিলগুলোর কথা বলছি। ডাক্তার আমাকে পিলের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

'তাতে হলোটা কি? উনি হয়তো বেশি করে খেয়ে ফেলেন।'

'না। এটা তা নয়,' ভিক্টোরিয়া কাছে মুখ টেনে আনলো। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, শোন।'

লোকটি হাই তুলে আবার শুয়ে পড়ল। 'এটা কোন ব্যাপারই না। কিসব বলছ?'

'যাই হোক, সকাল হলেই আমি মিসেস কেন্ডালকে ব্যাপারটা বলব। আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে।'

'এ নিয়ে মাথা ঘামিও না,' ওর সঙ্গী উত্তর দিল, যাকে ভিক্টোরিয়া কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই বর্তমানে স্বামী হিসেবেই গ্রহণ করেছে। 'ঝামেলা ডেকে এনোনা,' বলেই সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল হাই তুলে।

সাত ॥ সাগরতীরে সকাল

হোটেলের সামনে বেলাভূমিতে সকালের পর খানিকটা সময়ই কেটে গেছে। জল ছেড়ে তীরে উঠে ইভিলিন হিলিংডন স্নানের টুপি খুলে সোনালী বালির উপর বসে জোরে মাথা ঝাঁকালো। বেলাভূমিটা তেমন বড় আকারের নয় এ জায়গায়। সকাল বেলা সবাই জায়গাটাতে জমা হওয়ার পর বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ যেন সামাজিক মেলামেশা গড়ে ওঠে। ইভিলিনের ডান দিকে চমৎকার একখানা খোরা-চেয়ারে বসেছিলেন সুদর্শন সেনোরা দ্য ক্যাস-পিয়ারো। তিনি এসেছেন ভেনেজুয়ালা থেকে। তার একটু তফাতে চোখে পড়ছিল মিঃ র‍্যাফায়েলকে, যিনি গোল্ডেন পাম হোটেলের আপাতত প্রধান ব্যক্তিত্ব। বিরাট অর্থবান কোন পঙ্গু মানুষ যেভাবে তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সবকিছু পরিচালনা করতে সক্ষম এখানে যেন তারই প্রকাশ ফুটে উঠতে চাই-ছিল। তাকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিল এসথার ওয়াল্টার্স। সাধারণতঃ তার হাতে সবসময়েই শ্রুতিলিখনের খাতা আর পেন্সিল থাকে, মিঃ র‍্যাফায়েল কোন জরুরী ব্যবসায়িক বার্তা পাঠাতে চাইতে পারেন বলে। মিঃ র‍্যাফায়েলকে সমুদ্রতীরে বেড়ানোর পোশাকে অস্বাভাবিক রকম কৃশ আর শুষ্ক দেখাচ্ছিল, প্রায় অস্থিচর্মসার দেহ। একজন মৃত্যুপথযাত্রী বলে তাকে মনে হওয়াঃ স্বাভাবিক হলেও গত আট বছর ধরেই তার একই চেহারা রয়ে গেছে—অন্ততঃ এই দ্বীপের সকলেরই তাই ধারণা। কোটরগত গভীর নীল তার চোখ দুটো থেকে যেন কর্তৃত্বব্যঞ্জনা বিচ্ছুরিত হতে চায়। তার প্রধান আনন্দের কাজই

হল কেউ কিছু বলার চেষ্টা করলে প্রচন্ডভাবে তার বিরোধিতা করা।

মিঃ মার্পলও উপস্থিত ছিলেন। বরাবরের মতই তিনি পশমের পোশাক বুনে চলেছিলেন আর কান পেতে শুনছিলেন নানা কথাবার্তা আর মাঝে মাঝে প্রয়োজনে দু'একটা মন্তব্যও করছিলেন। এরকম মন্তব্য করার সময় সকলে বেশ আশ্চর্যও হচ্ছিল, তার অস্তিত্ব টের পেয়েই যে এমন হচ্ছিল তা বলাই-বাহুল্য। ইভিলিন হিলিংডন বেশ একটু প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখছিল মিস মার্পলকে -- যেন আদুরে কোন পুষি বেড়াল।

সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়ারো তার দীর্ঘ দর্শনীয় পা দুটিতে আরও কিছু তেল মাখাতে চাইছিলেন আর আপনমনে গুণগুণ করছিলেন। কথাবার্তায় তেমন তিনি বড় একটা অংশ নিতে চাননা। তার দৃষ্টি ছিল তেলের শিশির দিকে। এখানে যে ভাল তেল মেলেনা এটাই ছিল তার একমাত্র বক্তব্য।

'এবার কি স্নান করে নেবেন, মিঃ র‍্যাফায়েল ?' এসথার ওয়াল্টার্স জানতে চাইলো।

'যখন ইচ্ছে হবে স্নান তখনই করব,' খিঁচিয়ে উঠলেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

'সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে,' মিসেস ওয়াল্টার্স বলল।

'তাতে কি ?' মিঃ র‍্যাফায়েল জবাব দিলেন। 'আমাকে কি ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা পড়া মানুষ বলে মনে হয় ? এখন এটা করুন—বিশ মিনিট পরে ওটা করুন, সেটা করুন—যত্ত সব, ফুঃ !'

মিসেস ওয়াল্টার্স দীর্ঘদিন ধরে মিঃ র‍্যাফায়েলের দেখাশোনা করার মধ্য দিয়ে তার বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠায় তাকে সামলে চলার একটা পথও আবিষ্কার করেছিল। সে জানে মিঃ র‍্যাফায়েল স্নানের পরিশ্রম থেকে নিজেকে সামলে নিতে একটু অবকাশ খুঁজতে ইচ্ছুক, এটা জেনেই মিসেস ওয়াল্টার্স তাকে সময়টা মনে করিয়ে দিয়েছে। মিঃ র‍্যাফায়েল এর ফলে অন্ততঃ দশ মিনিট আপত্তি জানিয়ে কাটানোর পর প্রায় সব ভুলে গিয়েই কাজটা সম্পন্ন করেও নেবেন।

'আমি এই ক্যাম্বিসের জুতো একদম পছন্দ করি না,' মিঃ র‍্যাফায়েল তার একটা পা তুলে বললেন। 'ওই হাঁদারাম জ্যাকসনকে বলেওছিলাম। লোকটা আমার কোন কথাই কানেই তোলেনা।'

'আপনার জন্য অন্য জুতো নিয়ে আসবো, মিঃ র‍্যাফায়েল ?'

'না, যাবে না, তুমি এখানেই মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে। মুরগীর মত কোঁকর কোঁ করতে করতে এই ছুটে বেড়ানো আমি একেবারে বরদাস্ত করতে

পারি না।'

ইভিলিন বালির উপর হাত পা টান টান করে বসতে চাইছিল।

মিস মার্পল সেলাইতে মশগুল থাকা অবস্থায় একটা পা টান করে মাপ চেয়ে বলে উঠলেন, 'ওহ, আমি দুঃখিত, মিসেস হিলিংডন—আপনার গায়ে পা লেগে গেল।'

'না, না, তাতে কিছু হয়নি,' ইভিলিন উত্তর দিল। 'আজ তীরে বড্ড বেশি ভিড়।'

'তাহলে, দাঁড়ান, চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিই,' মিস মার্পল চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বললেন। আরাম করে বসার পর শিশুর মতই কথা বলে চললেন এবার মিস মার্পল। 'এখানে সব কি চমৎকার লাগছে। আগে তো কোনদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসিনি। কোনদিনই ভাবিনি এ জায়গায় আসবো, অথচ আজ এখানেই কথা বলছি। সবই আমার আদরের ভাইপোর দয়ায় হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আপনি এই এলাকা বেশ ভালই চেনেন, তাই না, মিসেস হিলিংডন?'

'হ্যাঁ, এখানে বারদুয়েক আগেও এসেছিলাম।'

'প্রজাপতি আর ফুলের নেশায় নিশ্চয়ই? আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুরাও তো ছিলেন—ওরা আপনার আত্মীয়?'

'বন্ধু। এর বাইরে কিছু না।'

'আপনারা বোধ হয় একই রকম শখ থাকায় একসঙ্গে বেড়াতে যান?'

'হ্যাঁ। আমরা কয়েক বছর একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি।'

'মাঝে মাঝে কোন উত্তেজনার ব্যাপারও নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন?' মিস মার্পল নিরীহ ভঙ্গীতে জানতে চাইলেন।

'তেমন কিছু মনে পড়ে না,' ইভিলিন উত্তর দিল। ওর কণ্ঠস্বর কিছুটা নীরস। 'এ ধরনের উত্তেজনার ব্যাপার অন্যদের জীবনেই ঘটে,' হাই তুলল ও।

'সাপের সামনে পড়ার সাংঘাতিক ঘটনা বা বুনো জন্তুর মুখোমুখি হওয়া, জংলীদের খেপে ওঠা, এই রকম?' প্রশ্ন করেই মিস মার্পল ভাবলেন বোকার মত লাগছে আমাকে।

'পোকার কামড়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়,' ইভিলিন উত্তর দিল।

'বেচারি মেজর প্যালগ্রেভকে একবার নাকি সাপে কামড়ায়,' মিস মার্পল নিয়ে বলতে চাইলেন।

'তাই বুঝি?'

'আপনাকে কখনও তিনি বলেন নি ?'

'বলতে পারেন, তবে আমার মনে পড়ছে না।

'আপনি তাকে ভালই চিনতেন তো ?'

'মেজর প্যালগ্রেভকে ? না, মোটেও চিনতাম না।'

'উনি কত যে গল্প বলতে পারতেন।'

'যাচ্ছেতাই ধরনের বিরক্তিজাগানো মানুষ,' মিঃ র‍্যাফায়েল মন্তব্য করলেন। 'গন্ড মূর্খও। শরীরের দিকে নজর দিলে মরতেন না।'

'কি বলছেন, মিঃ র‍্যাফায়েল ?' মিসেস ওয়াল্টার্স বলে উঠল।

'ঠিক কথাই বলছি। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখলে সব ঠিক থাকে। আমাকে দেখে শেখো। ডাক্তাররা আমাকে খরচের খাতায় রেখেছিল বহুবছর আগে। আমি জবাবে বলেছিলাম 'স্বাস্থ্য নিয়ে আমার নিজের ধারণা এবারই দেখিয়ে ছাড়ব। দেখে নাও, কেমন বহাল তবিয়তে আছি।'

তিনি গর্বিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে চাইলেন। তার বহাল-তবিয়তে থাকাটা যেন উপস্থিত সকলের কাছে বিরাট ভুল বলেই মনে হচ্ছিল।

'বেচারি মেজর প্যালগ্রেভের ব্লাডপ্রেসার খুব বেশি ছিল,' মিসেস ওয়াল্টার্স বলল।

'একেবারে বাজে কথা,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'সত্যিই ওঁর ব্লাডপ্রেসার ছিল,' ইভিলিন হিলিংডন হঠাৎ যেন দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল।

'কে বলেছে ?' মিঃ র‍্যাফায়েল প্রশ্ন করলেন। 'তিনি আপনাকে বলে-ছিলেন ?'

'কে যেন বলেছিল।'

'ওঁর মুখ দারুণ লাল হয়ে উঠেছিল,' মিস মার্পল মন্তব্য করলেন।

'ওকথা বিশ্বাস করিনা,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'তাছাড়া তার ব্লাড-প্রেসার ছিলনা, কারণ তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন।'

'তিনি নিজে আপনাকে বলেছিলেন মানে ?' মিসেস ওয়াল্টার্স জানতে চাইল। 'মানে, আমি বলতে চাইছি আপনার ব্লাডপ্রেসার না থাকলেও নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, পারা যায়। আমি তাকে একবার বলেছিলাম ওই প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ গেলা তার পক্ষে ক্ষতিকর। আমি তাকে বলি, পানীয় আর খাদ্যের বিষয়ে আপনার লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বয়সে আপনার ব্লাডপ্রেসার সম্পর্কে খবর

রাখাও দরকার।' তিনি তাতে উত্তর দেন যে ও নিয়ে তিনি মাথা ঘামাবেন না কারণ বয়স অনুপাতে তার রক্তচাপ খুবই ভাল।'

কিন্তু এর জন্য তিনি ওষুধ খেতেন বলে শুনেছি,' মিস মার্পল বলে উঠলেন এবার আলোচনায় আবার অংশ নিয়ে। 'কি যেন ওষুধটার নাম—সেরেনাইট কি?'

'আমার মত যদি জানতে চান,' ইভিলিন হিলিংডন বলল, 'মেজর প্যালগ্রেভ কারও কাছে স্বীকার করতেন না তার কোন রকম অসুস্থতা ছিল। আমার মনে হয় তিনি সেই জাতের মানুষ ছিলেন যারা তাদের শরীরে কোন রকম রোগ আছে মানতে চাননা কারণ রোগকে তারা ভয় পান।'

ইভিলিন বেশ সময় নিয়ে তার বক্তব্য জানালো। মিস মার্পলের দৃষ্টি ঘুরে গেল তার ঘন কালো চুলের দিকে।

'গোলমেলে বিষয় হল,' মিঃ র‍্যাফায়েল কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বললেন, 'প্রত্যেক মানুষই অন্যের রোগভোগের বিষয় জানতে আগ্রহী। তাদের ধারণা পঞ্চাশ বছর বয়স পার হলেই যে কোন মানুষই ব্লাডপ্রেসার বা করোনারী থ্রম্বো-সিসের আক্রমণে মারা যায়—একেবারে গালগল্প! কেউ যদি বলে তার কোন রোগ নেই, আমার বিশ্বাস সত্যিই তা থাকেনা। যে কোন মানুষেরই নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এখন কটা বেজেছে? পৌনে বারোটা? ঢের আগেই আমার স্নান করা উচিত ছিল। আমাকে এই সব ব্যাপার মনে করিয়ে দাও না কেন, এসথার?'

মিসেস এসথার ওয়াল্টার্স কোন প্রতিবাদ করলো না। সে উঠে দাঁড়ালো তারপর দক্ষতার সঙ্গে মিঃ র‍্যাফায়েলকেও দাঁড়াতে সাহায্য করলো। এবার দুজনে এগিয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে, মিসেস ওয়াল্টার্স সতর্কভঙ্গীতে ধরে রেখেছিলো মিঃ র‍্যাফায়েলকে।

'বুড়োরা কি কুৎসিত!' চোখ খুলে বিড়বিড় করে বললেন, 'সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো'। অসহ্য কুৎসিত' এদের চল্লিশ পেরোলেই মেরে ফেলা উচিত। নাকি পঁয়ত্রিশেই ভাল হতে পারে। কি বলেন?

ইভিলিন হিলিংডন আর গ্রেগরী ডাইসন বেশ উৎফুল্লভঙ্গীতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল।

'জলটা আজ কি রকম, ইভিলিন!'

'যেমন থাকে রোজ।'

'কোন বদল ঘটেনা। লাকি কোথায় গেল?'

'আমি জানিনা,' ইভিলিন উত্তর দিল।

মিস মার্পল আবার ওর ঘন, গাঢ় চুলের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন।

'এবার তিমি মাছের সাঁতার নকল করছি, দেখে নাও,' কথাটা বলে গ্রেগরী ওর রঙদার বারমুডা সার্ট খুলে তীরের উপর প্রায় ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে সাঁতারে যে বেশ পটু সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এডওয়ার্ড হিলিংডন তীরের উপর স্ত্রীর পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আর একবার আসবে নাকি ?'

হাসল ইভিলিন—তারপর সে মাথায় টুপিটা এঁটে নিতে দুজনে কোন আতিশয্য ছাড়াই এগিয়ে চলতে লাগল।

সেনোরা দা ক্যাসপিয়েরো আবার চোখ মেললেন।

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা দুজন বিয়ের পর হনিমুন করতে এসেছে, লোকটি স্ত্রীর সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার করে। অথচ শুনলাম প্রায় আট ন' বছর আগে বিয়ে হয়েছে। অবিশ্বাস্য, তাই না ?'

'আমি ভাবছি মিসেস ডাইসন কোথায় ?' মিস মার্পল বললেন।

'সেই যার নাম লাকি ? সে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ঘুরছে।'

'আপনার কি তাই ধারণা ?'

'নিশ্চয়ই,' সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো জবাব দিলেন। 'ওর স্বভাবই ওই ধরনের। তবে ও যুবতী নেই আর—ওর স্বামীরও নজর বোধ হয় অন্য দিকে—মেয়ে দেখলেই ছুকছুক করে সব জায়গায়। আমি সব জানি।'

'হ্যাঁ,' মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আমারও ধারণা আপনি জানবেন।'

সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো একটু অবাক হয়ে তাকালেন। এরকম উত্তর মিস মার্পলের কাছ থেকে পাবেন ভাবেন নি তিনি।

মিস মার্পল অবশ্য নিরীহ দৃষ্টিতে সুনীল সাগরের ঢেউ গুণছিলেন ইতিমধ্যে।

২

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারব, মাদাম, মিসেস কেন্ডাল ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মলি উত্তর দিল। সে অফিসে ডেস্কের সামনে বসেছিল।

দীর্ঘাকৃতি আর জীবনীশক্তিতে ভরপুর ভিক্টোরিয়া জনসন চমৎকার শ্বেত পোশাকে ঘরে ঢুকেছিল। সে একটু রহস্যময় ভাবেই ঘরের দরজা বন্ধ করে মলির সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমি আপনাকে খুব দরকারী একটা কথা বলতে চাইছিলাম। মিসেস কেণ্ডাল।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলো না। কোন গোলমাল হয়েছে ?'

'তা জানিনা, ঠিক বলতে পারব না। যে বুড়ো ভদ্রলোক মারা গেলেন তার কথা। মেজর ভদ্রলোক। তিনি ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তাতে কি হয়েছে ?'

'তার ঘরে এক শিশি পিল ছিল। ডাক্তার কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'তারপর ?'

'ডাক্তার বললেন 'বাথরুমের তাকে কি আছে দেখা যাক।' তিনি সব দেখে নিলেন এরপর। তিনি দেখেছিলেন তাকের উপর দাঁতের মাজন, হজমের ওষুধ আর অ্যাসপিরিন ছিল, এ ছাড়াও ছিল সেই পিলের শিশি—সেরেনাইট না কি নাম।'

'হ্যাঁ, তারপর ?' মলি আবার বলল।

'ডাক্তার সব ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। কিন্তু আমি পরে একটা কথা ভাবছিলাম। ওই পিলগুলো আগে তাকে ছিল না। বাথরুমে আগে ওগুলো দেখিনি, অন্যগুলো অবশ্য ছিল। দাঁতের মাজন, অ্যাসপিরিন এই সব, দাড়ি কামানোর লোশন। কিন্তু ওই সেরেনাইট পিলের শিশি ছিল না আগে।'

'তাই তুমি ভাবলে—,' মলি একটু হতভম্ব।

'কি ভাববো বুঝতে পারছি না,' ভিক্টোরিয়া বলল। 'আমার মনে হল ব্যাপারটা ঠিক নয় তাই আপনাকে বলা দরকার ভাবলাম। আপনি কি ডাক্তারকে বলবেন ? মনে হয় এটা গোলমেলে। কেউ হয়তো পিলগুলো ঘরে রেখেছিল আর তিনি খেয়ে মারা গেলেন।'

'ওহ, এরকম হতে পারে আমার মনে হয় না,' মলি বলল।

ভিক্টোরিয়া মাথা ঝাঁকালো। 'কেউ বলতে পারে না। লোকেরা কত খারাপ কাজ করে।'

মলি জানালার বাইরে তাকালো। জায়গাটাকে স্বর্গের মতই লাগছে। এই চমৎকার রোদ্দুর, সুনীল সাগর, প্রবাল প্রাচীর, নাচ, গান, বাজনা—যেন স্বর্গের উদ্যান। তবু এই স্বর্গীয় উদ্যানেও নেমে এসেছে ছায়া—সাপের ছায়া—খারাপ জিনিসের ছায়া—এই কথাগুলো শোনাও যেন ঘৃণার ব্যাপার।

'আমি খোঁজ নেব, ভিক্টোরিয়া,' তীব্রস্বরে বলল মলি।' তোমাকে ভাবতে হবেনা। দয়া করে এই ধরনের বাজে গুজব ছড়িয়ে বেড়িও না।'

ওই সময়েই টিম কেণ্ডাল এসে পড়ল, ভিক্টোরিয়া যেন কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েই চলে যেতে চাইলো।'

'কিছু হয়েছে, মলি ?' টিম জানতে চাইলো।

একটু ইতস্ততঃ করল মলি—কিন্তু ও হয়তো টিমের কাছেও যাবে ভেবে ও সব কথা টিমকে বলল ভিক্টোরিয়া যা যা বলেছে।

'এই সব ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না—পিলের ব্যাপারই বা কি ?'

'মানে—আমি কিছুই জানিনা, টিম। ডঃ রবার্টসন যখন এসেছিলেন তার কাছেই শুনি ট্যাবলেটগুলো ব্লাডপ্রেসারে খেতে হয়।'

'তাহলে তো মিটে গেল, তাই না ? মেজরের ব্লাডপ্রেসার ছিল আর তাই তিনি ওটা খেতেন, এতে ভাবনার কি আছে ? বহু লোককেই খেতে দেখেছি।'

'হ্যাঁ, মলি তবু ইতস্ততঃ করল, 'তবে ভিক্টোরিয়া ভাবছে তিনি ওই ট্যাবলেট খেয়ে মারা যেতে পারেন।'

'কিন্তু, ডার্লিং, এটা বড় বেশি নাটুকে মনে হচ্ছে। তুমি বলতে চাইছ কেউ পিলগুলো বদলে রেখেছিল—অর্থাৎ কেউ তাকে ইচ্ছে করে বিষ খাইয়েছে ?'

'অবাস্তব মনে হতে পারে ঠিকই,' মলি মাপ চাইবার স্বরে বলল। 'তবে ভিক্টোরিয়া ওই রকমই ভাবছে!

'বোকা মেয়ে! আমরা ডঃ গ্রাহামের কাছে গিয়ে জানতে পারি। আমার মনে হয় উনি জানবেন। তবে ব্যাপারটা এমনই যাচ্ছেতাই রকমের যে তাকে বিরত করতেও ইচ্ছে করছে না।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'মেয়েটা কেন এমন ধরনের কথা ভাবল যে কেউ পিলগুলো বদলে দিতে পারে। একই বোতলে অন্য পিল বলে ভাবো ?'

'ঠিক জানতে পারিনি,' মলি জবাব দিল অসহায় ভাবে। 'ভিক্টোরিয়ার বোধ হয় মনে হয়েছে সেই সেরেনাইটের বোতল ওই ঘরে প্রথম দেখেছে।'

'ওহ, কিন্তু এতো যাচ্ছেতাই কথাবার্তা,' টিম কেণ্ডাল বলল। 'মেজরের ব্লাডপ্রেসার কমানোর জন্য ওগুলো তো খেতেই হত। 'টিম কথা শেষ করে

হোটেলের সরকারের পরামর্শ করার জন্য খুশিমনেই চলে গেল।

কিন্তু মলি ব্যাপারটা হালকা ভাবে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারল না।

মধ্যাহ্নভোজের খাটুনির পর মলি স্বামীকে বলল,' টিম, আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখলাম—ভিক্টোরিয়া যদি বিষয়টা নিয়ে নানাজনকে বলে বেড়ায় তাহলে আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

'ডার্লিং, রবার্টসন আর বাকিরা এখানে এসে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেছে আর দরকারী সব প্রশ্নও করেছে তারা।'

'হ্যাঁ, তা করেছেন তারা। কিন্তু ওই মেয়েটা যেভাবে গুজব ছড়াচ্ছে—।'

'ওহ, ঠিক আছে। তুমি যা বলছ তাই হবে—আমরা ডঃ গ্রাহামের কাছে সমস্ত বলতে পারি—তিনি সবই জানেন।'

ডঃ গ্রাহাম একখানা বই হাতে খোলা আচ্ছাদনের নিচে বসেছিলেন। টিম দম্পতি তার কাছে আসতে মলিই সব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলল। মাঝপথে টিম সমস্ত বুঝিয়ে বলল।

'সব ব্যাপারটাই বোকার মতই করেছে মেয়েটা.' টিম বলল। 'তবে যা দেখতে পাচ্ছি এটা ওর মাথায় একেবারে গেঁথে গেছে যে কেউ নিশ্চয়ই বোতলে বিষের বড়ি রেখে দিয়েছিল। কি যেন নাম ওষুধটার—সেরা—না কি যেন।'

'কিন্তু এরকম ধারণা ওর মাথায় ঢুকলে কেন?' ডঃ গ্রাহাম প্রশ্ন করলেন। 'সেকি কি দেখেছে বা কাউকে বলতে শুনেছে—না হলে এমন কথা মেয়েটা ভাবতে যাবে কি কারণে?'

'তা জানিনা,' হতাশভাবে বলল টিম। 'বোতলটা কি আলাদা ছিল, মলি?'

'না', মলি উত্তর দিল। 'আমার মনে হয় ও বলেছে যে বোতলটা বাথরুমে ছিল তার গায়ে লেবেল ছিল—সেরেন—না সেরেন—।'

'সেরেনাইট,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'হ্যাঁ, এটাই। এটা খুব নামী ওষুধ। মেজর এটা অনেকদিন যাবৎ খাচ্ছিলেন।'

'ভিক্টোরিয়া বলছে তার ঘরে ও বোতলটা আগে কোনদিন দেখেনি।'

'তার ঘরে আগে কখনও দেখেনি?' ডঃ গ্রাহাম তীক্ষ্ণস্বরে বললেন। 'একথা কেন বলছে সে?'

'হ্যাঁ, সে এটাই বলেছে। সে বলেছে বাথরুমে নানা রকম জিনিস ছিল সেলফের উপর, যেমন দাঁত মাজন, অ্যাসপিরিন, দাড়ি কামানোর জিনিস।

আমার মনে হয় ও রোজ ঘর সাফাই করত বলে সব জিনিসই ওর মনে গাঁথা ছিল। ওই সেরেনাইটের শিশি ও আগে কখনও দেখেনি মারা যাওয়ার পর-দিনের আগে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' তীব্রস্বরে বলে উঠলেন ডাক্তার। 'ওকি নিশ্চিত?'

'শুনে তো তাই মনে হয়,' মলি আস্তে আস্তে বলল।

'ও হয়তো একটু হৈ চৈ পছন্দ করছে বলে এসব বানিয়েছে,' টিম মন্তব্য করল।

'হতে পারে,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'মেয়েটার সঙ্গে আমি নিজে একবার কথা বললে ভাল হয়।'

ডঃ গ্রাহাম ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ও যেন খুশি চেপে রাখতে পারছিল না।

'আমি কিন্তু কোন ঝামেলায় নেই,' ও বলল। 'বোতলটা কে তাকে রেখেছিল আমি জানিনা—আমি রাখিনি।'

'কিন্তু তোমার ধারণা কেউ রেখেছিল?' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'হ্যাঁ, ওখানে যখন আগে ছিলনা শিশিটা, ডাক্তারবাবু, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ রেখেছিল।'

'মেজর প্যালগ্রেভ ওটা ড্রয়ারে রেখে দিতে পারতেন—বা অন্য কোথাও।'

ভিক্টোরিয়া বুদ্ধিমতীর মতই মাথা ঝাঁকালো।

'সব সময় খেতে হলে এটা কখনই তিনি করতেন না।'

'না, তা করতেন না,' অনিচ্ছুকভাবেই বললেন ডঃ গ্রাহাম। 'সারাদিনে কয়েকবার খেতে হলে এ রকম না করার কথা। তুমি তাকে এ ধরনের ওষুধ কখনও খেতে দেখোনি?'

'এটা তার কাছে আগে ছিলনা। আমি যখন শুনি তার মৃত্যুর সঙ্গে ওষুধটা কোনভাবে জড়ানো থাকতে পারে, তখনই ভাবলাম তার কোন শত্রু হয়তো তাকে মারার জন্য ওটা রেখে দিতেও পারে।'

'একদম বাজে কথা, মেয়ে,' ডাক্তার জোর দিয়ে বলে উঠলেন। 'সম্পূর্ণ বাজে কথা।'

ভিক্টোরিয়া একটু ভেঙে পড়ল কথাটায়।

'আপনি বলছেন ওটা একরকম ওষুধ? ভাল ওষুধ?' ও প্রশ্ন করল।

'খুবই ভাল ওষুধ, তাছাড়া দরকারী ওষুধ।' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'তাই তোমাকে অত চিন্তায় থাকতে হবে না। ভিক্টোরিয়া, আমি তোমাকে বলছি

ওই ওষুধে কোন গোলমাল ছিল না। অসুখ থাকলে ওই ওষুধই মানুষকে খেতে হয়।'

'উঃ আপনি আমার মন থেকে একটা মস্ত ভার নামিয়ে দিলেন,' ভিক্টোরিয়া বলল। ডাক্তারের দিকে ও ওর শুভ্র দাঁত মেলে হাসতে চাইলো।

কিন্তু ডঃ গ্রাহামের মন থেকে চাপটা সরতে চাইছিল না। সেই ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা আগুনের মত তার মনে সেই আগেকার অস্বস্তিটা থেকে গিয়েছিল।

আট ॥ এসথার ওয়াল্টার্সের সঙ্গে কিছু কথা

'এ জায়গাটা আর আগের মত নেই,' মিঃ র‍্যাফায়েল বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন মিস মার্পলকে এগিয়ে আসতে দেখে, নিজের সেক্রেটারিকে তিনি যে জায়গায় ছিলেন। 'এক পা কোথাও রাখা যায় না, ঠিক পায়ে পায়ে বুড়ি মুরগীর মত কেউ হাজির। এই বুড়িরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কি জন্যে আসে বুঝিনা!'

'তারা তাহলে কোথায় যাবেন বলুন?' এসথার ওয়াল্টার্স বলল।

'চেল্টেনহ্যামে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল, বা বোর্নমাউথে, টর্কে, ল্যাণ্ড্রিনডড—এরকম কত জায়গাই রয়েছে গেলেই হয়। বুড়োবুড়িরা ওইসব জায়গাতে বেশ আনন্দেই থাকে দেখেছি।'

'তারা বোধ হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসার খরচ মেটাতে পারে না,' এসথার ওয়াল্টার্স উত্তর দিলেন। 'সকলে তো আপনার মত এমন ভাগ্যবান নন।'

'কথাটা ঠিক,' মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তর দিলেন। 'আমার অবস্থাটা কি? শুধু সারা শরীরে অসহনীয় ব্যথা আর যন্ত্রণা। আর তুমি এসব উপশমের ব্যাপারে কোনরকম মাথা ঘামাতে চাও না। তাছাড়া কাজ করতে চাওনা তুমি—সেই চিঠিগুলো এখনও টাইপ করোনি কেন?'

'সময় পাইনি।'

'টাইপ করার ব্যবস্থা করবে কি? আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি কিছু কাজ করার জন্যই, রৌদ্রস্নান আর তোমার শরীর দেখানোর জন্য নয়।'

অনেকেই মিঃ র‍্যাফায়েলের এই মন্তব্য কখনই বরদাস্ত করা যায় বলে ভাবতে

চাইত না কিন্তু এসথার ওয়াল্টার্স বেশ কয়েক বছর মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছে কাজ করার খুব ভাল করেই জানে তার বাক্যবাণ তীক্ষ্ণ হলেও ক্ষতিকর নয়। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সর্বক্ষণই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন আর সেই কারণেই কাউকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে ওই যন্ত্রণা যেন কিছুটা লাঘব করতে সমর্থ হন। তিনি যাই বলে থাকুন মিসেস ওয়াল্টার্স অবিচলিত রয়ে গেলো।

'কি চমৎকার সন্ধ্যা আজ, তাই না?' কাছে পৌঁছে বললেন মিস মার্পল।

'হবে না কেন?' মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তর দিলেন। 'আমরা এখানে এসেছি এই কারণেই, নয় কি?'

মিস মার্পল মিষ্টি করে হাসলেন।

'আপনি এত রূঢ়—অবশ্য আবহাওয়া নিয়ে আলোচনাটা বড় বেশি ইংরেজ-সুলভ—অনেকে ভুলে যায়—আরে, ঠিক ভুল রঙের পশম এনেছি।' সেলাইয়ের ব্যাগ নামিয়ে রেখে মিস মার্পল আবার বাঙলোর দিকে এগোলেন।

'জ্যাকসন!' চিৎকার করে উঠলেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

জ্যাকসনের আবির্ভাব হল সঙ্গে সঙ্গেই।

'আমাকে ভিতরে নিয়ে চল,মিঃ র‍্যাফায়েল বলে উঠলেন। 'ওই বাক্যবাগীশ মুরগী আবার ফিরে আসার আগেই আমার মালিশের কাজ শেষ করতে হবে। যদিও মালিশে আমার কোন উপকারই যে হয়না তা জানা কথা।' কথা শেষ করতে তাকে জ্যাকসন উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলে মিঃ র‍্যাফায়েল বাঙলোর ভিতর ঢুকে গেলেন ধীরে ধীরে।

এসথার ওয়াল্টার্স সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর ফিরে তাকাতে মিস মার্পল নতুন পশমের গুলি নিয়ে এসে ওর পাশেই বসে পড়লেন।

'আশা করি আপনাকে বিরক্ত করলাম না?' তিনি বললেন।

'না, না, বিরক্ত করবেন কেন,' এসথার ওয়াল্টার্স বলল। 'আমাকে এখনই উঠে গিয়ে জরুরী কিছু টাইপ করতে হবে, তবু আরও দশ মিনিট পড়ন্ত এই সূর্যের আলো উপভোগ করতে চাই আমি।

মিস মার্পল গুছিয়ে বসে নরম গলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবার। কথা বলার অবসরে তিনি এসথার ওয়াল্টার্সকে যাচাই করারও চেষ্টা চালালেন। খুব সুন্দরী না হলেও অন্ততঃ আকর্ষণীয়া হতে পারেন এসথার। একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না মিস মার্পল এসথার ওয়াল্টার্স এ রকম চেষ্টা

করেন না দেখে। অবশ্য এটা হওয়া স্বাভাবিক মিঃ র‍্যাফায়েল হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। মিস মার্পল এটাও না ভেবে পারলেন না এসথার ওয়াল্টার্স সাজগোজ করলে মিঃ র‍্যাফায়েল আদৌ সেদিকে কোন নজর দিতেন কিনা। মিঃ র‍্যাফায়েল সারাক্ষণ নিজের বিষয়ে এতবেশি সচেতন যে শুধু তাঁকে কেউ অবহেলা করছে এই চিন্তায় তিনি বিভোর। সেক্ষেত্রে তাঁর সেক্রেটারি স্বর্গের হুরী হতে চাইলেও তার আপত্তি থাকার কথা নয়। তাছাড়া তিনি শুতে চলে যান সাধারণতঃ বেশ সকালেই সান্ধ্য আসরে স্টীলব্যান্ড আর নাচ শুরু হতে। মিস মার্পলের মনে হল এক্ষেত্রে এসথার ওয়াল্টার্স সারা সন্ধ্যাই নিজের করে পেতে পারেন। একটা লাগসই কথা ভাবলেন মিস মার্পল— ফুলপরীই এক্ষেত্রে ঠিক হতে পারে। মিসেস ওয়াল্টার্স ফুলপরী সেজে সন্ধ্যা কাটাতে পারতেন।

মিস মার্পল কথাবার্তার ফাঁকে জ্যাকসনের প্রসঙ্গ এনে ফেললেন।

জ্যাকসনের ক্ষেত্রে এসথার ওয়াল্টার্সকে নিতান্তই অস্পষ্ট বলে মনে হল।

'ও খুবই দক্ষ আর কাজের লোক,' এসথার ওয়াল্টার্স বলল। 'ও শিক্ষিত একজন অঙ্গসংবাহক।'

'ও মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছে বেশ দীর্ঘদিন ধরেই আছে মনে হয়?'

'ওহ্ না—ন' মাসের মতই হবে, আমার ধারণা—।'

'ও কি বিবাহিত?' মিস মার্পল প্রশ্ন বদলালেন।

'বিবাহিত? আমার তা মনে হয় না,' এসথার সামান্য অবাক না হয়ে পারলেন না প্রশ্ন শুনে। 'ও আমাকে কখনও বলেনি যে—।' একটু থামতে চাইলেন এসথার ওয়াল্টার্স তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই বিবাহিত নয়।' ওর গলায় একটু মজা উপভোগের ভাব ফুটে উঠতে চাইছিল।

মিস মার্পল নিজের মনে বিষয়টার ব্যাখ্যা দাঁড়লেন যে জ্যাকসন অবশ্যই বিবাহিত পুরুষের মত ব্যবহার করে না।

এক্ষেত্রেও মিস মার্পলের মনে হল এমন বহু পুরুষই আছে যারা বিবাহিত হয়েও এমন ব্যবহার করে যেন তারা বিবাহিত নয়। তিনি এরকম কয়েক ডজন উদাহরণ রাখতে পারেন।

'জ্যাকসন বেশ সুদর্শন,' চিন্তিতভাবে বললেন মিস মার্পল।

'হ্যাঁ—আমারও তাই ধারণা,' এসথার উত্তর দিলেও তাতে কোন আগ্রহ ছিল না।

মিস মার্পলের চিন্তাধারায় নতুন কিছু সংযোজন ঘটল। এসথার তাহলে

কি পুরুষ সম্পর্কে নির্বিকার ? এ ধরনের মেয়েরা বোধ হয় একজন পুরুষেই অনুরক্ত থাকতে চায়—স্বামীহারা বলেই কি ?

মিস মার্পল এবার প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছে অনেকদিন কাজ করেছেন আপনি ?'

'চার কি পাঁচ বছরের মত। স্বামী মারা যাওয়ার পর একটা কাজের দরকার হয়ে পড়ে আমার। আমার এক মেয়ে আছে, সে স্কুলে পড়ে। আমার স্বামী মারা যাওয়ার সময় আমাকে বড় খারাপ অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন।'

'মিঃ র‍্যাফায়েলের কাজ করা খুব কঠিন তাই না ?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তা নয়, যদি তাকে ঠিকমত বুঝে চলতে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে রেগে যান আর খুবই পরস্পরবিরোধী কথা বলেন। আসল সমস্যা যা, আমার মনে হয় তিনি অতি অল্পেই কোন মানুষ সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। গত দুবছরে তিনি পাঁচজন আলাদা ভ্যালে-সঙ্গী পাল্টেছেন। তিনি সব সময় নতুন কাউকে বকাবকি করতে ভালবাসেন। তবে তাঁকে আমি ভালই মানিয়ে নিয়ে চলতে পারি।'

'মিঃ জ্যাকসনকে দেখে বেশ বাধ্যসুলভ বলেই মনে হয় ?'

'ও বেশ কৌশলী আর উদ্ভাবনী শক্তিরও ওর অভাব নেই,' এসথার ওয়াল্টার্স বলল। 'অবশ্য ও মাঝে মাঝে একটু—,' কথাটা শেষ করল না এসথার।

মিস মার্পল ভেবে বললেন, 'অসুবিধার সামনে পড়ে সম্ভবতঃ ?'

'হ্যাঁ, কিছুটা সেই রকমই। ঠিক কি তা বলা যায় না। তবে যেমনই হোক ওর সময় বেশ ভালই কাটে বলতে পারি।'

এটা নিয়েই ভাবলেন মিস মার্পল তবে বেশিদূর এগোতে পারলেন না। তিনি নানা কথাবার্তায় বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে চললেন আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন প্রকৃতি-প্রেমিক চারজনে—ডাইসন আর হিলিংডনদের বিষয়ে।

'হিলিংডনরা এখানে আসছেন গত তিন কি চার বছর ধরে,' এসথার জানালেন, 'তবে গ্রেগরী ডাইসন মনে হয় এর চেয়ে বেশিই এসেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সম্বন্ধে তার জ্ঞান অনেক। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম এখানে এসেছিলেন তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে। তার শরীর ভাল ছিলনা তাই শীতের সময় বাইরে বেড়াতে যেতে হত, খুব সম্ভব একটু উষ্ণ অঞ্চলে।'

'তিনি মারা যান ? না বিবাহ বিচ্ছেদ হয় ?'

'না। তিনি মারা যান, আর খুব সম্ভব এদেশেই। ঠিক এখানেই তা বলছি না, তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই কোন দ্বীপে। মনে হয় কোন রকম গোলমালও দেখা দিয়েছিল, এক ধরনের কলঙ্কজনক কিছু। উনি স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। অন্য কার কাছে যেন শুনেছি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনা ছিলনা বলে শুনেছি।'

'তারপর তিনি বর্তমান স্ত্রীকে বিয়ে করে আনেন, যার নাম 'লাকি,' মিস মার্পল কিছুটা অখুশি স্বরে বললেন নামটা, তিনি যেন বলতে চাইছিলেন 'অদ্ভুত নাম।'

'যতদূর জানি আগের স্ত্রী বর্তমান স্ত্রীর আত্মীয়া ছিলেন।'

'ওদের সঙ্গে হিলিংডনদের পরিচয় বোধ হয় অনেক দিনের ?'

'খুব সম্ভব এখানে আসার পরেই আলাপ হয়। তিন কি চার বছর হবে, এর বেশি নয়।'

'হিলিংডনদের বেশ হাসিখুশি মানুষ মনে হয়,' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'খুব শান্ত প্রকৃতির দু'জনেই।'

'হ্যাঁ, দুজনেই তাই।'

'সবাই বলে ওদের পরস্পরের প্রতি খুবই টান,' মিস মার্পল বললেন। তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে এসথার ওয়াল্টার্স তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

'আপনার কি সেরকম মনে হয় না ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আর আপনারও কি তাই মনে হয় ?'

'মানে, মাঝে মাঝে একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবি যে······'

'কর্ণেল হিলিংডনের মত শান্ত প্রকৃতির মানুষ প্রায় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন,' তিনি একটু উদ্দেশ্যপূর্ণ ভঙ্গীতে থেমে থেমে বললেন। 'লাকি—নামটা কেমন বিচিত্র। আপনার কি ধারণা যা ব্যাপার চলেছে মিঃ ডাইসন সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ?'

'অন্যের কুৎসা-রটানো বুড়ি,' এসথার ওয়াল্টার্স ভাবল। 'এই বুড়িরা যে কি অদ্ভুত হয়।' মিস মার্পলের কথায় উত্তরে অবশ্য ও বলল, 'আমার কোন ধারণা নেই।'

প্রসঙ্গ বদলালেন এবার মিস মার্পল। 'মেজর প্যালগ্রেভের ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, তাই না ?'

এসথার ওয়াল্টার্স কিছুটা দায়সারা জবাব দিতে চাইলো।

তিনি বললেন, 'আমার সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কেন্ডালদের জন্য।'

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক, বিশেষ করে কোন হোটেলে এধরনের ঘটনা ঘটলে।

'মানুষ এখানে আসে নিশ্চয়ই আনন্দ আর স্ফূর্তি করার জন্য,' এসথার বললেন। 'আয়কর, অসুখ বিসুখ, সাংসারিক এমন সমস্ত ঝামেলা ভুলতে। তারা অবশ্যই চায় না—,' 'আচমকা গলার স্বর যেন বদলে গেল এসথার ওয়াল্টার্সের—'মৃত্যুর বিষয় নিয়ে ভাবতে।'

মিস মার্পল তার সেলাইয়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রাখলেন। 'ভারি চমৎকার করে কথাটা বলেছেন। সত্যিই সুন্দর। হ্যাঁ, আপনি যা বললেন সেটা একশ ভাগই ঠিক।'

'তাছাড়া ভেবে দেখুন, ওদের বয়স কম,' এসথার ওয়াল্টার্স বলে চললেন। 'সবে মাত্র ছ'মাস আগে ওরা স্যান্ডারসনদের হাত থেকে হোটেলের দায়িত্ব নিয়েছে। ওরা সফল হবে কিনা তা নিয়ে খুবই চিন্তায় রয়ে গেছে—বিশেষ করে ওদের অভিজ্ঞতাও তেমন নেই।'

'আপনি ভাবছেন এই ঘটনা ওদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হতে পারে?' মিস মার্পল বললেন।

'না, মানে, ঠিক সেটা ভাবছিনা,' এসথার ওয়াল্টার্স বললো। 'আমার যা মনে হয় তা হল, মানুষ একদিনের বেশি কোন কিছু মনে রাখেনা, বিশেষ করে এই 'নাচো-গাও-আনন্দ করো' গোছের আবহাওয়ার মধ্যে এসে।' আমার ধারণা কোন মৃত্যু সেখানে তাদের যে নাড়া দিয়ে যায় তা কোনভাবেই চব্বিশ ঘন্টার বেশি থাকেনা। তারা এই ঘটনা অন্ত্যেষ্টির পর বোধ হয় আর মনে করতেও পারে না, অন্ততঃ তাদের মনে করিয়ে না দিলে। আমি মলিকে কথাটা বলেওছি, সে আবার বড় দুশ্চিন্তা করে।'

'মিসেস কেন্ডাল দুশ্চিন্তা করার মত মেয়ে? তাকে তো খুবই ভাবনা চিন্তাহীন বলেই মনে হয়?' মিস মার্পল বললেন।

'আমার মনে হয় এটা প্রচার,' এসথার ওয়াল্টার্স বললো আস্তে আস্তে। 'আমার যা ধারণা তা হল মলি এমন জাতের মেয়ে তাদের অনবরতই দুশ্চিন্তা থাকে সব বুঝি গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এমন ভাবনার হাত থেকে এই মেয়েরা রেহাই পায় না।'

'আমার তো ধারণা ছিল ওর স্বামীর দুশ্চিন্তাই যেন বেশি।'

'না, আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণায় মলিই দুশ্চিন্তা বেশি

করে, আর স্ত্রী করে বলেই তাকেও এটা করে যেতে হয়।'

'আগ্রহ জাগানোর মত ব্যাপার, তাই না?' মিস মার্পল বললেন।

'আমার মনে হয় মলি জোর করেই হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করে আর সেটা প্রকাশ করে চলে। ও পরিশ্রমও করে প্রচুর আর এর ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার উপর ওর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে কেমন হতাশার ভাবও প্রকাশ পায়। ও—মানে, ওর ঠিক যেন তেমন ভারসাম্য নেই।'

'বেচারি,' মিস মার্পল বললেন। 'এই ধরনের কেউ কেউ থাকে, অথচ বাইরের কারো পক্ষে চট করে সেটা বুঝতে পারা শক্ত।'

'না, ওরা এমন ভাব দেখায় যেন সবই ঠিক চলেছে, তাই নয়? তবে আমার মনে হয় না এই ঘটনা নিয়ে মলির তেমন দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ আছে। আমি বলতে চাইছি যে আজকাল কত লোকই তো করোনারী থ্রম্বোসিস বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের জন্য মারা যাচ্ছে। আগেকার কালের চেয়ে অনেক বেশি এসব ঘটছে। একমাত্র খাদ্যে বিষক্রিয়া টাইফয়েড বা এই ধরনের কোন ব্যাপারেই মানুষের সন্দেহ জাগে।'

'মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে কখনও বলেন নি তার বেশি রকম ব্লাডপ্রেসার ছিল,' মিস মার্পল বললেন। 'আপনাকে বলেছিলেন কোনদিন?'

'কাউকে যেন বলেছিলেন—কে বলতে পারব না—মিঃ র‍্যাফায়েলকে হয়তো বলে থাকতে পারেন। আমি জানি মিঃ র‍্যাফায়েল এর ঠিক উল্টো কথাই বলেন—তিনি এই ধরনেরই মানুষ! 'জ্যাকসন আমাকে একবার বলেছিল আমি নিশ্চিত। সে বলেছিল মদ খাওয়াটা মেজরের কমিয়ে দেয়া উচিত, ওর আরও সাবধান হওয়া দরকার।'

'বুঝেছি,' মিস মার্পল চিন্তিতভাবে বললেন। 'আমি ভাবছি আপনি খুব সম্ভব মেজর প্যালগ্রেভকে বিরক্তিকর এক বন্ধু বলেই ভেবে নিয়েছিলেন? তিনি নানা গল্প ফেঁদে বসতে ভালবাসতেন আর মনে হয় বারবার একই কাহিনী শোনাতেন।'

'সবচেয়ে খারাপ ওটাই,' এসথার জবাব দিলেন। 'বারবার আপনাকে একই গল্প শুনে যেতে হবে অবশ্য কোন কৌশলে সেটা বন্ধ করতে না জানলে।'

'আমি অবশ্য তেমন কিছু মনে করিনি,' মিস মার্পল বললেন, 'কারণ এসব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাকে কেউ এধরনের গল্প শোনাতে চাইলে আমি বাধা দিই না, বারবার শুনেও আমার বিরক্তি হয় না। কারণ

শোনার পর তা আমার আর মনে থাকে না।'

'তাই বলুন,' এসথার জবাব দিয়ে হেসে ফেলল।

'একটা কাহিনী শোনাতে তিনি খুব ভালবাসতেন,' মিস মার্পল এবার বললেন, 'একটা খুনের কাহিনী। আমার মনে হচ্ছে, তিনি আপনাকেও সেটা বলেছিলেন।'

এসথার ওয়াল্টার্স ওর হাতব্যাগ খুলে কিছু খুঁজতে চাইছিলেন। ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে সে বলে উঠলো, 'হারিয়ে ফেলেছি ভেবেছিলাম।' তারপর সে বলল, 'মাপ করবেন, কিছু বললেন?'

'বলছিলাম মেজর প্যালগ্রেভ তার প্রিয় সেই খুনের গল্প আপনাকে শুনিয়েছিলেন কিনা?'

'মনে হচ্ছে শুনিয়েছিলেন। কে যেন কাকে গ্যাসের সাহায্যে খুন করেছিল, তাই তো? স্ত্রী বোধ হয় স্বামীকে মেরেছিল। স্বামীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গ্যাসের ওভেনে তার মাথা চেপে ধরেছিল। এই গল্পই তো?

'না ঠিক এরকম নয়,' মিস মার্পল বললেন চিন্তিতভাবে তাকিয়ে।

'তিনি নানা কাহিনী শোনাতেন, লোকে বোধ হয় কান দিয়ে শুনত না,' মাপ চাইবার ভঙ্গীতে এসথার ওয়াল্টার্স বলল।

'ওঁর কাছে একটা ছবি ছিল,' মিস মার্পল বললেন, 'ছবিটা তিনি সবাইকে দেখাতেন।'—

'বোধ হয় এটাই করতেন···ঠিক ভাল মনে পড়ছে না। আপনাকে দেখিয়েছিলেন?'

'না,' মিস মার্পল বললেন। 'উনি দেখাতে পারেন নি, তার আগে একটা বাধা পড়ে যায়—।'

নয় ॥ মিস প্রেসকট ও অন্যান্যরা

'আমি যে কাহিনী শুনেছি সেটা এই রকম,' মিস প্রেসকট চাপা গলায় দু একবার চারপাশে তাকিয়ে বললেন।

মিস মার্পল তার চেয়ারটা আরও একটু কাছে টেনে আনলেন। মিস প্রেসকটের সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টার পর আজই সুযোগটা হাতে এসেছে। এর কারণও বেশ সহজ। প্রেসকটেরা খুবই কেতাদুরস্ত

পরিবার বলা যায় বলেই মিস প্রেসকটকে একা পাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে হাসিখুশি ক্যানন প্রেসকটের উপস্থিতিতে যেখানে কোন পারিবারিক কুৎসা নিয়ে আলোচনা নেহাতই অসম্ভব।

'হ্যাঁ। যে কথা বলছিলাম,' মিস প্রেসকট বললেন, 'তবে কোন কুৎসা রটাতে চাইছি না আমি, এসবে আমি আবার কান দিই না—।'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো,' মিস মার্পল বললেন।

'মনে হয় ওর প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকার সময়েই কিছু কুৎসা রটেছিল! আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই স্ত্রীলোকটি, অর্থাৎ 'লাকি, (অদ্ভুত নাম বটে) —সে হল আগের স্ত্রীর মাসতুতো বোন। সে এখানে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয় আর খুব সম্ভব ফুল আর প্রজাপতি নিয়ে গবেষণাও করে। তখনই লোকে ওদের নিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করে—ওদের নাকি দারুণ মিল। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝবেন কি বলতে চাইছি।'

'লোকে সব খুঁটিনাটিতে বড় বেশী নজর দেয়,' মিস মার্পল বললেন।

'আর অবশ্যই ওর প্রথমা স্ত্রী এখানে হঠাৎ মারা যায়—।'

'তিনি এখানে, এই দ্বীপে মারা যান?'

'না। খুব সম্ভব মার্টিনিক বা টোবাগোয়।'

'বুঝলাম।'

'তবে আমি পরে ওখানে যারা তখন ছিল তাদেরই কারো কারো কাছে শুনেছিলাম ডাক্তার নাকি খুব সন্তুষ্ট হননি ঘটনাটাতে। লোকেও নানা কথা বলছিল তখন।'

'তাই নাকি?' মিস মার্পলের কথায় আগ্রহ ফুটে উঠল।

'যদিও সমস্ত কিছুর মূল হল গুজব। তবে—মানে, মিঃ ডাইসন কিন্তু বেশ তাড়াতাড়িই আবার বিয়ে করেন।' গলার স্বর আরও নামিয়ে আনলেন মিস প্রেসকট, 'শুনেছি মাত্র এক মাসের মধ্যেই।'

'মাত্র একমাস,' মিস মার্পল বললেন।

দুই মহিলা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'ব্যাপারটা বড় বেশি রকম সহানুভূতিহীন বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক,' মিস প্রেসকট বললেন।

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক,' মিস মার্পল বললেন। 'এর সঙ্গে কোন টাকা পয়সার ব্যাপার ছিল বলে জানেন?'

'সেকথা ঠিক জানিনা। উনি আবার মাঝে মাঝে মজা করে বলেন ওর স্ত্রী ছিলেন ওর ভাগ্যের চাবিকাঠি—আপনিও হয়তো শুনে থাকবেন।'

'হুঁ্যা, আমিও ওকে কথাটা বলতে শুনেছি', মিস মার্পল বললেন।

'কেউ কেউ আবার বলে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে ভাগ্য ফেরে ওর।' মিস প্রেসকট বলে চললেন। 'তাছাড়া এটাও অবশ্য ঠিক দ্বিতীয় জন খুবই সুন্দরী। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি প্রথমা স্ত্রীরই টাকাকড়ি ছিল।'

'হিলিংডনদের অবস্থাও বোধ হয় ভালো ?'

'হ্যাঁ, আমার তো সেই রকমই মনে হয়। খুব বড়লোক না হলেও অবস্থা বেশ ভালোই। ওদের দুই ছেলে পাবলিক স্কুলে পড়ে, ইংল্যান্ডে চমৎকার একখানা বাড়িও আছে ওদের। সারা শীতকাল ওরা বেড়িয়ে কাটাতে অভ্যস্ত।'

ক্যানন এসে পৌঁছতে মিস প্রেসকট তার সঙ্গে একটু হাঁটতে চলে যেতে মিস মার্পল একাই বসে রইলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে গ্রেগরী ডাইসন হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে চলে গেলো মিস মার্পলকে পাশ কাটিয়ে। যেতে গিয়ে হাত নাড়ল সে হাসিমুখে।

'কি ভাবছেন বাজি রাখতে পারি,' গ্রেগরী ডাইসন বলে উঠল।

মিষ্টি হাসলেন মিস মার্পল। তিনি যা ভাবছিলেন জানতে পারলে গ্রেগরী ডাইসনের প্রতিক্রিয়া কেমন হত বলা মুশকিল।

মিস মার্পল যা ভাবছিলেন তা এই রকম, 'আপনি একজন খুনী কিনা চিন্তা করছিলাম।'

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হওয়া খুবই সম্ভব ছিল। সব কিছুই চমৎকার মিলে যাচ্ছিল—প্রথম মিসেস ডাইসনের সেই মৃত্যুর কাহিনী—মেজর প্যালগ্রেভও নিঃসন্দেহে একজন স্ত্রী-হত্যাকারীর কাহিনী বলেছিলেন—বিশেষ করে 'স্নানের টবে কনে গোছের কাহিনী।'

হ্যাঁ—গ্রেগরীর ব্যাপারটা বেশ সুন্দর মিলে যাচ্ছে—একমাত্র আপত্তি হল যেন বড় বেশি রকম মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তবে মিস মার্পল এবার নিজেকে ভর্ৎসনা না করে পারলেন না এই চিন্তার জন্য—মর্জিমাফিক খুনের ঘটনা ঘটবে এ ধরনের দাবী করার তিনি কে ?

'হঠাৎ কিছুটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন মিস মার্পল।

'গ্রেগকে কাছাকাছি দেখেছেন, মিস, ইয়ে—।'

লাকির মেজাজ আজ ভাল নেই টের পেলেন মিস মার্পল।

'তিনি এইমাত্র গেলেন, খুব সম্ভব হোটেলের দিকে।'

'আশ্চর্য!' কথাটা উচ্চারণ করে বিরক্ত ভঙ্গীতে দ্রুত এগিয়ে গেল লাকি।

'বয়স বোধ হয় ওর চল্লিশের এদিকে নয়, আজ সকালে সেটা খুব স্পষ্ট হয়েও উঠেছে,' ভাবলেন মিস মার্পল।

জ্যাকির মত মেয়েদের জন্য অনুকম্পা জাগল মিস মার্পলের মনে। এরা সময়ের হাতের পুতুল—।'

হঠাৎ একটু শব্দ শুনে তিনি চেয়ার ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকালেন।

মিঃ র‍্যাফায়েল জ্যাকসনের সাহায্য নিয়ে তার সকালের আবির্ভাবের তোড়-জোর করে বাঙলো ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন।

জ্যাকসন তার নিয়োগকর্তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে মিঃ র‍্যাফায়েল তাকে অধৈর্যভঙ্গীতে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। জ্যাকসন নিমেষেই হোটেলের দিকে চলে গেল।

মিস মার্পল আর সময় নষ্ট করলেন না—মিঃ র‍্যাফায়েল বেশিক্ষণ একা থাকেন না—খুব সম্ভব এসথার ওয়াল্টার্স কিছুক্ষনের মধ্যেই এসে পড়বেন।

মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে একা কিছু কথা বলতে চাইছিলেন আর এই সেই সুযোগ। কি বলতে চান সেটা এরই মধ্যে শেষ করতেই হবে। কিভাবে শুরু করা যায় প্রশ্ন হল সেটাই, যেহেতু মিঃ র‍্যাফায়েল এমনই এক-জন মানুষ যিনি কোন বৃথার কথায় কান দিতে প্রস্তুত নন। বিরক্ত বোধ করে তিনি আবার বাঙলোর দিকে যেতেও পারেন। মিস মার্পল তাই সরাসরি কথাটা শুরু করবেন বলেই ঠিক করলেন।

তিনি তাই সোজা এগিয়ে মিঃ র‍্যাফায়েলের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম, মিঃ র‍্যাফায়েল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'বলুন কি দরকার। কোন চাঁদা চাই বোধ হয়? আফ্রিকার কোন মিশনের জন্য না কোন গির্জা সারানোর খরচ?'

'হ্যাঁ,' মিস মার্পল বললেন। 'এধরনের কিছু ইচ্ছে অবশ্য আছে, কিছু চাঁদা দিলে খুশি হব। কিন্তু একথা বলার জন্য আপনার কাছে আসিনি। আপনার কাছে যা জানতে চাইছিলাম তা হল মেজর প্যালগ্রেভ আপনাকে কোন খুনের গল্প বলেছিলেন কি না।'

'ওহ,' মিঃ র‍্যাফায়েল বলে উঠলেন। 'তাহলে গল্পটা তিনি আপনাকেও শুনিয়েছিলেন? আর আমার মনে হচ্ছে আপনি টোপটা ভাল করে গিলেও ফেলেন?'

'কি ভাবা উচিত আমি সত্যিই ধারণা করতে পারিনি,' মিস মার্পল বললেন। 'তিনি আপনাকে ঠিক কি বলেছিলেন ?'

'তিনি এক সুন্দরী সম্বন্ধে বকে যাচ্ছিলেন, নতুন রূপে এক লুক্রেজিয়া বর্জিয়া। সুন্দরী, তরুণী, স্বর্ণকেশী, সব কিছু।'

'ওহ!' মিস মার্পল যেন কিছুটা থিতিয়ে গেলেন। 'সে কাকে খুন করে ?'

'অবশ্যই স্বামীকে,' মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তর দিলেন, আর কাকে ভাবেন ?'

'বিষ খাইয়ে ?'

'না, মনে হয় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে গ্যাসের উনুনে চেপে ধরেছিলেন। মাথা ছিল মহিলার। তারপর রটিয়ে দিয়েছিলেন আত্মহত্যা বলে। অল্পের উপর দিয়েই পার পেয়ে যান মহিলা। দায়িত্ব পালনে অবহেলা এই ধরনের কিছু। সুন্দরী হলে আর আদরে আদরে বয়ে যাওয়া ছেলে হলে আজকাল এমনই ঘটে, হুঁ!'

'মেজর আপনাকে কোন ফটো দেখিয়ে ছিলেন ?'

'ফটো ? কার ফটো ? সেই স্ত্রীলোকটির ? না। আর দেখাবেনই বা কেন ?'

'ওহ—,' মিস মার্পল আবার বললেন।

প্রায় হতভম্ব হয়েই মিস মার্পল বসে রইলেন। এটা পরিষ্কার যে মেজর প্যালগ্রেভ সারা জীবন ধরেই মানুষকে তার বাঘ শিকারের আর হাতি শিকারের গল্পই কেবল শোনাননি বরং এর সঙ্গে যে সব খুনীদের তিনি দেখেছিলেন তাদের গল্পও শুনিয়ে যেতেন। খুব সম্ভব খুনের গল্পের বেশ ভাল ঝুলিই তার ছিল। আচমকা মিস মার্পলের চিন্তার রেশ একটা ধাক্কা খেতে চাইলো মিঃ র‍্যাফায়েল 'জ্যাকসন' বলে চেঁচিয়ে উঠতে। কোন সাড়া অবশ্য পাওয়া গেল না।

'ওকে খুঁজে আনবো ?' মিস মার্পল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

'আপনি তাকে খুঁজে পাবেন না। কোথাও হুলো বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, ওটাই ওর কাজ। কোন কাজের নয় লোকটা। একেবারে বাজে স্বভাবের। তবে মানিয়ে নিয়েছিলাম ভালই।'

'আমি একবার দেখছি,' মিস মার্পল বললেন।

মিস মার্পল জ্যাকসনকে হোটেলের সিঁড়ির কোণে টিম কেন্ডালের সঙ্গে কিছু পান করতে দেখতে পেলেন।

'মিঃ র‍্যাফায়েল আপনাকে খুঁজছেন,' তিনি বললেন।

জ্যাকসন অদ্ভুত কিছু মুখভঙ্গী করল, তারপর গ্লাসের বাকি পানীয় গলায় ঢেলে উঠে পড়ল।

'এই আবার শুরু হল,' ও বলে উঠল। 'বড় লোকের জীবনে শান্তি নেই—দুটো টেলিফোন, আর বিশেষ খাবারের হুকুম—মিনিট পনেরোর মত ফাঁক পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম—তা আর হলো না! ধন্যবাদ, মিস মার্পল। পানীয়র জন্য ধন্যবাদ, মিঃ কেন্ডাল।'

জ্যাকসন বিদায় নিল।

'বেচারার জন্য দুঃখ হয়,' টিম বলল। মাঝে মাঝে দু এক গ্লাস ওকে খাওয়াতে হয় একটু চাঙ্গা করার জন্য। আপনাকে কিছু এনে দেবো, মিস মার্পল—একটু টাটকা লেবুর সরবত? আপনার তো এটা খুব পছন্দ।'

'না, না, এখন নয়, ধন্যবাদ—আমার কিন্তু কেন জানিনা মনে হয় মিঃ র‍্যাফায়েলের মত মানুষকে দেখাশোনা করাটা খুব উত্তেজনা বোধ করার বিষয়। পঙ্গু মানুষেরা বেশ মেজাজী হন, মাঝে মাঝে—।'

'আমি কিন্তু শুধু এটাই বলতে চাইনি—উনি ভাল টাকাই দেন ফলে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে, একটু খেয়ালী ধরনের হলেও মিঃ র‍্যাফায়েল কিন্তু খারাপ মানুষ নন। আমি বলতে চাই মানে—,'একটু ইতস্তত করল টিম।

মিস মার্পল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'মানে, ঠিক কি ভাবে যে বোঝাবো—সামাজিক দিক থেকে ব্যাপারটা ওর দিকে একটু অসুবিধাজনক। মানুষ আবার উন্নাসিক হয়—বিশেষ করে ওঁর সমকক্ষ কেউ এখানে নেই। ও পরিচারকের চেয়ে উঁচু স্তরের আবার সাধারণ ভাবে যে ভ্রমনার্থীরা এখানে আসে তাদের চেয়ে নিচু দরের—অন্ততঃ তারা সেই রকমই মনে করে। অনেকটা ভিক্টোরিয়া যুগের গভর্ণেসের মত। এমন কি ওই সেক্রেটারি মহিলা, মিসেস ওয়াল্টার্সও ভাবেন তিনি ওর চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে। এই ব্যাপারটাই ওর পক্ষে অসুবিধার হয়ে উঠেছে,' একটু থামতে চাইল টিম। তারপর আবেগের সঙ্গে ও বলল,' এই ধরনের কোন জায়গায় এই ধরনের ব্যাপার বড় বেশি সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। এটা সত্যিই মারাত্মক।'

ডঃ গ্রাহাম ওই সময়েই পাশ দিয়ে চলে গেলেন, তার হাতে একখানা বই। একটু তফাতে একখানা টেবিলের সামনে সমুদ্রের দিকে ফিরে বসে পড়লেন তিনি।

'ডঃ গ্রাহামকে বেশ চিন্তিত লাগছে,' মিস মার্পল মন্তব্য করলেন।

'ওহ্! আমরা সকলেই চিন্তায় রয়েছি,' টিম বলল।

'আপনিও? মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর ব্যাপারে ভাবছেন?'

'এ নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছি। লোকে বোধ হয় ব্যাপারটা ভুলে গেছে—হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা বলেই তারা বোধ হয় ধরে নিয়েছে। না—আসলে আমার ভাবনা আমার স্ত্রী মলিকে নিয়ে—আচ্ছা, আপনি স্বপ্নের ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'স্বপ্ন?' মিস মার্পল বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ—খুব খারাপ ধরনের স্বপ্ন—নিশাস্বপ্ন। মাঝে মাঝে আমরা সবাই বোধহয় এই ধরনের স্বপ্ন দেখেও থাকি। মলি খুব ভয় পেয়ে গেছে এজন্য। এ নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে? মলি ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু ও বলে তাতে যেন সমস্ত কেমন ওলোট পালট হয়ে যায়—ও ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে চাইলেও পারে না।'

'কি ধরনের স্বপ্ন দেখে ও?

'ওহ্, কিছু যেন ওকে তাড়া করে চলে—কে বা কারা যেন ওর উপর নজর রাখে—জেগে ওঠার পরও এর রেশ থেকে যায়, কিছুতেই ও ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না।'

'কোন ডাক্তার নিশ্চয়ই কিছু—।'

'ও ডাক্তারদের পছন্দ করে না। এত বলছি তবু ও ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি হচ্ছেনা। আমি জানি ভাবটা হয়তো আস্তে আস্তে কেটে যাবে। তবু মন মানতে চায় না। আমরা এত সুখে ছিলাম—কি সুন্দর চলছিল সব কিছু। অথচ ইদানিং—কেন জানিনা মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুই বোধ হয় ওকে অস্থির করে তুলেছে। মলিকে দেখে মনে হয় ও যেন আগের মত নেই, একদম বদলে গেছে···।'

এবার উঠে পড়ল টিম কেণ্ডাল।

'এবার রোজকার কাজ করতে হবে—লেবুর সরবত তাহলে পান করবেন না একটু?'

মিস মার্পল মাথা নাড়লেন।

তিনি বসে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। দারুণ উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলেন তিনি।

এক ফাঁকে মিস মার্পল ডঃ গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

প্রায় ওই মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললেন মিস মার্পল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ডঃ গ্রাহামের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম, ডঃ গ্রাহাম,' মিস মার্পল বললেন।

'সত্যি?' ডাক্তার দয়ার্দ্রভঙ্গীতে একটু আশ্চর্য হয়েই তাকালেন মিস মার্পলের। দিকে। তিনি একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে মিস মার্পল বসে পড়লেন।

'আমার মনে হয় ভারি অন্যায় একটা কাজ করে ফেলেছি,' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'আপনাকে সেদিন ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলেছিলাম।'

ডঃ গ্রাহাম যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন বা কোনভাবে অসন্তুষ্ট তা মোটেই দেখা গেল না। বলতে গেলে একটু অবাক হয়েছেন এটাই ঠিক।

'সত্যি বলছেন? যাই হোক এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে যাবেন না।'

বৃদ্ধা কি মিথ্যা বললেন আবার কে জানে। নিজের বয়স লুকিয়েছিলেন? তবে বয়সের কথা উনি বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না। কথাগুলো ভাববার পরেই ডঃ গ্রাহাম বললেন আবার, 'বলুন, কি হয়েছে শোনা যাক।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমার এক ভাইপোর ফটোর বিষয়ে বলেছিলাম, যে ফটোটা মেজর প্যালগ্রেভকে দেখিয়েছিলাম আর তিনি সেটা আমায় ফেরত দেননি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। ফটোটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারিনি এর জন্য দুঃখিত।'

'এরকম কোন ফটো আসলে ছিল না,' মিস মার্পল ভীরু গলায় বললেন।

'মাপ করবেন, ঠিক কি বলছেন?'

'এরকম ফটো ছিলই না। বলতে লজ্জা করছে সবটাই আমার বানানো।'

'আপনার বানানো?' ডঃ গ্রাহাম সামান্য বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। 'কিন্তু কেন এরকম বলেছিলেন?'

মিস মার্পল সব কথাই খুলে বললেন। একটুও না থেমে সমস্ত কথাই গুছিয়ে বললেন তিনি ডঃ গ্রাহামকে। তিনি স্পষ্টভাষায় জানালেন কি ভাবে মেজর প্যালগ্রেভ তার খুনের কাহিনী শোনাতে শোনাতে তাকে একজন খুনীর সেই বিশেষ ফটোটা দেখাতে যাচ্ছিলেন। তারপর কিভাবে তিনি আচমকা থমকে যান, ফটোটাও দেখাতে ব্যর্থ হন। এরপর কি ভাবে মিস

মার্পলের উদ্বেগ জন্ম নেয় আর তিনি যেমন করেই হোক ফটোটা একবারের মতও দেখতে হবে ঠিক করেন।

'আমি বুঝতে পারিনি কিভাবে ফটোটা মিথ্যে কিছু না বলে দেখা সম্ভব হতে পারে', তিনি বললেন। 'আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।'

'আপনি বলছেন মেজর প্যালগ্রেভ আপনাকে যে ফটো দেখাতে চাইছিলেন তা কোন একজন খুনীর?' ডঃ গ্রাহাম জানতে চাইলেন।

'এরকম কথাই তিনি বলেছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'অন্ততঃ তার কথা এই রকমই ছিল যে তারই এক বন্ধু তাকে ফটোটা দিয়ে বলেছিলেন ওটা কোন এক খুনীর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু কথা হল আপনি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন?'

'কথাটা সে সময় বিশ্বাস করেছিলাম কি না জানি না', মিস মার্পল বললেন। 'কিন্তু, দেখুন পরদিনই তিনি মারা গেলেন।'

'হ্যাঁ', ডঃ গ্রাহাম ছোট্ট ওই কথাটা অসীম তাৎপর্য বুঝেই বললেন। পরদিন তিনি মারা গেলেন ···।

'আর ফটোটাও অদৃশ্য হয়ে যায়।'

ডঃ গ্রাহাম মিস মার্পলের দিকে তাকালেন। কি বলবেন যেন মনস্থির করতে পারলেন না তিনি।

'মাপ করবেন, মিস মার্পল', শেষ পর্যন্ত ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'এখন যে কথা বললেন সেটা বানানো নয় তো? সম্পূর্ণ সত্যি?'

'আপনার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক', মিস মার্পল বললেন। 'আপনার জায়গায় থাকলে আমারও তাই হত। হ্যাঁ, এখন আপনাকে যা বলছি এর সবটাই সত্যি, তবে শুধু আমার কথাটাই আপনাকে এক্ষেত্রে অবশ্য মেনে নিতে হবে। আপনি আমাকে বিশ্বাস না করলেও ভেবে দেখলাম সব আপনাকে খুলে বলা দরকার।'

'কেন?'

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনাকে সমস্ত কিছু জানানো উচিত, যদি আপনি— ।'

'যদি—কি?'

'যদি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান।'

দশ ॥ জেমসটাউনে সিদ্ধান্ত

এরপর ডঃ গ্রাহামকে দেখা গেল জেমসটাউনে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসে। তিনি তার বন্ধু, বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের রাশভারি এক তরুণ, ডেভেনাট্রির টেবিলের সামনে বসেছিলেন।

'তোমাকে ফোনে কি রকম রহস্যময় মনে হচ্ছিল, গ্রাহাম', ডেভেনাট্রি বলে উঠলেন। 'কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে নাকি ব্যাপারটায়?'

'সেটা জানিনা', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'তবে আমার উদ্বেগ কমছে না।' ডেভেনাট্রি বন্ধুর দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে পানীয় এসে পৌঁছলে তিনি হালকা স্বরে মাছধরার বিষয় আলোচনা শুরু করলেন। পরিচারক বিদায় নিলে তিনি আবার মুখ খুললেন।

'এবার বলো, তোমার বক্তব্য শোনা যাক', ডেভেনাট্রি বললেন।

ডঃ গ্রাহাম গোড়া থেকে তার কাহিনী আর নিজের উদ্বেগের কথা বলে গেলেন। কথা শেষ হতে ডেভেনাট্রি শিস দিয়ে উঠলেন।

'বুঝলাম। তোমার ধারণা মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর ব্যাপারে রহস্যময় কোন কিছু থাকা সম্ভব? তুমি তাহলে আর নিশ্চিত নও যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল। মৃত্যুর সার্টিফিকেট কে দিয়েছিল? খুব সম্ভব রবার্টসন। তার কোন সন্দেহ জাগেনি, কি বল?'

'না, তবে আমার মনে হয় বাথরুমে ওই সেরেনাইট ট্যাবলেটের শিশি দেখে তিনি হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন প্যালগ্রেভ আমাকে তার ব্লাডপ্রেসারের কথা বলেছিলেন কিনা। আমি বলেছিলাম 'না প্যালগ্রেভ আমাকে একথা জানাননি আর আমি তার চিকিৎসাও করিনি কখনও। তবে যতদূর শুনেছি তিনি ব্লাডপ্রেসারের বিষয়ে হোটেলের অন্য সবাইকে বলেছিলেন। ওষুধের বোতল, ব্লাডপ্রেসারের কথা ইত্যাদি দেখে অন্য কোন রকম সন্দেহ করার কারণ স্বভাবতই জাগেনি—অন্য কোন কথা মনে হওয়ার কোন কারণই দেখা দেয়নি—সব ঠিকঠিক মিলে যাচ্ছিল। স্বভাবতই এই ধরনের ক্ষেত্রে যেমন হয় সরলভাবেই আপাতগ্রাহ্য ব্যাপারই মেনে নেওয়া হয়েছিল—তবে আমার এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা

হয়তো ঠিক হয়নি। সার্টিফিকেট যদি আমাকে দিতে হত তাহলে বিনা দ্বিধাতেই তা দিয়েও দিতাম। বাইরে থেকে আপাতগ্রাহ্য যা দেখা গেছে তাতে মনে হবেই স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়েছে। আমি অন্য কিছু ভাবতামই না একমাত্র ওই ফটোটা যদি না অদৃশ্য হয়ে যেত…।'

'কিন্তু শোন, গ্রাহাম', ডেভেনট্রি বললেন। 'তুমি কি বড় বেশি রকম ওই কল্পনাপ্রবণ বৃদ্ধার গল্পে আস্থা রেখে চলতে চাইছো না? এই বৃদ্ধা মহিলারা কি ধরনের হন তা তোমার নিশ্চয়ই জানা না থাকার কথা নয়। তারা যে কোন বিষয় নিয়ে তিল থেকে তাল বানিয়ে ফেলতে পারদর্শী।'

'হ্যাঁ, সেকথা জানি', ডঃ গ্রাহাম অসুখী ভঙ্গীতে বললেন। 'নিজের মনকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছি হয়তো এটাই ঠিক। তবু আমার মন মানতে চায়নি। মিস মার্পল অত্যন্ত স্পষ্ট আর পরিষ্কার করেই কথাগুলো বলেছেন।'

'সব ব্যাপারটাই আমার কাছে একেবারে অসম্ভব পাগলামি বলে মনে হচ্ছে,' বলে উঠলেন ডেভেনট্রি। 'এক বয়স্কা মহিলা কোন একটা ফটোর বিষয়ে বলেছিলেন যে ফটোটা থাকার কথা ছিল না—না, সব গোলমাল করে ফেললাম বোধ হয়—এর উল্টোটাই সম্ভবতঃ হবে, তাই না? তবে যে ব্যাপার নিয়ে এগোতে পারো তা হল হোটেলের পরিচারিকা যা বলে তাই নিয়ে অর্থাৎ কোন ওষুধের বোতল মেজরের ঘরে তার মৃত্যুর আগের দিন ছিল না, যার উপরে নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ এগিয়েছেন। তবে এর একশ রকম ব্যাখ্যা দেয়া চলে। মেজর হয়তো পকেটে রেখে দিতেন শিশিটা, কি বলো?'

'হওয়া সম্ভব মনে হয়।'

'অথবা পরিচারিকা হয়তো ভুলও করে থাকতে পারে, সে হয়তো আগে লক্ষ্য করেনি।'

'সেটাও সম্ভব।'

'তাহলে?'

গ্রাহাম আস্তে আস্তে বললেন, 'মেয়েটা কিন্তু দৃঢ়ভাবেই বলেছিল।'

'এর উত্তরে বলতে পারি সেন্ট অনরে'র লোকজন খুব উত্তেজনাপ্রিয় হয়। একটু আবেগপ্রবণ। খুব সহজেই তারা কিছু ভেবে বসে। তোমার কি ধারণা ও যা বলেছে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু জানে?'

'হ্যাঁ, এটা হওয়া সম্ভব', ডঃ গ্রাহাম উত্তর দিলেন।

'তাহলে মেয়েটির কাছ থেকে সেটা জানার চেষ্টা চালাও। আমরা

অপ্রয়োজনীয় হৈ চৈ তুলতে চাইনা—অন্ততঃ এগিয়ে যাওয়ার মত হাতে কিছু না পেলে। মেজর ব্লাডপ্রেসারে মারা না গিয়ে থাকলে আর কিভাবে মারা যেতে পারেন ?'

'আজকালকার যুগে এমন নানা জিনিসই আছে,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'বলতে চাইছো কোন চিহ্ন রাখেনা এমন কিছু পদার্থ ?'

'সবাই তো আর্সেনিক ব্যবহার করার মত বিবেচক মানুষ হয় না,' ডঃ গ্রাহাম শুষ্কস্বরে বললেন।

'ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক—তোমার মত কি ? আসল ওষুধের বদলে অন্য কোন ওষুধ কেউ রেখে দিয়েছিল ? মেজর প্যালগ্রেভকে ওইভাবেই বিষ খাওয়ানো হয় ?'

'না। ব্যাপারটা ওরকম নয়। ওই ভিক্টোরিয়া অবশ্য এই রকমই ভেবেছে। তবে ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মেজরকে কেউ চট করে সরিয়ে দিতে চেয়ে থাকলে খুনী তাকে পানীয় বা অন্য কিছুর মধ্য দিয়ে কিছু খাইয়ে থাকতে পারে। এরপর মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলে রূপ দেওয়ার জন্য ব্লাডপ্রেসারের জন্য যে ওষুধ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন তার একটা বোতল তার ঘরে রেখে দিলেই হল। এবার গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হবে মেজরের খুব বেশি ব্লাডপ্রেসার ছিল।'

'কে গুজব ছড়াতে পারে ?'

'সেটা জানার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সফল হতে পারিনি—ব্যাপারটা অত্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে করা হয়েছিল। 'এ' বলছে 'বি' তাকে কথাটা বলেছিল—'বি'কে প্রশ্ন করায় সে বলছে না, সে বলেনি, তবে 'সি' কথাটা একবার বলেছিল মনে হচ্ছে। 'সি' বলছে 'বহু লোকেই কথাটা বলেছে, একবার 'এ'ও বোধ হয় বলেছিল। অর্থাৎ আবার ঘুরে ফিরে একই জায়গায় পৌঁছাচ্ছি।'

'একজন অত্যন্ত চালাকি করেছে ?'

'অবশ্যই। মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুর কথা জানাজানি হওয়ার পরেই সবাই আলোচনায় মেতে ওঠে তার ব্লাডপ্রেসার নিয়ে।'

'এর বদলে তাকে কোন বিষ প্রয়োগ করাটাই কি সহজ হতো না ?'

'না, তা হত না। এর অর্থ দাঁড়াত তদন্ত—সম্ভবতঃ ময়না তদন্তও হত। এইভাবে করা হলে যে কোন ডাক্তারই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্টি-ফিকেট দিয়ে দিতেন—এক্ষেত্রে যা ঘটেছে।'

'আমার কি করা উচিত তোমার মনে হয় ? গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে

জানাবো ? ওর দেহ বের করে তদন্ত করানো দরকার ? এটা করলে কিন্তু সমালোচনার ঝড় উঠবে—।'

'গোপনে করা যেতে পারে।'

'গোপনে ? এই সেণ্ট অনরে'তে ? আরও একবার ভেবে দেখ। একেবারে গোড়ায় করলেই হত। যা হওয়ার হোক—,' ডেভেনট্রি হাই তুললেন। 'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার। তবে আমার মত যদি জানতে চাও তাহলে বলব, সব ব্যাপারটাই একটা কল্পনার প্রাসাদ মাত্র—।'

'আমারও আশা তাই যেন হয়,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

এগারো ॥ গোল্ডেন পামে সন্ধ্যা

ডাইনিংরুমে টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছিল মলি। খাওয়ার টেবিলে দুএকটা কাঁটাচামচ, বাড়তি ছুরি, দুএকখানা গ্লাস ঠিক মত সাজিয়ে রাখা এমনই সব কাজ। সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেখে বারান্দার দিকে পা চালালো ও। কাউকে চোখে পড়ল না মলির, ও তাই কোণের দিকে থামগুলোর কাছে চলে গেল। আরও একটা সন্ধ্যা গাড়িয়ে আসতে চলেছে। নানারকম কথাবার্তা, পানভোজন, হৈ হৈ, গানবাজনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটানো। ঠিক এমনই এক আনন্দময় উচ্ছল জীবনের স্বপ্ন কদিন আগেও দেখেছিল ও। আর এখন টিমকেও কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়। হয়তো ওর এই দুশ্চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। ওদের দুজনের এই মিলিত প্রয়াস সফল করে তোলার চিন্তা। ওর যা কিছু ছিল সবই সে এর মধ্যে ঢেলে দিয়েছে।

কিন্তু তবু শুধু ওই ব্যাপারই ওকে চিন্তায় ফেলে দেয়নি সে কথা ঠিক। ওর চিন্তার কারণ আমি, ভাবল মলি। কিন্তু বুঝতে পারছি না আমার জন্য এভাবে চিন্তা করতে চাইছে কেন টিম। টিম যে ওর জন্যই দুশ্চিন্তা করছে তাতে কণামাত্রও সন্দেহ নেই মলির। ও যে সব প্রশ্ন করে আর মাঝে মাঝে চকিত নজর ফেলে ওর দিকে তাকায় তাতে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মলির কাছে। কিন্তু কেন ? ভাবল মলি। 'আমি তো খুব সাবধানেই চলি,' নিজের মনে ব্যাপারটা সম্পর্কে গুছিয়ে নিয়ে ভাবল ও। ব্যাপারটা ও আদপেই বুঝে

উঠতে পারছে না। কখন থেকে এই ব্যাপার শুরু হল ও জানে না। আসলে এটা যে কি তাই ও আন্দাজ করতে পারছে না। মানুষকে কেমন যেন ভয় পেতে আরম্ভ করেছে ও, অথচ কেন ও বুঝে উঠতে পারে না। ওরা ওর কি করতে পারে? তারা ওকে নিয়ে কিই বা করতে চায়?

মাথা নিচু করে ভেবে চলার মুহূর্তে কারও আঙুলের স্পর্শে দারুণভাবে চমকে উঠল মলি। ও মাথা তুলেই দেখতে পেল গ্রেগরী ডাইসনকে। গ্রেগরী একটু লজ্জিত হয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গীতে কথা বলল।

'খুব দুঃখিত। চমকে দিলাম বোধ হয়। ছোট্ট খুকি?'

ওকে 'ছোট্ট খুকি' বলে কেউ সম্বোধন করলে সেটা ঘৃণা করে মলি। ও তাই দ্রুত আর বেশ জোরালো গলায় বলল, 'আপনি এসেছেন একদম টের পাইনি, মিঃ ডাইসন, তাই চমকে গিয়েছি।'

'মিঃ ডাইসন? আজ রাত্তিরে ওই সব নিয়মটিয়ম বাদ দাও। আমরা এখানে এক বিরাট পরিবার, কি বল? এড আর আমি আর লাকি, ইভিলিন আর তুমি আর টিম আর এসথার ওয়াল্টার্স আর বুড়ো র‍্যাফায়েল। ব্যাস এই সকলে মিলে বিরাট পরিবার।'

'প্রচুর মদ খেয়েছেন,' ভাবল মলি। তারপর মিষ্টি করে হাসলো।

'ওহ্। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পাকা কর্ত্রী হয়ে উঠি,' ও হালকা স্বরে বলে উঠল: 'টিম আর আমার ধারণা নাম ধরে ডাকা সব সময় তেমন কাজের হয় না।'

'অ! আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাহলে, মলি সোনা, এসোনা একপাত্র খাওয়া যাক দুজনে।'

'পরে, এখন না,' মলি উত্তর দিল। 'আমার কয়েকটা কাজ রয়েছে।'

'পালিয়ে যেও না,' গ্রেগরীর হাত মলির একটা হাতে জড়িয়ে গেল। 'তুমি চমৎকার মেয়ে, মলি। আমার মনে হয় টিম বোধ হয় নিজের ভাগ্যে খুব সুখী।'

'ওকে সুযোগটা আমিই করে দিই,' মলি খুশির স্বরে বলল।

'তোমার সঙ্গে অনেক দূর যেতে পারি খুব মজা করে,' গ্রেগরী মলি কটাক্ষে বিদ্ধ করতে চাইল,—'অবশ্য আমার স্ত্রী না জানলেই ভাল হয় কথাটা।'

'আজ বিকেলে নিশ্চয়ই খুব ভাল বেড়িয়েছেন?'

'তাই তো মনে হয়। তোমাকে বলি মাঝে মাঝে কেমন হাঁফিয়ে উঠি। এই

সব পাখি আর প্রজাপতির পিছনে ছুটে বেড়ানো। একদিন তুমি আর আমি চড়ুইভাতি করতে গেলে কেমন হয় ?'

'ভেবে দেখব না হয়,' মলি খুশির স্বরে উত্তর দিল। 'একদিন তাই করা যাবে।'

মিষ্টি হেসে গ্রেগরীকে এড়িয়ে ও বার-এ গিয়ে ঢুকল।

'হ্যাল্লো, মলি,' টিম বলে উঠল, ব্যস্ত মনে হচ্ছে তোমায়।: কার সঙ্গে কথা বলছিলে ওখানে ?'

'গ্রেগরী ডাইসন।'

'ও কি চাইছিলো ?'

'একটু রঙ্গরস করতে চাইছিলো,' মলি বলল।

'একটু কড়কে দেওয়া দরকার ওকে,' টিম বলে উঠল।

'ভেবোনা, কড়কে দিতে হলে আমিই পারবো,' মলি জানালো।

টিম উত্তর দিতে গিয়ে ফার্নান্ডোকে দেখে এগিয়ে গেল চিৎকার করে তাকে কিছু বলতে। মলি রান্নাঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলল।

গ্রেগরী ডাইসন নিজের মনে কিছু বলে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে নিজের বাঙলো লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় বাঙলোর কাছাকাছি আসতেই ঝোপের আড়াল থেকে কারও কন্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেগরী। একটু চমকে ও ফিরে তাকিয়ে যা দেখল তাতে মনে হল ভূতের মত ছায়াময় একটা শরীর যেন ওখানে দাঁড়িয়ে। এবার হেসে উঠল ও। মূর্তিটাকে যেন অবয়বহীন বলে মনে হওয়ার কারণ আর কিছুই না, পোশাক সাদা হলেও মুখখানা মিশকালো।

ভিক্টোরিয়া ঝোপের মধ্য থেকে এবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'মিঃ ডাইসন, দয়া করে একটা কথা শুনবেন ?'

'হ্যাঁ। কি হয়েছে ?'

চমকে যাওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে গ্রেগরী এবার একটু যেন অধৈর্য।

'আপনার জন্য এটা নিয়ে এসেছিলাম, স্যার,' হাত বাড়ালো ভিক্টোরিয়া। ওর হাতে ছিল কিছু ট্যাবলেট ভর্তি বোতল। 'এটা আপনারই তো, তাই না ?'

'ওহ! আমার সেরেনাইটের বোতল। হ্যাঁ, আমারই। কোথায় খুঁজে পেলে ?'

'যেখানে রাখা ছিল সেখানেই পেয়েছি। সেই ভদ্রলোকের ঘরে।'

'তার মানে ? কোন ভদ্রলোকের ঘরে ?'

'যে ভদ্রলোক মারা গেলেন,' গম্ভীর হয়ে বলল ভিক্টোরিয়া। 'আমার মনে হয় না তিনি কবরে শান্তি পাচ্ছেন।'

'কেন, শান্তি পাবেন না কেন ?' ডাইসন প্রশ্ন করল।

ভিক্টোরিয়া উত্তর না দিয়ে সোজা তাকালো।

'কি সব বলছ বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ এই বোতলটা মেজর প্যাল-গ্রেভের বাঙলোতে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ। জেমসটাউনের ডাক্তার সাহেব চলে গেলে আমাকে ওরা ঘরের সব কিছু ফেলে দিতে বলেছিল। টুথপেস্ট, মালিশ আর এই ওষুধটাও।'

'তুমি ফেলে দিলে না কেন ?'

'কারণ এটা আপনার। আপনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আপনি আমাকে খুঁজে দেখতে বলেন, মনে আছে ?'

'হ্যাঁ মনে পড়ছে বলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম অন্য কোথাও রেখেছি।'

'না, আপনি অন্য কোথাও রাখেন নি। এটা আপনার বাঙলো থেকে নিয়ে মেজর প্যালগ্রেভের বাঙলোতে রেখে দেওয়া হয়েছিল।'

'তুমি জানলে কেমন করে ?' গ্রেগরী কর্কশস্বরে বলল।

'আমি জানি। আমি দেখেছি,' সাদা দাঁত বের করে হেসে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'একজন বোতলটা মেজরের ঘরে রেখেছিল। এবার বোতলটা আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম।'

'দাঁড়াও—শোনো। কি বলছ তুমি ? কি—কাকে দেখেছিলে তুমি ?'

ভিক্টোরিয়া উত্তর না দিয়ে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। গ্রেগ তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও করল না। ও দাঁড়িয়ে চিবুকে হাত বোলাতে চাইলো।

'কি ব্যাপার, গ্রেগ ? ভূত দেখলে নাকি ?' মিসেস ডাইসন বাঙলোর রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

'ভূত দেখেছি বলেই মনে হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?'

'আমাদের কাজকর্ম করে যে কালো মেয়েটা। বোধ হয় ভিক্টোরিয়া নাম।'

'ও কি চাইছিল ? তোমার সঙ্গে ঢলানি করছিল ?'

'বোকার মত কথা বোলোনা, লাকি। মেয়েটার মাথায় বিদঘুটে এক ধারণা ঢুকেছে।'

'বিদঘুটে ধারণা ?'

'তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই সেদিন বলেছিলাম আমার সেরেনাইটের বোতলটা খুঁজে পাচ্ছি না ?'

'তুমি বলেছিলে খুঁজে পাওনি।'

'আমি খুঁজে পাচ্ছি না বলেছি ?'

'উঃ, আবার কথা বাড়িও না, যা বলি তাতেই তোমার রাগ !'

'দুঃখিত,' গ্রেগ বলল। 'এখানে সকলেই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।' হাতের শিশিটা তুলে ধরল সে। 'মেয়েটা বোতলটা আমাকে দিয়ে গেল।'

'ও সরিয়েছিল ?'

'না—ও কোথায় যেন পেয়েছে।'

'তাতে হল কি ? এর মধ্যে রহস্যই বা কোথায় ?'

'না, কিছুই না,' গ্রেগ উত্তর দিল। 'ওর কথায় একটু চমকে উঠেছিলাম, এই যা।'

'শোন, গ্রেগ, এটা নিয়ে এত আলোচনা কিসের ? চল, রাতের খাওয়ার আগে কিছু পান করি।'

২

তীরে পৌঁছে মলি ওর একটা খোলা-চেয়ার সের করল। চেয়ারটা পলকা বলে তেমন ব্যবহার করা হয় না। চেয়ারটায় বসে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ বসে রইল ও, তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে যেন হালকা বোধ করল মলি। পরে খচমচ শব্দ শুনে ও দ্রুত ঘাড় তুলে তাকিয়ে মিসেস হিলিংডনকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখল।

'হ্যালো, ইভিলিন। কখন এসেছ টেরই পাইনি। খুব দুঃখিত।'

'কি হল, মলি ?' ইভিলিন বলল। 'কোন গোলমাল হয়েছে ?' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ইভিলিন। 'বলো তো, কি হয়েছে।'

'কিছুই হয়নি,' মলি উত্তর দিল। 'কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। না হলে এখানে একা একা বসে কাঁদতে না। আমাকে বলতে বাধা আছে ? তোমার আর টিমের মধ্যে কিছু হয়েছে ?'

'ওহ্, না।'

'শুনে ভালো লাগলো। তোমাদের দেখে সবসময় কত সুখী মনে হয়।'

'তোমাদের চেয়ে নয়,' মলি বলল। 'টিম প্রায়ই বলে এত বছর বিয়ের পরে কেটে গেলেও তোমরা কত সুখী।'

'ওহ, এই কথা,' ইভিলিন উত্তর দিল। ইভিলিনের গলার তীক্ষ্নতা খেয়াল করল না মলি।

'মানুষ এত ঝগড়াঝাঁটি করে,' মলি বলল। 'দুজনে দুজনকে ভালবাসলেও এই খুঁটিনাটি নিয়ে মনোমালিন্য ঘটে যায় যে অনেক সময় সকলের সামনেও ওটা করে।'

'কেউ কেউ এ রকম করে,' ইভিলিন বলল। 'এটা অবশ্য মনে রাখার মত কিছু না।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুব খারাপ,' মলি বলল।

'আমিও অবশ্য তাই ভাবি।'

'কিন্তু এডওয়ার্ড আর তোমাকে দেখে—।'

'ভেবে কোন লাভ নেই, মলি। এ ধরনের কিছু ভাবাই ভুল। এডওয়ার্ড আর আমি—,' একটু থামল ইভিলিন। 'সত্যি কথাটা যদি জানতে চাও তাহলে বলছি, আমার আর এডওয়ার্ডের মধ্যে গত তিনবছর আড়ালে কোন কথাবার্তা নেই।'

'সেকি!' মলি হতভম্ব হয়ে তাকালো। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

'না পারার কারণ, আমরা বাইরে বেশ চমৎকার একটা নাটুকে আবরণ গড়ে রাখতে পেরেছি,' ইভিলিন বলল। 'আমরা সকলের সামনে ঝগড়া করে দেখাই না, তাছাড়া ঝগড়া করার আছেই বা কি?'

'কিন্তু গণ্ডগোল কোথায়?' মলি প্রশ্ন করল।

'সেই চিরাচরিত ব্যাপার।'

'চিরাচরিত ব্যাপার মানে? আর একজন—।'

'হ্যাঁ, আর একজন স্ত্রীলোক, আর আমার মনে হয় সে যে কে তা বোধ হয় একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে।'

'তুমি বলছ, মিসেস ডাইসন, মানে নাকি—?'

মাথা নুইয়ে সায় দিল ইভিলিন।

'ওরা দুজনে খোলাখুলি ঘুরে বেড়ায় জানি; মলি বলল, 'তবে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা শুধু...।'

'উহুঁ দরের মনোভাব?' ইভিলিন উত্তর দিল। 'এর ভিতর আর কিছু ছিল না?'

'কিন্তু কেন—', মলি ইতস্ততঃ করল। 'মানে—তুমি কি কোনদিন কোন ভাবে জানতে চাওনি ?'

'যা খুশি প্রশ্ন করতে পারো,' ইভলিন বলল। 'কোন কথা না বলতে পারার ক্লান্তি কতখানি আমি জানি। তাছাড়া ভদ্রঘরের সুখী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেও আমি ক্লান্ত।. লাকির ব্যাপারে এডওয়ার্ড একেবারে পাগল। এটা করে ও যেন খুশী থাকে। সত্যবাদী মানী ব্যক্তি, এই ধরনের ব্যাপার ও শুধু একবারের জন্যেও ভাবে না আমার এতে ভাল লাগে না।'

'ও আপনাকে ছেড়ে যেতে চায় ?'

মাথা ঝাঁকালো ইভলিন। 'আমাদের দুটো বাচ্চা আছে জানো নিশ্চয়ই। তারা ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করে। আমাদের পরিবার ভেঙে যাক তা চাই না আমরা। আর তাছাড়া লাকিও বিবাহবিচ্ছেদ চায় না। গ্রেগ প্রচুর অর্থের মালিক। ওর প্রথম স্ত্রী প্রচুর টাকা রেখে গেছে। তাই আমরা যে নীতি মেনে চলেছি তা হল 'বাঁচো আর বাঁচতে দাও' নীতি—এডওয়ার্ড আর লাকি সুখী হয়ে অমরত্ব পাবে, গ্রেগ যেন দেখেও না দেখার ভান করে যাবে আর এডওয়ার্ড আর আমি কাটাতে থাকবো বন্ধুর জীবন,' কন্ঠস্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ল ইভলিনের।

'কি ভাবে এটা সহ্য করছ তুমি ?'

'অভ্যাস হয়ে গেছে বোধ হয়। তবে মাঝে মাঝে—।'

'কি ?' মলি প্রশ্ন করল।

'মাঝে মাঝে ওই মেয়েমানুষটাকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে হয়—।' ইভি-লিনের কণ্ঠস্বরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আবেগ যেন চমকে দিল মলিকে।

'না, ও নিয়ে আর কোনরকম আলোচনা নয়', ইভলিন বলল। 'এবার তোমার কথা বল। আমি জানতে চাই কি হয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মলি মুখ খুলল।

ও বলল, 'আমার কেন যেন মনে হয়, আমার কোথাও কোন গোলমাল রয়েছে।'

'গোলমাল ? কি বলতে চাও ঠিক করে বলো তো।

মলি দুঃখিতভাবে মাথা ঝাঁকালো। 'এটা কেবল বেড়েই চলেছে। ঝোপের মধ্যে ফিসফাস, পায়ের শব্দ—বা লোকেরা যা সব বলে। মনে হয় কেউ যেন গোপনে আমার উপর লক্ষ্য রাখছে, আমার উপর গোয়েন্দাগিরি চালাতে চাইছে। কেউ যেন আমায় ঘৃণা করে। আমার এই রকমই মনে হয়—।

'আমি…আমি দারুণ ভয় পাই—।'

'কিসের ভয়, মলি ?'

'তা জানিনা—।'

'শোন, সোনা আমার,' ইভিলিনের গলায় চমকে ওঠার ভাব জেগে উঠতে চাইলো। 'এরকম কতদিন ধরে ঘটছে ?'

'তা জানিনা। আস্তে আস্তে এসেছে ভাবটা। এছাড়াও অন্য আর একটা জিনিষও আছে।

'কি জিনিস।'

'এমন অনেক সময় পার হয়ে যায় যার কোন জ্ঞান থাকে না আমার,' মলি বলল। 'কিছুতেই সেই সময়ের কিছু মনে করতে পারি না।'

'তুমি বলছ সব অন্ধকার হয়ে যায় ?'

'অনেকটা তাই। যেমন, পাঁচটার সময় কিছুতেই মনে করতে পারি না সড়টা বা দুটোর সময় কি করেছি।'

'ওহ্, তুমি তো তখন ঘুমিয়েও থাকতে পারো ?'

'না,' মলি বলল।' এটা সেরকম কিছু নয়। ঘুমিয়ে থাকলে তার আগে বা পরের কথা মনে থাকত। আমি যেন অন্য কোথাও চলে যাই মনে হতে থাকে। মাঝে মাঝে যেন অন্য পোশাক পরে থাকি বা অন্য কোন কাজ করছি মনে হয়। মাঝে মাঝে যেন অচেনা কারো সঙ্গে কথা বলি আর পরে তা আর মনে করতে পারি না।'

ইভিলিন যে আঘাত পেল। 'প্রিয়, মলি, এরকম হলে তো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'না, আমি ডাক্তার দেখাবো না। আমি ডাক্তার দেখাতে চাই না। কোন ডাক্তারের কাছে কিছুতেই যাবো না।'

ইভিলিন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকিয়ে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

'তুমি হয়তো শুধু শুধু ভয় পাচ্ছো, মলি। তুমি নিশ্চয়ই জানো অনেক রকম স্নায়ুর ব্যাপার আছে যা সহজেই ঠিক করতে পারা যায়। এটা কখনই মারাত্মক কিছু নয়। ডাক্তার নিশ্চয়ই তোমায় ভাল করে দিতে পারবেন।'

'নাও তো পারেন। হয়তো তিনি বলবেন আমার সত্যিই কিছু হয়েছে।'

'তোমার কি জন্য কিছু হতে পারে ?'

'কারণ—,' বলতে গিয়ে একটু থেমে গেল মলি, তারপর বলল, 'কোন কারণ নেই।'

'তোমার বাড়ির লোকজন—তোমার কেউ নেই? মানে, বোন, মা বা আর কেউ, যারা এখানে আসতে পারেন?'

'মায়ের সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না। কোন কালেই হয়নি। বোনেরা অবশ্য আছে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে—তবে আমি বললে তারা হয়তো আসতেও পারে। কিন্তু আমি তাদের চাইনা। আমি কাউকেই চাই না, শুধু টিমকে ছাড়া।'

'টিম এ ব্যাপারটা জানে? ওকে সব বলেছ?'

'ঠিক বলিনি,' মলি উত্তর দিল। 'তবে ও আমাকে নিয়ে ভাবে, মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ্য করতে চায়। যেন ও আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে বা আমাকে আড়াল করতে চায়। এটা থেকে যেন মনে হয় আমাকে আড়াল করা হোক তাই চাইছি, তাই না?'

'আমার মনে হয় এ সবই তোমার কল্পনা। তাই সকলের আগে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'বুড়ো গ্রাহাম? তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।'

'দ্বীপে অন্য ডাক্তারও তো আছেন,' ইভিলিন বলল।

'সব ঠিক আছে,' মলি বলল। 'এ নিয়ে আর ভাববো না। তোমার কথাই বোধহয় ঠিক, সবই আমার কল্পনা। উঃ, ভয়ানক দেরী হয়ে গেল, এখনই আমার ডাইনিংরুমে কাজের জন্য যেতে হবে। আমি—আমাকে এখনই যেতে হবে।'

মলি তীব্র অথচ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করতে চাইলো ইভিলিনকে তারপরেই দ্রুত বেরিয়ে গেল। ইভিলিন শুধু আশ্চর্য হয়ে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

বারো ॥ পুরণো পাপের দীর্ঘায়িত ছায়া

'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করতে যাচ্ছি, বুঝেছ?'

'ব্যাপারটা কি, ভিক্টোরিয়া?'

'একটা কিছু করছি। এতে টাকা রয়েছে—অনেক, অনেক টাকা।'

'দেখ, মেয়ে, সাবধানে থেকো, কোন ঝামেলায় জড়াতে যেওনা। এবার আমাকেই ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

হেসে উঠল ভিক্টোরিয়া, হাসির দমকে কেঁপে উঠল ও।

'বসে শুধু দেখে যাও,' ও বলল। 'কি করে খেলাতে হয় আমি ভালই জানি। বুঝেছ, এতে শুধু টাকা আছে, প্রচুর টাকা। কিছু দেখেছি আমি, বাকিটা ঠিক আন্দাজ করতে পেরেছি। আমার মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছি।'

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ভিক্টোরিয়া।

২

'ইভিলিন…।'

'কিছু বলছ ?'

ইভিলিন হিলিংডন যান্ত্রিকভাবেই উত্তর দিল, এতে প্রাণের সাড়া ছিলনা। সে স্বামীর দিকে তাকাতেও চাইল না।

'ইভিলিন, সব কিছু ফেলে যদি ইংল্যান্ড ফিরে যাই তোমার আপত্তি আছে ?'

ইভিলিন ওর ছোট করে ছাটা চুল আঁচড়াচ্ছিল চিরুনি দিয়ে। স্বামীর কথায় ও দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো।

'আমরা তো সবেমাত্র এসেছি। এ দ্বীপে আসার পর তো তিন সপ্তাহ কাটেনি।'

'জানি। তবু—তবু তুমি কিছু মনে করবে ?'

ইভিলিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবিশ্বাসভরে স্বামীকে জরিপ করতে চাইলো।

'তুমি সত্যিই ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চাইছ ? বাড়ি ফিরে যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ।'

'লাকিকে ছেড়ে ?'

একটু কুঁচকে গেল হিলিংডন।

'তুমি—তুমি নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই সব জানো—আমরা এভাবে যে চলেছি ?'

'ভালই জানি।'

'কোনদিন কিছু বলোনি তবুও ?'

'কেন বলব ? কয়েক বছর আগেই সব মিটে গেছে। আমরা দুজন

তবু সব কিছু ভেঙে দিতে চাইনি। আর তাই নাটকের অভিনয় চালিয়ে আসছি—বাইরের ভড়ং বজায় রেখেও চলেছি, একটু থামল ইভিলিন, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু হঠাৎ ইংল্যান্ডে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?'

'কারণ আমি প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। আর এটা মেনে নিতে পারছি না, ইভিলিন। কিছুতেই পারছি না।' শান্ত এডওয়ার্ড হিলিংডন যেন অন্য মানুষ, তার হাত কাঁপছিল। ঢোক গিলতে তার আবেগময় মুখখানা যেন প্রচন্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল।

'ভগবানের দোহাই, এডওয়ার্ড, কি হয়েছে?'

'কিছুই ব্যাপার নয়, আমি শুধু এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চাই—।'

'তুমি পাগলের মত লাকির প্রেমে ভেসে চলেছিলে। আর এখন তা কাটিয়ে উঠেছ। এই কথাটাই আমাকে শোনাতে চাইছো?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য আশা করি না তুমি আগের মতই আমাকে নিতে পারবে।'

'একথা এই মুহূর্তে থাক! আমি আগে কেবল জানতে চাই তোমার এ রকম কথাবার্তার কারণ কি, এডওয়ার্ড। তুমি অস্থিরতায় ভুগছ।'

'এটা অস্থিরতা নয়।'

'অবশ্যই তাই। কিন্তু কেন?'

'এটা স্পষ্ট নয় এখনও?'

'না,' ইভিলিন বলল। 'পরিষ্কার ভাষায় বলা যাক—তোমার সঙ্গে কোন এক মেয়েমানুষের ভালবাসাবাসির ব্যাপার চলেছিল। এটা পরিষ্কার। সে ব্যাপারটা ধরে নিচ্ছি মিটে গেছে, নাকি মেটেনি? বোধ হয় তার দিক থেকে মেটেনি, তাই কি? গ্রেগ ব্যাপারটা জানে? মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই।'

'তা জানিনা,' এডওয়ার্ড উত্তর দিল। 'সে কোনদিন কিছু বলেনি। সব সময়েই তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলে ভেবেছি।'

'পুরুষরা বেশি রকম বুদ্ধু হয়,' চিন্তিতভাবে বলল ইভিলিন। তাছাড়া—হয়তো গ্রেগেরও বাইরে কোন টান রয়েছে!'

'সে তো তোমাকেও ইঙ্গিত করেছে, তাই না?' এডওয়ার্ড বলল। 'উত্তর দাও—আমি জানি ও করেছে—।'

'ওহ, হ্যাঁ,' ইভিলিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল। 'ও এরকম সবাইকেই করে। গ্রেগের স্বভাবই এইরকম। এতে তাই মনে করার কিছু নেই। এটাকে

প্রেমের পর্যায়ে বলে ধরা যায়।'

'ওর জন্য তোমারও টান আছে, ইভিলিন? সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি।'

'প্রেম? ওকে আমার ভাল লাগে—বেশ মজার মানুষ। ভাল বন্ধু হতে পারে ও।'

'ব্যাস, শুধু এইটুকু? তোমাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।'

'ব্যাপারটায় তোমার কি এসে যায় সে কথাই ভাবছি,' শুষ্ক স্বরে বলল ইভিলিন।

'হ্যাঁ, এটাই আমার পাওনা তা ঠিক।'

ইভিলিন জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো, তারপর আবার ফিরে এলো।

'আমার ইচ্ছে তোমার অস্থিরতার ব্যাপারটা যদি বলতে ভালো হত, এডওয়ার্ড।'

'সবই তো বললাম।'

'সেটা ঠিক কিনা ভাবছি।'

'সাময়িক এক পাগলামি মানুষকে কোথায় পেঁৗছে দিতে পারে। তোমার বোঝার শক্তি নেই, বিশেষ করে সেই ভাব সে যখন কাটিয়ে ওঠে।'

'বোধ হয় ওটা করতে পারি। আমার আশ্চর্য লাগছে এটা ভেবে যে লাকির নিশ্চয়ই তোমাকে মুঠোয় রাখার মত কিছু একটা আছে। সে শুধু কোন বাতিকল হওয়া রসিকতা নয়। আমায় সত্যি কথাটা বলতেই হবে, এড-ওয়ার্ড। আর এটা করলে তবে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারি।'

চাপা গলায় এডওয়ার্ড বলে উঠল, 'ওর কাছ থেকে এখনই যদি সরে না যেতে পারি—ওকে খুন করে ফেলতে পারি।'

'লাকিকে খুন করবে? কেন?'

'কারণ ও আমাকে যা করতে বাধ্য করেছে······।'

'তোমাকে দিয়ে ও কি করিয়েছে?'

'আমি একটা খুন করতে ওকে সাহায্য করেছিলাম—।'

কথাগুলো প্রকাশ হওয়ার পর এক নৈঃশব্দ নেমে এল—ইভিলিন স্থির দৃষ্টিতে তাকালো এডওয়ার্ডের দিকে।

'কি বলছ তোমার জানা আছে?'

'হ্যাঁ, জানি। আমি কি করছি তখন জানতাম না। ও আমাকে একটা

কাজ করে দিতে বলে—কেমিস্টের দোকান থেকে কিছু আনতে বলে ও। আমার কণামাত্রও জানা ছিল না ও সেটা কোন কাজে লাগাবে—ও আমাকে দিয়ে ডাক্তারের একটা ব্যবস্থাপত্র কপি করিয়ে নেয়……।'

'এটা কবে হয়েছিল?'

'চার বছর আগে। আমরা যখন মার্টিনিকে ছিলাম—যখন—যখন গ্রেগের স্ত্রী—।'

'মানে, গ্রেগের প্রথম স্ত্রী—গেল? তুমি বলছ লাকি তাকে বিষ খাইয়েছিল?'

'হ্যাঁ—আর আমি ওকে সাহায্য করি। যখন বুঝতে পারলাম—।'

বাধা দিল ইভিলিন।

'কি ঘটেছে যখন বুঝতে পারলে তখন লাকি তোমাকে বলে তুমিই কপি করেছ, ওষুধও তুমি এনেছিলে, আর তুমি আর ও দুজনেই ওর মধ্যে ছিলে। এই তো''

'হ্যাঁ। ও বলেছিল অনুকম্পার বশেই ও এটা করে গেল—আর সে নাকি লাকিকে অনুরোধ করেছিল ওটা করে ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে।'

"অনুকম্পার বশে খুন। বুঝেছি। আর তুমিও তাই বিশ্বাস করে নাও?'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর এডওয়ার্ড বলল, 'না—ঠিক তাই নয়—এত তলিয়ে ভাবিনি—প্রায় বিশ্বাস করে কারণ বিশ্বাস করতেই চেয়েছিলাম বলে—তাছাড়া ওর প্রেমে আমি মশগুল ছিলাম।'

'তারপর? ও যখন গ্রেগকে বিয়ে করল—তখনও বিশ্বাস করেছ?'

'মনকে সেইভাবেই তৈরি করেছিলাম।'

'আর গ্রেগ? সে এ ব্যাপারে কতটা জানত?'

'কিছুই জানত না সে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

এডওয়ার্ড হিলিংডন যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'ইভিলিন, আমি এটা থেকে মুক্তি চাই! ওই মেয়েমানুষটা এখনও আমাকে যা করেছি তার জন্য ব্যঙ্গ করতে চায়। ও জানে আমি ওকে আর চাই না। চাওয়া—? ওকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি—কিন্তু আমাকে যেন ও ভাবতে বাধ্য করতে চায় আমি এখনও ওর কাছে বাঁধা পড়ে আছি—যে কাজ

দ্বজনে করেছি তার জন্যই—।'

ইভিলিন ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল—তারপর সামনে এসে দাঁড়াল এডওয়ার্ডের।

'তোমার আসল গোলমাল কোথায় জানো, এডওয়ার্ড? তুমি একজন অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ—আর সরল। ওই শয়তানী মেয়েমানুষটা ঠিক যেভাবে চেয়েছে সেই ভাবেই তোমাকে মুঠোয় পুরেছে আর কাজে লাগিয়েছে তোমার অপরাধবোধকে। আর আমি বাইরেলের ভাষায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে অপরাধবোধ তোমায় চেপে ধরেছে তাহল তোমার ব্যভিচারের পাপবোধ—তুমি লাকির সঙ্গে ব্যাভিচার চালিয়ে পাপবোধে আক্রান্ত ছিলে আর সে তাই তার খুনের মতলবে তোমাকে সহজেই কাজে লাগিয়েছে আর সেই অপরাধে আক্রান্ত বলে তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেন তোমরা দ্বজনেই জড়িত। 'কিন্তু তুমি তা নও।'

'ইভিলিন.'...এডওয়ার্ড একপা এগিয়ে গেল স্ত্রীর দিকে—।

ইভিলিন একটু পিছিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে।

'যা বললে সব সত্যি, এডওয়াড'—ঠিক বলছ? নাকি সব তোমার বানানো?'

'ইভিলিন, সত্যি না হলে এরকম বলতে যাবো কেন?'

'জানিনা.' আস্তে আস্তে বলল ইভিলিন—'এর কারণ বোধ হয় আমি আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আর কে জানে এই অবিশ্বাসের কারণেই বোধ হয় কোন কিছুতেই আমার আর আস্থা নেই।'

'চলো, সব ফেলে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাই।'

'হ্যাঁ—তাই যাবো আমরা—তবে এখনই না।'

'কেন?'

'আমরা যেমন চলছি তেমনই চলব—আপাতত এই থাকবে। এটা খুব দরকার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ, এডওয়ার্ড? আমাদের উদ্দেশ্য কি,' কোন ভাবেই লাকি যেন জানতে না পারে।'

তেরো ॥ বিদায় ভিক্টোরিয়া জনসন

সন্ধ্যার পর প্রায় রাত নেমে আসতে চলেছিল। হোটেলের স্টীল ব্যান্ডে প্রায় সমাপ্তির সুর। টিম ডাইনিংরুমের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে ধরেছিল চত্বরের দিকে। কয়েকটা খালি টেবিলের আলো নিভিয়ে দিল ও।

কারো কণ্ঠস্বর পাশে জেগে উঠতে ও ফিরে তাকালো। 'টিম, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'হ্যাল্লো, ইভলিন, কিছু করতে হবে?' টিম বললো।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল ইভলিন।

'চল, ওই টেবিলের পাশে বসে কথা বলি।'

চত্বরের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ইভলিন। ধারে কাছে আর কেউ তখন ছিল না।

'টিম, তোমার সঙ্গে যে কথা বলছি তাতে কিছু মনে কোর না, আমি মলির ব্যাপারে খুব চিন্তিত।'

টিমের মুখভাবে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটল।

'মলির কি হয়েছে?' ও তীব্রস্বরে প্রশ্ন করল।

'ও যে খুব সুস্থ মনে হয় না। কেমন যেন উদ্বিগ্ন।'

'ইদানীং কোন কোন ব্যাপারে ও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।'

'আমার মনে হয় ওর ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'হ্যাঁ, সেটা জানি, কিন্তু ও কিছুতেই সেটা করবে না। ও ঘেন্না করে।'

'কেন?'

'মানে, ঠিক কি বলতে চাইছো?'

'আমি বলছি কেন? কেন ডাক্তার দেখাতে ঘৃণা করে ও?'

'মানে,' টিম যেন না বুঝেই উত্তর দিল। 'এ ধরনের অনেকেই থাকে যারা ডাক্তারের নামেই ভয় পায়, ডাক্তার কি বলবেন ভেবে।'

'ওকে নিয়ে তোমারও ভাবনা হয় তাইনা, টিম?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ খুবই ভাবনা হয়।'

'তোমাদের পারিবারিক এমন কেউ নেই যে এসে ওর কাছে থাকতে পারে?'

'না। তাতে অবস্থা আরও খারাপ হবে।'

'ওর আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে গোলমালটা কি?'

'সাধারণতঃ যা হয়। সকলের সঙ্গে বনিবনা নেই, বিশেষ করে ওর মায়ের সঙ্গে। অদ্ভুত ধরনের মানুষ তারা, মলি তাই বলতে গেলে সব সম্পর্ক ছেঁটে ফেলেছে। আমার তো মনে হয় ভালই করেছে।'

ইভিলিন একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—'মাঝে মাঝে ওর সব কেমন অন্ধকার হয়ে যায় বলেছে। তাছাড়া লোকজনকে ও ভয় পায়। এটা একধরনের বাতিক।'

'না, না, একথা বোলনা।' টিম বলে উঠল। 'আমার মনে হয় এটা স্নায়বিক কোন ব্যাপার। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমার জন্যও হতে পারে। সব কালো রঙের মুখ চারদিকে। এখানে অদ্ভুত সব ব্যাপারও ঘটে।'

'মলির মত মেয়ের পক্ষে এটা খাটেনা।'

'মানুষ কত কিছুতেই ভয় পায়। কেউ ঘরে বিড়াল ঢুকলে কেঁপে ওঠে; গায়ে শুঁয়োপোকা পড়লে আবার কেউ দারুণ ভয় পায়।'

'আমার বলতে ইচ্ছে করছে না—তবু বলছি তোমার কি মনে হয় না ওকে একজন মনস্তাত্ত্বিককে দেখানো ভালো?'

'না।' প্রায় ফেটে পড়ল টিম। 'আমি কখনই এই ধরনের লোকদের মলিকে নিয়ে গাদরামি করতে দেবোনা। ওদের উপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা মানুষকে আরও খারাপ করে দেয়। ওর মা যদি ওই মনস্তাত্ত্বিকদের পিছনে না ঘুরে…।'

'ওদের পরিবারে তাহলে এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল বলছ? মানে—এই রকম কোন মানসিক রোগ…।' একটু ইতস্ততঃ করল ইভিলিন, 'মানসিক স্থৈর্যের অভাব গোছের কিছু?'

'আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। এসব থেকে ওকে আমি দূরে সরিয়ে এনেছিলাম, তখন ও বেশ ভালই ছিল। ওর যা হয়েছে তা সামান্য স্নায়বিক কিছু… তবু… তবু এসব রোগ কিছুটা বংশানুক্রমিকও হয়, সবারই তা জানা আছে। আমি এই জঘন্য ব্যাপার বরদাস্ত করব না। সম্পূর্ণ সুস্থ আছে মলি। ওই হতভাগা প্যালগ্রেভ মরে যাওয়াতেই যত গন্ডগোল শুরু হয়েছে।'

'তাই কি,' চিন্তিত ভাবে বলল ইভিলিন। 'কিন্তু মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুতে কোন রকম চিন্তার কারণ আছে বলে মনে হয়?'

'না, তা ছিল না। তবে কেউ আচমকা মারা গেলে এরকম মানসিক ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক।'

টিমকে যেরকম মরীয়া আর হতাশ মনে হল যে ঈভিলিনের বুকটা মোচর দিয়ে উঠল। ও টিমের হাতে ওর হাতটা রাখল।

'মা..., তুমি কি করবে নিশ্চয় ভালোই জানো, টিম। তবে আমি বলছিলাম আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি—ধরো, মলিকে নিয়ে যদি নিউইয়র্কে বা মিয়ামিতে যাই যেখানে সত্যিকার ভাল ডাক্তারের পরামর্শ পেতেও পারি।'

'তোমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, ঈভিলিন, তবে মলি ঠিক আছে। ও আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাচ্ছে।'

সন্দিহান হয়ে মাথা ঝাঁকালো ঈভিলিন। ও চত্বরের শেষ প্রান্তের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল। বেশির ভাগ লোকই নিজেদের গাড়িগুলোয় ফিরে গেছে। ঈভিলিন টেবিলে কিছু ফেলে গেল কিনা দেখতে পিছিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গেই টিমের ধমক-লাগানো গলার স্বর শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালো। টিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে চত্বরের পাশে সিঁড়ির দিকে তাকিয়েই প্রায় কাঠ হয়ে গেল ও।

উপকূলের দিক থেকে সিঁড়ির কাছে হেঁটে আসছিল মলি। কেমন যেন এলোমেলো অবস্থায় কোথায় চলেছে না জেনেই সে হাঁটছিল, সারা শরীর ওর থরথর করে ভেজা সপসপে তার মতই কাঁপছিল। ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল টিম।

'মলি! কি—কি হয়েছে?'

টিম প্রায় দৌড়ে গেল মলিকে লক্ষ্য করে, ঈভিলিনও অনুসরণ করল। মলি ততক্ষণে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল দুটো হাত পিছনে রেখে। ও কাঁপা-কাঁপা গলায় কথা বলে উঠল।

'আমি ওকে দেখেছি···ও ওই ঝোপের মাঝখানে পড়ে আছে···ওই যে সামনের ঝোপটাতে···আমার—আমার হাতটা দেখ' ও হাতটা মেলে ধরতে ঈভিলিন প্রায় বোবা হয়ে মলির হাতভর্তি অদ্ভুত দাগ দেখতে পেল। অল্প আলোয় দাগের রঙ বুঝতে পারা না গেলেও ঈভিলিনের সন্দেহ রইল না ওগুলোর রঙ লাল।

'কি হয়েছে, মলি?' চিৎকার করে উঠল টিম।

'ওই যে ওখানে', মলি বলে উঠল। প্রায় টলে উঠল মলি, 'ওই ঝোপের মধ্যে···।'

টিম একটু ইতস্ততঃ করে ইভিলিনের দিকে তাকালো, পরমুহূর্তেই ও মলিকে তার দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেল। ইভিলিন দুহাতে জড়িয়ে ধরল মলিকে।

'শান্ত হও, মলি। এসো, এখানে একটু বোসো। কিছু খাওয়া দরকার তোমার।'

মলি চেয়ারে বসে প্রায় অবসন্নের মত এলিয়ে পড়ল টেবিলে মাথা আর দুটো হাত আড়াআড়ি ছড়িয়ে। ইভিলিন কোন প্রশ্ন করল না আর। মেয়েটাকে একটু সামলে নিতে সময় দরকার ভাবল ও।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, মলি। ভেবোনা', ইভিলিন বলল শুধু।

'কি যে হল জানিনা', একটু পরে বলে উঠল মলি। 'কিছুই মনে নেই। আমি—', হাত দুটো তুলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও', 'আমার, কি হয়েছে ?'

'সব ঠিক আছে, সোনা, সব ঠিক আছে, এ নিয়ে ভেবোনা।'

টিম ধীরে পা ফেলে সিঁড়িতে উঠছিল। ওর মুখখানা ভয়ঙ্কর থমথমে। ইভিলিন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো।

'আমাদের একজন কাজের মেয়ে', টিম বলল। 'কি যেন ওর নাম—ও হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া। কেউ তাকে ছুরি মেরে খুন করেছে।'

চৌদ্দ ॥ তদন্ত

বিছানায় শুয়েছিল মলি। ডঃ গ্রাহাম আর ডঃ রবার্টসন ওয়েস্টইন্ডিজের দুজন পুলিশ ডাক্তার ওর একপাশে আর অন্যপাশে ছিল টিম। রবার্টসন মলির নাড়ী দেখছিলেন। বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশী পোশাকের ইনসপেক্টর ওয়েস্টনের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। ওয়েস্টন সেন্ট অনরে'র পুলিশ কর্মচারি, ঋজু, গাঢ় রঙ শরীরের।

'শুধু মোটামুটি বক্তব্য শুনতে পারেন, এর বেশি নয়', ডাক্তার জানালেন।

ইনসপেক্টর সায় দিলেন।

'মিসেস কেন্ডাল, বলতে পারেন মেয়েটাকে কিভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ?'

মনে হল বিছানায় শুয়ে থাকা মূর্তি কথাটা শুনতে পায়নি। তারপরেই মৃদু, দূরাগত কণ্ঠস্বর জেগে উঠল।

'ঝোপের মধ্যে, একটা সাদা কিছু··· ।'

'আপনি সাদা রঙের কিছু দেখতে পান? তারপর কি সেটা দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন? এই তো?'

'হ্যাঁ—কি একটা সাদা সেখানে পড়েছিল—আমি—আমি তাকে তুলতে চেষ্টা করলাম—রক্ত, শুধু রক্ত—আমার দু হাত রক্তে ভরে গেল··· ।'

কাঁপতে চাইলো মলি।

ডঃ গ্রাহাম মাথা ঝাঁকালেন। রবার্টসন চাপা স্বরে বললেন,—'না, ওঁকে আর কথা বলানো উচিত হবে না।'

'উপকূলের রাস্তায় আপনি কি করছিলেন, মিসেস কেন্ডাল?'

সমুদ্রের গরম বাতাস—খুউব ভাল লাগছিলো—।'

'আপনি জানতেন মেয়েটি কে?'

'ভিক্টোরিয়া—ভাল মেয়ে—ও হাসতো—খুব হাসতো। ওহ! আর—আর ও হাসবে না—আর হাসতে পারবে না। উঃ—কোনদিন ভুলতে পারবো না—কোনও দিন না—', প্রায় উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠল মলি।

'মলি—ও রকম কোরনা।' টিম বলে উঠল।

'শান্ত হোন—', ডঃ রবার্টসন বলে উঠলেন শান্তনার দৃঢ় ভঙ্গীতে। 'এবার ছোট্ট একটু ওষুধ—', তিনি ইনজেকশানের সূঁচ বের করলেন।

'চব্বিশ ঘণ্টার আগে ওকে আর কথা বলানো যাবেনা', তিনি বললেন। 'আমি পরে আপনাদের খবর দেব।'

২

সুদর্শন বিশালদেহী নিগ্রোটি টেবিলের সামনে বসে থাকা দুজনের দিকেই একবার তাকালো।

'ভগবানের নামে বলছি, এর বেশি আমি আর কিছুই জানিনা', নিগ্রোটি বলে উঠল। 'যা বলেছি তার বেশি আমি জানিনা।'

লোকটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওয়েস্টনাট্ট। টেবিলের উল্টোদিকে উপবিষ্ট সেণ্ট অনরে'র গোয়েন্দা দপ্তরের ইনসপেক্টর ওয়েস্টনের ইঙ্গিতে লোকটি দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ও যা জানে সবটা বলেনি অবশ্যই', ওয়েস্টন বললেন শান্ত স্বরে।
'তবে এটুকুই আমরা জানলাম।'

'তোমার ধারণা ও নির্দোষ?' ডেভেনাপ্রি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। ওদের দুজনের সম্পর্ক ভালই ছিল।'

'ওরা বিবাহিত ছিলনা?'

সেঃ ওয়েস্টনের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'না', তিনি উত্তরে বললেন, 'ওদের বিয়ে হয়নি। এই দ্বীপে বিয়ে ব্যাপারটা তেমন দেখা যায় না। অবশ্য ওরা সন্তানদের নামকরণ ঠিকই করে। ওদের দুটো বাচ্চা।'

'তোমার কি মনে হয় লোকটা এ ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ছিল?'

'খুব সম্ভব না। আমার মনে হয় লোকটা এ ব্যাপারে নার্ভাস বোধ করতে চাইতো। আর এটাও বলছি ভিক্টোরিয়াও খুব বেশী কিছু জানত না।'

'তবে ব্ল্যাকমেল করার পক্ষে যথেষ্ট?'

'ব্ল্যাকমেল কথাটা ব্যবহার করা সঙ্গত কিনা জানিনা। মেয়েটা এর অর্থ জানত বলে মনে হয় না। মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু অর্থ নেওয়াকে সে অবশ্যই ওই অর্থে গ্রহণ করেনি। একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই জানেন এখানে যারা আসে তাদের অধিকাংশই স্ফূর্তিবাজ মানুষ তাই তাদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে খোঁজ করলে সব জানতে দেরি লাগবে না.' ওয়েস্টনের কণ্ঠস্বরে সামান্য—

'সব রকম মানুষ নিয়েই আমাদের কারবার তা স্বীকার করি', ডেভেনাপ্রি বললেন। 'কোন স্ত্রীলোক অভিসারে বেরোচ্ছে' কথাটা গোপন রাখার জন্য মেয়েটিকে কিছু উপহার দিতে পারে। টাকাটা যে মুখ বন্ধ রাখার জন্য সে কথা না বলাই যথেষ্ট।'

'ঠিক এটাই।'

গ্রেগরী বরাবরের হাসিখুশি ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করল।

'আমি উপস্থিত', সে বলে উঠল ঘরে ঢুকে। 'সাহায্য হিসেবে কি করতে পারি, ভদ্রমহোদয়েরা? মেয়েটার ঘটনা অতি দুঃখজনক। খুবই ভাল ছিল মেয়েটি। আমরা দুজনেই পছন্দ করতাম। মনে হচ্ছে অন্য কোন পুরুষ সংক্রান্ত কিছু, কোন ঝগড়াঝাটি হবে হয়তো। তবে মেয়েটাকে দেখে কোন মানসিক যন্ত্রণা ছিল বলে তো মনে হয়নি। গতরাতেই ওর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করেছি।'

'আমাদের বিশ্বাস আপনি একটা ওষুধ খেতে অভ্যস্ত, মিঃ ডাইসন—সেরেনাইট নাম ওষুধটার?'

'ঠিকই বলেছেন। ছোট গোলাপী রঙের ট্যাবলেট।'

'ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী খাচ্ছেন ওষুধটা?'

'নিশ্চয়ই। দরকার হলে দেখতে পারেন। একটু বেশি রকম ব্লাডপ্রেসার আছে আমার অনেকের যেমন থাকে শুনেছি।'

'অথচ কম লোকেই সেটা জানে।'

'আমি লোককে বলে বেড়াতে চাইনা। আমি সুখেই আছি—অনেকের মত নিজের অসুস্থতা নিয়ে ঢাক বাজানো আমার পছন্দ নয়।'

'কতগুলো পিল আপনি খান?'

'দুবার বা তিনবার সারা দিনে।'

'আপনার অনেক ওষুধ কেনা থাকে?'

'হ্যাঁ। প্রায় গোটা ছয় বোতল সঙ্গে রাখি। তবে সেগুলো সুটকেসে চাবি বন্ধ করে রাখা থাকে। ব্যবহার করার জন্য একটা বোতলই বাইরে রাখি।'

'কিছু কাল আগে ওই বোতলটাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না শুনেছি?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'আপনি ভিক্টোরিয়া জনসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে দেখেছিল কিনা?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।'

'সে কি বলেছিল?'

'সে বলে শেষবার বোতলটা সে আমাদের বাথরুমের তাকে দেখেছিল। সে খুঁজে দেখবে বললো।'

'তারপর কি হল?'

'পরে সে আমাকে বোতলটা এনে দেয় আর জানতে চায় এটাই সেই বোতল কিনা?'

'আপনি কি বলেন ?'

'হ্যাঁ, ওটাই, কোথায় খুঁজে পেয়েছিল সে তাও জানতে চাই। ও বলে বোতলটাও মেজর প্যালগ্রেভের ঘরে খুঁজে পেয়েছিল। আমি জানতে চাই 'ওটা ওখানে গেল কি করে ?'

'তার উত্তরে সে কি বলে ?'

'ও বলে জানেনা, তবে—', গ্রেগরী সামান্য ইতস্ততঃ করল।

'বলুন, মিঃ ডাইসন।'

'মানে, ওর হাবভাবে আমার কেমন ধারণা হয় ভিক্টোরিয়া যা বলছিল তার চেয়ে ঢের বেশি জানে, তবে আমি তেমন মাথা ঘামাইনি আর। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু তো নয়। আমার সঙ্গে আরও অনেক রকম বোতল আছে, তাই ভেবেছিলাম ভুলবশতঃ হয়তো রেস্তোরাঁ বা অন্য কোথাও ফেলে এসেছিলাম। মেজর প্যালগ্রেভ হয়তো সেটা দেখে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে পরে দেবেন বলে, তারপর হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন।'

'এ ব্যাপারে শুধু এটুকুই জানেন, মিঃ ডাইসন ?'

'হ্যাঁ, এটুকুই জানি। সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা কি খুব জরুরী ? কেন ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়েস্টন। 'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুই জরুরী হয়ে উঠতে পারে।'

'পিলগুলো কিভাবে আসছে বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছিলাম বেচারি মেয়েটা ছুরির ঘায়ে মারা যাওয়ার সময় আমার গতিবিধির বিষয়ে হয়তো জানতে চাইবেন আপনারা। তাই যতখানি পেরেছি কাগজে লিখে এনেছি।'

ওয়েস্টন চিন্তিতভাবে তাকালেন।

'তাই বুঝি ? খুব প্রয়োজনীয় কাজই করেছেন, মিঃ ডাইসন।'

'ঝামেলা যতটা এড়ানো যায় ততই ভাল, ভাবলাম', গ্রেগ উত্তর দিল, তারপর একখণ্ড কাগজ এগিয়ে ধরল।

ওয়েস্টন কাগজটায় চোখ বোলাতে চাইলেন, ডেভেনট্রি চেয়ার নিয়ে একটু সামনে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালেন।

'খুবই পরিষ্কার', দু-এক মুহূর্ত পরে বললেন ওয়েস্টন। 'আপনি আর আপনার স্ত্রী আপনার বাঙলোয় নৈশভোজের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন নটা বাজতে দশ মিনিট ঘড়িতে। এরপর আপনারা চত্বর পার হয়ে

এগোন আর সেনোরা দা ক্যাসপিয়েরোর সঙ্গে একটু পানীয় গ্রহণ করেন। পৌনে ন'টায় কর্ণেল ও মিসেস হিলিংডন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিলে আপনারা খেতে যান। আপনার যতদূর মনে পড়ে আপনি রাত সাড়ে এগারোটায় শুতে চলে যান।'

'নিশ্চয়ই', গ্রেগ বলল। 'আমি অবশ্য জানিনা মেয়েটি ঠিক কটায় মারা যায়—।'

প্রশ্নটার মধ্যে সামান্যতম প্রশ্নের স্পর্শ থাকলেও লেঃ ওয়েস্টন সেটা লক্ষ্য করেন নি।

'মিসেস কেণ্ডাল ওকে দেখতে পায় বলে শুনেছি, তাই না?' গ্রেগ এবার প্রশ্ন করল। 'খুব ধাক্কা খেয়েছিল ও বলাইবাহুল্য।'

'হ্যাঁ। ডঃ রবার্টসন ওঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।'

'তখন তো বেশ রাত, মনে হয় সকলেই বোধ হয় শুতে চলে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ও কি অনেকক্ষণ মারা গিয়েছিল? মানে, মিসেস কেণ্ডাল ওকে যখন আবিষ্কার করেন?'

'সঠিক সময় আমরা এখনও ঠিক জানিনা', ওয়েস্টন সহজস্বরে বললেন।

'বেচারি মলি। বিচ্ছিরি একটা অবস্থার সামনে পড়েছিল ও। একটা ব্যাপার হল গতরাতে ওকে প্রায় দেখিনি। ভেবেছিলাম মাথাব্যথা হওয়ায় সম্ভবতঃ সে শুয়ে আছে।'

'মিসেস কেণ্ডালকে শেষ কখন দেখেছিলেন?

'ওহ্, তা অনেক আগে, পোশাক বদলাতে যাওয়ারও আগে। সে টেবিলে রাখা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিল, ছুরিগুলোও ঠিক করে রাখতে দেখেছিলাম।'

'বুঝলাম।'

'ওকে তখন বেশ হাসিখুশি মনে হয়েছিল', গ্রেগ বলল। 'বেশ ঠাট্টা করার মেজাজেই ছিল ও। সত্যিই ভাল মেয়ে। আমরা সকলেই ওকে পছন্দ করি। টিম খুবই ভাগ্যবান।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, মিঃ ডাইসন। তাহলে ভিক্টোরিয়া জনসন আপনাকে বোতলটা দেবার সময় আর কিছু বলেছিল কি না মনে পড়ছে না আপনার?'

'না···যা বললাম ওইটুকুই। শুধু জানতে চেয়েছিল সে ওই ওষুধের বোতলটা আমার হারানো জিনিস কিনা। ও ওটা প্যালগ্রেভের ঘরে পেয়েছিল।'

'ওটা কে রেখেছিল ও জানত না ?'

'মনে হয় না—ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ভাইসন।'

গ্রেগরী বিদায় নিল এবার।

'খুবই বিবেচক মানুষ', কাগজটা তুলে বললেন ওয়েস্টন। 'বেশ কৌশলে জানতে চাইছিলেন ওর রাতের গতিবিধি সম্পর্কে আমরা কি ভাবছি।'

'একটু বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন মনে করছো ?' ডেভেনট্রি বললেন।

'এটা বলা কঠিন। বহু লোক আছে যারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করে, তারা কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়তে চায় না। এর কোন কারণ নেই যে তাদের কোন অপরাধবোধ থাকে। আবার এমনও হতে পারে ব্যাপারটা তাই।'

'ওর সুযোগের ব্যাপার কি রকম ? কারোই তেমন অজুহাত নেই বলেই মনে হয়, বিশেষ করে ব্যাণ্ডের তালে তালে নাচগানে মত্ত থেকে, আর যাওয়া আসা করে। লোকে ইচ্ছেমত টেবিল ছেড়ে উঠছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাইসন যেকোন ফাঁকে বেরিয়ে যেতে পারতো। যেকোন লোকের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। তবে ও বোঝাতে চাইছিল এমন কাজ যেন করেনি,' চিন্তিতভাবে কাগজটার দিকে তাকালেন তিনি,' আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা সে ইচ্ছে করেই আমাদের বলেছে।'

'তোমার তাই মনে হয় ?'

অন্যজন একটু ভেবে উত্তর দিলেন, 'মনে হয় সম্ভবপর।'

তারা দুজন যে ঘরে বসেছিলেন হঠাৎ তার বাইরে কিছু গোলমাল শোনা গেল। উঁচু গলায় কেউ ঘরে ঢুকতে দেবার দাবী জানাতে চাইছিল।

'আমি কিছু বলতে চাই। আমাকে ভদ্রলোকদের কাছে যেতে দিন। আমায় পুলিশের কাছে যেতে দিন।'

উর্দিপরা একজন পুলিশ কর্মচারি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

'এখানকার একজন রাঁধুনি, স্যার', সে বলল। 'আপনাদের সঙ্গে খালি দেখা করতে চাইছে। বলছে আপনাদের খুব জরুরী কিছু জানাতে চায়।'

একজন ভীত গাঢ় রঙের লোক, মাথায় রাঁধুনির টুপি—পুলিশ কর্মচারিকে প্রায় ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। পাকশালার একজন অধস্তন কর্মী সে, সম্ভবতঃ একজন কিউবার লোক, সেণ্ট অনরে'র স্থানীয় কেউ নয়।

'আপনাদের বলছি, স্যার,' লোকটা বলে উঠল। 'উনি রান্নাঘরের মধ্য

দিয়ে চলে গেলেন, ওর হাতে একটা ছুরি ছিল। হ্যাঁ, স্যর, একটা ছুরি স্পষ্ট দেখেছি। ছুরিটা তার হাতে ধরা ছিল। মহিলাটি আমার রান্নাঘর পেরিয়ে দরজা দিয়ে চলে গেলেন বাগানের দিকটায়। আমি নিজের চোখে দেখলাম।

'শান্ত হও, শান্ত হও, ডেভেনান্ট্রি বললেন। 'কার কথা বলছ তুমি?'

'বলছি, সার। আমি কর্তার স্ত্রীর কথা বলছি। মিসেস কেন্ডাল। তার হাতে একটা ছুরি ছিল, তিনি অন্ধকারে বাগানের দিকে চলে গেলেন। ঠিক রাতের খাওয়ার আগে—আর উনি ফিরে আসেন নি।'

পনেরো॥ আরো তদন্ত

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি, মিঃ কেন্ডাল?'

'নিশ্চয়ই', টিম ওর ডেস্কের পাশ থেকে মুখ তুলল। কাগজপত্র ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ও সামনে চেয়ার ইঙ্গিত করল। ওর মুখভাব থমথমে, অবসন্ন।

'কিভাবে এগোচ্ছেন? কিছু জানতে পারলেন? এ জায়গাটার যেন অভিশাপ লেগেছে। সবাই চলে যেতে চাইছে, প্লেনের টিকিটের খোঁজ করছে। সব যখন সফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, তখনই—। ভগবানের নামে বলছি, আপনারা বুঝতে পারবেন না এই হোটেল আমার আর মলির কাছে কতখানি। আমাদের সর্বস্ব এতে ঢেলে ঝুঁকি নিয়েছি।

'আপনাদের উপর খুবই চাপ, আমি জানি', ইন্সপেক্টর ওয়েস্টন বললেন, 'মনে করবেন না আমাদের সহানুভূতি নেই।'

'সব যদি তাড়াতাড়ি মিটে যেত', টিম বলল। 'বেচারি ভিক্টোরিয়া মেয়েটা—উহ্! ভারি ভাল মেয়ে ছিল ও। মনে হয় ওর কোন গোলমেলে প্রেমের ব্যাপার ছিল না হলে এভাবে—। হয়তো ওর স্বামী—

'জিম এলিস ওর স্বামী নয়, তবে ওরা মানিয়ে নিয়েছিল।'

'সব ব্যাপারটা দ্রুত মিটে গেলে ভাল হয়, টিম আবার বলল। 'দুঃখিত, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, প্রশ্ন করুন যেমন দরকার।'

'হ্যাঁ, সেটাই এবার করছি। গতরাত্রির বিষয়। ডাক্তারি মতে ভিক্টোরিয়া জনসন নিহত হয় রাত ১০-৩০ থেকে মধ্যরাত্রির যে কোন সময়। যে সব অজুহাত দেখা যাচ্ছে তাতে কারো ক্ষেত্রেই সেটা তেমন কার্যকর নয়।

লোকেরা যত্রতত্র ঘোরাফেরা করেছে, গান, বাজনা আর নাচে অংশও নিয়েছে, ঘর ছেড়ে চত্বরে এসেছে। খুবই কঠিন পরিস্থিতি।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু তাতে কি মনে হয় ভিক্টোরিয়াকে এখানকার অতিথিদের মধ্য থেকেই কেউ খুন করেছে?'

'এ সম্ভাবনা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, মিঃ কেন্ডাল। আমি এখন যে প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই তা হল আপনাদের একজন রাঁধুনি যে বক্তব্য পেশ করেছে তারই ভিত্তিতে।'

'ওহ? কোন লোকটি? ও কি বলেছে?'

'লোকটা সম্ভবতঃ কিউবার।'

'কিউবার লোক দুজন আছে, আর একজন পুয়েতোঁ রিকোর।'

'লোকটার নাম এনরিকো। সে বলেছে আপনার স্ত্রী ডাইনিংরুম থেকে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে বাগানে চলে গিয়েছিলেন আর তার হাতে একটা ছুরি ছিল।'

টিম হাঁ করে তাকালো।

'মলি, ছুরি হাতে? মানে, তাতে কি? ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

'লোকজন ডাইনিংরুমে পৌঁছনর আগের সময় সম্বন্ধে বলছি। এটা সম্ভবতঃ রাত ৮-৩০ টার কাছাকাছি। আপনি সে সময় সম্ভবতঃ প্রধান ওয়েটার ফার্নান্ডোর সঙ্গে ডাইনিংরুমে কথা বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, টিম মনে করার চেষ্টা করল। 'মলি, সব সময় টেবিলগুলো দেখে নেয়। কাজের লোকেরা প্রায়ই জিনিসপত্র অগোছালো করে রাখে যেমন কাঁটাচামচ। আমার মনে হয় সেটাই বটে। ও বোধ হয় কাঁটাচামচ ইত্যাদিও গুছিয়ে রাখছিল। একটা বাড়তি চামচ বা ছুরিই ওর হাতে ছিল হয়তো।'

'চত্বর ছেড়ে ডাইনিংরুমে এসে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে গোটাকয়েক কথা হয়েছিল?'

'উনি কি বলেছিলেন মনে আছে আপনার?

'যতদূর মনে পড়ছে ওকে প্রশ্ন করি ও কার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি কথাবার্তার শব্দ শুনেছিলাম।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন বলেন তিনি?'

'গ্রেগরী ডাইসনের সঙ্গে।'

'আহ! হ্যাঁ। উনিও সেটা বলেছেন।'

টিম কথা বলে চলল আবার। 'গ্রেগরী মলির সঙ্গে একটু গায়েপড়ার মত কিছু করছিল। ও এই ধরনের মানুষ। এতে আমি রেগে গিয়ে বলি ওকে একটু কড়কে দেয়া দরকার। মলি হেসে বলে কড়কে দেয়ার দরকার হলে ও নিজেই তা পারবে। মলি এসব ব্যাপারে পাপ। ব্যাপারটা সবসময় সহজ হয় না। মানে, অতিথিদের আবার চটিয়ে দেয়া যায় না, আর মলির মত আকর্ষণীয়া মেয়েদেরও এই সব ঠাট্টা মস্করা গায়ে না মেখে কৌশলে সামাল দিতে হয়। গ্রেগরী ডাইসন সুন্দরী মেয়ে দেখলেই গায়ে না পড়ে পারে না।'

'ওদের মধ্যে কোন কথা কাটাকাটি ধরনের কিছু হয়েছিল ?'

'না, সেরকম মনে হয় না। যা বললাম, মলি ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

'আপনি সঠিক বলতে পারেন না যে মিসেস কেণ্ডালের হাতে কোন ছুরি ছিল কিনা ?'

'ঠিক মনে পড়ছে না—তবে আমি প্রায় নিশ্চিত সেরকম কিছু ছিল না—না, ঠিক বলছি ছিল না।'

'কিন্তু আপনি এইমাত্র বললেন···।'

'শুনুন, আমি বলেছি মলি ডাইনিংরুমে খাবার সময় ওর হাতে কোন ছুরি থাকাটা অতি স্বাভাবিক। তবে আমি নিশ্চিত যে আমার সঙ্গে যখন ওর কথা হয় তখন ওর হাতে কিছুই ছিল না। এটা একদম ঠিক।'

'বুঝলাম', ওয়েস্টন বললেন।

টিম তার দিকে একটু অস্বস্তির সঙ্গে তাকালো।

'আপনারা ঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছেন ? হতভাগা এনরিকো—না ম্যানুয়েল—কি বলেছে ?'

'সে বলেছে আপনার স্ত্রী রান্নাঘর পেরিয়ে গিয়েছিলেন—তাকে উদ্বিগ্ন লাগছিল আর তার হাতে একটা ছুরি ছিল।'

'ও নাটুকেপনা করেছে।'

'স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ডিনার বা তার পরে আর কোন কথা হয় ?'

'না। তবে মনে পড়ছে না। আসলে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম।'

'আপনার স্ত্রী ডাইনিংরুমে খাওয়ার সময় হাজির ছিলেন ?'

'আমি—ওহ্—হ্যাঁ, আমরা দুজনে অতিথিদের আপ্যায়ন করে দেখি সব ঠিকমত চলছে কিনা।'

'আপনি তখন স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা বলেছিলেন ?'

'না—বলেছি বলে মনে পড়ছে না···আমরা দুজনেই খুব ব্যস্ত ছিলাম। কে কোন কাজ করছি আমাদের দেখার সময় থাকেনা, কথা বলা তো হয়েই ওঠেনা।'

'অর্থাৎ তার সঙ্গে আপনার প্রথম কথাবার্তা হয় উনি যখন চত্বর পার হয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠেছিলেন, তাই তো, মৃতদেহ আবিষ্কারের পর ?'

'ওর প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল ওই ঘটনায়। ও একেবারে ভেঙে পড়ে।'

'জানি। খুবেই খারাপ অভিজ্ঞতা। উনি উপকূলের পথ হয়ে আসছিলেন কেন বলতে পারেন ?'

'ডিনারের পরিশ্রমের পর মলি প্রায়ই একটু ঘুরে আসতে পছন্দ করে। মানে অতিথিদের দেখাশোনার পর মিনিট কয়েকের বিশ্রাম।'

'তিনি যখন ফিরে আসেন আপনি বোধ হয় মিসেস হিলিংডনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ?'

'হ্যাঁ। বাকি সবাই প্রায় শুতে চলে গিয়েছিলেন।'

'মিসেস হিলিংডনের সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হয় ?'

'বিশেষ কোন কিছু নিয়ে নয়। কেন ? উনি কি বলেছেন ?

'এখনও পর্যন্ত কিছুই বলেন নি। আমরা এখনও তার সঙ্গে কথা বলিনি।'

'নানা ব্যাপারে কথা হয় আমাদের,' টিম উত্তর দিল। 'মলিকে নিয়ে, হোটেল চালানো সম্পর্কে, এই সব।'

'আর তারপরেই আপনার স্ত্রী আসেন আর কি ঘটেছে বলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তার হাতে রক্তের ছাপ ছিল ?'

'অবশ্যই ছিল। সে মেয়েটাকে দেখে হুমড়ি খেয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করেছিল, সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি ওর কি হয়েছিল। তাই ওর হাতে রক্ত লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। দেখুন, বুঝতে পারছি না, কি ইঙ্গিত করতে চাইছেন ? আপনারা কিছু বলতে চাইছেন ?'

'দয়া করে শান্ত হোন,' ডেভেনট্রি বললেন। 'আপনার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে বুঝতে পারছি, টিম, তবে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করতেই হবে। যতদূর শুনলাম আপনার স্ত্রীর শরীর ইদানীং ভাল যাচ্ছে না ?'

'একদম বাজে কথা। ও ভালই আছে। মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যুতে ও কিছুটা বিপর্যস্ত বোধ করছিল। এটা স্বাভাবিক, কারণ মলি খুবই আবেগপ্রবণ মেয়ে।'

'উনি সুস্থ হলে আমরা ওঁকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই', ওয়েস্টন বললেন।

'কিন্তু এখন পারবেন? ডাক্তার ওকে ওষুধ দিয়েছেন তাই বিরক্ত করা চলবে না। আমি কিছুতেই আপনাদের মলিকে বিরক্ত করে অসুস্থ হতে দেবোনা, শুনেছেন?'

'আমরা তাকে বিরক্ত করছি না,' ওয়েস্টন উত্তর দিলেন। 'আমরা শুধু বিষয়টা পরিষ্কার করে নিতে চাই। ডাক্তার যখনই তাকে সুস্থ মনে করবেন তখনই আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করব—', তার কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ অনমনীয় শোনালো।

টিম কিছু উত্তর দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে চুপ করেই রইল।

২

শান্ত, স্থৈর্যের প্রতিমূর্তির মতই ইভিলিন হিলিংডন তাকে ইঙ্গিত করা চেয়ারে বসল। ওকে যে প্রশ্ন করা হল একটু চিন্তা করার পর ও ধীরে ধীরে তার উত্তর দিতে চাইলো। ওর গভীর বুদ্ধির ঝিলিক ওঠা চোখ ওয়েস্টনকে যেন জরিপ করে চলেছিল।

'হ্যাঁ' ইভিলিন উত্তর দিল, 'আমি টিম কেন্ডালের সঙ্গে যখন ওই চত্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তখনই ওর স্ত্রী সিঁড়ি বেয়ে উঠে খুনের কথা জানায়।'

'আপনার স্বামী সেখানে ছিলেন না?'

'না' সে আগেই শুতে চলে গিয়েছিল।'

'মিঃ কেন্ডালের সঙ্গে আপনার কথাবার্তার বিশেষ কারণ ছিল?'

ইভিলিন ওর নিখুঁতভাবে আঁকা ভ্রূ তুলে তাকালো। দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট তিরস্কারের ইঙ্গিত।

ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'কি অদ্ভুত প্রশ্ন। না, আমাদের কথাবার্তার বিশেষ কারণ ছিল না।'

'আপনারা কি মিঃ কেন্ডালের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?

এবারেও ইভিলিন সময় নিল।

'ঠিক মনে পড়ছে না,' ও উত্তর দিল।

'আপনি নিশ্চিত তো?'

'মনে পড়ছে না কথাটা ঠিক কিনা? কি অদ্ভুতভাবে প্রশ্নটা করলেন—লোকে কত বিষয় নিয়েই তো কথাবার্তা বলে।'

'যতদূর শুনেছি মিসেস কেন্ডালের শরীর ইদানিং ভাল যাচ্ছিল না।'

'ওকে ভালই দেখেছি—একটু ক্লান্ত, এই যা। তাছাড়া এই ব্যবসা চালাতে উদ্বেগ থাকাও স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন ওদের অভিজ্ঞতা প্রায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই ও একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।'

'চঞ্চল,' ওয়েস্টন বলে উঠলেন। 'আপনি এই রকম ভেবেছেন তাহলে?'

'কথাটা একটু সেকেলে হয়তো। আধুনিক 'জীবাণু সংক্রমণ' বা 'উদ্বেগ-জনিত স্নায়বিক' রোগ বললেই মানাতো, তাই না?'

ইভিলিনের মিষ্টি হাসি ওয়েস্টনকে কিছুটা বিপাকে ফেলল বলাই-বাহুল্য। তিনি মনে যা ভাবলেন তা হল ইভিলিন হিলিংডন অত্যন্ত বুদ্ধি-মতী মহিলা। তিনি ডেভেনট্রির দিকে তাকালেন। তার মুখভাবে অবশ্য তার মনের গতির হদিশ মিলল না।

'ধন্যবাদ, মিসেস হিলিংডন,' ওয়েস্টন বলে উঠলেন শেষ পর্যন্ত।

৬

'আমরা আপনাকে বিব্রত করতে চাইনা, মিসেস কেন্ডাল, তবে ওই মৃত মেয়েটিকে আপনি কিভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন আপনার কাছ থেকে সে কথা শুনতে ইচ্ছুক আমরা। ডঃ গ্রাহাম বলেছেন আপনি কথা বলার মত সুস্থ হতে পেরেছেন।'

'ওহ্ হ্যাঁ,' মলি জানালো। আমি সত্যিই ভাল আছি।' একটু বিব্রত হয়ে যেন হাসলো মলি। 'ওই ভয়ানক ঘটনাতে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, তাই—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক এরকম ক্ষেত্রে। যতদূর শুনেছি আপনি নৈশাহারের পর একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ—প্রায়ই এমন করি।'

ওর চোখ যেন চঞ্চল, লক্ষ্য করলেন ডেভেনট্রি, দুহাতের আঙুলও যেন দু-হাতের আঙুলকে আঁকড়ে ধরছিল। উত্তেজনায় যেমন হয়।

'তখন ঠিক কত রাত হবে, মিসেস কেন্ডাল?' ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন।

'মানে—ঠিক মনে পড়ছে না। সময় নিয়ে তেমন ভাবিনি।'

'স্টীলব্যান্ড তখনও বাজছিল ?'

'হ্যাঁ—মনে হচ্ছে বাজছিল—তবে ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আপনি কোনদিকে হাঁটতে গিয়েছিলেন ?'

'তীরের দিকের রাস্তায়।'

'বাঁ দিকে না ডানদিকে ?'

'ওহ—মানে, এগিয়ে যাওয়ার পর—ঠিক মনে করতে পারছি না। লক্ষ্য করিনি।'

'লক্ষ্য করেন নি কেন, মিসেস কেন্ডাল ?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবলো মলি। ও বলল, 'বোধ হয় কিছু ভাবছিলাম, তাই আর— ।'

'বিশেষ কিছু নিয়ে ভাবছিলেন ?'

'না, না, তা নয়—যে সব কাজ করা দরকার—দেখা দরকার—সবই হোটেলের ব্যাপার।' আবার সেই আঙুলের নাড়াচাড়া। 'আর তারপর—আমি হঠাৎ সাদা কি যেন দেখতে পেলাম—হিবিসকাস ঝোপের মধ্যে—আশ্চর্য হলাম ওটা কি হতে পারে। আমি তাই দাঁড়িয়ে টানতে চাইলাম—,' ঢোক গিলল মলি। 'তখনই দেখতে পেলাম—ভিক্টোরিয়া—ভিক্টোরিয়া কিভাবে যেন পড়ে রয়েছে—ওকে টেনে তুলতে গেলাম—রক্ত—আমার হাতভর্তি শুধু রক্ত।'

মলি অসহায়ভাবে নিজের হাতের দিকে তাকাতে চাইলো।

ও আবার বলে উঠলো, 'রক্ত—আমার দুহাতে রক্ত···।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি, খুবই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। এ নিয়ে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না—বরং বলুন, আপনি কতক্ষণ হেঁটেছিলেন ওকে দেখতে পাওয়ার আগে— ।'

'আমি জানিনা—আমার কোন ধারণাই নেই।'

'এক ঘন্টা ? আধ ঘন্টা ? বা তার চেয়ে কিছু বেশিক্ষণ— ?'

'আমি জানিনা,' মলি আবার বলল।

এবার ডেভেনাট্রি কথাপ্রসঙ্গেই যেন বললেন' 'বেড়াতে যাওয়ার সময় সঙ্গে কোন ছুরি নিয়ে গিয়েছিলেন, মিসেস কেন্ডাল ?

'ছুরি ?' আশ্চর্য মনে হল মলিকে। 'ছুরি নেব কেন ?'

'প্রশ্নটা এইজন্যই করলাম যে আপনাদের রান্নাঘরের এক কর্মি বলেছে যে আপনি যখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়েছিলেন আপনার হাতে

একটা ছুরি ছিল।'

ভ্রূ কোঁচকালো মলি।

'কিন্তু আমি তো রান্নাঘর হয়ে যাইনি—ওহ্, আপনি আগের কথা বলতে চাইছেন—ডিনারের আগে—আমার—আমার তা মনে হচ্ছে না—।'

'আপনি টেবিলে ছুরি কাঁটাচামচ গুছিয়ে রাখছিলেন।'

'মাঝে মাঝে করতে হয়। পরিচারকরা উল্টোপাল্টা করে রাখে—কখনও বেশি কখনও কম ছুরি রাখে, কখনও কাঁটাও ভুল থাকে।'

'ওই সন্ধ্যাতেও সেই রকম ঘটেছিল?'

'হয়ে থাকতে পারে—এ সব খেয়াল রাখা কঠিন।'

'তাই এটা সম্ভব যে আপনি একটা ছুরি হাতে নিয়ে রান্নাঘর পেরিয়ে যেতে পারেন?'

'সেটা করি মনে হয়না—না, কখনই করিনি,' একটু থামল মলি, তারপর বলল, 'টিম জানে—ও সেখানে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।'

'ওই ভিক্টোরিয়া মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করতেন—ও কাজকর্ম ভাল করত?' ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ—ও খুবই ভাল মেয়ে ছিল।'

'ওর সঙ্গে আপনার কোন তর্কবিতর্ক হয় নি?'

'তর্কবিতর্ক? না।'

'সে কোনদিন আপনাকে ভয় দেখায় নি কোন ভাবে?'

'ভয় দেখায় নি? কি বলছেন?'

'যাক, এ নিয়ে ভাববেন না—ওকে কে মারতে পারে বলে আপনার মনে হয়? কোন রকম ধারণা যদি থাকে—?'

'কোন ধারণাই নেই', দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল মলি।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, মিসেস কেন্ডাল,' ডেভেনাট্রি বললেন একটু হেসে। 'সাংঘাতিক কিছু হল না তো?'

'তাহলে এটুকুই তো।'

'আপাতত এইটুকুই।'

ডেভেনাট্রি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাল্লা খুলে ধরলে মলি বিদায় নিল। ডেভেনাট্রি ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন।

'টিম জানে' বলে উঠলেন ডেভেনাট্রি। 'আর টিম দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছে

রের স্ত্রীর হাতে কোন ছুরি ছিল না।'

ওয়েস্টন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় যেকোন স্বামীই এই উত্তরই দেবে প্রশ্ন করলে।'

'টেবিল ছুরিকে খুনের অস্ত্র হিসেবে ভেবে নেয়া কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়।'

'কিন্তু ছুরিটা মাংসকাটা ছুরি, মিঃ ডেভেনট্রি। ওই রাতে মেনুতে মাংস ছিল। এই ছুরি বেশ ধার দিয়ে রাখা হয়।'

'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, ওয়েস্টন, এইমাত্র যে মেয়েটির সঙ্গে আমরা কথা বললাম সে নিষ্ঠুর একজন হত্যাকারিনী।'

'একথা অবশ্য বিশ্বাস করার মত অবস্থা এখনও হয়নি। এমনও হতে পারে মিসেস কেন্ডাল ডিনারের আগে বাগানে গিয়েছিলেন, যাওয়ার সময় টেবিল থেকে একখানা ছুরি হাতে তুলে নিয়ে থাকতে পারেন—ব্যাপারটা হয়তো অন্যমনস্ক ভাবেই করেছিলেন তাই খেয়াল নেই—এরপর তিনি সেটা কোথাও ফেলে রেখে দিতে পারেন—এবং সেটা অন্য কেউ খুঁজে পেয়ে—যাই হোক, আমি নিজেও ওঁকে খুনী বলে ভাবতে পারছিনা।'

'যাই হোক,' ডেভেনট্রি চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমার নিশ্চিত ধারণা উনি যা জানেন তার সব বলেন নি। সময় সম্বন্ধে ওর বক্তব্যও অদ্ভুত—সেখানে উনি কেন গিয়েছিলেন—কিই বা করছিলেন? সেই সন্ধ্যায় ওঁকে কেউ ডাইনিংরুমে দেখেছে বলেনি।'

'স্বামী যথারীতি সেখানে থাকলেও—স্ত্রীকে কেউ দেখেনি সেখানে।'

'তুমি বলতে চাও সে ওখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে যায়—ভিক্টোরিয়া জনসনের সঙ্গে?'

'সম্ভবতঃ—বা সে হয়তো এমন কাউকে দেখে যে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিল।'

'তুমি গ্রেগরী ডাইসনের কথা ভাবছিলে?'

'আমরা জানি সে আগে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল—সে হয়তো ব্যবস্থা করেছিল আবার পরে ওর সঙ্গে দেখা করার—এখানে সকলেই ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারে চত্বরের উপর, মনে রাখবেন—নাচ, গান, পান করায় কোন বাধা নেই—বার-এ ঢুকলে কারো চোখে পড়বে না।'

'স্টীলব্যান্ডের মত অজুহাত আর নেই,' ডেভেনট্রি ক্লান্তস্বরে বললেন।

ষোল ॥ সাহায্য চাইলেন মিস মার্পল

কেউ যদি শান্ত চেহারার বয়স্কা মহিলাটিকে তার বাঙলোর বাইরের ছোট্ট বাগানে একটু চিন্তিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করত তাহলে তার অবশ্যই ধারণা জন্মাতো তিনি দিনটি কিভাবে কাটাবেন সেই ভাবনাতেই মশগুল। তার পরিকল্পনায় হয়তো থাকতে পারত একটু বেড়িয়ে আসা, কোন ছোট পাহাড়ে—বা জেমসটাউনে—মোটরে চড়ে পেলিক্যান পয়েন্টে মধ্যাহ্নভোজ—নয়তো শান্ত সমুদ্রতীরে সময় কাটানো।

কিন্তু শান্ত মহিলাটি সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিলেন—তার মনোভাব প্রায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই।

'কিছু একটা করতেই হবে', স্বগতোক্তি করে উঠলেন মিস মার্পল। তাছাড়া, তিনি নিশ্চিত ছিলেন নষ্ট করার মত সময় আর হাতে নেই—ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী।

কিন্তু এমন কে আছে যাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করাতে সক্ষম? সময় পেলে এ রহস্য তিনি ঠিক ভেদ করতে পারেন।

অনেক কথাই তিনি জানতে পেরেছেন ইতিমধ্যে, তবে সেটুকুই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া সময় বড় কম রয়েছে হাতে। তিনি তিক্ততার সঙ্গেই বুঝতে পারলেন এই স্বর্গের দ্বীপটায় তার সব সময়ের সেই সহযোগীরা নেই।

দুঃখের সঙ্গেই তিনি ইংল্যান্ডে থাকা তার বন্ধুদের কথা ভাবলেন। স্যার হেনরি ক্লিদারিং—বেশ মন দিয়ে যিনি তার সব কথা শুনতে অভ্যস্ত—তার 'ধর্মছেলে' ডারমট, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যার পদ খুবই উঁচুতে, সেও বিশ্বাস করতে তৈরি মিস মার্পল কোন অভিমত দিলে তার পিছনে কিছু একটা থাকবেই।

কিন্তু শান্ত কণ্ঠস্বরের ওই স্থানীয় পুলিশ অফিসার কি এক বৃদ্ধার কথায় কোন গুরুত্ব দিতে চাইবেন? ডঃ গ্রাহাম? কিন্তু না ডঃ গ্রাহামের মত শান্ত, নির্বিরোধ মানুষে দিয়ে তার কাজ হবেনা—তিনি বড় বেশি রকম ইতস্ততঃ করতে অভ্যস্ত, দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অপারগ।

মিস মার্পল এক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুচর হিসেবেই শেষ পর্যন্ত

প্রায় বাইবেলের ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন :

'কে আমার হয়ে যেতে পারে ?'

'ক'কে তবে পাঠাবো ?'

তার প্রশ্নের যে উত্তর একটু পরেই পৌঁছল, কে জানে তার প্রার্থনারই ফলশ্রুতিতে কিনা—তবে তিনি নিশ্চিত তা আদৌ না—তার মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগে উঠল তা হল কোন পুরুষকণ্ঠ তার কুকুরকে ডাকতে চাইছে।

'হাই !'

মিস মার্পল একটু ধাঁধাঁয় পড়ে কোন সাড়া দিলেন না।

'হাই !' গলার স্বর আরও জোরালো এবার, মিস মার্পল অনিশ্চয়তায় দুলে চারদিকে তাকালেন।

'হাই !' মিঃ র‍্যাফায়েল এবার অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন।—'এই যে, আপনাকে বলছি।

মিস মার্পল প্রথমে বুঝতে পারেন নি। 'হাই' বলে তাকেই সম্বোধন করছেন মিঃ র‍্যাফায়েল। এর আগে কেউ তাকে এভাবে সম্বোধন করেছে বলে তার মনে পড়ল না। এ ধরনের সম্বোধন অবশ্যই ভদ্রজনোচিত হতে পারে না। মিস মার্পল অবশ্য গায়ে মাখলেন না—কারণ মিঃ র‍্যাফায়েলের কিছুটা খামখেয়ালী কাজকর্মে কেউ মাথা ঘামায় না। তিনি নিজেই আইন আর লোকে সেটা মেনেও নিয়েছিলেন। মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের বাঙলো আর তার নিজের মাঝখানের দূরত্বটা জরিপ করে নিতে চাইলেন। মিঃ র‍্যাফায়েল বাঙলোর বাইরে বসার জায়গায় থেকেই তাকে কাছে যেতে বলছিলেন।

'আপনি আমাকে ডাকছিলেন ?' মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

'নিশ্চয়ই ডাকছিলাম আপনাকে', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'কাকে ডাকছিলাম তবে, একটা বিড়ালকে ? এখানে এগিয়ে আসুন।'

মিস মার্পল নিচু হয়ে তার সেলাইয়ের ব্যাগ তুলে নিয়ে দূরত্বটুকু অতিক্রম করলেন।

'আমাকে কেউ সাহায্য না করলে আপনার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়', মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যাখ্যা করলেন, 'অতএব আপনাকেই আসতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই,' মিস মার্পল বললেন। 'বুঝতে পেরেছি।'

মিঃ র‍্যাফায়েল পাশের একখানা চেয়ার ইঙ্গিত করলেন। 'বসুন', তিনি এবার বললেন। 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই দ্বীপে অদ্ভুত সব ব্যাপার চলেছে।'

'সত্যিই তাই', মিস মার্পল চেয়ারে বসে বললেন। অভ্যাসমতই তিনি এবার সেলাইয়ের ব্যাগ হাতে তুলে নিলেন।

'আবার বোনা শুরু করবেন না', মিঃ র‍্যাফায়েল বলে উঠলেন। 'একদম সহ্য করতে পারি না। মেয়েদের এই বোনার কাজ দেখলে ঘৃণা হয়। কেমন যেন বিরক্ত বোধ করি।'

মিস মার্পল সেলাইয়ের সরঞ্জাম ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন। এটা করতে অবশ্য তিনি কোন অপ্রয়োজনীয় ভীরুভাবের শিকার হন নি বরং এমন ভাবে করলেন যেন কোন রুগ্ন মানুষের জন্য কিছু সুবিধা দিচ্ছেন।

'নানা রকম ফিসফাস চলেছে চারপাশে', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আর আপনিই এসবের একেবারে সামনে রয়েছেন। আপনি আর ওই পাদ্রী আর তার বোন।'

'এই ফিসফাসের ব্যাপার বোধ হয় স্বাভাবিক, মিস মার্পল উত্তরে বললেন বেশ জোর দিয়ে। 'অবশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।'

'দ্বীপের মেয়েটা ছুরিতে প্রাণ দিল। একটা ঝোপের মধ্যে তাকে পাওয়া গেছে। হয়তো সাধারণ ব্যাপার। যে লোকটার সঙ্গে সে ঘর করছিল সে বোধ হয় অন্য কোন পুরুষ সম্পর্কে ঈর্ষা পোষণ করছিল—বা ওরই অন্য কোন মেয়ে জুটেছিল, তাতেই ঈর্ষা আর ঝগড়া। উষ্ণ এলাকার যৌনজীবন-- এই ধরনের কিছুই হবে। আপনি কি বলেন?'

'না,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মিস মার্পল।

'কর্তৃপক্ষও মানেন নি।'

'তারা আপনাকে আরও কিছু বলতে পারে', মিস মার্পল বললেন, 'যেটা আমাকে তারা বলবেন না।'

'তাহলেও বাজী রাখতে পারি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। ওই সব কানাকানি আপনি ভালই শুনেছেন।'

'হ্যাঁ, তা শুনেছি ঠিকই', জবাব দিলেন মিস মার্পল।

'এই সব ফিসফাস আর কানাকানিতে কান পাতা ছাড়া আপনার বোধ হয় আর কাজ নেই?'

'এগুলোর অনেক সময়েই বেশ কিছু খবর মেলে আর কাজেও লাগে।'

'আপনি জানেন কি?' মিঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ মার্পলকে একবার লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন,' আপনার সম্পর্কে আমি ভুল করেছি। আমি সচরাচর বড় একটা ভুল করিনা মানুষ সম্পর্কে। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ঢের

বেশি আপনার মধ্যে রয়েছে। এবার ধরুন, মেজর প্যালগ্রেভ সম্বন্ধে গুজব আর তার বলা সব কাহিনীর কথা। আমার ধারণা আপনি ভাবেন তাকে খুন করা হয়, তাই না?'

'আমার ভয় হচ্ছে সেটাই ঠিক কথা,' মিস মার্পল বললেন।

'তবে শুনুন, তাকে তাই করা হয়েছে,' মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তরে বললেন।'

শ্বাস টানলেন মিস মার্পল। 'আপনি যা বলছেন, তা ঠিক?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক। ডেভেনট্রির কাছে শুনলাম। আশা করি কোন গুপ্ত ফাঁস করছি না কারণ, ময়নাতদন্তের খবর সবাই জানতে পারবে। আপনি গ্রাহামকে কিছু বলেছিলেন আর সে ডেভেনট্রিকে তা জানালে, ডেভেনট্রি কর্তৃপক্ষকে জানায়। তারা যোগাযোগ করে গোয়েন্দাদপ্তরের সঙ্গে। তাদের ধারণা জন্মায় ব্যাপারটা গোলমেলে, তাই বেচারি প্যালগ্রেভের দেহ কবর থেকে তুলে পরীক্ষা করে তারা।'

'ওরা কি জানতে পেরেছে?' মিস মার্পল সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

'তারা জেনেছে প্যালগ্রেভকে মারাত্মক কোন কিছু বেশি মাত্রায় খাওয়ানো হয় যার নাম কোন ডাক্তারই সঠিক জানেন না। আমার যতদূর মনে পড়ছে এটা অনেকটা ডাই-ক্লোর, হেক্সাগোনাল—ইথাইল কারবেনজোল গোছের কিছু হবে। এটা অবশ্য ঠিক নাম নয়, অনেকটা এই ধরনের হবে। ডাক্তার এইরকমই বলেছেন যাতে সঠিক কি বস্তু লোকে না জানে। জিনিসটার বাজারে একটা চলতি নাম রয়েছে, এভিপ্যান বা ভেরোনাল বা ঈষ্টনস্ সিরাপ বা ওই রকম কিছু। সাধারণ লোককে বোকা বানাতেই এই নাম। যা যাই হোক, বেশ ভাল মাত্রায় এ ওষুধ খাওয়াতে পারলে নিশ্চিত মৃত্যু আর উপসর্গ দেখে মনে হবে বেশি রকম ব্লাডপ্রেসার থাকা সত্ত্বেও মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান আর সান্ধ্যকালীন স্ফূর্তি। আসলে সবই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল আর তাই কেউ কোন প্রশ্নও তোলেনি। এখন ওরা ভাবছে মেজরের সত্যিই ব্লাডপ্রেসার ছিল কিনা। তার প্রেসার ছিল একথা আপনাকে কখনও তিনি বলেছিলেন?'

'না।'

'ঠিক তাই। অথচ সকলেই এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিল।'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি এটা লোককে বলে বেড়াতেন।'

'এ অনেকটা ভূত দেখার মত,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'নিজে ভূত দেখেছে এমন কারও সঙ্গে আপনার দেখা হবে না কখনও। সব সময়েই সে

হয় পিসীমার কোন নিকট আত্মীয়া, বা কোন বন্ধু বা বন্ধুর বন্ধু।

তবে আপাতত সেকথা থাক। সকলের ধারণা ছিল মেজরের ব্লাডপ্রেসার ছিল, কারণ তার ঘরে ব্লাডপ্রেসার কমানোর ওষুধের বোতল পাওয়া যায়—তবে এবার আমরা আসল জায়গায় আসছি—যতদূর শুনেছি যে মেয়েটা মারা গেছে। সে বলতে শুরু করেছিল যে ওই বোতলটা ঘরে অন্য কেউ রেখে দেয়, আর আসলে বোতলটা হল গ্রেগ নামে লোকটার।'

'মিঃ ডাইসনের ব্লাডপ্রেসার আছে। ওর স্ত্রী বলেছে', মিস মার্পল বললেন। ‥:

'অতএব ওটা প্যালগ্রেভের ঘরে রেখে বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল যে তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছিলেন যাতে তার মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়।'

'ঠিক এটাই', মিস মার্পল বললেন। 'আর এই সঙ্গে রটিয়ে দেয়া হয় যে তিনি প্রায়ই একথা লোককে বলতেন তার ব্লাডপ্রেসার ছিল। তবে জানেন নিশ্চয়ই এধরনের গল্প বানানো খুব সহজ। আমার জীবনে এমন ঢের দেখেছি।'

'অবশ্যই দেখেছেন স্বীকার করি', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'এর জন্য দরকার এখানে ওখানে কিছু কথা', মিস মার্পল বললেন। 'ব্যাপারটা আপনার নিজের কানে না শুনলেও চলতে পারে, শুধু বললেই হল মিসেস 'বি' আপনাকে বলেছেন যে কর্ণেল 'সি' আপনাকে বলেছিলেন। প্রচারটা প্রধানতঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ জনের মাধ্যমে ছড়ায়, মজার কথা হল প্রথম কে গুজবটা ছড়িয়েছে তা জানা আদৌ সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, একাজ করা অত্যন্ত সহজ, আর লোকেও এমনভাবে বলে যায় যেন সে বা তারা নিজেদের কানে শুনেই বলছে।'

'কেউ একজন অত্যন্ত ধূর্ত', মিঃ র‍্যাফায়েল চিন্তিত স্বরে বললেন।

'হ্যাঁ, অত্যন্ত ধূর্ত সন্দেহ নেই', মিস মার্পল বললেন।

'ওই মেয়েটা কিছু দেখেছিল বা জানত আর সে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করেছিল বলেই মনে হয়', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'সে হয়তো ব্ল্যাকমেলের চিন্তা করেনি', মিস মার্পল বললেন। 'এই ধরনের বড় হোটেলে পরিচারিকারা এমন অনেক কিছু জানে যা কেউ কেউ আবার তা প্রচার ঘটুক চাইতে ইচ্ছুক নয়। মুখ বন্ধ রাখার জন্যই তারা কিছু উপহার বা মোটা টাকা দিয়েও থাকে। মেয়েটা সম্ভবতঃ ও যা জেনেছিল তার গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে পারেনি।'

'তবুও সে পিঠে ছুরি খেয়েছে', নির্মমভাবে বললেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

'হ্যাঁ, যেহেতু কেউ একজন ওকে মুখ খুলতে দিতে চায়নি।'

'বেশ, এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এবার বলুন, শোনা যাক, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?'

মিস মার্পল চিন্তিতভাবে মিঃ র‍্যাফায়েলের দিকে তাকালেন।

'আপনি যতটুকু জানেন তার চেয়ে আমি বেশি জানি ভাবছেন কেন মিঃ র‍্যাফায়েল ?'

'হয়তো জানেন না', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'তবু আমি শুনতে চাই এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি রকম।'

'কিন্তু কেন ?'

'এখানে তেমন কিছু করার নেই। শুধু টাকা করা ছাড়া', মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তর দিলেন।

মিস মার্পল একটু অবাক হলেন।

'টাকা করা ? এখানে বসে ?'

'প্রতিদিন এখান থেকে গোটা ছয় সাংকেতিক তার পাঠাতে পারেন', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'এই ভাবেই আমি আনন্দ করি।'

'তার মানে 'ডাকের উপর ডাক' গোছের ব্যাপার ?' মিস মার্পল অবাক হয়েই আবার বললেন।

'অনেকটা তাই', স্বীকার করলেন মিঃ র‍্যাফায়েল। 'বুদ্ধির দৌড়ে অন্যকে মাত করে দেয়া। মুশকিল হল একাজে তেমন সময় লাগেনা, তাই ভাবছিলাম অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাবো। এই ব্যাপারটা আমার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। প্যালগ্রেভ অনেকটা সময়ই আপনার সঙ্গে কথা বলে কাটাতেন। অন্যরা বোধহয় তাকে তেমন পাত্তা দিত না। তিনি কি বলেছিলেন আপনাকে ?'

'তিনি বেশ কিছু গল্প শুনিয়েছিলেন', মিস মার্পল বললেন।

'সেকথা আমারও জানা। বেশির ভাগই যাচ্ছেতাই রকমের বিরক্তিকর। তাছাড়া একবার তো শুনলেই শেষ হত না, কাছাকাছি এলেই দুবার, তিনবার এমনকি বোধ হয় চারবারও শুনতে হত।'

'জানি', মিস মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় বয়স বাড়লে ভদ্রলোকেরা এই রকমই হয়ে পড়েন।'

মিঃ র‍্যাফায়েল তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আমি গল্প বলে বেড়াই না। যাক, এবার বলুন, ব্যাপারটা বোধহয়

প্যালগ্রেভের একটা গল্প থেকেই শুরু হয়, তাই তো ?'

'তিনি বলেছিলেন তিনি একজন খুনীকে চেনেন', মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'আমার ধারণা এতে কোন বিশেষত্ব ছিল না কেননা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এরকম ঘটে।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'আমি কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বলছি না', মিস মার্পল বললেন। 'তবে এটা ঠিক, মিঃ র‍্যাফায়েল, একবার যদি আপনার জীবনের নানা ঘটনার কথা ভাবেন তাহলে হয়তো দেখতে পাবেন কেউ হয়তো কোনদিন আচমকা মন্তব্য করেছে 'ও হ্যাঁ, আমি অমুককে ভালই চিনতাম, ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন। অনেকে বলে এউ নাকি মেরেছে ওকে, তবে আমার মনে হয় এসব গুজব।' এরকম কাউকে কখনও বলতে শোনেন নি ?

'হ্যাঁ—মানে, হ্যাঁ, অনেকটা এই ধরনের কথা শুনে থাকতে পারি। তবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি কখনও।'

'ঠিক তাই', মিস মার্পল বললেন। 'তবে মেজর প্যালগ্রেভ অত্যন্ত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আমার ধারণা এই গল্প শুনিয়ে আনন্দ পেতেন তিনি। তিনি বলেছিলেন তার কাছে একজন খুনীর ফটো রয়েছে। তিনি সেটা আমাকে দেখাতে বলেছিলেন—কিন্তু তা দেখান নি।'

'কেন ?'

'কারণ তিনি কিছু দেখতে পেয়েছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'আমার সন্দেহ কাউকে দেখেছিলেন। তার মুখখানা অত্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল আর ফটোখানা তিনি আবার তার ওয়ালেটে ঢুকিয়ে রেখে একদম অন্য বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে দেন।'

'কাকে দেখেছিলেন প্যালগ্রেভ ?'

'সেটা নিয়ে আমিও প্রচুর ভেবে দেখেছি', মিস মার্পল বললেন। আমি আমার বাঙলোর বাইরে বসেছিলাম আর মেজর প্যালগ্রেভ আমার সামনেই। বসেছিলেন—তিনি যাই দেখে থাকুন সেটা দেখেছিলেন আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে।'

'আপনার ডান দিকে পিছনের পথ ধরে কেউ আসছিল, খাঁড়ি আর গাড়ি রাখার জায়গা থেকে আসা পথ—।'

'হ্যাঁ।'

'ওই পথ ধরে কে বা কারা আসছিল ?'

'মিঃ আর মিসেস ডাইসন আর কর্ণেল আর মিসেস হিলিংডন।'

'আর কেউ ?'

'ভেবে পাইনি। অবশ্য আপনার বাঙলোও ওই রেখা বরাবর ছিল…।'

'আহ! তাহলে আমরা এসথার ওয়াল্টার্স আর আমার লোক জ্যাকসনকেও এর মধ্যে রাখতে পারি। তাই তো? তাদের দুজনের যে কোন একজন সেই মুহূর্তে বাঙলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারত আর আবার আপনার অজান্তে ঢুকেও যেতে পারত।'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব ছিল', মিস মার্পল বললেন।' সঙ্গে সঙ্গে তো আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখিনি।'

'ডাইসন আর হিলিংডনরা, এসথার আর জ্যাকসন। এদের একজন তাহলে খুনী। বা আমিও হতে পারি', যোগ করলেন মিঃ র‍্যাফায়েল একটু ভেবে।

মিস মার্পল মৃদু হাসলেন।

'আর তিনি খুনীকে একজন পুরুষ বলেই উল্লেখ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক। এর ফলে ইভিলিন হিলিংডন, লাকি আর এসথার ওয়াল্টার্সকে বাতিল করতে পারি আমরা। অতএব আপনার সেই খুনী হল, সুদূর কল্পনার সেই গালগল্প বাদ দিলে, হয় ডাইসন, হিলিংডন বা আমার মধুকণ্ঠ শ্রীমান জ্যাকসন।'

'বা আপনি,' মিস মার্পল বললেন।

মন্তব্যটা মিঃ র‍্যাফায়েল আমলেই আনলেন না।

'মেজাজ খিঁচড়ে দেবেন না উল্টোপাল্টা বলে,' তিনি বলে উঠলেন। 'প্রথম যে বিষয়টা আমার মনে দাগ কেটেছে সেটা বলছি, আপনি এটা নিয়ে ভাবেন নি মনে হয়। ওই তিনজনের কথা বলছি, ওদের কেউ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হলে প্যালগ্রেভ তাদের আগে চিনতে পারলেন না কেন? আশ্চর্য কথা হল, তারা গত দুসপ্তাহ ধরে এক জায়গায় বসে কথাবার্তাও বলেছিল। এর মাথামুণ্ডু কোন অর্থই বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় তার একটা কারণ রয়েছে,' মিস মার্পল বললেন।'

'বুঝিয়ে দিন। কিভাবে।'

'প্রথমে ধরুন, মেজর প্যালগ্রেভ লোকটিকে নিজে আগে কখনও দেখেন নি। তাকে গল্পটা শুনিয়েছিলেন এক ডাক্তার। ডাক্তারই তাকে ফটোটা দিয়েছিলেন

নিছক কৌতূহলের বশে। মেজর প্যালগ্রেভ খুব সম্ভব ফটোটা মনযোগ দিয়ে দেখেও থাকবেন সেসময়, তারপর নিজের পকেট ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে থাকবেন চিহ্ন হিসেবে। এরপর বহুবারই তিনি ফটোটা বের করে যাদের গল্পটা শুনিয়েছিলেন তাদের দেখিয়েছেন। তাছাড়া, মিঃ র‍্যাফায়েল আমাদের জানাও নেই ঘটনাটা কতদিন আগেকার। তিনি আমাকে গল্পটা শোনাবার সময় এর কোন রকম ইঙ্গিতও দেননি। এমনও হতে পারে বহুবছর ধরেই তিনি গল্পটা মানুষকে শুনিয়ে আসছিলেন—আর সেটা পাঁচ, দশ বা তার চেয়েও ঢের বেশি বছর ধরে হতে পারে! তার বাঘের গল্প তো প্রায় কুড়ি বছর আগেকার।'

'হ্যাঁ, এটা সম্ভবপর!' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'এই কারণেই আমার মনে হয় না যে মেজর প্যালগ্রেভ লোকটিকে আচমকা দেখে থাকলেও তাকে চিনতে পারতেন। ব্যাপারটা যা ঘটে বলে আমার মনে হয়, শুধু মনে হয় বলবো কেন, আমি নিশ্চিত যে এমনই ঘটেছিল—যে মেজর পকেটব্যাগ থেকে ফটোখানা বের করে লোকটির মুখ পর্যবেক্ষণ করার মুহূর্তে মুখ তোলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই অবিকল একই মুখ দেখতে পেয়ে যান। আর তা না হলেও অন্ততঃ সেই মুখের আদলই তিনি দেখেন দশ বা বারো ফুট দূরে।'

'হ্যাঁ', মিঃ র‍্যাফায়েল একটু ভেবে উত্তর দিলেন। 'হ্যাঁ, এটা হওয়া সম্ভব।'

'তিনি চমকে গিয়েছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'ফটোটা আবার তিনি ব্যাগে ঢুকিয়ে অন্য এক বিষয়ে বেশ জোরেই বলে যেতে থাকেন।'

'তিনি নিশ্চিত না হতেও পেরে থাকতেন,' তীক্ষ্মস্বরে বললেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

'না, তিনি তা না হতেও পারতেন', মিস মার্পল বললেন।' তবে এটা অবধারিত যে তিনি পরে কোন এক সময় ফটোটা ভাল করে পরীক্ষা করতেন আর লোকটাকেও দেখে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনস্থির করার চেষ্টা চালাতেন দুজনেই একই ব্যক্তি কি না।'

মিঃ র‍্যাফায়েল কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা ঝাঁকালেন।

'এতে কিছু গোলমাল থেকে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে। একেবারেই ধোঁয়াটে। তিনি আপনার সঙ্গে বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই তার অভ্যাস ছিল।'

'বেশ, সেটাই ধরে নিলাম। হ্যাঁ, তিনি জোরেই কথা বলতেন তা ঠিক। ওঁর এর যেই এসে থাকুক তিনি কি বলছিলেন তারও শুনে থাকা সম্ভব?'

'আমার নিজের ধারণা বেশ দূর থেকেও সবাই শুনতে পেত', মিস মার্পল বললেন।

মিঃ র‍্যাফায়েল আবার মাথা ঝাঁকালেন, তারপর বললেন, 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এ গল্প শুনে সকলেই হেসে ফেলবে। এক বকবাগীশ বৃদ্ধ কারও কাছে শোনা এক কাহিনী শুনিয়ে একখানা ফটো দেখিয়ে বলেন আর সে ঘটনা বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছিল এক খুনীকে কেন্দ্র করে, এবং সে খুনের ঘটনার উৎপত্তি বেশ কয়েক বছর আগে। এক বা দু'বছর আগেও হতে পারে ধরা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার আমাদের সেই তথাকথিত খুনীর মাথাব্যথার কারণ হতে যাবে কেন? কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, শুধু কিছু শোনা কথা, একটা গালগল্প। সে হয়তো স্বীকারও করে বসতে পারে দুজনের মিল কিছু রয়েছে 'হ্যাঁ, লোকটার সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে দেখতে পাচ্ছি, হাঃ হাঃ।' কেউই প্যালগ্রেভের ওই সনাক্ত করার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না জেনন। না, আমাকে বলবেন না, যেহেতু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। না, এটা নিশ্চিত যে ওই লোকটার এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আদপেই না। সে এই ধরনের অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দেবে। সে কেনই বা বেচারা প্যালগ্রেভকে হত্যা করতে যাবে? অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকির কাজ। এটা বাদ দিলে চলবে না।'

'ওহ, এটা আমিও ভেবেছি', মিস মার্পল বললেন। 'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না। আর সেইজন্যই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে চলেছি। এই অস্বস্তির জন্যেই গতরাতে একেবারে ঘুমোতে পারিনি।'

মিঃ র‍্যাফায়েল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিস মার্পলের দিকে।

'আপনার মনে কি হচ্ছে সে কথা এবার শোনা যাক, বলুন,' শান্তস্বরে বললেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

'হয়তো আমার ধারণা একেবারেই ভুল,' ইতস্ততঃ করে বলে উঠলেন মিস মার্পল।

'হয়তো তাই', মিঃ র‍্যাফায়েল তার স্বভাব অনুযায়ী কোন বিবেচনাবোধ ছাড়াই বললেন। 'তবে যাই হোক, সারারাত না ঘুমিয়ে কি ভাবলেন শোনা যাক।'

'জোরালো একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে যদি—।'

'যদি কি?'

'যদি অদূর ভবিষ্যতে—খুব শিগগিরই—আর একটা খুন হতে যায়।'

মিঃ র‍্যাফায়েল প্রায় স্তম্ভিত হয়ে তাকালেন। তিনি চেয়ারে একটু উঠে বসার চেষ্টা করলেন।

'ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাক।'

'কাউকে বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে আমি এত অজ্ঞ,' মিস মার্পল ছাড়াছাড়া আর অসংলগ্নভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, তার গালে লালের ছোপ লাগল। 'ধরুন কোন খুনের পরিকল্পনা যদি করা হয়ে থাকে। আপনার হয়তো মনে আছে, মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে যে গল্প বলেছিলেন তাতে দেখা গিয়েছিল একজনের স্ত্রী সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছিল। তারপর কিছু সময় কেটে গেলে আরও একটা খুনের ঘটনা একই রকম পরিস্থিতিতে ঘটে। অন্য নামের একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রায় একই রকম অবস্থায় মারা যান, আর যে ডাক্তার খুনীকে জানেন বলেছিলেন তিনি লোকটাকে চিনতে পারেন, যদিও সে নাম পাল্টেছিল। বলুন, এর থেকে কি বুঝতে পারা যায় না যে খুনী এমন একজন খুনীতে পরিণত হয়েছিল যার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল?'

'তার মানে সেই 'স্নানের টবে কনে' কাহিনীর স্মিথের মত?'

'আমার যতদূর মনে হয়েছে,' মিস মার্পল বললেন, 'আর পড়ে আর শুনে যা জেনেছি, একজন লোক এ ধরনের কোন খারাপ কাজ করে ছাড়া পেয়ে গেলে স্বভাবতই উৎসাহবোধ করে। সে ভাবতে চায় ব্যাপারটা সহজ, নিজেকে সে খুবই চালাক ভেবে বসে। আর যেমন বললেন, শেষ পর্যন্ত সে 'স্নানের টবে কনে' কাহিনীর স্মিথের মতই হয়ে যায়। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এইজন্য সে আবার এই কাজ করে। প্রতিবার সে বেছে নেয় আলাদা স্থান আর নিজের নামও সে বদলে নেয়। তবে অপরাধের বাতাবরণ একই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই আমি ভাবছিলাম, হয়তো আমার ভুল হচ্ছে, তবু—।'

'কিন্তু আপনি ভুল করছেন বলে নিজে ভাবেন না, তাই তো?' মিঃ র‍্যাফায়েল কৌশলী প্রশ্ন করলেন।

সে কথার উত্তর না দিয়ে মিস মার্পল বলে চললেন,—ঘটনাস্রোত যদি এই রকমই হয়—তাহলে লোকটি এখানেও একই ধরনের কোন খুনের পরিকল্পনা

তৈরি করেছে যাতে স্ত্রীকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। আর এক্ষেত্রে মেজর প্যালগ্রেভের কাহিনীর কিছু প্রাসঙ্গিকতা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আর সেই কারণেই খুনী কিছুতেই কোন রকম মিল আছে ও জানাজানি হোক তা চাইতে পারে না। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে স্মিথও ঠিক এই কারণেই ধরা পড়ে যায়। খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি অন্য আর একটা ঘটনার বিবরণের সংবাদপত্রের কাটিং মিলিয়ে দেখেন। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে শয়তান ব্যক্তিটি এ ধরনের কোন খুন অল্পদিনের মধ্যে সংঘটিত করার মতলব এঁটে থাকতে পারে সে কিছুতেই মেজর প্যালগ্রেভকে খুনের কাহিনী শোনাতে দিতে বা ফটো দেখিয়ে বেড়াতে দিতে পারত না।'

মিস মার্পল কথা শেষ করে কাতরভাবে মিঃ র‍্যাফায়েলের দিকে তাকালেন।

'তাহলে বুঝতে পারছেন আমাদের শিগগিরিই কিছু একটা করতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

মিঃ র‍্যাফায়েল বলে উঠলেন, 'সেই রাতেই ব্যাপারটা ঘটল ?'

'হ্যাঁ, তাই,' মিস মার্পল উত্তর দিলেন।

'দ্রুতলয়ের কাজ,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'তবে করা কঠিন ছিল না। প্যালগ্রেভের ঘরে ওষুধের বোতল রেখে দেয়া, তার ব্লাডপ্রেসার ছিল বলে গুজব ছড়ানো, আর তার সঙ্গে চোদ্দ শব্দের একটা ওষুধ প্ল্যান্টার্স পাঞ্চে মিশিয়ে দেওয়া। এই রকমই তো ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু সে ঘটনা শেষ হয়ে গেছে—এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি। বর্তমানের কথা। মেজর প্যাল-গ্রেভকে সরিয়ে দিয়ে, ফটোটা নষ্ট করে, এই লোকটা তার পরিকল্পনা মত খুনের ছক এগিয়ে নিয়ে যাবে-- ।'

মিঃ র‍্যাফায়েল শিস দিয়ে উঠলেন।

'আপনি সবই দেখতে পাচ্ছি ভেবে রেখেছেন, তাই না ?'

মিস মার্পল সায় দিলেন। তিনি প্রায় অপরিচিত কণ্ঠস্বরে প্রায় স্বৈর-তন্ত্রীর ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'এ খুন আমাদের ঠেকাতেই হবে। আপনাকেই ঠেকাতে হবে, মিঃ র‍্যাফায়েল।'

'আমাকে ?' আশ্চর্য হয়ে গেলেন মিঃ র‍্যাফায়েল, 'আমাকে কেন ?'

'কারণ আপনি অর্থবান আর গুরুত্বসম্পন্ন একজন মানুষ,' মিস মার্পল

উত্তর দিলেন। 'আপনি কিছু বললে লোকে সেটা মন দিয়ে শুনবে। তারা একবারের জন্যও আমাকে পাত্তা দেবে না। তারা বলতে চাইবে আমি এক বুদ্ধা স্ত্রীলোক তাই নানা উদ্ভট জিনিস কল্পনা করছি।'

'হ্যাঁ, তারা তা করতে পারে,' মিঃ মার্পল বললেন। 'এমন করলে তাদের মহামূর্খই বলব। একথা আমাকে বলতেই হবে যে আপনার সাধারণ কথা শুনলে কেউ আপনার কোন বুদ্ধি আছে বলে ভাববে না। আসলে আপনার একটা যুক্তিগ্রাহ্য মন রয়েছে। এ মন খুব কম মহিলার থাকে।' তিনি অসুবিধা বোধ করে নড়েচড়ে বসতে চাইলেন চেয়ারে। এসথার বা জ্যাকসন যে কোন চুলোয় গেল ?

ঠিক করে একটু বসা দরকার। 'না, না, আপনি পারবেন না। আপনার সে ক্ষমতা নেই। ওরা কি যে ভেবেছে জানি না, আমাকে এভাবে ফেলে যায়—।'

'আমি ওদের খুঁজে দেখছি।'

'না, যাবেন না আপনি। আপনি এখানেই থাকবেন আর সব ব্যাপার ফয়সালা করবেন। ওদের মধ্যে কে ? কুখ্যাত গ্রেগ ? শান্তশিষ্ট হিলিংডন না আমার লোক জ্যাকসন ? এই তিনজনের মধ্যে একজনকে হতেই হবে, তাই তো ?'

সতেরো । রাশ ধরলেন মিঃ র‍্যাফায়েল

'সেটা আমার জানা নেই,' মিস মার্পল বললেন।

'কি বলতে চাইছেন ? আমরা তাহলে এই কুড়ি মিনিট ধরে কি আলোচনা করে গেলাম ?'

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে হয়তো ভুল করেছি।'

মিঃ র‍্যাফায়েল যেন তাজ্জব।

'তাহলে বাজে বকুনি সবটাই !' তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন। 'অথচ শোনাচ্ছিল আপনি যেন কত নিশ্চিত।'

'ওহ, খুনের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শুধু খুনীর সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়ে গেছে। আমি ভেবে দেখেছি মেজর প্যালগ্রেভ অনেক রকম খুনের

গল্প শুনিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিলেন—আপনিই বলেছেন তিনি লুক্রেজিয়া বর্জিয়ার মত একটা কাহিনী শুনিয়েছিলেন— ।'

'হ্যাঁ—মনে পড়ছে বটে। তবে সে কাহিনী একেবারেই অন্য ধরনের।'

'জানি। মিসেস ওয়াল্টার্সও শুনেছিলেন অন্য এক কাহিনী কাকে গ্যাসের উনুনে চেপে মারা হয়েছিল— ।'

'কিন্তু তিনি আপনাকে যে গল্প শুনিয়েছিলেন— ।'

মিস মার্পল বাধা দিলেন মিঃ র‍্যাফায়েলকে, যে ধরনের ব্যাপার তার ক্ষেত্রে বড় একটা ঘটে না।

মিস মার্পল প্রায় মরীয়া হয়ে অনুরোধের ভঙ্গীতে দ্রুতলয়ে বলতে শুরু করলেন তারই কথা।

'দেখতে পারছেন না এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া কতখানি কঠিন। সবচেয়ে দরকারী কথা হল—মানুষ সবসময় মনযোগ দিয়ে অন্যের কথা শুনতে চায় না। মিসেস ওয়াল্টার্সকে প্রশ্ন করুন—তিনিও একই কথা বলতে চাইবেন—একেবারে গোড়ায় হয়তো শুনে যাবেন—আর তারপর আপনার মন-সংযোগ আর থাকবে না—মনে অন্য ভাবনার উদয় হবে—পরক্ষণেই আপনার মনে হবে বেশ কিছু অংশ আপনার শোনা হয় নি। আমি তাই ভাবছিলাম আমার বেলাতেও এরকম কিছু অংশ ফাঁক রয়ে গেছে কি না—হয়তো ছোট্ট অংশই—একজন লোক সম্পর্কে মেজর প্যালগ্রেভ যে গল্প শোনাচ্ছিলেন—আর ঠিক এর পরেই তার ব্যাগ থেকে ফটোটা বের করে যখন বললেন—'একজন খুনীর ফটো দেখতে চান······ ।'

'কিন্তু আপনি ভেবেছিলেন তিনি যে গল্প বলছিলেন সেই লোকটারই ফটো ছিল সেটা ?'

'হ্যাঁ, আমি সেই রকমই ভেবেছিলাম। ওটা তা নয় সে কথা আমার আদপেও মনে হয়নি। কিন্তু এখন—এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হই কি করে ?'

মিঃ র‍্যাফায়েল চিন্তিত ভঙ্গীতে তাকালেন।

'আপনার গন্ডগোল কোথায় হচ্ছে জানেন ?' তিনি বললেন। 'আপনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বড় ভুলের হাত থেকে বাঁচতে গেলে দোনোমনো করা চলবে না। গোড়ায় তা কিন্তু করেন নি আপনি। আসলে ওই পাদ্রী ভাইবোনের সঙ্গে কোনব ফিসফাস করেছেন আপনি তার মাঝখানে এমন কিছু শুনেছেন, যাতে আপনি একটু উতলা হয়ে পড়েছেন।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক।'

'আপাতত একথা বাদ দিন। এবার আবার সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে আসা যাক। কারণ দশের মধ্যে ন' বারেই গোড়াতে যে ধারণা করা যায় সেটাই সঠিক হয়ে থাকে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তাই। আমাদের সামনে তিন-জন সন্দেহভাজন রয়েছে। তাদের একে একে যাচাই করে দেখা যাক। এদের মধ্যে কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারেন?'

'না, সে রকম কিছু জানা নেই,' মিস মার্পল বললেন। 'ওদের তিনজনই খুনী হিসেবে এমন অচিন্ত্যনীয়।'

'আমরা আগে গ্রেগকেই বিচার করতে পারি,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'লোকটাকে সহ্য করতে পারি না। তবু ওকে খুনী হিসেবে ভাবা যায় না। তবু ওর বিরুদ্ধে দু'একটা জোরালো সূত্র রয়েছে। ওই ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ তারই। কাজে লাগানোর ব্যাপারে চমৎকার হাতিয়ার।'

'তবু এটা যেন বড় বেশি রকম স্বচ্ছ ব্যাপার, তাই না?' মিস মার্পল আপত্তি জানালেন।

'না, তা হবে বলে আমার মনে হয় না,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'যাই হোক না কেন কাজটা চটপট শেষ করা প্রয়োজন ছিল, আর হাতের কাছে ওষুধও তৈরি ছিল। অন্য কারো ওই ওষুধ আছে কিনা দেখার মত সময় নিশ্চয়ই ওর ছিল না। বেশ, ঠিক আছে, তাহলে অপরাধী হল গ্রেগ। তার প্রিয় সহধর্মিনী লাকিকে পথ থেকে সরাতে চাইলেও—(কাজটা অবশ্য ভালই, আমার মতে, ওর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে) কিন্তু আমি ওর খুনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথমতঃ সে যথেষ্টরকম ধনী। প্রথমা স্ত্রী বেশ ভাল টাকা তার জন্য রেখে গেছেন। এটা বিচার করলে তাকে একজন সম্ভাব্য স্ত্রীহত্যাকারী বলে মেনে নেয়া চলতে পারে। কিন্তু সে ঘটনা আগেই চুকে গেছে। কিন্তু লাকি তার স্ত্রীর দূরসম্পর্কের কেউ। এক্ষেত্রে টাকাকড়ির সম্পর্ক নেই—সে যদি ওকে পথ থেকে সরাতে চায় তার উদ্দেশ্য হতে পারে অন্য কাউকে বিয়ে করা। এ সম্বন্ধে কোন গুজব ছড়িয়েছে?'

মিস মার্পল মাথা ঝাঁকালেন।

'আমি শুনিনি। ওঁর সঙ্গে—ইয়ে—উনি ভদ্রমহিলাদের কাছে খুবই সৌজন্যমূলক ব্যবহারে অভ্যস্ত।'

'হুঁ, ভারি চমৎকার সেকেলে পদ্ধতিতে কথাটা বলেছেন,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'বেশ, লোকটা একটা ধাড়ী বেজি মেয়েদের উত্যক্ত করে। তবে তাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও কিছু দরকার। এবারে এডওয়ার্ড হিলিংডনের

দিকে তাকানো যাক। কালো ঘোড়া বললে যেমন বোঝায় লোকটা নিঃসন্দেহে তাই।'

'উনি বোধ হয় সুখী নন বলে মনে হয় আমার,' মিস মার্পল মন্তব্য করলেন।

মিঃ র‍্যাফায়েল চিন্তিত ভাবে তাকালেন তার দিকে।

'আপনার কি মনে হয় কোন ধনীকে সুখী হতে হবে ?'

একটু কাশলেন মিস মার্পল।

'মানে, আমার অভিজ্ঞতায় তাদের সেই রকমই দেখেছি।'

'তাহলে বলতে হয় আপনার অভিজ্ঞতার সীমানা তেমন বড় নয়,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

মিস মার্পল এই কথার জবাবে অনায়াসেই বলতে পারতেন উনি ভুল বলছেন, তবে তিনি বক্তব্যটা খণ্ডন করতে চাইলেন না। তার জানা ছিল ভদ্রলোকেরা সঠিক পথে চালিত হতে পছন্দ করেন না।

'আমার নিজের ধারণা হল হিলিংডনই দোষী,' মিঃ র‍্যাফায়েল এবার বললেন। 'আমি মনে করি হিলিংডন আর তার স্ত্রীর মধ্যে একটা কিছু চলেছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন ?'

'ওহ, হ্যাঁ, করেছি বৈকি,' মিস মার্পল বললেন। 'অবশ্য বাইরে তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ত্রুটি নেই, যেমন হওয়া উচিত।'

'এই ধরনের মানুষ সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনার জ্ঞান ঢের বেশি বলেই মনে হয়,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'বেশ, তাহলে ধরে নিলাম, সবই ভাল রুচিসম্মত,তবু একটা সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে যে এডওয়ার্ড হিলিংডন তার স্ত্রী ইভলিন হিলিংডনকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত। একথা স্বীকার করেন ?'

'তা যদি হয় তাহলে অন্য এক স্ত্রীলোক থাকা চাই,' মিস মার্পল বললেন।

অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল। তারপর আবার কথা বলে উঠলেন।

'আমার—আমার কি জানি কেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এত সহজ নয়।'

'এবার তাহলে কাকে ধরতে হবে—জ্যাকসন ? আমাকে অবশ্য বাদ রাখছি।'

এই প্রথম হাসলেন মিস মার্পল।

'আপনাকে বাদ দেব কেন, মিঃ র‍্যাফায়েল ?'

'কারণ আমাকে যদি সম্ভাব্য খুনী বলে ভাবেন তাহলে আলোচনা করতে হবে অন্য কারও সঙ্গে। আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার অর্থ হবে সময়ের অপব্যয়। যাই হোক, আপনার কাছে প্রশ্ন রাখছি আমাকে বাদ দেয়া যেতে পারে কিনা এই খুনীর ভূমিকা থেকে? আমি অসহায়, পুতুলের মত, আমাকে শয্যা থেকে তুলতে হয়, হুইল চেয়ার ছাড়া চলার উপায় নেই আমার, ধরে না রাখলে হাঁটতে অক্ষম। তাহলে, কাউকে খুন করার ব্যাপারে আমার সুযোগ বা সম্ভাবনা কোথায়?'

'সম্ভবতঃ অন্য যে কোন লোকের মতই সে সম্ভাব্যতা থেকে যাচ্ছে আপনার,' মিস মার্পল ভীরুস্বরে বললেন।

'কিভাবে সেটা প্রমাণ করবেন?'

'বেশ, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনার বুদ্ধি আছে?'

'অবশ্যই আমার বুদ্ধি আছে,' বললেন মিস র‍্যাফায়েল। 'আর এ বিষয়ে আমার ধারণা আমার জানা সকলের মধ্যে সে বুদ্ধি তুলনায় অনেকটাই বেশি।'

'বুদ্ধি থাকার ফলে,' মিস মার্পল বললেন,' আপনি আপনার শারীরিক অক্ষমতা দূরে ঠেলে খুনীর ভূমিকা নিতে সক্ষম।'

'হ্যাঁ, সেটা কাজের মত কাজ হবে বটে!'

'হ্যাঁ, সেটা কাজের মত কাজ হতে পারে, মিস মার্পল বললেন। 'তবে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, মিঃ র‍্যাফায়েল, আপনি ব্যাপারটি উপভোগ করতেন।'

মিঃ র‍্যাফায়েল বেশ কিছুক্ষণ মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললেন।

'আপনার স্নায়ুর জোর আছে বটে!' তিনি বললেন এবার। 'অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির বৃদ্ধা বলে আপনাকে মনে হলেও আপনি তা নন। কি বলেন? তাহলে আপনি সত্যি ভাবেন আমি একজন খুনী?'

'না,' মিস মার্পল বললেন। 'আমি তা ভাবি না।'

'কেন জানতে পারি?'

'আসলে, বলতে গেলে, আমার মনে হয় শুধু আপনার বুদ্ধি আছে বলে। বুদ্ধি থাকায় আপনি যে কোন কাজই খুন না করেও করিয়ে নিতে পারেন। খুন মূর্খের কাজ।'

'আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হল: আমি কাকে খুন করতে চাইতে পারি?'

'হ্যাঁ, এ প্রশ্নটা খুবই আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মত,' মিস মার্পল বললেন।

'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে এমন কথাবার্তা বলিনি যাতে কোন ধারণা গড়ে নিতে পারি।'

মিঃ র‍্যাফায়েল হাসি আরও বিস্তৃত হল।

'আপনার সঙ্গে কথা বলা তবে বিপজ্জনক হতে পারে,' তিনি বললেন।

'কথাবলা সব সময়েই বিপজ্জনক, যদি আপনার গোপন করার মত কিছু কিছু থাকে,' মিস মার্পল বললেন।

'আপনার কথা হয়তো সত্যি, এবার জ্যাকসনের কথায় আসা যাক। জ্যাকসন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম ?'

'আমার পক্ষে বলা কঠিন। কারণ হল আমার সঙ্গে তার বিশেষ কোন কথাবার্তাই হয়নি।'

'অতএব এ বিষয়ে আপনার কোন মন্তব্য করার নেই ?'

'ঠিক তা নয়। ওকে দেখে আমার আমি যেখানে থাকি সেই শহরের টাউন ক্লার্কের কথা মনে হয়। তার নাম জোনাস প্যারী।'

'এ ছাড়া ?' মিঃ র‍্যাফায়েল প্রশ্ন করে একটু থামলেন।

'সে খুব ভাল মানুষ ছিল বলব না', মিস মার্পল বললেন।

'জ্যাকসনও ভাল লোক নয়। তবে আমার কাজে বেশ মানিয়ে গেছে। নিজের কাজে ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর, আর হলফনামাতেও তার আপত্তি নেই। ও জানে টাকা সে যথেষ্টই পায় তাই সেরা জিনিসই হাজির করে। তবে তাকে আমি বিশ্বাস প্রয়োজন এমন কাজে নিয়োগ করব না, আর তার দরকারও নেই। ওর অতীত হয়তো নিষ্কলঙ্ক না হয় তা নয়। ওর প্রশংসাপত্রগুলো ভালই ছিল—তবে আমি উপলব্ধি করেছি ও একটু চাপা স্বভাবের। সৌভাগ্যবশতঃ, আমি এমন মানুষ যার কোন গোপন রহস্য নেই, অতএব আমাকে ব্ল্যাকমেল করার পথ নেই।'

'কোন গোপনীয়তা নেই আপনার ?' মিস মার্পল চিন্তিতভাবে বললেন। 'নিশ্চয়ই আপনার কিছু ব্যবসায়িক গোপনীয়তা আছে, মিঃ র‍্যাফায়েল ?'

'অন্ততঃ সেখানে জ্যাকসনের হাত রাখার উপায় নেই। না। জ্যাকসনকে সহজ প্রকৃতিরই বলব, তবে তাকে খুনী হিসেবে ভাবতে পারি না। খুন তার এক্তিয়ারে পড়ে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কিছু ভাবতে চাইলেন মিঃ র‍্যাফায়েল তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, কেউ চোখ বুঁজে এই বিচিত্র ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলে, মেজর প্যালগ্রেভের ওই বিচিত্র কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে ভেবে

দেখলে বোঝা যাবে যে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। আমিই একমাত্র মানুষ যার খুন হওয়া উচিত ছিল।'

মিস মার্পল এ কথায় বেশ অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে।

'সঠিক চরিত্র রূপায়ন', ব্যাখ্যা করলেন মিঃ র‍্যাফায়েল। 'খুনের গল্পে কে শিকার হয়? প্রচুর বিত্তের মালিক বয়স্ক কেউ।'

'আর অনেক মানুষেই যোগ্য কারণে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে তার অর্থ আত্মসাত করার জন্য', মিস মার্পল বললেন। 'আর এটাও সত্যি?'

'সে কথা বলতে গেলে—', মিঃ র‍্যাফায়েল কিছুক্ষণ ভাবলেন। 'লণ্ডন শহরেই অন্ততঃ পাঁচ ছ'জন লোক আছে যারা টাইমস পত্রিকার আমার শোক-সংবাদ পাঠ করে কেঁদে বুক ভাসাবে না। তা সত্ত্বেও একথা বলব না আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে তারা তেমন কিছু করতে চাইবে। তাছাড়া কেনই বা করবে তারা? আমার যেকোন দিনই মৃত্যু হতে পারে। সত্যি কথা বলতে—হতভাগা বোকার দল, আমি এতদিন বেঁচে আছি দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেছে। ডাক্তাররাও কম অবাক হয়নি।'

'আপনার বেঁচে থাকার ইচ্ছেও অদম্য', মিস মার্পল বললেন।

'সেটা অদ্ভুত বলে ভাবেন আপনি?' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'ওহ্ না। আমার মনে হয় এটা স্বাভাবিক', মিস মার্পল বললেন, 'জীবন তো উপভোগ করার জন্য, বিশেষ করে সে জীবন যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে। এটা হওয়া উচিত নয়, তবে বাস্তবে তাই। আপনি যখন তরুণ, স্বাস্থ্যবান আর শক্তিমান, জীবন যখন আপনার সামনে বিস্তৃত, তখন জীবন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। দেখে থাকবেন, তরুণ বয়স্করাই অতি সহজে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে, হয়তো হতাশা, প্রেম থেকে, আবার কখনও বা উদ্বেগ আর মানসিক যন্ত্রণা থেকেও। কিন্তু বয়স্করা জানেন জীবন কত দামী আর আনন্দের।'

'হা!' মিঃ র‍্যাফায়েল বিচিত্র শব্দ করে বললেন। এসব জ্ঞানের কথা শুনে লাভ নেই।'

'তবু বলুন, যা বললাম তা সত্যি কিনা?' জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

'ওহ্, হ্যাঁ', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বলুন, আমিই যে স্বাভাবিক শিকার হচ্ছে পারতাম সে কথা ঠিক কিনা?'

'সেটা নির্ভর করছে আপনার মৃত্যুতে কার লাভ হবে তারই উপর', মিস মার্পল বললেন।

'বলতে গেলে কেউই না', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আগে যে কথা বলেছি ব্যবসা জগতে আমার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী আমার অবর্তমানে খুবই আনন্দ লাভ করতে পারে। আমি এ রকম মূর্খ নই যে আমার আত্মীয়দের মধ্যে মোটা অর্থ রেখে যাবো। সরকার বেশির ভাগ অচেনা দখল করার পর তারা অবশ্য বেশ ভাল কিছু আশা করতে পারবে, এটুকুই যা। ওহ্ না, এসব ব্যবস্থা আমি অনেকদিন আগেই করে রেখেছি। নানা ধরণের দাতব্য ইত্যাদি কাজ।'

'জ্যাকসন তাহলে আপনার মৃত্যুর পর কিছুই পাচ্ছে না?'

'এক পেনীও না', খুশির সুরে বললেন মিঃ র‍্যাফায়েল। 'অন্যের কাছে ও যা পেতে পারে আমি ওকে তার দ্বিগুণ টাকা দিয়ে থাকি। এর উদ্দেশ্য হল আমার বদমেজাজ তাকে সহ্য করতে হবে, অতএব সে ভাল করেই জানে আমার মৃত্যুতে ওর ক্ষতিই হবে।'

'আর মিসেস ওয়াল্টার্স?'

'ওয়াল্টার্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মেয়েটা ভাল। প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারিও, বুদ্ধিমতী, নম্রস্বভাব, আমার স্বভাব সম্পর্কে পরিচিত, মেজাজ গরম করলে সে কিছু মনে করেনা, অপমান করলেও গায়ে মাখে না। ওর ব্যবহার কিছুটা বাচ্চাদের গভর্ণেসের মত, যাকে সামলাতে হয় অতি দুরন্ত আর দুষ্টু শিশুকে। ও মাঝে মাঝে আমার মেজাজ খেঁচড়ে দেয় এটা ঠিক, তবে সেটা কে না করে? ওর বিশেষত্ব অবশ্য কিছু নেই। নানা দিক থেকে দেখলে সে অতি সাধারণ মাপের কোন মেয়ে, তবে আমার পক্ষে এমন মানানসই কাউকে পেতাম কিনা সন্দেহ আছে। ওর জীবনে অনেক জটিলতা ছিল, যাকে ও বিয়ে করে সে আদৌ ভাল লোক ছিল না। আমার ধারণা পুরুষের ব্যাপারে ওর বিচারবুদ্ধি প্রখর নয়, অনেক মেয়েরই যেমন থাকে না। এ ধরনের মেয়েদের কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী যে শোনায় সেই পুরুষের ফাঁদেই ওরা ধরা দেয়। ওদের বিশ্বাস পুরুষদের বুঝতে পারা মেয়েদেরই কাজ। এ ধরণের মেয়েকে বিয়ে করার পর পুরুষ যা খুশি তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ ওর অযোগ্য সেই স্বামী মারা গেছে, এক পার্টিতে অতিমাত্রায় পান করার পর চলন্ত এক বাসের সামনে পড়ে সে। এসথারের একটা মেয়ে আছে ও তাই আবার সেক্রেটারির কাজে

যোগ্য মেয়ে। আমার কাছেও কাজ করছে পাঁচ বছর। গোড়াতেই আমি ওর কাছে এ বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে আমার মৃত্যুতে সে যেন কিছু আশা না করে। গোড়া থেকেই ওকে আমি প্রচুর টাকা মাইনে হিসেবে দিয়ে আসছি আর প্রতি বছর শতকরা পঁচিশ বাড়ানোর ব্যবস্থাও করেছি। যত সততা থাকুক আজকাল কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না—এই কারণেই আমার মৃত্যুতে ও লাভবান হবে না সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছি। যত বছর আমি বাঁচবো তার প্রত্যেক বছরেই সে মোটা মাইনে পেতে থাকবে। ও যদি টাকার একটা অংশ সঠিকভাবে সঞ্চয় করে তাহলে বেশ ধনী মহিলাই ও হয়ে উঠতে পারে—অবশ্য সেটা ও করেছে। আমি ওব মেয়েব শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর ট্রাস্টের মাধ্যমে কিছু টাকাও রেখেছি, সাবালিকা হলে মেয়েই সে টাকা পাবে। এই হিসেবে এসথার ওয়াল্টার্সের অবস্থা ভালই। আমার মৃত্যু, তাই বলছি, ওর পক্ষে নিদারুণ আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে,' তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ র‍্যাফায়েল মিস মার্পলেব দিকে তাকালেন। 'ও একথা ভালরকমই জানে। ও বুদ্ধিমতী।'

'ওর সঙ্গে জ্যাকসনের বনিবনা আছে?' মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

মিঃ র‍্যাফায়েল চকিত দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করলেন মিস মার্পলকে।

'আপনি কিছু লক্ষ্য করেছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'হ্যাঁ, আমার ধারণা জ্যাকসন সারাক্ষণ হুলো বেড়ালের মত ঘুরে, বেড়ায় ইদানীংকালে বিশেষ করে ওর দৃষ্টি পড়েছে এসথারের উপর। ও দেখতে সুদর্শন হলেও এক্ষেত্রে বরফ গলেছে মনে হয় না। তাছাড়া শ্রেণী বৈষম্যের ব্যাপারও রয়েছে। এসথার একটু উঁচু তলার মানুষ ওর চেয়ে। অবশ্য তাতে ওদের কিছু নয়, সমাজে বিশেষতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত মানসিকতায় অন্যরকম। ওর মা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা আর বাবা ব্যাঙ্কের কেরাণী। না, এসথার জ্যাকসনের সঙ্গে নটঘট করে বোকামি করবে না। আমার ভয় হচ্ছে জ্যাকসনের নজর ওর বক্সে রাখা ডিমের উপর, তবে ও তা পাবে না।'

'এসথার আসছেন—,' মিস মার্পল সতর্ক করে দিতে চাইলেন। দুজনেরই নজরে এল এসথার ওয়াল্টার্স হোটেলের পথ ধরে ওদের দিকে আসছেন।

'এসথারকে সুন্দরী বলেই ভাবা চলে,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'তবে চটক নেই এক কণাও। ওর শরীরের গড়ন ভাল অথচ কেন যে—।'

মিস মার্পল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এটা এমনই যে যত বয়স হোক প্রত্যেক

স্ত্রীলোকই সুযোগের অপচয়ের কথাই ভাবতে চাইবেন। এসথার ওয়াল্টার্সে'র মধ্যে যে বস্তুর অভাব মিস মার্পলের জীবনে তার অনেক নামই তিনি শুনে এসেছেন। যেমন, 'আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয়া মনে হয় না', 'কোন যৌন আবেদন নেই', রঙ ফর্সা কটা চোখ 'কাছে টানা ভাবটা নেই', 'মুখে মিষ্টি হাসি, তবে রাস্তায় পাশ দিয়ে গেলে কোন পুরুষের-ঘাড় ফিরিয়ে দেখার মত জিনিসটা নেই।

'ওর আবার বিয়ে করা উচিত', মিস মার্পল বললেন চাপা গলায়।

'নিশ্চয়ই করা উচিত। স্ত্রী হিসেবে ও ভালই হবে।'

এসথার ওয়াল্টার্স এসে যোগ দিতে মিঃ র‍্যাফায়েল যেন কিছুটা কৃত্রিম স্বরে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত এসেছ। কোথায় আটকে ছিলে?'

'সকাল থেকে সকলেই তার পাঠাতে ব্যস্ত দেখলাম', এসথার বললেন। 'সবাই তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত মনে হল।'

'চলে যেতে চাইছে, তাই? ওই খুনের জন্য?'

'তাই মনে হয়। বেচারা টিম কেণ্ডাল দারুণ চিন্তায় পড়ে গেছে।'

'এটা স্বাভাবিক। ওই তরুণ দম্পতির খুবই ভাগ্য খারাপ।'

'হ্যাঁ, এই রকম ধরনের বিরাট ব্যবসা এ জায়গায় শুরু করা। একে সফল করার জন্য ওরা খুব পরিশ্রম করেছে। চলছিল ভালই তবু—।'

'হ্যাঁ, ভালই চালাচ্ছিল দুজনে', মিঃ র‍্যাফায়েলও স্বীকার করলেন, 'টিম খুবই দক্ষ আর পরিশ্রমী। মলিও মেয়ে চমৎকার—দেখতেও সুন্দরী। ওরা কালা আদমীদের মতই কাজ করে গেছে, অবশ্য উপমাটা বোধ হয় ঠিক হলনা, কারণ কালোরা এত পরিশ্রম করে না। সেদিন দেখছিলাম এক কালো মানুষ প্রাতরাশ জোটানোর জন্য নারকেল গাছ সাফ করছে, কাজ শেষ হতেই সারাদিন ঘুম। চমৎকার জীবন।'

মিঃ র‍্যাফায়েল একটু থামলেন। তারপর যোগ করলেন 'আমরা এতক্ষণ খুনের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম।

এসথার ওয়াল্টার্স একটু চমকে গেল বলে মনে হল। মিস মার্পলের দিকে তাকাল সে।

'ওঁর সম্পর্কে আমি ভুল করেছিলাম,' মিঃ র‍্যাফায়েল তাঁর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাল রেখেই খোলাখুলি বলে উঠলেন। 'এই বয়স হয়ে যাওয়া বুড়িদের কোন কালেই আমি আমল দিইনি। শুধু সেলাইয়ের গল্প আর কানাকানি। তবে ইনি অন্য ধাতের। চোখ, কান আছে আর উনি তা ব্যবহার করতে

জানেন ?'

এসথার জ্যাক্টার্স কথা চাইবার ভঙ্গীতে মিস মার্পলের দিকে তাকালেও মিস মার্পল কোন কিছু মনে করেছেন মনে হল না।

'এটা কিন্তু এক ধরনের প্রশংসা, জানেন,' এসথার ব্যাখ্যা করতে চাইল।

'এ কথা ভালই জানি', মিস মার্পল বললেন। 'আর আমি এও জানি যে মিঃ র‍্যাফায়েল বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন বা তার সেটা আছে ভাবেন।'

'বিশেষ সুবিধা—মানে ?' মিঃ র‍্যাফায়েল প্রশ্ন করলেন।

'রূঢ়তা প্রকাশ করার জন্য আপনি রূঢ় হতে পারেন', মিস মার্পল বললেন।

'আমি রূঢ়তা প্রকাশ করেছি ?' অবাক হলেন মিঃ র‍্যাফায়েল। 'আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকলে দুঃখিত।'

'আমাকে আঘাত দেননি', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আমি ওসব ব্যাপারে সুবিধে দিতে জানি।'

'আবার সেই বিশ্রী ব্যাপার। এসথার, একটা চেয়ার নিয়ে এসো। তুমিও বোধহয় সাহায্য করতে পারবে।'

এসথার বাঙলোর বারান্দা থেকে একটা ঝোলা-চেয়ার নিয়ে এল।

'হ্যাঁ, আমরা আবার আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আমরা মৃত বুড়ো প্যালগ্রেভ আর তার অন্তহীন গল্প নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'ওহ', এসথার বলে উঠল, 'ওর সামনে পড়লে আমি খালি পালাতে চাইতাম।'

'মিস মার্পলের ধৈর্য অনেকখানি', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'এবার বলো, এসথার, তিনি তোমাকে কোন খুনীর বিষয়ে কিছু বলেছিলেন কখনও ?'

'ওহ হ্যাঁ, অনেকবার বলেছিলেন।'

'গল্পটা ঠিক কি রকম ? একটু ভেবে বলো।'

'মানে—', এসথার ভাবতে চাইল। 'ব্যাপারটা হল খুব মন দিয়ে বোধ হয় তার কথা শুনিনি। এটা ঠিক সেই রোডেশিয়ার সিংহের গল্পের মত এর বোধহয় শেষ নেই। লোকে বোধহয় শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য রাখতে পারে না।'

'সেকথা থাক, যা মনে পড়ে সেটাই জানাও।'

'আমার মনে হয় খবরের কাগজের কোন খুনের খবর থেকেই এটা শুরু হয়েছিল। মেজর প্যালগ্রেভ বলেছিলেন তার যা অভিজ্ঞতা অনেকেরই তা থাকে না। তিনি একজন খুনীকে একেবারে মুখোমুখি দেখেছিলেন।'

'দেখেছিলেন?' মিঃ র‍্যাফায়েল অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন। 'তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন কথাটা বলেছিলেন?'

এসথার কিছুটা বিহ্বল হয়ে উঠল।

'আমার তাই মনে হচ্ছে', সন্দিহান মনে হল এসথারকে। 'তিনি হয়তো একথাও বলে থাকতে পারেন 'আপনাকে একজন খুনীকে দেখাতে পারি।'

'দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক? একটু তফাৎ রয়েছে।'

'ঠিক মনে করতে পারছি না আমার মনে হয় তিনি বলেন আমাকে একজনের ছবি দেখাবেন।'

'হুম, এটা বরং চলতে পারে।'

'তারপর তিনি লুক্রেজিয়া বর্জিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন।'

'লুক্রেজিয়া বর্জিয়ার কথা থাক। এ গল্প আমরা জানি।'

'তিনি বিষপ্রয়োগকারীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন আর এও বলেন লুক্রেজিয়া খুবই সুন্দরী ছিল, তার লাল চুল ছিল। তিনি বলেছিলেন খুব সম্ভব পৃথিবীতে বিষপ্রয়োগকারিণী স্ত্রীলোকের সংখ্যা লোকে যা জানে তার চেয়ে ঢের বেশিই আছে।'

'আমার ভয় হয় কথাটা হয়তো সত্যিই', মিস মার্পল বললেন।

'তিনি আরও বলেন অস্ত্রটা মেয়েদেরই উপযুক্ত।'

'মনে হচ্ছে তিনি আসল বিষয় থেকে সরে গিয়েছিলেন', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'মেজর প্যালগ্রেভ তাই করতেন, তিনি গল্পের বিষয় থেকে সরে যেতেন। আর ঠিক তখন থেকেই লোকে অন্যমনস্ক হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে 'তাই বুঝি?' 'সত্যি?' এধরনের মন্তব্য করে চলে।'

'তোমাকে ছবি তিনি দেখাতে চাইছিলেন তার কি হয়?'

'সেকথা মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ তিনি খবরের কাগজে কিছু দেখেছিলেন সেই বিষয়েই—।'

'তিনি তোমাকে আসলে কোন ফটো দেখান নি?'

'ফটো? না।' মাথা ঝাঁকালো এসথার। 'আমার ঠিক মনে আছে। উনি শুধু বলেছিলেন মহিলাকে দেখতে ভালই আর তাকে দেখে খুনী বলে ভাবাই

যাবে না।'

'মহিলা ?'

'তাহলে এই,' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।'

'উনি কোন মেয়ের কথা বলেছিলেন ?' মিঃ র‍্যাফায়েল প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, হ্যাঁ।'

'ফটোটা কোন স্ত্রীলোকের ছিল বলতে চাও ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হতে পারে না।'

'কিন্তু তাই তো ছিল', এসথার জোর করল। উনি বলেন যে, 'এখানে এই দ্বীপেই রয়েছে। আমি আপনাকে চিনিয়ে দেব, তারপর সব ঘটনার কথা শোনাবো।'

মিঃ র‍্যাফায়েল চাপাস্বরে যেন শপথ নিলেন। মৃত মেজর প্যালগ্রেভ সম্পর্কে তিনি যা ভাবতেন সে কথাই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'তাহলে আসল ব্যাপার হল তিনি যাই বলে থাকুন তার কোন কিছুই সত্যি নয়।' তিনি বললেন।

'আশ্চর্য না হয়ে পারছি না,' মিস মার্পল বললেন।

'আবার সেই একই জায়গায়', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'বুড়ো বাক্য-বাগীশ শিকারের গল্প বলতে শুরু করে, শুয়োর, বাঘ, হাতি, সিংহের মুখ থেকে বাঁচা। এর দুএকটা সত্যি হলেও হতে পারে, তবে বেশির ভাগই গালগল্প আর না হয় অন্য কারো জীবনের ঘটনা। তারপর এসে যায় খুনের কথা আর তিনি একটা খুনের কাহিনী ঢাকা দিতে আমদানী করেন আর এক খুনের কাহিনী। আর সব কাহিনীই তারই জীবনের কাহিনী বলে চালাতেও থাকেন। আমার বিশ্বাস এর দশটার মধ্যে ন'টাই তিনি কাগজে যা পড়েছেন বা টিভিতে যা দেখেন সেই ঘটনা।'

মিঃ র‍্যাফায়েল এবার কিছু অনুযোগের ভঙ্গীতে এসথারকে বললেন, 'তুমি তাহলে স্বীকার করছ মেজরের কথা মনযোগ দিয়ে শোন নি। এমনও তো হতে পারে তুমি তার কথা ভুল বুঝেছিলে ?'

'আমি নিশ্চিত তিনি কোন স্ত্রীলোকের কথাই বলছিলেন,' এসথার বলল একরোখার মত। 'কারণ আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম সে কে হতে পারে।'

'কে হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?' মিস মার্পল বললেন। এসথার লাল হয়ে উঠতে একটু বিহ্বলভাবও রয়েছে উঠল।

'ওহ, আমি বাস্তবিক—মানে আমি ঠিক—।'

মিস মার্পল চাপ দিলেন না। মিঃ র‍্যাফায়েলের উপস্থিতিতে এসথার ওয়াল্টার্স কি ভাবেন সে কথা জানার চেষ্টা প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। এটা জানার সহজ পথ হল দুই মহিলা সামনে বসে একান্তে আলাপ করা। আর তাছাড়া এ সম্ভাবনাও বাতিল করা চলে না যে এসথার ওয়াল্টার্স মিথ্যা কথা বলছে না। মিস মার্পল এ সম্ভাবনার কথা প্রকাশ্যে জানাতে চাননি তবে তিনি এটা সম্ভব ভাবছেন ঠিকই তবে বিশ্বাস করে বসেন নি। প্রথমতঃ তিনি এসথার ওয়াল্টার্সকে মিথ্যাবাদী ভাবেন না (তবে কে বলতে পারে)। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যে বলার সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

'কিন্তু আপনি বলছেন,' মিঃ র‍্যাফায়েল এবার মিস মার্পলের দিকে তাকালেন, 'তিনি ওই খুনীর সম্পর্কে কথা বলেছিলেন আর তার কাছে খুনীর একখানা ছবিও ছিল জানিয়ে সেখানা আপনাকে দেখাতে যাচ্ছিলেন।'

'আমি এমনই ভেবেছিলাম, ঠিকই।'

'আপনি এরকম ভেবেছিলেন? অথচ গোড়ায় আপনি নিশ্চিত এ কথাই বলেছিলেন।'

মিস মার্পল কিছুটা অনমনীয় ভঙ্গীতে সতেজে উত্তর দিতে চাইলেন।

'অন্যের সঙ্গে কথোপকথনের পুরো অংশ সঠিকভাবে আবার প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়, অপরে কি বলেছে সে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা তো নয়ই। এক্ষেত্রে অপরে কি বলতে চেয়েছে তার যে কোন অর্থ কেউ ভেবে নিলে সেটাই স্বাভাবিক। এরপর, যেন তাদের মুখে কথাগুলো বসিয়ে দেয়া হয়। মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন সে কথা ঠিক। তিনি বলেছিলেন একজন ডাক্তার এই লোকটির বিষয়ে তাকে বলেছিলেন আর তার একখানা ফটোও দেখিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমি যদি সঠিক কথাটা বলতে চাই তাহলে বলবো, তিনি আমাকে যে কথা বলেছিলেন তাহলে এই রকম: 'আপনি একজন খুনীর ফটো দেখতে চান?' আর স্বভাবতই আমি ধরে নিয়েছিলাম তিনি যে কাহিনী আমাকে বলছিলেন ফটোটাও সেই কাহিনীতে বলা খুনীরই নিশ্চিতভাবেই। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এটাও সম্ভব—অল্পই সম্ভব যে তার মনের ভিতর এমন ধারণার জন্মও হয়ে থাকতে পারে যে আগেকার সেই ফটো থাকা সত্বেও নতুন কোন ফটো তিনি নিয়ে থাকলে সেটাকেই খুনী বলে ভাবতে চেয়েছিলেন।'

'এই মেয়েদের নিয়ে পারা যায় না,' হতাশায় বলে উঠলেন এবার মিঃ

ব্ল্যাকারেন। 'আপনারা সকলেই সমান, কোন তফাৎ নেই। কোন কিছু সঠিক ভাবে বলতেও পারেন না। কোন জিনিস আসলে কি সে সম্বন্ধে কণামাত্র ধারণাও আপনাদের নেই, আর এখন,' বিরক্ত হয়ে বলে চললেন তিনি, কোথায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা? ইভিলিন হিলিংডন বা গ্রেগের স্ত্রী, লাকী? সব ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে গেল।'

আচমকা পাশেই একটু কাশির শব্দ জেগে উঠল। আর্থার জ্যাকসন মিঃ র‍্যাফারেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এমনই নিঃশব্দে এসেছিল যে কেউই লক্ষ্য করে নি।

'আপনার মালিশের সময় হয়েছে, স্যর,' ও বলল।

মিঃ র‍্যাফারেলের সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ গরম হয়ে উঠল।

'নিঃশব্দে শিকারির মত এসে উদয় হলে ব্যাপার কি? আমি চমকে গেছি। টেরই পাইনি।'

'খুব দুঃখিত, স্যর।'

'আজ আর মালিশ করাবো না ভাবছি। কিছুই কাজ হয় না এই যাচ্ছে-তাই মালিশে।'

'একি বলছেন, স্যর, এমন কথা বলবেন না,' জ্যাকসন পুরোপুরি পেশাদারী ভঙ্গীতে বলে উঠল খুশির স্বরে। 'ছেড়ে দিলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবেন, স্যর।'

দক্ষ হাতে জ্যাকসন হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে নিল।

মিস মার্পল এবার উঠে দাঁড়িয়ে এসথারের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তীরের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

আঠারো। রাজকীয় সুবিধা ছাড়া

সমুদ্রতীর আজ সকালে প্রায় ফাঁকা। গ্রেগ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সশব্দে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলছিল, লাকি বালিতে উপুর হয়ে ওর রোদে পোড়া তৈলাক্ত পিঠ উন্মুক্ত করে শায়িত, ওর সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়েছিল কাঁধের দুপাশে। হিলিংডনরাও উপস্থিত নেই। সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো কেন কিছু ভদ্রলোকের সমভিব্যাহারে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় স্পেনীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলায় ব্যস্ত। কিছু ফরাসী আর ইতালিয় শিশু জলের কাছে

হাসিখেলায় মশগুলে। ক্যানন আর মিস প্রেসকট চেয়ারে বসে সাঁতারের দৃশ্য উপভোগ করতে ব্যস্ত। ক্যাননের টুপি চোখের উপর নামানো, তাকে নিদ্রিত বলেই মনে হচ্ছিল। মিস প্রেসকটের পাশে একখানা বসার উপযোগী খালি চেয়ার থাকায় মিস মার্পল সেখানাই দখল করতে মনস্থ করলেন।

'উঃ কি অবস্থা,' মিস মার্পল বসে বলে উঠলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'জানি,' মিস প্রেসকট বললেন।

কথাগুলো দুই মহিলার ভয়ানক মৃত্যুর শোকজ্ঞাপনের মুখবন্ধ।

'বেচারা মেয়েটা,' মিস মার্পল বললেন।

'খুবই দুঃখজনক,' ক্যানন বলে উঠলেন। 'খুবই নিন্দনীয় ঘটনা।'

'আমরা তো দু একবার, জেরেমি আর আমি, এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। তারপরেই ঠিক করলাম কাজটা ঠিক হবে না। কেণ্ডালদের প্রতি একাজ তেমন ভাল হবে না। যাই ঘটুক এতে তো ওদের কোন অপরাধ নেই—এরকম ঘটনা তো যে কোন জায়গাতেই ঘটতে পারত।'

'জীবনের মাঝখানে আমরা মৃত্যুর মধ্যে উপস্থিত,' ক্যানন শান্ত স্বরে বললেন।

'এটা নিশ্চয়ই জানেন,' মিস প্রেসকট বললেন, 'কেণ্ডালরা তাদের সর্বস্ব এখানে হোটেলের জন্য ঢেলেছে। এটা তাই ওদের চালিয়ে যেতেই হবে, কোন উপায় নেই।'

'মেয়েটি খুবই মিষ্টি,' মিস মার্পল বললেন, 'তবে ইদানীং বোধ হয় শরীরটা ওর ভাল যাচ্ছে না।'

'একটু স্নায়বিক,' প্রেসকট স্বীকার করলেন। 'অবশ্য ওদের পরিবার—,' তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

'আমার কিন্তু মনে হয়, যোয়ান,' ক্যানন মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'কিছু কিছু কথা—।'

'প্রত্যেকেই এসব জানে,' মিস প্রেসকট বললেন। 'ওর পরিবারের সবাই আমাদের দিকেই থাকে। ওর প্রপিতামহীর—অদ্ভুত স্বভাব ছিল—আর ওর এক কাকা টিউবের স্টেশনে তো সব জামাকাপড় খুলে ফেলেন। সেটা বোধ হয় গ্রীনপার্কে।

'যোয়ান, এসব ব্যাপার কেন যে বারবার বলে যাও—।'

'খুবই দুঃখের কথা,' মিস মার্পল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন। 'তবে এধরনের পাগলামি খুব অসাধারণ কিছু নয়। আর্মেনিয়ার সেবাব্রতের কাজে যখন,

ছিলাম তখন একজন খুবে সম্মানীয় বয়াক যাজকের এই রকমই হয়েছিল। তারা ওঁর স্ত্রীকে ফোন করার পর তিনি এসে তাকে কম্বলে জড়িয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে যান।'

'মলির নিকট আত্মীয়দের ব্যাপার অবশ্য ঠিকই আছে,' মিস প্রেসকট বললেন। 'ওর মায়ের সঙ্গে মলির কিছু সেরকম বনিবনা নেই, তবে সেকথা বললে আজকাল কোন মেয়েই মায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না।'

'এটা খুবই আপশোসের কথা,' মিস মার্পল বললেন। 'কারণ কচি মেয়েদের তাদের মায়েদের অভিজ্ঞতা আর নানা বিষয়ের উপর জ্ঞান তাদের কাছ থেকেই নেয়া উচিত।'

'ঠিক তাই,' মিস প্রেসকট জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন। 'জানেন, মলি একবার একটা লোকের ফাঁদে পড়েছিল—অযোগ্য লোক যতদূর জানি।'

'এরকম প্রায় ঘটে,' মিস মার্পল বললেন।

'ওর আত্মীয়স্বজনা স্বাভাবিকভাবেই সেটায় আপত্তি জানায়। ও তাদের সব কিছু জানায় নি। বাড়ির লোক ঘটনার কথা শুনেছিল বাইরের কারো থেকে। মলির মা মলিকে বলেন লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে যাতে সকলের সঙ্গে পরিচয় করানো যায়। কিন্তু যতদূর জানি ও তাতে রাজি হয় নি। ব্যাপারটা ও অপমানকর ভেবে নেয় ওই ভাবে বাড়িতে কাউকে নিয়ে গিয়ে দেখানো। ঠিক যেন কোন ঘোড়া। এটা অবশ্য মলিরই মত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মার্পল। 'অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে সাবধানে পা ফেলতে হয়,' আপনমনেই বললেন তিনি।

'যাই হোক, ঘটনা এই রকম। বাড়ি থেকে ওকে লোকটার সঙ্গে দেখা করতে বারণও করে দেওয়া হয়।'

'আজকাল এরকম করা সম্ভব হয় না,' মিস মার্পল বললেন। 'মেয়েরা আজকাল চাকরি করছে, কেউ তাদের বারণ করল কিনা তাতে কিছু আসে যায় না, প্রচুর পুরুষের তাদের ওঠা বসা।'

'কিন্তু তারপরেই ভাগ্যের কথা, মলির পরিচয় হল টিম কেন্ডালের সঙ্গে,' মিস প্রেসকট বললেন। 'আর এর সঙ্গে সেই লোকটাও মুছে যায় ওর জীবন থেকে। বাড়ির লোকেরা কি স্বস্তি যে পেয়েছিল তা বলার নয়।'

'আশা করি তারা এটা খোলাখুলি প্রকাশ করেনি,' মিস মার্পল বললেন। 'এতে কি হয় জানেন, মেয়েদের ঠিক মত জোড় বাঁধার কাজে বাধা আসে।'

'হ্যাঁ, বাস্তবিকই তাই।'

'কত কথা যে মনে পড়ে— ,' আপন মনে বললেন মিস মার্পল। তার মন চলে গেল সুদূর অতীতে কোথাও। এক পার্টিতে তার পরিচয় হয়েছিল এক তরুণের। তাকে চমৎকার লেগেছিল তার—বেশ হাসিখুশি, খোলামেলা কথাবার্তা। তারপরেই তার বাবা ছেলেটিকে খুব আদর করে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে বেশ যোগ্য আর চলার মতই ছিল; বেশ কয়েকবার তাকে বাড়িতে আসতে নিমন্ত্রণও করা হয়। মিস মার্পল কিন্তু দেখেছিলেন ছেলেটি আসলে অসম্ভব রকম একঘেঁয়ে। অত্যন্ত নিষ্প্রভগোছের।

ক্যানন জুটিকে বেশ নিদ্রাচ্ছন্ন আর নিরাপদ বলেই মনে হওয়ায় মিস মার্পল ইচ্ছাকৃত ভাবেই যে বিষয়ে আলোচনা করতে উদ্বিগ্ন তাই নিয়েই অগ্রসর হতে চাইলেন।

'আপনারা নিশ্চয়ই এ জায়গাটা সম্পর্কে এত ভাল জানেন,' তিনি নিচু গলায় বললেন। 'আপনারা বেশ কয়েক বছর তো এখানে এসেছেন, তাই না?'

'মানে গত বছর আর তার দু বছর আগে। সেন্ট অনরে' আমাদের খুবই প্রিয় জায়গা। চমৎকার সব মানুষ এখানে থাকেন। অতি আধুনিক আর পয়সাওয়ালা নয় তারা।'

'তাহলে হিলিংডন আর ডাইসনদের আপনারা বেশ ভালই চেনেন?'

'হ্যাঁ, তা সেই রকমই বলতে পারেন।'

মিস মার্পল একটু কাশির সঙ্গে কণ্ঠস্বর নিচু করলেন।

'মেজর প্যালগ্রেভ এমন এক কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন,' তিনি বললেন।

'তার গল্পের ঝুড়ি ভালই ছিল। অবশ্য তিনি প্রচুর ঘুরেছেন। আফ্রিকা' ভাবত আর যতদূর জানি চীনদেশেও পাড়ি জমিয়েছিলেন।'

'তা ঠিক। তবে ওই গল্পের কথা বলিনি। এ গল্পের বিষয় হল এই মাত্র যাদের নাম বললাম তাদেরই কোন একজনকে নিয়ে।'

'ওহ্!' মিস প্রেসকট প্রায় চকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আমি ভেবে অবাক হচ্ছিলাম— ,' মিস মার্পল বলতে তার চোখের দৃষ্টি ঘুরে গেল তীরের উপর যেখানে লাকি রোদ উপভোগ করে চলেছিল সারা শরীর দিয়ে। 'ভারি চমৎকার চামড়ার রঙ, তাই না ওর?' মিস মার্পল বললেন। 'আর ওর চুল। দারুণ আকর্ষণীয়। অনেকটা মলি কেন্ডালের চুলের মত, তাই না?'

'একমাত্র তফাৎ হল,' মিস প্রেসকট বললেন, 'মদের বোতলের এটা স্বাভাবিক আর প্লাস্টিক বোতল থেকে পাওয়া।'

'সত্যি, যোয়ান', আচমকা জেগে উঠে ক্যানন প্রেসকট বলে উঠলেন। 'তোমার একবারও মনে হলনা কথাটা একেবারেই বলা উচিত নয়?'

'এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই', তিক্ত স্বরে উত্তর দিলেন মিস প্রেসকট। 'এটা আসল ঘটনা।'

'আমার তো ভালই লাগে', ক্যানন বললেন।

'অবশ্যই। ভাল তো লাগবেই আর সেইজন্যেই তো এটা করে, ... বলছি, প্রিয় জেরেমী, এটা কোন মেয়েকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ... কি বলেন?' তিনি মিস মার্পলের দিকে তাকালেন।

'মানে, আমার মনে হয়—,' মিস মার্পল বললেন, 'আপনার ... অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই নেই—তবে আমারও কেমন যেন মনে হয় ওটা ... নয়। প্রতি পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে চুলের গোড়াতে—', তিনি ... দিকে তাকাতে দুই মহিলার মধ্যে স্ত্রীসুলভ বোঝাপড়া হয়ে গে...।

ক্যাননকে আবার নিদ্রাচ্ছন্ন বলেই মনে হল।

'মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে এক অস্বাভাবিক কাহিনী ...', মিস মার্পল চাপা গলায় বললেন। 'সেটা ছিল—না, ... পড়ছে না। আমি আবার কানে সামান্য কম শুনি। তি... ...তে চাইছিলেন, বা ইঙ্গিত করতে চাইছিলেন—', থেমে গেলেন। ...

'কি বলতে চান আমি জানি। ওই সময় এ স... ...আলোচনা শোনা গিয়েছিল—।'

'তার মানে যখন সেই—।'

'যখন প্রথম মিসেস ডাইসন মারা যান। তার মৃত্যু প্রায় আশা করা যায়নি। আসলে সকলের ধারণা জন্মেছিল রোগের বাতিক জন্মেছিল তার, আসলে কোন রোগই ছিল না। তাই আচমকা রোগের আক্রমণ ঘটার পর তিনি যখন মারা গেলেন লোকে নানা কথা বলা শুরু করে।'

'তখন—মানে, এ ব্যাপারে তখন কোন ঝামেলা হয়নি?'

'ডাক্তার একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারের বয়স ছিল কম আর তার তেমন অভিজ্ঞতাও ছিল না। তিনি মোহহর সেই ধরনের ডাক্তার যারা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সবার জন্যেই মনে করেন। এই সব ডাক্তার, জানেন নিশ্চয়ই রোগীর কথা তেমন ভাবতে চাননা। তাদের কাজই হল রোগীকে

কোন পিল দেয়া, তাতে কাজ না হলে আবার নতুন কোন পিল দেয়া। তিনি ধাঁধায় পড়েছিলেন যা বললাম, তবে মনে হয়েছিল রোগিনীর বোধ হয় আন্ত্রিক ক্ষত ছিল আগে থেকে। অন্ততঃ তার স্বামী তেমন কথাই বলেছিলেন, তাই কোথাও কোন রকম গণ্ডগোল ছিল বলে ভাবাও যায়নি।'

'কিন্তু আপনি নিজে বোধ হয় ভাবেন—।'

'আমি সব সময়েই মনটা খোলা রাখার চেষ্টা করি, তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়—। তাছাড়া লোকে যে নানা রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছিল সেটা ভাবলে—।'

'রোয়ান।' ক্যানন উঠে বসলেন। তাকে বেশ অখুশি মনে হল।

'এসব কি হচ্ছে। সত্যি এ ধরনের বিশ্রী পরচর্চা আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। এসব আমি একদম শুনতে রাজী নই। আমরা সবসময় এই ধরনের ব্যাপার এড়িয়ে এসেছি। মন্দ কিছু দেখবো না, মন্দ কিছু শুনবো না, মন্দ কিছু বলবো না—এমন কি এছাড়াও মন্দ কিছু ভাববো না। প্রত্যেক খ্রীষ্টান স্ত্রী পুরুষের এটাই জীবনবাণী হওয়া উচিত।'

দুই মহিলাই এবার নীরব হয়ে বসে রইলেন। তারা তিরস্কৃত আর নিজেদের শিক্ষার প্রতি সম্মানবশতঃই তারা পুরুষের সমালোচনা করতে চাইলেন না। তবে মনে মনে তারা খুবই যে বিক্ষুব্ধ তা বলাই বাহুল্য, এছাড়া তারা বিরক্ত আর অনুশোচনাতেও রাজী ছিলেন না। মিস প্রেসকট বেশ বিরক্ত হয়েই তাকালেন ভাইয়ের দিকে। মিস মার্পল অবশ্য তার সেলাইয়ের সরঞ্জাম হাতে তুলে নিয়ে সেগুলোর দিকেই তাকাতে চাইলেন।

'দাদু, শুনছ' আচমকা এক শিশুর তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল। জলের ধারে খেলা করতে ব্যস্ত কোন এক ফরাসী শিশুরই গলা। সকলের অজান্তে শিশুটি এসে প্রায় ক্যানন প্রেসকটের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল।

'দাদু, শোনো' মিষ্টি গলায় শিশুটি আবার বলল।

'কি হয়েছে, খুকুমনি সোনা?'

শিশুটি গড়গড় করে বলে গেল। জলের কিনারায় আগে কে যাবে এই বিষয় নিয়েই দুজনের খিটিমিটি। ক্যানন প্রেসকট শিশুদের অসম্ভব রকম ভালবাসেন, বিশেষ করে বাচ্চা মেয়েদের। বাচ্চাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবার কাজে ডাক পড়লে ক্যানন দারুণ খুশি হন। খুশি মনে তাই তিনি উঠে পড়তে দেরী করলেন না। বাচ্চাটির হাত ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন জলের ধারে। মিস প্রেসকট আর মিস মার্পল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আবার শুরু

হল তাদের অসমাপ্ত আলোচনা।

'জেরেমী, এই ধরনের পরচর্চা আদপেই ভালবাসেনা', মিস প্রেসকট বললেন। 'তবুও লোকের মুখ তো আর চাপা দেয়া যায় না আর কানে না তুলেও পারা যায় না যেসব কথা। আগেই যেমন বলেছি সে সময় কানাকানি নেহাত কম হয়নি।'

'তারপর?' মিস মার্পল একটু ঝুঁকে বসলেন।

'এই তরুণীর সম্ভবতঃ তখন নাম ছিল মিস গ্রেটোরেক্স, ঠিক মনে পড়ছে না। সে ছিল মিসেস ডাইসনের কোন 'তুতো' বোন আর সে ওঁকে দেখাশোনা করত। ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদিও ওর কাজ ছিল।' ইচ্ছাকৃত ক্ষণিক বিরতি। 'এর সঙ্গে আবার যতদূর জানি মিঃ ডাইসন আর ওই মিস গ্রেটোরেক্সের মধ্যে কিছু একটা চলেছিল,' চাপাগলায় এবার বললেন মিস প্রেসকট। বহুলোকই সেটা লক্ষ্য করেছিল। এ রকম জায়গায় এসব কান্ডকারখানা লোকের নজরে না পড়ে পারে না। তারপর ছিল সেই বিচিত্র কথাবার্তা যে এডওয়ার্ড হিলিংডন নাকি স্ত্রীর জন্য কেমিস্টের কাছ থেকে কিছু কিনে এনেছিলন।'

'ওহ্। এডওয়ার্ড হিলিংডনও এর মধ্যে ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই, তিনিও দারুণভাবে আকর্ষণে জড়িত ছিলেন। লোকেও সেটা লক্ষ্য করেছিল। আর লাকি—মিস গ্রেটোরেক্স—দুজনের বিরুদ্ধে দুজনকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দুজন পুরুষ, গ্রেগরী ডাইসন আর এডওয়ার্ড হিলিংডন। ব্যাপারটা স্বাভাবিক কারণ লাকি বা মিস গ্রেটোরেক্স খুবই আকির্ষণীয়া ছিল।'

'এখন অবশ্য তেমন অল্পবয়স আর নেই,' মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'ঠিক। তবে ও বরাবরই খুব সচেতন আর রূপচর্চায় দক্ষ ছিল। অবশ্য গোড়ার দিকে ও যখন সেই গরীব আত্মীয়া ছিল তখন ততটা ঝলমলে ছিলনা। ওকে অবশ্য বরাবর মিসেস ডাইসনের প্রতি অনুরক্ত বলে মনে হয়েছিল। তবে কি হয় সেকথা তো শুনেছেন।'

'সেই কেমিস্টের ব্যাপার কি রকম—এটা জানাজানি হল কি ভাবে?'

'মানে, ব্যাপারটা জেমসটাউনে ঘটেনি—আমার মনে হয় ওরা সেসময় মার্টিনিকে ছিল। ফরাসীরা যতদূর জানি ওষুধপত্রের ব্যাপারে কিছুটা শিথিল আর তারপরেই কানাকানি শুরু হয়—জানেন নিশ্চয়ই এসব ব্যাপার কিভাবে হয়। কেমিস্ট কাউকে কিছু বলে আর তাতেই শুরু হয়।' '

মিস মার্পল অবশ্য ভালই জানতেন।

'কেমিণ্ট বলেছিল কর্ণেল হিলিংডন কিছু চেয়েছিলেন অথচ জিনিসটা কি ঠিক মত বলতে পারেন নি। একখানা কাগজে লেখা ছিল আর সেটা পড়ে তিনি জিনিসটা চেয়েছিলেন। যাই হোক এটা থেকেই লোকে বলাবলি শুরু করে দেয়।'

'কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না কর্ণেল হিলিংডন কেন—,' মিস মার্পল একটু ধাঁধায় পড়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন।

'আমার ধারণা তাকে আসলে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। যাই হোক এরপরেই গ্রেগরী ডাইসন অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করেন। যতদূর জানি মাত্র একমাস পরে।'

দুই মহিলা দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'কিন্তু সত্যিকার কোন সন্দেহ জাগেনি তো?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, না—শুধু কানাকানি, কিছু কথাবার্তা, এই আর কি। অবশ্য এমনও হতে পারে এসবের মধ্যে কিছুই ছিলনা।'

'মেজর প্যালগ্রেভ কিন্তু ভেবেছিলেন ছিল বলে।'

'তিনি আপনাকে এরকম কিছু বলেছিলেন?'

'আমি কথাটা তেমন মন দিয়ে শুনিনি,' মিস মার্পল বললেন। 'আমি শুধু অবাক হচ্ছি তিনি আপনাকেও তেমন কিছু বলেছিলেন কিনা?'

'হ্যাঁ, তিনি একদিন ওকে দেখিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন,' মিস প্রেসকট বললেন।

'সত্যি? তিনি ওকে দেখিয়ে কথাটা বলেন?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি মিসেস হিলিংডনের কথা বলছেন। তিনি একটু চুমকুড়ি ছুঁড়ে হেসে বলেছিলেন,' ওই মেয়েমানুষটিকে দেখে রাখুন। আমার মত হল উনি একটা খুন করেও বহাল তবিয়তে ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' আমি খুবই চমকে গিয়েছিলাম তা না বললেও চলে। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন মেজর প্যালগ্রেভ।' উনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, প্রিয় মাদাম, ঠাট্টাই বটে।' ডাইসন আর হিলিংডনরা কাছের একটা টেবিলে বসে থাকায় আমি ভয় পাচ্ছিলাম তার না কথাগুলো শুনে ফেলে।' মেজর কথাটা শুনে হেসে বলেন, 'কোন সুরাপানের পার্টিতে গিয়ে বিশেষ কাউকে আমার গ্লাসে পানীয় বা ককটেল মেশাতে দিচ্ছিনা আমি। এটা হবে সেই বর্জিয়ার সঙ্গে নৈশভোজ।'

'সত্যি আগ্রহ জাগানো কান্ড,' মিস মার্পল বললেন। 'তিনি কি কোন ফটোর কথা বলেছিলেন?'

'সেকথা মনে পড়ছে না···কোন খবরের কাগজের কাটা অংশ? কে জানে?'

মিস মার্পল মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আচমকা সূর্যের সামনে ছায়া পড়ল। ইভিলিন হিলিংডন এসে দাঁড়িয়েছিল।

'সুপ্রভাত,' সে বলল।

'অবাক হচ্ছিলাম কোথায় গেলেন ভেবে,' মিস প্রেসকট হাসিমুখে তাকালেন।

'জেমসটাউনে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম।'

'তাই বুঝি?'

মিস প্রেসকট এবার বিনা কারণেই চারদিকে তাকালেন।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ইভিলিন বলল, 'আমি একাই গিয়েছিলাম। এডওয়ার্ড যায়নি, ও কেনাকাটা সহ্য করতে পারে না।'

'মনে ধরার মত কিছু পেলেন নাকি?'

'সে রকম কিছু কিনতে যাইনি। শুধু কেমিষ্টের দোকানে গিয়েছিলাম।

মৃদু হেসে মাথা হেলিয়ে ইভিলিন তীরের পথ ধরে এগিয়ে গেল।

'হিলিংডনেরা খুব ভাল লোক,' মিস প্রেসকট বললেন। 'তবে ইভিলিনকে কেন যেন মনে হয় সহজে বুঝতে পারা যায় না, তাই না? ওর ব্যবহার খুব সুন্দর তবু যেন মনে হয় সবটা বোঝা যায় না।'

মিস মার্পল চিন্তিত ভাবে সায় জানালেন।

'ও কি ভাবছে একেবারেই বুঝতে পারা যায় না,' মিস প্রেসকট আবার বললেন।

'আমার মনে হয় এটাই বোধ হয় ভালো', মিস মার্পল বললেন।

'মাপ করবেন. কি বললেন?'

'না, ও কিছু নয়, বলছিলাম আমার মনে হয় ওঁর চিন্তা সম্ভবতঃ—

'ওহ,' মিস প্রেসকট বললেন একটু ধাঁধায় পড়ে। 'আপনি বললেন বুঝতে পেরেছি।' তিনি প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলেন। 'আমার যতদূর জানা আছে হ্যাম্পসায়ারে ওদের চমৎকার বাড়ি রয়েছে আর এক ছেলে—না বোধ হয় দুটি ছেলে—ওরা নাকি দুই ছেলের একজন বোধহয় উইনচেষ্টারে গেছে।'

'হ্যাম্পসায়ার আপনি ভালই চেনেন নিশ্চয়ই?

'না, না, একেবারেই না বলাই ভাল। খুব সম্ভব ওদের বাড়ি হল ম্যালটনে।'

'বুঝেছি', মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'ডাইসনেরা থাকেন কোথায় ?'

'ক্যালিফোর্নিয়ায়', মিস প্রেসকট বললেন। 'তবে যখন দেশে থাকে। ওরা দারুণ বেরিয়ে বেড়ায়।'

'বেড়ানোর সময় যাদের সঙ্গে আলাপ হয় তাদের সম্পর্কে আমরা কত কম জানি', মিস মার্পল বললেন। 'মানে—কি বলব—তারা যা বলে সে কথাই আমাদের না মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকেনা। যেমন ধরুন, আপনি কি জানেন ডাইসনরা সত্যিই ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন কি না ?'

মিস প্রেসকটকে বেশ চমকে উঠতে দেখা গেল।

'আমি যতটা জানি মিঃ ডাইসনই একথা বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই বলছিলাম। হিলিংডনদের বেলাতেও বোধহয় একই কথা। আমার কথার মানে হল তারা বলেছেন তারা হ্যাম্পসায়ারে থাকেন সেই কথাটাই আপনিও বলেছেন, তাই না ?'

মিস প্রেসকটকে সত্যিই এবার ভয় পেয়েছেন মনে হল। 'আপনি কি বলতে চাইছেন ওরা সত্যিই হ্যাম্পসায়ারে থাকেন না ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'না, না, কক্ষনও না, সেকথা বলছি না,' মিস মার্পল তাড়াতাড়ি মাপ চাইবার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন। 'আমি কেবল বোঝাতে চাইছিলাম মানুষ অপরের সম্পর্কে কি জানে বা জানতে না পারে। এটা একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। যেমন ধরুন আমি বলেছি আমি সেণ্ট মেরী মীডে থাকি, জায়গাটার নাম আপনি কখনই হয়তো শোনেন নি। কিন্তু আপনাকে না বললে আপনি কখনই এ কথা জানতে পারতেন না, তাই না ?'

মিস প্রেসকট বলতে গিয়েও বললেন 'না মিস মার্পল কোথায় থাকেন তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। গ্রামের দিকে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের কোথাও এটুকুই শুধু তিনি জানেন উনি যেমন বলেছিলেন।' মিস প্রেসকট শুধু বললেন, 'ওহ, আপনি যা বলতে চাইছেন বুঝেছি। আর একথাও জানি বিদেশে থাকলে মানুষ ততটা সতর্কও থাকতে পারে না।'

'আমি কিন্তু একথা বলতে চাইনি,' মিস মার্পল বললেন।

মিস মার্পলের মনে বিচিত্র, অদ্ভুত কিছু চিন্তার ভাব নেমে উঠছিল। উনি কি সত্যিই জানেন ক্যানন প্রেসকট আর মিস প্রেসকট সত্যিই ক্যানন প্রেসকট আর মিস প্রেসকট কি না ? এটা শুধু তাদেরই কথা। একথায়

প্রশ্ন তোলার মত কোন প্রমাণ নেই। কারো মনে কোন উদ্দেশ্য থাকলে সহজেই এ ধরণের পরিচয় প্রচার করতে পারে—শুধু কুকুরের গলায় পরিচয়-পত্র ঝুলিয়ে দেওয়ার মত। পোশাক আর কথাবার্তা থাকলেই হল…।'

নিজের এলাকার যাজকদের সম্পর্কে মিস মার্পল ভালরকমই ওয়াকিবহাল, তবে প্রেসকটরা এসেছেন ডারহাম থেকে সম্ভবতঃ। তার অবশ্য সন্দেহ নেই ওরা আসলে প্রেসকট—তবে কথাটা ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে পড়ছে। এ পরিচয় ওদেরই জানানো—অর্থাৎ লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করে নেয়া।

হয়তো এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার মানুষের। হয়তো…মিস মার্পল মাথা নাড়লেন।

উনিশ ॥ জুতোর ব্যবহার

ক্যানন প্রেসকট একটু হাঁফিয়ে উঠেছিলেন সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল জলের ধার থেকে তিনি ফিরতে (বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা খুব পরিশ্রমসাধ্য কাজ)।

এরপরেই তিনি বোনের সঙ্গে হোটেলে ফিরে গেলেন জায়গাটা বড় গরম টের পেয়ে।

'কিন্তু', ওদের ফিরে যেতে দেখে সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো বলে উঠলেন,' 'সমুদ্রতীর আবার গরম হতে পারে? একেবারে বাজে কথা—তাছাড়া ওর হাত আর গলার অবস্থা লক্ষ্য করেছেন? সমস্ত আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা। অবশ্য এটাই ভাল। ওর চামড়া বীভৎস, খোসা ছাড়ানো মুরগীর মত!'

মিস মার্পল জোরে শ্বাস নিলেন। সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরোর সঙ্গে কথা বলার এই সুযোগ। দুর্ভাগ্যবশতঃ কি বলবেন তাই তিনি ভেবে পেলেন না। দুজনের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন তাতে সন্দেহ ছিল না।

'আপনার ছেলেমেয়ে আছে, সেনোরা?' মিস মার্পল খবর নিতে চাইলেন।

'তিন দেবদূত,' আঙুল চুম্বন করে বললেন সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো।

মিস মার্পল অবশ্য বুঝতে পারলেন তারা স্বর্গে না সেনোরা তাদের চরিত্রের কথাই বললেন দেবদূত বলে।

উপস্থিত একজন ভদ্রলোক স্প্যানীশ ভাষায় কিছু মন্তব্য করলে সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো ঘাড় ফিরিয়ে সুরেলা কণ্ঠে বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'উনি কি বললেন বুঝতে পারলেন?' সেনোরা মিস মার্পলকে প্রশ্ন করলেন।

'না, একেবারেই বুঝিনি,' মার্জনা চাইলেন মিস মার্পল।

'আপনার না বোঝাই ভালো হয়েছে। লোকটা ভারি দুষ্টু।'

স্পেনীয় ভাষায় দ্রুত কিছু হাসিমস্করা জেগে উঠল।

'জঘন্য—জঘন্য একদম জঘন্য,' আবার ইংরাজীতে ফিরলেন সেনোরা গম্ভীর হয়ে। 'এই যে পুলিশ আমাদের দ্বীপ ছেড়ে দিতে চাইছেনা। আমি খুব আপত্তি করলাম, চিৎকার করলাম, হাত পা ছুঁড়লাম—কিন্তু তবু ওদের এক উত্তর 'না—না। জানেন শেষকালে কি হবে—আমরা সবাই খুন হব।'

সেনোরার দেহরক্ষী তাকে সান্ত্বনা জোগাতে চাইলেন।

'যা বলছি সত্যি—আমি বলছি এখানে দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে। গোড়া থেকেই আমি জানতাম—ওই বুড়ো মেজর, কুৎসিত সেই লোকটা—ওর এক চোখ শয়তানের—মনে আছে? যে তার চোখের সামনে পড়বে—খুব খারাপ—খুব খারাপ! আমাদের দিকে যতবার তিনি তাকিয়েছেন আমি ক্রুশ এঁকেছি,' সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেখাতে চাইলেন। 'তবে ওর চোখের দৃষ্টি ট্যারা বলেই আমার দিকে কখন তাকিয়েছেন সব সময় বুঝতে পারিনি—।'

'ওঁর একটা চোখ কাচের ছিল,' মিস মার্পল বললেন। 'খুব ছেলেবেলায় খুব সম্ভব দুর্ঘটনায় চোখটা নষ্ট হয়ে যায়। এটা তার দোষ নয়।'

'তবু আমি বলছি উনি দুর্ভাগ্য বয়ে আনতেন—আমি এও বলছি ওর ওটা শয়তানের চোখ।'

সেনোরা দ্য ক্যাসপিয়েরো আবার আঙুল তুলে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। তারপর খুশি হয়েই বললেন, 'যাক তিনি মারা গেছেন—তার দিকে আর আমাকে তাকাতে হবে না। কুৎসিত জিনিসের দিকে তাকাতে ভালবাসিনা আমি।'

মিস মার্পলের মনে হল হতভাগ্য মেজর প্যালগ্রেভের সমাধির পক্ষে এ কথাটা খুবই নিষ্ঠুর সমাধিলিপি।

তীরের একটু দূরে গ্রেগরী ডাইসন জল ছেড়ে উঠে এল। লাকি বালির উপর অন্যপাশ ফিরে শায়িত। ইভিলিন হিলিংডন লাকির দিকে তাকিয়ে

দেখছিল। তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে কোন কারণ ছাড়াই মিস মার্পল একটু কেঁপে উঠলেন।

'এই রোদ্দুরে নিশ্চয়ই শীত লাগার কথা নয়, তবে এমন হল কেন,' কথাটা মিস মার্পলের মনে চকিতে জেগে উঠল।

কি যেন এক পুরনো প্রবাদ ছিল— 'তোমার সমাধির উপর হংসের পদধ্বনি'—মিস মার্পল ধীর পায়ে উঠে নিজের বাঙলোর দিকে ফিরে চললেন।

চলার মুখে তার দেখা হল মিঃ র‍্যাফায়েল আর এসথার ওয়াল্টার্সের সঙ্গে। তীরের পথ ধরে আসছিলেন তারা। মিঃ র‍্যাফায়েল তাকে দেখে চোখ টিপলেন, মিস মার্পল প্রত্যুত্তর দিলেন না সেভাবে। ব্যাপারটা তার পছন্দ হল না।

তিনি বাঙলোয় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হঠাৎই তার নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত, বয়সের ভারে বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন মনে হতে লাগলো।

তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলেন আর নষ্ট করার মত সময় একদম হাতে নেই—একেবারেই তা নেই··· বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে···সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই—মানুষ সূর্যের দিকে ঘসা কাচের মধ্য দিয়েই তাকায়—কেউ তাকে যে একটা ঘসা কাচ দিয়েছিল সেটা কোথায় গেল ?···

না, এটা বোধ হয় তার আর প্রয়োজন হবে না। সূর্যের সামনে নেমে এসেছে একটা ছায়ার আস্তরণ, ঢাকা পড়ে গেছে সূর্যের আলো। একটা ছায়া। ইভিলিন হিলিংডনের ছায়া—না, ইভিলিন হিলিংডনের ছায়া নয়—সেই ছায়া (কি যেন সেই কথাগুলো)। হ্যাঁ 'মৃত্যু উপত্যকার ছায়া'। ঠিক মনে পড়েছে। কিন্তু কি যেন—কি যেন ? মনে করতেই হবে তাকে। শয়তানের চোখ এড়ানোর জন্য ক্রুশ চিহ্ন আঁকা···মেজর প্যালগ্রেভের অশুভ চোখ···।

তার চোখের পাতা এবার উন্মুক্ত হল—তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একটা ছায়ার আবিভাব টের পাচ্ছেন তিনি—কেউ তার জানালায় উঁকি মারতে চাইছে।

ছায়াটা এবার সরে গেল—এবার মিস মার্পল বুঝতে পারলেন কার ছায়া—লোকটি জ্যাকসন।

'চরম অসভ্যতা—এভাবে কারো ঘরে উঁকি দেয়া,' ভাবলেন মিস মার্পল—সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল একেবারে জোনাস প্যাঁরীর মত।

এই তুলনা অবশ্য জ্যাকসনের পক্ষে শুভকর কিছু নয়।

এবার যে কথা তার মনে জাগলো তা হল জ্যাকসন এভাবে তার ঘরে উঁকি-

কাঁকি মারছিল কি কারণে? তিনি ঘরে আছেন কিনা জানার জন্যে? বা তিনি ঘরে থাকলেও ঘুমিয়ে রয়েছেন কিনা জানতে?

এবার দেরি না করে উঠে পড়লেন মিস মার্পল, তারপর বাথরুমে ঢুকে সতর্কভাবে জানালা দিয়ে তাকালেন।

আর্থার জ্যাকসন পাশের বাঙলোর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বাঙলোটা মিঃ র‍্যাফায়েলের। তিনি দেখলেন জ্যাকসন চারদিকে চকিত দৃষ্টি মেলে দ্রুত বাঙলোর মধ্যে ঢুকে গেল। ভারি মজার ব্যাপার মিস মার্পল ভাবলেন। এরকমভাবে তাকিয়ে দেখার মানে কি হওয়া সম্ভব? বরং সোজাসুজি মিঃ র‍্যাফায়েলের কামরায় ঢুকে যাওয়াই তো জ্যাকসনের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হতে পারত। যেহেতু বাঙলোর পিছনেই ওর নিজের ঘর। নানা কারণে সে তো বারবার যাতায়াতও করে এইভাবে। তাহলে ওই রকম অপরাধী-সদৃশ এদিক ওদিকে তাকানো কেন? 'এর একটা কারণই হওয়া সম্ভব,' নিজের প্রশ্নের নিজেই যেন উত্তর দিলেন মিস মার্পল 'সে নিশ্চিত হতে চাইছিল এই বিশেষ মুহূর্তে তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে যেহেতু সে বিশেষ কোন কিছু করতে চলেছে।

বিশেষ এই মুহূর্তে সকলেই প্রায় সমুদ্রতীরে স্নান করায় ব্যস্ত, একমাত্র যারা বাইরে গেছে তারা ছাড়া। মিনিট কুড়ির মধ্যে জ্যাকসনও সেখানে হাজির হবে মিঃ র‍্যাফায়েলের স্নানের ব্যবস্থা করার জন্যে। সে যদি কারো নজরের বাইরে থেকে বাঙলোয় কিছু করতে চায় তাহলে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে মিস মার্পল বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছেন। আর সে এটাও দেখে নিয়েছে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না যেহেতু কাছাকাছি কেউই নেই।

ব্যাপারটা যে ঠিক তা নয় সেটাই প্রমাণ করবেন ঠিক করে নিলেন মিস মার্পল।

বিছানায় বসে তিনি পা থেকে তার সুন্দর স্যান্ডাল খুলে ফেলে একজোড়া নরম রবারসোলের চপ্পল পরে নিলেন। কিন্তু সেটাও পছন্দ না হওয়ায় তিনি মাথা ঝাকালেন। চপ্পল খুলে ফেলে সুটকেস থেকে অন্য একজোড়া জুতো বের করলেন তিনি। এই জুতোর একপাটির গোড়ালিটা দরজার পাল্লায় আটকে প্রায় আলগা হয়ে গিয়েছিল। উকো ঘসে ঠিক করতে গিয়ে মিস মার্পল সেটা আরও বিপর্যয়ের মুখে এনে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত শুধু মোজা পায়েই উঠে পড়লেন তিনি। বাতাসের গতিমুখে একপাল হরিণের পিছনে ধাওয়া

করা পাকা শিকারির মতই অতি সন্তর্পনে মিস মার্পল বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুব সতর্ক ভঙ্গীতে মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের বাঙলোটা পাক খেয়ে ঘুরতে চাইলেন। তারপর সেই সতর্ক ভঙ্গীতেই বাঙলোর কোণের দিকে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে সঙ্গে হাতে করা আনা জুতো পায়ে পরে ফেললেন তিনি, জুতোর গোড়ালি একটু চেপে বসিয়েও দিলেন, তারপর সাবধানে বাঙলোর জানালার নিচে খুব সন্তর্পনে বসে পড়লেন হাঁটু মুড়ে। জ্যাকসন যদি কোন শব্দ শুনে থাকে আর জানালার কাছে এসে তাকাতে চায় তাহলে মনে করবে কোন বৃদ্ধার জুতোর গোড়ালি খুলে যাওয়ায় পড়ে গেছেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে বোঝা গেল জ্যাকসন কিছু শোনেনি।

আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পনে মিস মার্পল তার মাথা তুলতে চাইলেন। বাঙলোর জানালাগুলো সবই খুব নিচু। কিছু লতা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তিনি আস্তে মাথা তুলে ঘরের মধ্যে তাকালেন।

জ্যাকসন হাঁটুতে ভর রেখে একটা সুটকেসের সামনে উপবিষ্ট। সুটকেসের ঢাকনা খোলা। মিস মার্পল দেখতে পেলেন বিশেষ ধরনের সুটকেসই সেটা। অনেকগুলো বিশেষ মাপের খোপ রয়েছে সুটকেসের ভিতরে, যার মধ্যে চোখে পড়ছে নানা ধরনের কাগজপত্র সাজানো। জ্যাকসন কাগজগুলো চোখ বুলিয়ে দেখে চলেছিল। মাঝে মাঝে সে কোন লম্বা খাম খুলে কোন কাগজ বের করেও দেখছিল। মিস মার্পল বেশিক্ষণ থাকতে চাইলেন না জানালার পিছনে। তিনি শুধু জানতে চাইছিলেন জ্যাকসন কি করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙলোয় ঢুকেছে। ব্যাপারটা তিনি দেখে নিতে পেরেছেন। জ্যাকসন চুরি করে কাগজপত্র দেখছে। সে বিশেষ কোন কাগজ দেখার চেষ্টা করছে বা স্বভাববশতঃ সব কিছু দেখে নিচ্ছে সেকথা যাচাই করার কোন পথ তার নেই। তবে তিনি দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছেন আর্থার জ্যাকসন আর জোনাস প্যারীর মধ্যে অবয়রের সাদৃশ্যই শুধু নেই স্বভাবের মিলও যথেষ্ট।

এবার মিস মার্পলের সমস্যা হল এখান থেকে সরে যাওয়া। খুব সন্তর্পনে তিনি লতাপাতার আর ফুলের ঝোপ থেকে পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়ালেন আর জানালা ছেড়ে সরে এলেন। এরপর নিজের বাঙলোয় ফিরে জুতোটা খুলে ফেললেন। সন্দেহ দৃষ্টিতে তিনি জুতোর ফাটা গোড়ালির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভবিষ্যতে কোনদিন হয়তো আবার এটা কাজে লাগানো যাবে। খুবই কাজের জিনিস।

এরপর চপ্পল পরে মিস মার্পল তীরের দিকে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এসথার ওয়াল্টার্স তখনও জল ছেড়ে ওঠেনি। মিস মার্পল এবার সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

গ্রেগ আর লাকি সেনোরা দা ক্যাসপিয়েরোর সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় ব্যস্ত, তারা বেশ সোরগোল তুলছিল।

মিস মার্পল প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে শান্ত স্বরে মিঃ র‍্যাফায়েলের দিকে না ফিরেই কথা বলতে চাইলেন।

'আপনি জানেন জ্যাকসন আপনার কাগজপত্র হাতড়ে বেড়ায়?'

'আশ্চর্য হচ্ছিনা', মিঃ র‍্যাফায়েল উত্তর দিলেন। 'একবার ধরেও ফেলেছিলাম। আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, একটা জানালা দিয়ে দেখলাম। সে আপনার একটা সুটকেস খুলে আপনার কাগজপত্র দেখছিল।'

'নিশ্চয়ই কোনভাবে চাবি জুটিয়েছে সুটকেসের। খুব উদ্যোগী লোক বলতেই হবে। যদিও একাজে ওকে হতাশ হতে হবে। এমন কিছু ও খুঁজে পাবেনা যাতে কোনরকম কাজে লাগতে পারে ওর।'

'ও আসছে এদিকে', হোটেলের দিকে তাকানোর পর বলে উঠলেন মিস মার্পল।

'এবার আমার সেই বোকা বোকা স্নানের সময় হল।'

একটু থামলেন মিঃ র‍্যাফায়েল কথাটা বলে। তারপর শান্তস্বরে বললেন মিস মার্পলকে লক্ষ্য করে, 'আপনাকে বলছি—খুব বেশি রকম অনুসন্ধিৎসা দেখাতে চাইবেন না। এরপর আপনার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে চাই না আমরা। নিজের বয়সের কথা ভেবে সাবধানে থাকবেন। এখানে এমন একজন আছে যার বিবেক বলে কিছু নেই—কথাটা মনে রাখবেন।'

কুড়ি ॥ নৈশ বিপদ সংকেত

সন্ধ্যা নেমে এল—চত্বরে এক এক করে জ্বলে উঠতে শুরু করল আলো। অতিথিরা পান ভোজন আর আনন্দে হয়ে উঠল উচ্ছল—হয়তো এই উচ্ছলতা

আগের চেয়ে কম আর জোরালো আওয়াজও নেই যেমন ছিল কয়েক দিন আগে —স্টীল ব্যাণ্ড বেজে চলেছিল যথারীতি।

কিন্তু নাচ একটু আগেই আজ সাঙ্গ হল। হাই তুলল অতিথিদের কেউ কেউ—এবার শয্যায় আশ্রয় নেবার পালা—নিভে গেল আলো—নেমেছে অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য—ঘুমিয়ে পড়ল গোল্ডেন পাম ট্রি…।

'ইভিলিন, ইভিলিন!' কারো চাপা কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ আর অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হল। ইভিলিন হিলিংডন একটু নড়ে উঠে বালিশ নিয়ে পাশ ফিরল।

'ইভিলিন—দয়া করে একবার ওঠ।'

ইভিলিন হিলিংডন এবার তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল। ও দেখল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে টিম কেন্ডাল। ও অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো।

'ইভিলিন, দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসতে পারবে? মলি—মলি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছি না ওর কি হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ও কিছু খেয়েছে।'

ইভিলিন দ্রুত সামলে নিল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'ঠিক আছে, টিম। তুমি ওর কাছে যাও, আমি এক্ষুণি কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

টিম কেন্ডাল দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। ইভিলিন বিছানা থেকে নেমে একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে নিয়ে পাশের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল। ওর স্বামীকে মনে হল জাগানো হয়নি। সে পাশ ফিরে ঘুমে অচেতন, খুব ধীরে তার নিঃশ্বাস নির্গত হয়ে চলেছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করল ইভিলিন, তারপর ও স্বামীকে না জাগানোই মনস্থ করল। ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে বেশ দ্রুত পা চালালো ও। ক্রমে হোটেলের আসল বাড়ি ছাড়িয়ে ও টিম কেন্ডালের বাঙলো লক্ষ্য করে এগোলো। দরজার কাছেই ইভিলিনের সঙ্গে দেখা হল টিম কেন্ডালের।

বিছানায় শায়িত ছিল মলি। দুটো চোখই ওর বোঁজা আর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরনেই বুঝতে অসুবিধা হয় না সেটা স্বাভাবিক নয়। ইভিলিন সন্তর্পণে ঝুঁকে পড়ল মলির উপর তারপর তাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে কব্জি ধরে নাড়ী দেখতে চাইলো। ও মলির একটা চোখের পাতাও তুলে দেখে পাশে রাখা টেবিলের দিকে নজর দিল। টেবিলে অর্ধেক ভর্তি একখানা জলের

গ্লাস, দেখে বোঝা যায় সেটা থেকে খানিকটা জল পান করা হয়েছে। গ্লাসের পাশেই ছিল একটা খালি ট্যাবলেটের শিশি। ইভিলিন সেটা হাতে তুলে নিল।

'ওটা ওর ঘুমের ওষুধের শিশি', টিম বলে উঠল। 'শিশিটা গতকাল বা তার আগের দিনেও অর্ধেক ভরা ছিল। আমার মনে হয় ও সবগুলোই খেয়ে ফেলেছে।'

'যাও, এক্ষুণি গিয়ে ডঃ গ্রাহামকে ডেকে নিয়ে এস', ইভিলিন টিমকে বলে উঠল। 'আর যাওয়ার সময় কাউকে বলে যাও কড়া এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসতে। যতখানি কড়া করা যায় ততটাই করতে বলবে। শিগ্‌গির কর।'

টিম প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বেরোনোর মুখে ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগলো এডওয়ার্ড হিলিংডনের।

'ওহ, দুঃখিত, এডওয়ার্ড।'

'কি ব্যাপার ঘটেছে এখানে?' তীব্রস্বরে জানতে চাইলো এডওয়ার্ড। 'কি হয়েছে?'

'মলির ব্যাপার। ইভিলিন ওর কাছে আছে। আমি যাই, ডাক্তারকে ধরে আনতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে আগেই ডাক্তারের কাছে গেলে ভাল করতাম—আমি—আমি ঠিক বুঝিনি, ভাবলাম ইভিলিন বুঝবে, তাই তার কাছেই আগে যাই। মলি ডাক্তার ডাকা পছন্দ করে না তাই মনে করলাম হয়তো লাগবে না।'

প্রায় ছুটতে চাইলো টিম। এডওয়ার্ড হিলিংডন দু এক মিনিট ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘরে ঢুকল।

'কি হচ্ছে এখানে?' ও প্রশ্ন করল। 'খুব মারাত্মক?'

'ওহ, এডওয়ার্ড এসেছ? ভেবেছিলাম তুমি জেগে উঠবে। এই বোকা মেয়েটা কি সব খেয়েছে।'

'খুব খারাপ?'

'কতগুলো পিল খেয়েছে না জেনে বলা শক্ত। আমার মনে হয় না চট করে ব্যবস্থা নিতে পারলে তেমন ভয়ের কিছু নয়। আমি কফি আনতে পাঠিয়েছি। কিছুটা খাইয়ে দিতে পারলে—।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল ও এমন কাজ কেন করবে? তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না—', এডওয়ার্ড চুপ করে গেল।

'আমি কি ভাবছি না ?' ইভিলিন প্রশ্ন করল।

'পুলিশ যে তদন্ত করছে সেজন্য ও একাজ করতে চেয়েছে ?'

'হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। এ ধরনের ব্যাপারে স্নায়বিক মানুষেরা এ ধরনের কাজ করে বসতে পারে।'

'মলিকে এ রকম মনে হয় না একেবারেই।'

'বলা শক্ত', ইভিলিন বলল। 'যাদের এরকম ভাবা যায় না তারাই কখনও কখনও এরকম করে বসতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে···', আবার থেমে গেল এডওয়ার্ড।

'আসল কথাটা হল', ইভিলিন বলল, 'কেউই অপরের বিষয়ে কিছুই জানেনা।' একটু থেমে ও আবার বলল, 'এমন কি একেবারে আপনজনের সম্পর্কেও··· ।'

'এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, ইভিলিন ?'

'আমার তা মনে হয় না। মানুষ সম্পর্কে যখন কিছু ভাবো তখন সেটা তাদের যে বাতাবরণ তৈরি হয় তার উপর নির্ভর করেই ভাবো, নয়কি ?'

'আমি তোমাকে জানি', এডওয়ার্ড শান্তস্বরে বলল।

'এটা তোমার ভাবনা মাত্র।'

'না, আমি নিশ্চিত। আর তুমিও আমার বিষয়ে সব জানো।'

ইভিলিন স্বামীর দিকে তাকিয়ে মলির বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। ও এবার মলির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

'কিছু একটা দরকার। তবে ডাঃ গ্রাহাম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বোধ হয় ভাল—ওহ, ওই ওরা বোধ হয় এসে পড়েছে।'

২

'এবার ঠিক আছে, এতেই হবে', ডঃ গ্রাহাম রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিশ্চিন্তভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন।

'আপনি বলছেন ও ভাল হয়ে উঠবে, স্যর ?' টিমের গলায় উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয় নেই। আমরা সময় মতই এসে পড়েছি। যাই হোক বিপদ ঘটানোর মত বেশি পরিমাণে পিল খাননি মিসেস কেন্ডাল। তবে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবেন। তবে প্রথম দু একদিন দারুণ

খারাপ লাগবে ওর।' তিনি ওষুধের শিশিটা হাতে তুলে নিলেন। 'প্রশ্ন হল এই ওষুধ ওকে কে দিয়েছে?'

'নিউ ইয়র্কের একজন ডাক্তার। ওর ভাল ঘুম হত না।'

'বুঝলাম। আজকাল ডাক্তারেরা সহজেই এইসব জিনিস রোগীদের দিতে অভ্যস্ত। কেউই এই সব তরুণ তরুণীদের বলতে চান না যে ঘুম না এলে দু একখানা বিস্কুট খেয়ে একটু ঘোরাঘুরি করুন, বা এক পাতা চিঠি লিখে ফেলুন। এরপর দেখা যাবে ঘুম নিজে থেকেই আসবে। অথচ আমরা এসব প্রায় ভুলে গিয়ে আজেবাজে ওষুধ লিখে দিই। আপনাকে জীবন থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন বাচ্চা কাঁদলে তাকে কিছু খেতে দেবেন, কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে তো তা হবে না।' কথাটা শেষ করে হাসলেন ডঃ গ্রাহাম। এবার তিনি বললেন, 'বাজী রাখতে পারি মিস মার্পলকে যদি প্রশ্ন করেন ঘুম না এলে তিনি কি করেন তাহলে তিনি বলবেন তিনি মনে মনে ভেড়া গুণতে থাকেন।' কথা শেষ করে তিনি পাশের বিছানার দিকে তাকালেন। মলি নড়ে উঠেছে। ওর চোখ খোলা। সে ওদের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকালো। কাউকে চিনতে পারার কোন ইঙ্গিত সে দৃষ্টিতে ছিল না। ডঃ গ্রাহাম মলির হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে।

'কি ব্যাপার বলুন তো, নিজেকে নিয়ে কি করেছিলেন?'

মলি চোখ পিট পিট করলেও কোন কথা বলল না।

'একাজ কেন করেছিলে, মলি? আমায় বল, কেন?' টিম ওর অন্য হাত ধরে বলল।

তবুও মলির চোখ সরলো না। কারো উপর ওর যদি দৃষ্টি পড়ে থাকতে পারে সে হল ইভিলিন হিলিংডন। সে দৃষ্টিতে সামান্যতম প্রশ্নের সংকেত থাকলেও থাকা সম্ভব তবে তা বলা কঠিনই ছিল। প্রশ্ন ছিল বুঝেই যেন কথা বলল ইভিলিন।

'টিম এসে আমায় ডেকে আনে,' ও বলল।

মলির নজর এবার পর্যায়ক্রমে ঘুরে টিমের উপর থেকে ডঃ গ্রাহামের উপর পড়ল।

'আর চিন্তা নেই, ভাল হয়ে উঠবেন,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'তবে একাজ আর করবেন না যেন।'

'ও এটা করতে চায়নি,' শান্তস্বরে বলল টিম। 'আমি ঠিক জানি ও করতে চায়নি। ও একটু ভাল করে ঘুমোতেই চেয়েছিল রাত্রিতে। হয়তো

প্রথমে পিল খেয়ে কাজ না হওয়ায় ও আরও কয়েকটা খায়। তাই কি, মলি

খুব ধীরে মাথা নাড়ল মলি।

'তুমি—তুমি বলছ ইচ্ছে করেই ওগুলো খেয়েছিলে?' টিম প্রশ্ন করল।

এবার কথা বলল মলি। 'হ্যাঁ' ও বলল।

'কিন্তু কেন, মলি? কেন?'

চোখের পাতা ওঠানামা করল। 'ভয়ে'। ক্ষীণ কণ্ঠ জেগে উঠল।

'ভয়? কিসের ভয়?'

কিন্তু মলির চোখের পাতা বুঁজে গেল।

'ওকে এই ভাবেই থাকতে দেয়া দরকার.' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

কিন্তু টিম এবং ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'কিসের ভয়? পুলিশের? ওরা তোমাকে তাড়া করছে নানা প্রশ্ন করে? অবাক হচ্ছিনা! যে কোন মানুষই এতে ভয় পেয়ে যাবে। এটাই ওদের নীতি বোধ হয়। কেউ শুধু একবারের জন্যও ভাবেনা—.' আচমকা থেমে গেল ও।

ডঃ গ্রাহাম হাত তুলে দৃঢ় ভঙ্গীতে ওকে থামতে বলেছিলেন।

'আমি ঘুমোতে চাই,' মলি বলে উঠল।

'আপনার পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল.' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলে বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করল।

'উনি ঘুমোতে পারবেন. এটাই দরকার.' ডঃ গ্রাহাম আবার বললেন।

'আমার কিছু করার আছে?' টিম জানতে চাইলো। ওকে দেখে যেন অসুখে থেকে ওঠা একজন মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল।

'যদি মনে করো তাহলে আমি থাকতে পারি মলির কাছে, ইভিলিন বলল।

'ওহ না। সব ঠিক আছে.' টিম বলে উঠল।

ইভিলিন মলির কাছে এগিয়ে গেল। 'তোমার কাছে থাকব, মলি?'

আবার চোখের পাতা খুলে গেল মলির। ও বলল, 'না,'। তারপর একটু থেমে বলল. 'শুধু টিম।'

টিম এসে মলির বিছানায় বসল।

'আমি এই তো রয়েছি, মলি,' ও বলে মলির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'তুমি এবার ঘুমোও। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না।'

মৃদু শ্বাস ছেড়ে চোখ বুঁজল মলি।

ডঃ গ্রাহাম বাঙলোর বাইরে একটু দাঁড়ালেন, হিলিংডন দম্পতিও তার সঙ্গে ছিল।

'আমার আর কিছুই করার নেই তাহলে, ডঃ গ্রাহাম ?' ইভিলিন প্রশ্ন করল।

'আমার মনে হয় না, ধন্যবাদ, মিসেস হিলিংডন। স্বামীর সঙ্গে থাকাই ওর পক্ষে ভাল। মনে হয় আগামীকাল আবার—এই হোটেল চালাবার কথাও তো ওকে ভাবতে হবে—আমার মনে হয় সে সময় মিসেস কেণ্ডালের কাছে কারো থাকা দরকার।

'আপনার কি মনে হয় ও আবার এরকম কিছু করতে পারে ?' এডওয়ার্ড হিলিংডন প্রশ্ন করল।

গ্রাহাম বিরক্তভাবে কপাল মুছলেন।

'এধরনের ঘটনায় কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে বলতে গেলে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আপনি নিজেই দেখেছেন নিরাময়ের কাজ কি ধরনের যন্ত্রণাদায়ক। তবে এ কথাও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারা কঠিন। উনি হয়তো আরও কিছু ওই জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকতে পারেন।'

'মলির মত মেয়ে কোনদিন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে পারে একেবারে ভাবিনি.' এডওয়ার্ড হিলিংডন বলল।

গ্রাহাম শুষ্ক স্বরে বললেন, 'যারা আত্মহত্যা করব বলে ভয় দেখাতে চায় তারা মনে রাখবেন, আত্মহত্যা করে না সচরাচর। যারা এটা করে না তারাই আত্মহত্যা করে। তারা এই ভাবেই নাটকীয়তা তৈরি করে আর সমাজেও বহাল তবিয়তে থেকে যায়।

'মলিকে সব সময়েই কত হাসিখুশি উজ্জ্বল মেয়ে বলে মনে হয়েছে। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে—' একটু ইতস্ততঃ করল ইভিলিন—'কথাটা আপনাকে বোধ হয় আমার বলা দরকার, ডঃ গ্রাহাম।' ইভিলিন এবার তাকে ভিক্টোরিয়া মারা যাওয়ার দিন রাত্তিরে মলির সঙ্গে যে ওর কথাবার্তা হয়েছিল তা আনুপূর্বিক বলে গেল। ইভিলিনের কথা শেষ হওয়ার পর ডঃ গ্রাহামের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'কথাগুলো আমাকে জানানোর জন্য ধন্যবাদ, মিসেস হিলিংডন। এটা বেশ স্পষ্ট যে সমস্ত ঘটনার মধ্যে বেশ গভীরে প্রোথিত কোন গণ্ডগোলের বীজ রয়ে গেছে। হ্যাঁ, কাল সকালে মিসেস কেণ্ডালের স্বামীর সঙ্গে কিছু কথা বলব আমি এ নিয়ে।'

৩

'কেন্ডাল, আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে অত্যন্ত জরুরী কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

ডঃ গ্রাহাম টিমের অফিসে বসে কথা গুলো বললেন। ইতিমধ্যে—ইভিলিন হিলিংডন মলির কাছে তার দেখাশোনার জন্য হাজির হয়েছিল। ল্যাকিও আসবে বলে জানিয়ে রেখেছিল। মিস মার্পলও যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বেচারা টিমের অবস্থাটাই ঘোরালো—একদিকে হোটেলের দায়িত্ব অন্য দিকে স্ত্রী। সে এই টানাপোড়েনে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল।

ডঃ গ্রাহামের প্রশ্ন শুনে টিম বলে উঠল, 'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। মলিকে প্রায় বুঝতে পারছি না। ও একেবারে বদলে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার ছাড়া কি ভাববো বলুন?'

'শুনলাম উনি কিছুদিন ধরে দুঃস্বপ্ন দেখে চলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন ধরে ও কথাটা আমাকে বলছিল।'

'কতদিন ধরে?'

'ওহ, সেটা বলতে পারবো না। ধরুন—তা প্রায় একমাস হবে, বা তার চেয়েও বেশিদিন। ও—মানে আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, এগুলো নিছক একধরণের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না, বুঝেছেন?

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে সেটা আপনারা সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেন নি। আর তা হল মিসেস কেন্ডাল কোন লোক সম্পর্কে ভীত। এ ব্যাপার নিয়ে উনি কিছু বলেছেন আপনাকে?

'মানে—হ্যাঁ, বলেছে। দু একবার কথাটা জানিয়ে ও বলে যে কেউ যেন ওকে অনুসরণ করে।'

'আহ। ওঁর উপর কেউ গোয়েন্দাগিরি করছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাটাই ও ব্যবহার করেছিল একবার। ও বলেছিল ওরা ওর শত্রু, আর তারা এখানেও ওকে অনুসরণ করে এসেছে।'

'মিসেস কেন্ডালের কোন শত্রু আছে কিনা জানেন আপনি?'

'না। কোন শত্রু থাকার কথাই নেই।'

'আপনাদের বিয়ের আগে ইংল্যান্ডে ঘটে থাকতে পারে এ রকম কোন ঘটনার কথা আপনার জানা আছে?'

'ওহ, না, এরকম কিছু ঘটেনি। মলি ওর আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে

ম্যানিয়ে নিতে পারত না, ব্যাস এইটুকুই। ওর মা কিছুটা ছিটগ্রস্ত মহিলা, তার সঙ্গে থাকা খুব কঠিন ছিল, তাছাড়া…।'

'বংশে কোন রকম মানসিক রোগের কথা শোনা গেছে ?'

টিম সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই মুখ খুলেই আবার বন্ধ করল। একটা কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল ও।

ডাক্তার এবার বললেন, 'আমি এটা জানতে চাই, টিম। একথা আমাকে জানানো ভাল যদি এধরণের কিছু থাকে।'

'মানে—হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, ছিল। খুব মারাত্মক কিছু না। যতদূর শুনেছি ওর এক পিসীমা ছিলেন একটু ক্যাপাটে গোছের। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। এ ধরণের ব্যাপার আমার মনে হয় যে কোন পরিবারেই ঘটে থাকে।'

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনা, টিম, তবে এরকম হলে কিছুটা মানসিক এলোমেলো ভাব জেগে ওঠা সম্ভব যেমন ভেঙে পড়া বা কোন অদ্ভুত কিছু কল্পনা করা। এটা ঘটে কোন বিশেষ চাপ দেখা দিলে।'

'সত্যি বললে আমি তেমন কিছু জানিনা, টিম বলল এবার।' 'তাছাড়া মানুষ সব সময় তাদের পরিবারের ইতিহাসের সব কথা খুলে বলতে চায় না।'

'না, না, এটা ঠিক কথা। মলির কোন আগের বন্ধু ছিলনা ? যেমন আগে কারো বাগদত্তা ছিল কিনা যে ওকে ভয় দেখাতে পারে ঈর্ষা বশতঃ। এ ধরণের কিছু ছিল ?'

'আমার জানা নেই। মনেও হয় না। তবে মলি আমি এসে পড়ার আগে একজনের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা দিয়েছিল। যতদূর জানি ওর বাড়ির সকলে এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। আর মনে হয় মলি তাকে বিয়ে করার জন্য দৃঢ়তা দেখায় বিশেষ করে বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধতা করা আর তাদের অগ্রাহ্য করতেই।' সামান্য হাসি জাগলো টিমের মুখে। 'বয়স কম থাকলে কি হয় নিশ্চয়ই জানেন। কেউ কোন ব্যাপারে বেশি আলোচনা করলে আপনার তাকেই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হবে, সে যেই হোক না কেন।'

ডঃ গ্রাহামও হাসলেন। 'হ্যাঁ, এধরণের ব্যাপার চোখে পড়ে। ছেলেমেয়ে-দের আপত্তিকর বন্ধু বান্ধবীদের ব্যাপারে বোধ হয় নাক না গলানোই ভাল। তাদের মধ্যেই ওরা বয়স প্রাপ্ত হতে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, সেই লোকটি কি মলিকে কোন রকম ভয় দেখাতে চেয়েছে কোন রকম ?,

'না, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। এ ধরণের কিছু হলে ও নিজে অবশ্যই আমায় জানাতো। ও যা বলেছে তাহলে লোকটির প্রতি ওর ছেলেমানুষী আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে তার বদনাম থাকার জন্যই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। এটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। এবার আর একটা কথা। তোমার স্ত্রী জানিয়েছে মাঝে মাঝেই ওর সব অন্ধকার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিছু সময় সম্পর্কে ওর কোন হিসাব থাকে না ওর। সে সময় ও কি করেছে মনে আনতে পারে না। একথা তোমার জানা আছে, টিম?'

'না,' টিম আস্তে আস্তে বলল। 'না, এটা আমার জানা নেই। ও আমাকে কখনও বলেনি। তবে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ও যেন মাঝে মাঝে কি রকম অস্পষ্ট কথাবার্তা বলতে চায় ···

একটু চিন্তা করল টিম, তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। এবার বুঝতে পারছি মাঝে মাঝেই ছোট খাটো ব্যাপারে ও কেন ভুল করত বা কটা বেজেছে সে কথাও ও ভুলে যেত। আমি ভাবতাম ও একটু অন্যমনস্ক।'

'এ সব কথাবার্তা থেকে যা বুঝতে পেরেছি, তাহল, টিম, আমার পরামর্শ হল তোমার স্ত্রীকে এখনই কোন বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে দেখানো। এটা অত্যন্ত জরুরী।'

টিম প্রায় রেগে গেল।

'তার মানে আপনি বলছেন ওকে কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যাওয়া?'

'শোন, শোন, এই সব ছাপ দেখে ঘাবরে যেও না। কোন স্নায়ুবিশেষজ্ঞ বা মনোবিদ, এই ধরণের কাউকে দেখানো দরকার। যারা বলতে পারবেন সাধারণ মানুষ যাকে স্নায়ুর রোগ বলে তাই হয়েছে কিনা। এই রকম একজন ভাল বিশেষজ্ঞ কিংস্টনে আছে। এছাড়া নিউ ইয়র্কে তো রয়েছেই। কোন বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর ওই স্নায়বিক রোগ থেকে ভয় জন্মেছে। এমন কিছু যা সে নিজেই জানেনা। ওর সম্পর্কে পরামর্শ নাও, টিম। যত তাড়াতাড়ি পারো এটা নাও।'

টিমের কাঁধ চাপড়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার।

'আপাতত কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার স্ত্রীর দেখাশোনা করার জন্য ভালো বন্ধুরা রয়েছেন, আশা করি তারা ভাল করেই ওর ওপর নজর রাখবেন।'

'ও—ও আবার এধরনের কাজ করবে না তো ?'

'এটা খুবই অসম্ভব বলেই মনে করি,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি কই ?' টিম বলল।

'কেউই নিশ্চিত হতে পারে না,' ডঃ গ্রাহাম উত্তর দিলেন। 'আমার পেশায় এটাই প্রথম শিক্ষা।' তিনি আবার টিমের কাঁধে হাত রাখলেন। 'এ নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কথাটা বলা খুব সহজ,' টিম আপন মনে বলল ডাক্তার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে। 'ভাববো না, বটে তো! আমি কি দিয়ে তৈরি ভেবেছেন ভদ্রলোক ?'

একুশ ॥ প্রসাধনী সম্পর্কে জ্যাকসন

'কিছু মনে করছেন না তো ; মিস মার্পল, সত্যি বলছেন ? ইভিলিন হিলিংডন বলে উঠল।

'না, সত্যিই কিছু মনে করছি না,' মিস মার্পল বললেন। 'কোন কাজে লাগছি ভেবে বরং খুশিই হয়েছে। আমার এই বয়সে মনে পৃথিবীতে কোন দামই আমার নেই বলে ভাবি মাঝে মাঝে। বিশেষ করে এরকম একটা জায়গায় এসে। এখানে শুধু আনন্দ করে বেড়ানো ছাড়া কাজ থাকে না। কোন দায় দায়িত্বও নেই। সত্যিই মলির কাছে থাকতে পেরে আমি খুশিই হব। আপনি আপনার সেই ভ্রমনে যেতে পারেন কোন ভাবনা নেই। পেলিক্যান পয়েন্টে তো ?

'হ্যাঁ', ইভিলিন বলল। 'এডওয়ার্ড আর আমি দুজনেই দারুণ ভালবাসি ওখানে যেতে। পাখিরা উড়ে এসে জলে ছোঁ মেরে মাছ ধরছে, এ দৃশ্য দেখে দেখে মন ভরে না, ক্লান্তও লাগে না। টিম মলির কাছে রয়েছে। তবে ওর তো ঢের কাজ রয়েছে অথচ মলিকে ও একা রেখে যেতেও চাইছে না।'

'সেটা ঠিকই করেছে ও', মিস মার্পল বললেন। আমিও ওর জায়গায় থাকলে এটা করতাম না। বলা তো যায় না, তাই না ? কেউ ওই ধরণের কাজ যখন একবার করেছে তখন—ঠিক আছে আপনি এগোন, কোন ভাবনা নেই।'

ইতিমধ্যে ওর জন্যে যারা অপেক্ষায় ছিল তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল। ওর স্বামী, ডাইসনেরা আর আরও তিন চার জন অপেক্ষায় ছিল ওর জন্য। মিস মার্পল তার সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে দেখে নিয়ে সব ঠিক আছে মনে করেই কেন্ডালদের বাঙলো লক্ষ্য করে পা চালালেন। একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতে মিস মার্পল আধ খোলা জানালার মধ্য দিয়ে টিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

'একাজ কেন করেছিলে যদি আমাকে বলতে, মলি। কেন, কিসের জন্যে? আমি কিছু অন্যায় করেছি তাই? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। শুধু একবার যদি বলতে।'

মিস মার্পল দাঁড়িয়ে পড়লেন। মলির উত্তর দেবার আগে একটু সময় কেটে গেল। ওর গলায় ক্লান্তি আর নিরুত্তাপের ছোঁয়া।

'জানিনা, টিম—সত্যিই জানিনা। আমার মনে হচ্ছে—আমাকে কিছু একটা চেপে ধরেছিল।'

মিস মার্পল জানালায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

'ওহ, মিস মার্পল এসে গেছেন। সত্যিই আপনি সদাশয়।'

'না, না, একথা বলবেন না,' মিস মার্পল বললেন। 'যে কোন সাহায্য করতে পারলে খুব খুশি হব। তাহলে এই চেয়ারে বসি। আজ তোমাকে খুব ভাল লাগছে, মলি। খুব আনন্দ হল।'

'আমি ভালই আছি', মলি বলল। 'খুব ভাল লাগছে—শুধু শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

'আমি কথা বলবো না', মিস মার্পল বললেন। 'তুমি চুপচাপ শুয়ে থেকে বিশ্রাম নাও। আমি সেলাই করে যাবো।'

টিম কেন্ডাল মিস মার্পলের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে বেরিয়ে গেল। মিস মার্পল চেয়ারে বসে পড়লেন।

মলি বাঁ দিকে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। ওর দৃষ্টিতে কিছুটা ক্লান্ত আর ভীত ভাব জেগে উঠেছিল। কণ্ঠস্বরও প্রায় চাপা ফিসফিসানির মত শোনালো ও যখন কথা বলল।

'আপনার খুব সদাশয়তা, মিস মার্পল। আমি—আমি একটু ঘুমোবো।'

পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল মলি।

মলির শ্বাস প্রশ্বাস একটু নিয়মিত মনে হলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে হয়নি বুঝতে পারা যাচ্ছিল। দীর্ঘকালের সেবাব্রতের অভিজ্ঞতা থাকার

জনাই মিস মার্পল আপনা থেকেই মলির বিছানার চাদর টান টান করে গদীর নিচে গ‍ুঁজে দিলেন। কাজটা করতে গিয়ে গদীর নিচের কঠিন কোন কিছু তার হাতে লাগল। একটু আশ্চর্য হতেই তিনি জিনিসটা টেনে বের করলেন। প্রায় চৌকো আকার সেটার। আসলে সেটা একখানা বই। মিস মার্পল একবার দ্রুত দৃষ্টি ফেললেন বিছানায় শায়িত মলির দিকে। সে নিস্পন্দ হয়েই শায়িত, আপাত দৃষ্টিতে অবশ্যই নিদ্রিত। মিস মার্পল বইখানার মলাট উল্টে দেখতে চাইলেন। তিনি যা দেখলেন তা হল বইখানা স্নায়ুরোগ সংক্রান্ত। বইখানা এমন কোন জায়গায় পাওয়া গেল যেখানে পরিষ্কার ভাবেই শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হওয়ার আশঙ্কা আর মানসিক ব্যাধির নানা উপসর্গ।

বইখানা খুব উঁচুমানের কোন বই নয়, তবে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি করার মত করেই রচিত। কয়েকটা পাতায় চোখ বোলানোর পরেই মিস মার্পলের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। কয়েক মিনিট পর তিনি বই বন্ধ করে চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে নিচু হয়ে বইখানা যেখান থেকে বের করেছিলেন সেখানেই আবার সেই গদীর তলাতে ঢুকিয়ে রাখলেন।

এবার একটু ধাঁধায় পড়েই মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল ও তারপর নিঃশব্দে উঠে জানালার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কি ভেবে তিনি দ্রুত একটু পিছনে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন মলি চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল আর তা দ্রুত আবার বন্ধও হয়ে গেল। দু এক মিনিট মিস মার্পল বুঝতেই পারলেন না ব্যাপারটা তিনি ঠিক দেখলেন তার মনের কল্পনা। মলির ও তীক্ষ্ণ, সজাগ দৃষ্টি! মলি সত্যিই ঘুমিয়েছিল না এর সবটাই ভান? আর সেটা হলেও তা স্বাভাবিক। হয়তো সে ভাবছে সে জেগে আছে দেখলে মিস মার্পল হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। নিশ্চয়ই এই রকম কিছু।

তবু তিনি কি মলির দৃষ্টির মধ্যে কোন ধূর্ততার স্পর্শ টের পেয়েছেন? সে দৃষ্টান্ত খুবেই অসন্তোষের ছায়া স্পষ্ট। এটা কারো পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। মিস মার্পল এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। যে এটা জানা কারো পক্ষে অসম্ভব।

তিনি শুধু ঠিক করলেন যত তাড়াতাড়ি পারেন একবার ডা গ্রাহামের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি এবার নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। মিস মার্পল

আরও পাঁচ কি ছ' মিনিট অপেক্ষা করলেন যাতে মলি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। একটু পরেই তার নজরে এলো মলির শ্বাস-প্রশ্বাস বেশ স্বাভাবিক আর সেও নিস্পন্দ। ঘুমিয়ে না পড়লে কারোই এভাবে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। মিস মার্পল আবার উঠে পড়লেন। তার পায়ে আজ সেই চপ্পল। এরকম আবহাওয়ায় এটা খুবে উপযোগী।

শোবার ঘরে একটু পায়চারি করার পর মিস মার্পল দুদিকের জানালার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন।

হোটেলের সামনের অংশকে শান্ত আর জনহীন বলেই তার মনে হল। মিস মার্পল আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসবেন কিনা একটু ভাবলেন। তখনই তার মনে হল বাইরে যেন 'খুট' করে মৃদু কোন শব্দ জেগে উঠল। জুতোর শব্দ ? কেউ ঘোরাফেরা করছে এখানে ? মিস মার্পল মনস্থির করে জানালার পাল্লা সামান্য উন্মুক্ত করে বাইরে চলে এলেন, তারপর ভিতরে লক্ষ্য করে কিছু বলতে চাইলেন।

'সামান্য একটু ঘুরে আসছি, বুঝেছ। যাবো আর আসবো,, তিনি বললেন। 'বাঙলোতেই যাবো, কোথায় যে সেলাইয়ের নকশাটা ফেলে এলাম। সঙ্গে এনেছি বলেই তো জানতাম। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঠিক থেকো কিন্তু। পারবে তো ?' এবার তিনি স্বগতোক্তি করলেন,' ও সত্যিই ঘুমিয়ে রয়েছে। ভালই হল।'

তিনি নিঃশব্দে সামনের ফাঁকা জায়গা বরাবর এগোতে চাইলেন তারপর সিঁড়ি বেয়ে ডান দিকের পথ ধরলেন। চলার পথে তাকে পেরোতে হল কিছু হিবিসকাসের ঝোপ। কেউ যদি মিস মার্পলকে এ সময় লক্ষ্য করত সে আশ্চর্য হয়ে যেত মিস মার্পলকে বারবার ফুলের ঝোপে তীব্র দৃষ্টি ফেলতে দেখে।

মিস মার্পল ফুলের ঝোপ পেরিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে বাঙলোর পিছনে পৌঁছলেন তারপর সামনে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে আবার ভিতরে ঢুকলেন। এটা সোজা চলে গেছে একখানা ছোট ঘরে' যেখর টিম মাঝে মাঝে অফিসঘর হিসেবে ব্যবহার করে। সেখান থেকে চলে যাওয়া যায় মূল শোবার ঘরে।

ঘরটার পরদা ঝোলানো থাকায় বেশ ঠাণ্ডা। মিস মার্পল চারপাশে তাকিয়ে একটা পরদার আড়ালে আত্মগোপন করলেন। এবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে শুরু করলেন তিনি। ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে কেউ মলির ঘরে ঢুকেছে কি না। প্রায় পাঁচ কি ছ' মিনিট পরেই মিস

মার্পল যা দেখতে চাইছিলেন তাই দেখতে পেয়ে গেলেন।

শুধু নির্খুঁত পোশাক পরিহিত জ্যাকসনের কাঠামো নজরে পড়ল মিস মার্পলের। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল জ্যাকসন। ব্যালকনির সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালো জ্যাকসন। তারপর আধখোলা জানালায় আঙুলে টোকা দিতে চাইলো। মিস মার্পল কোন সাড়া টের পেলেন না। অন্ততঃ তার কানে এলোনা। জ্যাকসন ধূর্ত দৃষ্টিতে ওর চারদিক একবার জরিপ করে নিল, পরমুহূর্তে সে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল।

মিস মার্পল সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঘর খানার গায়ে লাগানো বাথরুমের দরজার কাছে হাজির হলেন। তার ভ্রূ আশ্চর্য হওয়াতেই সামান্য কুঁচকে গেল। দু এক মিনিট কিছু ভাবতে চাইলেন তিনি তারপর সরু লাগোয়া পথ পেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

জ্যাকসন হাত ধোয়ার বেসিনের উপরের তাকে নজর বুলিয়ে চলেছিল। মিস মার্পলকে দেখে সে একটু হকচকিয়ে গেছে বোঝা গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

'ওহ,' ও বলে উঠল, 'আমি—আমি, মানে···।'

'মিঃ জ্যাকসন,' দারুণ আশ্চর্য হয়ে বললেন মিস মার্পল।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি এখানে কোথাও থাকবেন,' জ্যাকসন বলল এবার।

'কিছু চাইছিলেন বুঝি ?' মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

'আসলে,' জ্যাকসন বলল, 'আমি মিসেস কেন্ডালের মুখে মাখার ক্রীমটা দেখতে চাইছিলাম। মানে উনি কোন ব্রান্ড ব্যবহার করেন।'

মিস মার্পল মনে মনে জ্যাকসনের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না, জ্যাকসনের হাতে দেখাও যাচ্ছিল এক কৌটো মুখে ব্যবহারের ক্রীম। সে এটাই কাজে লাগিয়েছে তৎপরতার সঙ্গে।

কৌটো নাকের কাছে এনে জ্যাকসন এবার বলল, 'চমৎকার গন্ধ। এধরণের জিনিস খুবই ভাল। সস্তার ক্রীম থাকলেও তাতে বোধ হয় ক্ষতি হয়। আছাড়া সকলের চামড়ায় কাজও দেয় না। কোনটায় আবার দেখা দেয় নানা ধরণের ফুটি, ফুসকুড়ি এই ধরনের চর্মরোগ। মুখে ব্যবহারের পাউডারের বেলাতেও একই ব্যাপার।'

'এ বিষয়ে আপনার বেশ জ্ঞান আছে মনে হচ্ছে,' মিস মার্পল বললেন।

'এই সব জিনিস তৈরির কারখানায় কিছু কাল কাজ করেছিলাম,' জ্যাকসন

জানালো। 'প্রসাধনীর বিষয়ে সেখানে অনেক কিছু শেখা যায়। চমৎকার শিশি বা কৌটোতে ভরার পর ভাল করে প্যাকেটে পুরে বাজারে ছাড়ুন, দেখবেন মহিলারা কি ভাবে হামলে পড়েন। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার, যাই বলুন।'

'আপনি এটার জন্যেই—' মিস মার্পল ইচ্ছে করেই ওকে বাধা দিলেন।

'না, ঠিক তাই নয়, আমি প্রসাধনী নিয়ে কথা বলার জন্য অবশ্য এখানে আসিনি।' স্বীকার করল জ্যাকসন।

'হুঁ, মিথ্যে ওজোর তৈরি করার মত সময় পাওনি,' মনে মনে ভাবলেন মিস মার্পল। 'দেখা যাক আর কি এসব থেকে বেরিয়ে আসে।'

'আসল ব্যাপারটা হল, 'মিসেস ওয়াল্টার্স' যেদিন তার লিপস্টিক মিসেস কেন্ডালকে দিয়েছিলেন। আমি সেটাই ওর জন্য নিয়ে যেতে এসেছিলাম। জানালায় শব্দ করে দেখলাম মিসেস কেন্ডাল ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাই ভেবেছিলাম বাথরুমে গিয়ে যদি একবার দেখি ওটা সেখানে রয়েছে কিনা।'

'বুঝেছি,' মিস মার্পল বললেন। 'তা সেটা পেলেন ?'

মাথা ঝাঁকালো জ্যাকসন। 'বোধ হয় মিসেস কেন্ডালের হাতব্যাগেই রয়েছে। থাক, মিসেস ওয়াল্টার্স অবশ্য সেভাবে বলেন নি। উনি শুধু কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন।' জ্যাকসন বাকি প্রসাধনী গুলো তাকিয়ে দেখতে লাগল। 'খুব বেশি কিছু অবশ্য উনি ব্যবহার করেন না দেখতে পাচ্ছি, তাই না ? ওঁর বয়স অনুযায়ী দরকারও হয় না স্বাভাবিক চামড়াই ওঁর ভাল।'

'সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা দৃষ্টিতেই আপনার মেয়েদের দেখা উচিত,' মিস মার্পল মিষ্টি গলায় বললেন এবার।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। তবে আমার মনে হয় নানা কাজে জড়িয়ে থাকলে মানুষের নজরও বদলে যায়।'

'ওষুধ বা ভেষজের ব্যাপারে আপনি ভাল জানেন ?'

'ও হ্যাঁ, ভালই জানি। কাজ চলার মত ধারণা আছে আমার। যদি বলেন তাহলে বলতে পারি আজকাল একধরণের নানা কিছু বাজারে ছড়িয়ে রয়েছে। বেদনা নাশক, নানা ধরণের পিল, অলৌকিক শক্তির ওষুধ কি নেই, বলুন। ঠিক মত ব্যবস্থাপত্রের মধ্য দিয়ে এসব দিয়ে থাকলে ভালই। তবে মুশকিল হল, ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই এ গুলো বাজারে অঢেল পাবেন আপনি। এসবের কোন কোনটা আবার বিপজ্জনকও।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই,' মিস মার্পল বললেন। 'আমিও সেটা জানি।'

'এগুলো থেকে আবার,' জ্যাকসন ব্যাখ্যা করল, 'নানা রকম গোলমালও দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে মানুষের ব্যবহারে এর প্রতিক্রিয়াও ঘটে। অল্পবয়সীদের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব পাগলামি চোখে পড়ে তা এসব থেকেও হতে পারে। এর কোনটা স্বাভাবিক নয়। কিশোর কিশোরীরা এই সব মাদক হিসেবে খেতে অভ্যস্ত। তবে এসব তো আর নতুন কিছু বলা যাবে না, যুগ যুগ ধরেই এ গুলো ছিল। প্রাচ্যের কথাই ধরুন—অবশ্য আমি সেখানে যাইনি—তবে শুনেছি এ সব দিয়ে মজার সব ব্যাপার সেখানে হয়। জেনে অবাক হয়ে যাবেন আপনি ওইসব দেশের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কি খাওয়ায়। যেমন ধরুন, ভারতে, প্রাচীনকালের সেই খারাপ দিনগুলোর কোন তরুণী স্ত্রীর বুড়ো স্বামী থাকলে সে যা করতে চাইতো। তবে স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেতে তাকে মেরে ফেলতে নয়, তাহলে তাকে হয় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত না হয় সমাজে আর পরিবারে পতিত বলে ধরে নেয়া হত। ওই সব কালে বিধবা হওয়ার যন্ত্রণা বড় ভীষণ ছিল। তাই কোন স্ত্রী চাইত বৃদ্ধ স্বামীকে ওষুধ দিয়ে বশে রাখতে, প্রায় আধ পাগল অবস্থায় এনে ফেলতে চাইত তাকে, সে নানা রকম দৃশ্য দেখতে, প্রায় ক্ষ্যাপার পর্যায়ে আর কি, শুধু প্রাণটাই টিঁকে থাকত,' মাথা নাড়ল জ্যাকসন। 'খুব নোংরা কাজ, যাই বলুন।'

মিস মার্পল সাগ্রহে শুনে চলেছিলেন।

জ্যাকসন আবার বলে চলল, 'তাছাড়া ছিল ডাইনি। এই ডাইনীদের নিয়ে আবার নানা রকম উদ্ভট সব কাহিনীও আছে। কেন তারা সব সময় স্বীকার করে তারা ডাইনী, তারা নাকি ঝাঁটায় চড়ে ডাইনীদের ছুটি কাটাতে কোন বিশেষ জায়গায় হাজির হয়, এই সব।'

'অত্যাচারের ব্যাপারও ছিল?' মিস মার্পল বললেন।

'এরকম সব সময় ছিল না,' জ্যাকসন বলল। 'তবে ছিল তাও ঠিক। আর অত্যাচারের কথাটা জানাতে পারা যেত কেউ তা প্রকাশ করলে। অত্যাচারের কথাটা বলার চেয়ে তারা এটাকে গৌরবের ব্যাপার বলেই ভাবতে চাইত। এই সব ডাইনীরা আবার একধরনের মলম গায়ে মাখত। এর নাম দিয়েছিল তারা 'প্রলেপ'। এর কিছু কিছু তৈরি করা হত বেলেডোনা, অ্যাট্রপিন এই সব ভেষজ থেকে। এ গুলোর কিছু যদি চামড়ার উপর প্রলেপ দেখা যায় তাহলে নিজেকে হালকা মনে হবে, নানা অলীক জিনিস দেখতে থাকবেন—

মনে হবে ডানা মেলে আকাশে উড়ে চলেছেন। যাদের এ রকম কিছু ঘটত তারা ভাবত সত্যিই এ সব ঘটেছে, কোরিয়া। এর সঙ্গে আবার সেই খুনেদের কথাও বিবেচনা করে দেখে নিন—এরা আবার সব মধ্যযুগের মানুষ। এরা ছিল সিরিয়া। লেবানন এই সব জায়গায়। তারা আবার খাওয়াতে চাইত ভারতীয় শন জাতীয় জিনিস, এটা খাওয়ানোর পর হতভাগ্যেরা যেন স্বর্গে বিচরণ করতে শুরু করত, চারপাশে তাদের সুন্দরী পরীর দল। ওরা বলতে চাইতো মৃত্যুর পর তাদের এমনই ঘটবে তাই তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে বলি দিত। না, না, ভাববেন না আমি এ সব বাড়িয়ে রঙ চড়িয়ে বলছি, সত্যিই এ ধরনের ব্যাপার ছিল'

'এ সব থেকে বুঝতে পারা যায়,' মিস মার্পল বললেন,' 'মানুষ সেকালে সহজেই সব কথায় বিশ্বাস করতে চাইতো।'

'হ্যাঁ, তা এরকম কিছু বলতে পারা যায়।'

'তাদের যা বলা হত তারা তাই বিশ্বাস করত,' মিস মার্পল বললেন। 'হ্যাঁ, আমরা আজও বলতে গেলে তাই করি।' তারপরেই তীক্ষ্ণস্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা কে বলেছে আপনাকে? এই ভাবতে যে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ধুতুরা খাইয়ে মাদকাসক্ত করে চলত?' পরক্ষণে জ্যাকসনকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'এ সব কথা আপনাকে শেষ হয় মেজর প্যালগ্রেভ বলেছিলেন, তাই না?'

জ্যাকসন কিছুটা চমকে উঠল। 'হ্যাঁ—মানে, তিনিই বলেন। এরকম বহু গল্প তিনি আমাকে বলেছিলেন। তবে নিশ্চয়ই এ সব ঘটনা প্রায় তারও কালের অনেক আগেকারই হবে। তিনি কিন্তু এসব খবর রাখতেন।'

'মেজর প্যালগ্রেভ ভাবতেন তিনি সব বিষয়েই সব কিছু জানেন,' মিস মার্পল বললেন। 'কিন্তু বহু ব্যাপারেই তিনি মানুষকে যা বলতেন তা সঠিক নয়।' চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'মেজর প্যালগ্রেভকে অনেক বিষয়েই জবাবদিহি করতে হবে।'

পাশের শয়নকক্ষ থেকে মৃদু শব্দ শোনা গেল। মিস মার্পল দ্রুত দৃষ্টি ফেরালেন সেদিকে তারপর মুহূর্তের মধ্যে সে ঘরে ঢুকলেন। লাকি ডাইসন জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল?

'আমি—ওহ! আপনি বোধ হয় এখানে ছিলেন না, মিস মার্পল।'

"একটু আগেই একবার বাথরুমে গিয়েছিলাম,' মিস মার্পল প্রায় ভিক্টোরিয় আমলের ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন।

'বাথরুমে' কথাটা শুনে মজা পেল জ্যাকসন ও হেসে উঠল। ভিক্টোরিয় যুগের তুলনায় ওর কাছে মজারই ব্যাপার বলে মনে হয়।

'আমি ভাবছিলাম মলির কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকব কিনা,' ল্যারি বলে উঠল। ও বিছানার দিকে তাকালো। 'মলি এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে?'

'তাইতো মনে হয়,'-মিস মার্পল বললেন। তবে সব ঠিক আছে। আপনি গিয়ে আনন্দ করুন আমি ভেবেছিলাম আপনি ওদের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন।'

তাই যাচ্ছিলাম,' ল্যারি বলল, 'কিন্তু এমন বিশ্রি রকম মাথা ধরল যে শেষ মুহূর্তে আর যাই নি তাই ভাবলাম এখানে কোন কাজে লাগতে পারি কিনা দেখি।'

'খুব ভাল কথা,' মিস মার্পল বললেন। তিনি চেয়ারে ভাল করে বসে সেলাইয়ের কাঁটা তুলেনিলেন। 'কিন্তু আমি এখানে বেশ আছি।'

ল্যারি দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত অপেক্ষার পর পা টিপে মিস মার্পল আবার বাথরুমে ঢুকলেন, তবে জ্যাকসন ততক্ষণে বিদায় নিয়েছে। সে নিশ্চয়ই অন্য দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছে। জ্যাকসন যে ক্রীমের কোটো হাতে নিয়েছিল মিস মার্পল সেটা দেখতে পেয়ে নিজের পকেটে পুরলেন।

বাইশ ॥ ওর জীবনে কোন পুরুষ?

ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে নিরিবিলিতে সহজভাবে কথাবার্তা বলা ব্যাপারটা মিস মার্পল যেমন ভেবেছিলেন ততখানি সহজ ছিল না। মিস মার্পল বিশেষ ভাবেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে ডঃ গ্রাহামকে তিনি যে প্রশ্নগুলো করতে চান তা যেন কোন ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ আপাতদৃষ্টিতে মনে না হয়। এই কারণেই তিনি সরাসরি তার কাছে যেতে উৎসুখ ছিলেন না।

টিম ইতিমধ্যে ফিরে এসে মলির দেখাশোনাও করছিল আর মিস মার্পলের সঙ্গে ওর ব্যবস্থাও হয়েছে সন্ধ্যায় নৈশভোজের সময় তিনি আবার মলির কাছে থাকবেন। এ সময় টিমকে ডাইনিংরুমে থাকতেই হবে। টিম মার্পলকে একথাও বলেছিল মিসেস ডাইসন আর মিসেস হিলিংডনও ওই সময়টাতে মলির

কাছে থাকতে পারেন, কিন্তু মিস মার্পল বলেন তাদের দুজনেরই বয়স কম ওদের তাই আনন্দ করতেই দেয়া উচিত। হালকা কিছু খেয়ে তিনিই মলির দেখাশোনা করবেন কোন অসুবিধা হবে না তার। টিম খুবই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিল এ কথায়।

মিস মার্পল এবারেই যেন আসল সমস্যার সামনে পড়ে প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়লেন। হোটেল আর তার সামনে বিস্তৃত পথ ধরে একটু এগোলেন মিস মার্পল প্রায় কিছু মনস্থির করতে না পেরে। এ পথে যোগ রয়েছে প্রতিটি বাঙলোর, যার মধ্যে একটা ডঃ গ্রাহামের। মিস মার্পল মনে মনে ছক কাটার চেষ্টা চালালেন কি কর্তব্য সেকথা ভেবে।

মাথার মধ্যে তার ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল আপাত কিছু এলোমেলো আর পরস্পর বিরোধী ধারণা, মিস মার্পল এই গোলমেলে ব্যাপার আদৌ পছন্দ করেন না বলে অস্বস্তির মাত্রাও যেন বাড়তে শুরু করেছিল। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল বেশ স্বচ্ছতার মধ্য দিয়েই। মেজর প্যালগ্রেভ তার বিরক্তির গল্প বলার ক্ষমতায় এমন হঠকারী মন্তব্য করেছিলেন যা অন্যের কানেও ঢুকেছিল আর তারই পরিণতিতে তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা থেকে বিদায় নিতে হল। এ পর্যন্ত কোন অসুবিধা নেই, ভাবলেন মিস মার্পল।

কিন্তু এরপর থেকে যা কিছু সামনে উপস্থিত তারই মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রতিবন্ধকতা। সব ব্যাপারেই নানা দিক নিদর্শন প্রকট হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে। এ কথা যদি স্বীকার করা যায় যে আপনাকে যে যা কিছু বলেছে তার সবটাই বিশ্বাসের অযোগ্য, বা কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না আর যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাদের কারো কারো সঙ্গে সেণ্ট মেরী মীডের কোন লোকের অদ্ভুত কিছু সাদৃশ্য আছে, তাতে আপনি কোথায় দাঁড়াচ্ছেন?

মিস মার্পলের মন ক্রমেই বেশি করে কেন্দ্রীভূত হতে চাইছিল নিহত ব্যক্তির উপর। কেউ নিহত হতে বলেছে আর তার মনে এই ভাবনা ক্রমশঃ ততই জোরালো হয়ে উঠছে তিনি সেই অজানা ব্যক্তির পরিচয় পেতে অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিছু একটা তার মনকে চঞ্চল করে চলেছে। সেটা কি তিনি কিছু শুনেছেন? দেখেছেন? লক্ষ্য করেছেন?

কেউ তাকে এমন কিছু বলেছে এই ঘটনার সঙ্গে যার কোন যোগসূত্র রয়ে গেছে? যোয়ান প্রেসকট? যোয়ান প্রেসকট অনেকের সম্পর্কেই অনেক কথা বলেছেন। কলঙ্কের কথা? গুজব? যোয়ান প্রেসকট আসলে কি বলেছেন?

গ্রেগরী ডাইসন আর লাকির কথা মনে হল মিস মার্পলের—তার মন বিশেষ করে যেন চিহ্নিত করল লাকিকে। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, আর এটা তার জন্মগত চারিত্রিক সন্দেহপ্রবণ মনের জন্যই যে লাকি গ্রেগরী ডাইসনের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে সক্রিয় ভাবেই জড়িত ছিল। সবকিছুই সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চলেছে। এমনও কি হওয়া সম্ভব যে নিহত হওয়ার জন্য যার ভাগ্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যার জন্য তিনি নিজে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সে কি তাহলে লাকির স্বামী গ্রেগরী ডাইসন? লাকি কি তবে নতুন কোন স্বামী লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে উদগ্রীব? আর ভাগ্য পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সে এগিয়ে চলেছে একই সঙ্গে মুক্তি আর গ্রেগরী ডাইসনের বিধবা স্ত্রী হিসেবে বিপুল অর্থের মালিক হয়ে উঠতে?

'কিন্তু বাস্তবিক এর সবই নিছক কল্পনা মাত্র', মিস মার্পল আপন মনেই বলে উঠলেন। 'সত্যিই আমি মূর্খ। আমি বেশ ভালই জানি আমি মূর্খ। সত্য নিশ্চয়ই খুবই সহজ কোন কিছু, একমাত্র কেউ যদি কোনভাবে অন্ধকারটা দূর করে দিতে পারে। বড় বেশি রকম অন্ধকার আড়াল করে রেখেছে সত্যকে।

'আপন মনে কথা বলছেন?' মিঃ র‍্যাফায়েল পাশ থেকে বলে উঠলেন।

মিস মার্পল প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। মিঃ র‍্যাফায়েলকে তিনি আসতে দেখেন নি। বাঙলো থেকে তিনি বারান্দার কাছে আসছিলেন। এসথার ওয়াল্টার্স তার হুইল চেয়ার ঠেলে আনছিল।

'আপনাকে সত্যি লক্ষ্য করিনি, মিঃ র‍্যাফায়েল।'

'আপনার ঠোঁট নড়ছিল। আপনার সেই জরুরী ব্যাপারের কি পরিণতি হল?'

'সেটা এখনও জরুরী হয়ে আছে', মিস মার্পল বললেন', শুধু আমি বুঝে উঠতে পারছি না সহজ সত্যটি কি—।'

'ব্যাপারটা এত সহজ শুনে খুশি হলাম—যাই হোক, কোন সাহায্য দরকার হলে আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।'

জ্যাকসনকে এগিয়ে আসতে দেখে তার দিকে তাকালেন মিঃ র‍্যাফায়েল।

'তাহলে সময় হয়েছে, মিঃ জ্যাকসন। কোন চুলোয় ছিলে? যখনই দরকার হয় তোমাকে খুঁজে পাই না।'

'দুঃখিত, মিঃ র‍্যাফায়েল।'

শক্ত হাতে জ্যাকসন মিঃ র‍্যাফায়েলের কাঁধের নিচে হাত রাখল।

'বারান্দার দিকে যাবেন তো, স্যর?'

'আমাকে বার-এ নিয়ে চল', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। ঠিক আছে, এসথার তুমি এবার যেতে পারো। তোমার সান্ধ্য পোশাক বদলে নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে আমার সঙ্গে বারান্দায় দেখা কোরো।'

জ্যাকসন আর মিঃ র‍্যাফায়েল এদের একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন। এসথার ওয়াল্টার্স মিস মার্পলের পাশে খালি চেয়ারে বসে পড়ে নিজের হাতে মালিশ করতে আরম্ভ করল।

'ওঁর ওজন কম বলেই মনে হয়', এসথার ওয়াল্টার্স বলল 'অথচ আমার হাত প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। আজ সারা বিকেলে আপনাকে দেখলাম না কেন, মিস মার্পল?'

'আমি আজ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মানে, আসলে আমি মলির কাছে ছিলাম,' মিস মার্পল বললেন। 'ওকে আজ বেশ ভালই দেখলাম।'

'আমার কথা যদি মানেন তাহলে বলবো ওর কিছুই হয়নি', এসথার ওয়াল্টার্স বলল।

মিস মার্পল ভ্রূ তুলে তাকালেন। এসথার ওয়াল্টার্সের কণ্ঠস্বর শুষ্ক, নীরস।

'আপনি তাহলে বলতে চান ওর ওই আত্মহত্যার চেষ্টা—।'

'আত্মহত্যার চেষ্টা না ছাই। আমার একবারের জন্য ও মনে হয় না ও সে চেষ্টা করেছিল,, এসথার ওয়াল্টার্স বলল। ,আমি কথামাত্র ও বিশ্বাস করিনা ও বেশি মাত্রায় ওষুধ খেয়েছিল আর আমার বিশ্বাস ডঃ গ্রাহাম ও ঠিক সেটাই বিশ্বাস করেন।'

'আপনার কথা শুনে আগ্রহ জাগছে আমার,' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'ভাবছি একথা কেন বললেন?'

'তার কারণ আমি বিশ্বাস করি ঘটনা তাই। ওই 'শুনুন' এধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এর উদ্দেশ্য হল অন্যের নজর নিজের উপর আনতে চাওয়া,' এসথার বলে চলল।

'আমি না থাকলে তখন দুঃখবোধ করবে' গোছের ব্যাপার?' মিস মার্পল বললেন।

'অনেকটা সেই রকম,' সায় দিল এসথার ওয়াল্টার্স। 'তবে আমার মনে হয় না এক্ষেত্রে ঠিক সে রকম কিছু ব্যাপার ছিল। এরকম কিছু ঘটে যখন

বোঝেন স্বামী আপনাকে কোনভাবে ভোলাতে চাইছে অথচ আপনি তাকে অসম্ভব ভালবাসেন।'

'আপনি ভাবেন না যদি কেন্ডাল ওর স্বামীকে ভালবাসে ?'

'তার আগে বলুন আপনি সেকথা ভাবেন ?' এসথার প্রশ্ন করল।

মিস মার্পল ভাবতে চাইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন, 'আমি সেটাই প্রায় ধরে নিয়েছি,' তারপর একটু থেমে আবার বললেন' 'আর সেটা হয়তো আমার ভুলও হতে পারে।'

এসথার তার সেই ক্লান্ত হাসি হাসতে চাইলো।

'আমি ওর সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি। সব ব্যাপারটাই।'

'মিস প্রেসকটের কাছ থেকে ?'

'ওহ', এসথার বলল, 'দুরবজনের কাছ থেকে। এই ব্যাপারে একজন পুরুষ জড়িয়ে আছে। এমন একজন যার প্রতি ও এক সময় দারুণ ঝুঁকেছিল। ওর বাড়ির সকলেই তার বিরুদ্ধে ছিল।'

'হ্যাঁ, এরকম কিছু আমিও শুনেছি,' মিস মার্পল বললেন।

'তারপর ও টিমকে বিয়ে করে। হয়তো ও টিমকে ভালবেসেছিল। তবে সেই লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। আমার কেন জানিনা মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সে ওকে এখানেও অনুসরন করে হাজির হয়েছে কিনা।

'সত্যি ? কিন্তু সে কে ?'

'কে তা আমি জানি,' এসথার বলল। 'তবে একথা বলতে পারি ওরা এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল।'

'আপনি বলছেন ও এখনও সেই লোকটির অনুরক্ত ?'

কাঁধ ঝাঁকালো এসথার। 'আমি শুধু বলতে পারি লোকটা অতি বদ। আর এটাও ঠিক সে এই সব মেয়েদের হাত করে কি ভাবে চালাতে হয় সে এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত।'

'আপনি এটা শোনেন নি লোকটা কি ধরনের—অতীতে কিছু করেছে কিনা—এখনের কোন কিছু ?'

এসথার মাথা নাড়লে। 'না। অনেকে আন্দাজে অনেক কথাই বলতে পারে কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয় না। সে হয়তো একজন বিবাহিত পুরুষ ছিল। সে কারনে ওর বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি বা লোকটা হয়তো সত্যিকার একজন বদ লোকই ছিল। হয়তো সে মাতাল ছিল। এমনও হতে পারে বেআইনী কোন কাজে ও সে জড়িত থাকতে পারত—

আমি সঠিক কিছু জানিনা। তবে এটাও ঠিক বলি আজও তাকে পছন্দ করে। এব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'আপনি কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'আমি যা বলছি তা জানি বলেই বলছি,' এসথার বলে উঠল। ওর কণ্ঠস্বর কর্কশ আর অসহযোগী বলেই মনে হতে চাইলো।

'এই সব খুনের ব্যাপার—,' মিস মার্পল বলতে গেলেন।

'খুনের কথা ভুলে যেতে পারেন না?' এসথার বলে উঠল। 'আপনি মিঃ র‍্যাফায়েলকেও এর মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছেন যা ঘটেছে তাকে সেভাবে থাকতে দিতে পারেন না? এর বেশি কিছুই যে আর জানতে পারবেন না সে কথাও আমি বলে দিলাম, দেখে নেবেন।'

মিস মার্পল পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

,আমার ধারণা আপনি জানেন, তাই না?' তিনি বললেন।

'মনে হয় জানি। হ্যাঁ' আমি দৃঢ় নিশ্চিত।'

'তাহলে, সেসব কথা আপনার প্রকাশ করাই কর্তব্য নয় কি? যাতে কিছু করতে পারা যায়?—।'

'আমার করার কি দরকার? তাতে ভালফল আর কি হতে পারে? আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না। তাতে ফল কি হবে? আজকাল মানুষ অতি সহজে পার পেয়ে যায়। হয়তো বলা হবে 'কর্তব্যে অবহেলার জন্যই ঘটেছে বা এই রকম কিছু।

হয়তো বড় জোর কয়েক বছরের জেল তারপর সব আবার ঠিক মত চলতে শুরু করবে।'

'ধরুন আপনি যা জানেন তা প্রকাশ না করার ফলে আবার একটা খুন হল—কেউ আবার মারা পড়ল, তখন?'

এসথার দৃঢ় ভাবে মাথা ঝাঁকালো। 'এরকম কিছুই ঘটবে না, দেখে নেবেন। ও বলল।

'নিশ্চিত হতে পারেন না এ বিষয়ে,' মিস মার্পল বললেন।

'আমি নিশ্চিত। আর হলেও আমি বুঝতে পারছি না সে কে হতে পারে,' ভ্রু কুঁচকে বলল এসথার। 'আর তা যাই হোক হয়তো সেটাও হবে দায়িত্বহীন আচরণ গোছের কিছু। সম্ভবতঃ আপনার কিছু এতে করারও থাকে না—যদি আপনি সত্যিই মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে থাকেন। যাক, আমার মনে হয় সব দিক থেকেই ভাল হয় ও যদি লোকটার সঙ্গে কোথাও

চলে যায়, তাহলো এসব নিয়ে আমাদের আর ভাবতে হবে না।'

এসথার ওর ঘড়ির দিকে তাকালো, একটু হতাশা ব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করে ও উঠে পড়ল।

'আমাকে এখনই গিয়ে পোশাক বদলাতে হবে।'

মিস মার্পল একদৃষ্টে এসথারের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'সর্বনাশের ব্যাপার সবসময়েই একটু জটিল আর হেঁয়ালিতে জড়ানো' ভাবলেন মিস মার্পল, 'আর এসথার ওয়াল্টার্সের মত মেয়েরা একে নানা ভাবেই আরও জটিল আবর্তে ফেলে দিতে পারে। এসথার ওয়াল্টার্স ভিতরে বিশ্বাস করে যে মেজর প্যালগ্রেভ আর ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে কোন স্ত্রীলোক দায়ী? ভাবতে লাগলেন মিস মার্পল কথাটা।

'আহ, মিস একা বসে রয়েছেন—এবং সেলাই করছেন না?'

আচমকা ডঃ গ্রাহামের কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন মিস মার্পল যাকে তিনি খুঁজে বেরিয়েও দেখা পাননি। আশ্চর্য ব্যাপার তিনি নিজে থেকে এসে উপস্থিত আর কথা বলতেও শুরু করেছেন। ডঃ গ্রাহাম যে বেশিক্ষণ থাকবেন না এখানে সেকথা ভালই জানেন মিস মার্পল কারণ উনি তাড়াতাড়ি নৈশ-ভোজ শেষ করে নিতে অভ্যস্ত। তাকে এখনই হয়তো পোশাক বদলাতে যেতে হবে। মিস মার্পল ডঃ গ্রাহামকে জানালেন তিনি বিকেলে মলি কেণ্ডালের কাছে ছিলেন।

'বিশ্বাসই করা যায় না যেভাবে দ্রুত উন্নতি হয়েছে ওর,' তিনি বললেন।

'আসলে এতে তেমন অবাক হওয়ার কিছু নেই। খুব বেশি মাত্রায় জিনিসটা খায় নি সে,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'ওহ, আমার ধারণা ছিল ও প্রায় আধ বোতল ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছিল?'

ডঃ গ্রাহাম এ কথায় হেসে উঠলেন।

'না,' তিনি বললেন। 'এতগুলো খেয়েছিলেন মনে করিনা। আমার মনে হয় প্রথমে সেরকম খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সে ট্যাবলেটের কিছুটা সরিয়ে রাখে। আসলে মানুষ আত্মহত্যা করার কথা ভাবলেও শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত সে কাজ করতে ইতস্ততঃ করে। তারা এ সব ক্ষেত্রে পুরো মাত্রায় কোন কিছু খায় না। এটা ইচ্ছাকৃত কোন ছলনার ব্যাপার নয়, আসলে তার অবচেতন মনই তাকে দিয়ে একাজ করাতে চায়।'

'বা, এমনও হতে পারে এ কাজটা ইচ্ছাকৃত। মানে, অন্ততঃ সেই রকম কিছু বোঝানোর জন্যেই…,' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ, এটাও সম্ভব,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'ধরুন, টিম আর ওর মধ্যে যদি কোন রকম মনোমালিন্য ঘটে থাকে?'

ওদের মধ্যে মনোমালিন্য নেই। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। তবু আমার ধারণা এ রকম ব্যাপার এক বারই হতে পারে। না, আমি মনে করিনা ওর মধ্যে কোন জটিলতা আছে এখন। মলি উঠে সাধারণ ভাবে ঘোরাঘুরি বা কাজ কর্মও করতে পারে কোন আপত্তি নেই। তবে আমার মনে হয় এখনও দু একদিন তাকে নজরে রাখা নিরাপদ হবে—।'

ডঃ গ্রাহাম এরপর উঠে অভিবাদন জানিয়ে খুশির ভঙ্গীতেই হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মিস মার্পল যেখানে বসেছিলেন সেখানেই আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

নানা রকম ভাবনা তার মনে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল—মলির বিছানার নিচে সেই বইখানা—মলি যেভাবে ঘুমের ভান করতে চেয়েছিল—।

ঘোয়ান প্রেসকট যেসব কথা বলেছেন…তার পরে এসথার ওয়াল্টার্সও যা বলল…

আর এরপরেই মিস মার্পলের মন আবার ফিরে গেল সেই মেজর প্যালগ্রেভের দিকে—।

তার মনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলেছে। মেজর প্যালগ্রেভ সম্পর্কে কিছু যেন একটা…।

সেই কিছু জিনিসটা যে কি হতে পারে যদি মনে করতে পারতেন তিনি—।

তেইশ ।। শেষ দিন

'সন্ধ্যা আর সকাল ছিল শেষ দিন' মিস মার্পল আপন মনে বললেন।

এবার সামান্য যেন ধাঁধায় পড়েই সটান হয়ে তিনি বসলেন চেয়ারে। একটু ক্লান্তি এসেছিল তার। ব্যাপারটা তার পক্ষে অবিশ্বাস্য কারণ তখনও স্টীলব্যান্ড পুর্ণোদ্যমে বেজে চলেছে—আর স্টীল ব্যান্ড বেজে চলার সময় ক্লান্তি এলে—ধরে নিতে হবে মিস মার্পল এ জায়গায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন! একটু আগে কি যেন বললেন তিনি।

কোন উধৃতি—অথচ সেটা বোধ হয় ভুলই উচ্চারণ করেছেন। শেষদিন? প্রথমদিন। এটাই হতে হবে। না, এটা প্রথমদিন নয়। আর কথা হল শেষ দিনও নয়।

তিনি আবার সোজা হয়ে বসলেন। আসল ঘটনা হল তিনি অসম্ভব রকম ক্লান্ত। এই উদ্বেগ, লজ্জাজনকভাবে কোন কিছু করতে না পারা এক হিসেবে···তার আবার মনে পড়ল মলির সেই ধূর্তামি মাখানো চোখের দৃষ্টির কথাটা···যেভাবে সে তাকিয়ে দেখছিল। মেয়েটার মাথায় কোন চিন্তা তখন ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল? মিস মার্পল ভাবলেন প্রথমে সব কিছু কত আলাদা ধরণের তার মনে হয়েছিল। টিম কেণ্ডাল আর মলি, কত স্বাভাবিক কচি দুই স্বামী স্ত্রী। হিলিংডনেরা—কি চমৎকার সুখী, সদ্বংশের দম্পতি—ভাল লোক বলতে যা বোঝা যায়। উচ্ছল, হাসিখুশি, বেপরোয়া গ্রেগডাইসন আর উচ্ছল লাকি—পৃথিবীকে যেন মুঠোয় ভরে রাখার আনন্দে মশগুল যে চারজনের এই দল যেন চমৎকারভাবে মানিয়ে দিন কাটিয়ে চলেছে। ক্যানন প্রেসকট হাসিখুশি দয়ালু একজন যাজক, যোয়ান প্রেসকট, কিছুটা তীক্ষ্ণতা মাখানো বাক্যবাণ, তবে চমৎকার এক মহিলা, আর চমৎকার মহিলাদের গুজব ছড়ানো বোধ হয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই মহিলারা জানতে ইচ্ছুক দুয়ে আর দু'য়ে কখন চার হয় আর কখনও সে যোগফল পাঁচ হওয়া সম্ভব কি না! এ ধরণের মহিলাদের নিয়ে কোন ক্ষতি নেই। তাদের জিভ আলগা হলেও কারও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে সহানুভূতিতে পূর্ণ দেখা যায় তাদের। মিঃ র‍্যাফায়েল, দারুণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ, এমন একজন মানুষ তিনি পরিচিত হলে তাকে বিস্মৃত হতে পারবেন না। কিন্তু মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েল সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু জানেন।

ডাক্তাররা তাকে প্রায় বাতিল বলে রায় দিয়েছেন, একথা তিনিই বলে থাকেন, তবে এখন মনে হয় তাদের বক্তব্য যেন একটু বেশি নিশ্চিন্ততা মাখানো। মিঃ র‍্যাফায়েল নিজে জানেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে।

এ কথা জানার পরেও তিনি কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক হবেন?

মিস মার্পল কথাটা বিবেচনা করতে চাইলেন।

তিনি ভাবলেন, এটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন, কণ্ঠস্বর তার বেশ জোরালো ছিল, একটু বেশি নিশ্চিন্ততা মাখানো? মিস মার্পল কণ্ঠস্বরের ধ্বনির বিশেষত্ব সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। সারা জীবন ধরে তিনি এত কথা শুনে এসেছেন।

কিন্তু ব্যাকারেল এমন কিছু বলেছেন যা সত্যি নয়।

মিস মার্পল চারপাশে তাকালেন। নৈশ বাতাস, ফুলের হালকা মিষ্টি সুবাস, মৃদু আলোসহ টেবিল, ঝলমলে পোশাকে স্ত্রীলোকেরা, ইভলিন তার হালকা নীল আর সাদায় মেশানো পোশাক, শুভ্র পোশাকে লাকি, ওর সোনালী চুল উজ্জ্বলতা মাখানো। প্রত্যেকেই আনন্দ আর খুশির জোয়ারে যেন ভেসে চলতে দেখা যাচ্ছে আজ রাত্রিতে। এমনকি টিম কেন্ডালও হাসছে। সে মিস মার্পলের টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু বলতে চাইল।

'আপনি যা করেছেন তার জন্য সত্যিই ধন্যবাদ দিতে পারব না। মলি আবার আগের মতই হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বলেছেন ও কালকেই উঠতে পারবে।'

মিস মার্পল ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন আর বললেন শুনে খুব ভাল লেগেছে তার। যদিও হাসতেও তার কষ্ট হচ্ছিল এতই ক্লান্তি তাকে চেপে ধরতে চাইছিল। সত্যিই তিনি ক্লান্ত...।

তিনি এবার উঠে ধীর পায়ে বাঙলোর দিকেই চললেন। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সব ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেন, সব টুকরোগুলো পরপর সাজিয়ে সব কথা এক জায়গায় জড়ো করে সমস্ত কিছু মনে করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তবু তিনি তা পারলেন না। তার ক্লান্ত মন যেন বিদ্রোহ করে উঠল। সে মন যেন বলছিল ঘুমোও তুমি! তোমাকে ঘুমোতেই হবে?'

মিস মার্পল পোশাক ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়লেন তারপর টমাস পা কেম্পিসের কয়েকটা কবিতা পাঠ করলেন। বইখানা তিনি পাশে রেখে দিতেন, তারপর আলো নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকার হলে তিনি প্রার্থনা করলেন। একজন নিজেই সব কিছু করতে পারে না। এ জন্য তার সাহায্য দরকার। 'আজ রাত্তিরে কিছু ঘটবে না', তিনি আপন মনে বললেন আশায় ভর করে।

২

মিস মার্পল আচমকা ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন। তার বুক ধুকপুক করছিল। তিনি সুইচ টিপে আলো জেললে বিছানার পাশে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত দুটো। রাত দুটো অথচ বাইরে যেন অনেক কাজ চলেছে।

মিস মার্পল উঠে ড্রেসিং গাউন আর চপ্পল পড়ে নিয়ে মাথায় একটা উলের স্কার্ফ জড়িয়ে কি ব্যাপার সরেজমিনে দেখতে বেরিয়ে গেলেন।

টর্চ হাতে অনেকে কি যেন খুঁজতে চাইছিল। তাদের মধ্যে ক্যানন প্রেসকটকে দেখে মিস মার্পল তার দিকেই এগিয়ে গেলেন।

'কিছু ঘটেছে ?'

'ওহ, মিস মার্পল ? মিসেস কেন্ডালকে নিয়ে কিছু হয়েছে। তার স্বামী ঘুম ভেঙে গেলে দেখে তিনি বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। তাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ক্যানন প্রেসকট দ্রুত চলে গেলেন। মিস মার্পল খুবই ধীর গতিতে তার পিছনেই চলতে লাগলেন। কোথায় গেছে মলি ? কেনই বা গেছে ? সে কি ইচ্ছাকৃত ভাবেই একাজ করেছে, আগেই সে মতলব ভেঁজে রেখেছিল ওর উপর নজরদারী একটু আলগা হলেই ও পালাবে, বিশেষ করে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে। মিস মার্পল একথাটা সম্ভবপর বলেই ভাবলেন। কিন্তু কেন ? এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে ? তাহলে এসথার ওয়াল্টার্স যা বলেছে এর মধ্যে অন্য একজন পুরুষ আছে ? তাই যদি হয় তাহলে লোকটা কে ? নাকি এর মধ্যে গোপন রয়েছে আরও কোন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা ?

মিস মার্পল এগিয়ে চললেন চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ঝোপের মধ্যও উঁকি মারতে চাইলেন। তারপরেই তার কানে এল খুব অস্পষ্ট কিছু ডাক।

'এই যে···এই দিকে......।'

হোটেল থেকে একটু দূরে কোন জায়গা থেকেই ডাক শোনা গিয়েছিল! জায়গাটা নিশ্চয়ই সমুদ্রমুখী জলা বা খাঁড়ির কাছাকাছি হবে অন্ততঃ সেই রকমই ভাবলেন মিস মার্পল। যত তাড়াতাড়ি তার পক্ষে সম্ভব তত তাড়াতাড়ি পা চালালেন সেদিকে মিস মার্পল।

প্রথমে যা তিনি ভেবেছিলেন অনুসন্ধানকারী হিসেবে অতথা ততজন লোক ছিল না। বেশির ভাগ লোকই এখনও বাঙলোয় ঘুমিয়ে রয়েছে। মিস মার্পলের চোখ পড়ল খাঁড়ির তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের উপর। একজন তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে যেদিকে ছুটে গেল মিস মার্পল প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিলেন নিজেকে। লোকটা টিম কেন্ডাল। দু এক মিনিট পরে তার আর্তনাদ কানে এল তার।

'মলি। হা ভগবান, মলি!'

একটু পরেই মিস মার্পল সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল কিউবার দুজন ওয়েটার, ইভিলিন হিলিংডন আর আরও দুজন স্থানীয় মেয়ে।

ওরা টিমকে পথ ছেড়ে দিল। মিস মার্পল পেঁছে দেখতে পেলেন টিম ঝুঁকে রয়েছে দেখার জন্য।

'মলি…,' হাটু মুড়ে বসে পড়েছিল টিম। মিস মার্পল মেয়েটির দেহ স্পষ্ট দেখতে পেলেন খাঁড়ির মধ্যে শায়িত, মুখখানা জলের মধ্যে ডোবানো, ওর সোনালী চুল কাঁধ ঢেকে রাখা হালকা সবুজ চুড়িদার শালের উপর এলোমেলো হয়ে ছড়ানো। খাঁড়ির মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাতা আর দেখে মনে হচ্ছে চাইছিল মলি যেন হ্যামলেটের মত ওফেলিয়া……।

টিম হাত বাড়িয়ে মৃতের একটা হাত স্পর্শ করতে যেতে শান্ত, উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন মিস মার্পল দায়িত্ব হাতে নিতে এগিয়ে এলেন। তিনি দৃঢ় কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন,' ওকে সরাবেন না, মিঃ কেন্ডাল। সেটা উচিত হবে না।'

টিম যেন ঘোরের মধ্য দিয়ে তাকালো।

'কিন্তু—আমাকে দেখতেই হবে—ও মলি—আমি—।'

ইভিলিন হিলিংডন ওর কাঁধ স্পর্শ করল।

'ও মারা গেছে, টিম। আমি ওকে সরাইনি তবে নাড়ী দেখেছি।,

'মারা গেছে?' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল টিম। 'মারা গেছে। ও জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলতে চাও?'

'আমাদের তাই ধারণা। সেই রকমই মনে হয়।'

'কিন্তু কেন?' আর্তনাদ যেন কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল টিমের। 'কেন? সকালেই ওকে কত হাসি খুশি দেখেছিলাম। কাল কি কি করবে তা নিয়ে কথা বলল। আবার কেন ওর মধ্যে এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাসনা জেগে উঠল? এভাবে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে কেন ও এভাবে জলে ডুবে মারা গেল? কি এমন ওর হতাশা আর যন্ত্রনা ও আমাকে কেন জানালো না?'

'এর উত্তর তো আমি জানি না প্রিয় টিম,' ইভিলিন বলল। 'আমি কিছুই জানি না।'

মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'কেউ ডঃ গ্রাহামকে একবার খবর দিয়ে ডেকে আনলে ভাল হয়। আর এই সঙ্গে পুলিশের টেলিফোন করা দরকার।'

'পুলিশ?' তিক্তস্বরে হেসে উঠল টিম। 'ওরা আর কি করবে?'

'আত্মহত্যার ব্যাপার ঘটলে পুলিশকে জানাতেই হবে,' মিস মার্পল বললেন।

টিম আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

'আমিই ডঃ গ্রাহামকে ডেকে আনছি,' ও ভারি গলায় বলে উঠল। 'হয়তো—হয়তো এখনও তিনি কিছু করতে পারেন।'

টলতে টলতে হোটেলের দিকে চলে গেল সে।

ইভিলিং হিলিংটন আর মিস মার্পল মৃত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাথা ঝাঁকালো ইভিলিং, বড় দেরি হয়ে গেছে ও প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অন্ততঃ এক ঘণ্টা আগেই ও মারা গেছে—হয়তো তারও বেশি। কি বিয়োগান্ত ঘটনা। ওদের দুজনকে কত সুখী বলে ভাবতে চেয়েছি। আমার মনে হয় মলি সব সময়েই একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিল।'

'না' দৃঢ়স্বরে বললেন মিস মার্পল। 'আমি মানতে পারি না কথাটা!'

ইভিলিন তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো। 'কি বলতে চাইছেন?'

চাঁদ মেঘের আড়ালে একটু আগে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, এবার মেঘ সরে গিয়ে আবার চাঁদের মুখ জেগে উঠল। রূপোলি উজ্জ্বলতায় মলির সোনালী ছড়িয়ে থাকা চুল ঝকমক করে উঠছিল।

মিস মার্পল হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। তিনি নিচু হয়ে কিছু দেখতে চাইলেন তারপর হাত বাড়িয়ে স্বর্ণাভ মাথা স্পর্শ করলেন! তিনি এবার ইভিলিন হিলিংডনকে যে স্বরে সম্বোধন করলেন তা সম্পূর্ণ আলাদা।

'আমার মনে হয়', তিনি বললেন; 'আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

দারুণ অবাক হয়েই তার দিকে তাকালো ইভিলিন।

'কিন্তু আপনি টিমকে বললেন কিছু যেন স্পর্শ না করা হয়?'

'তা জানি। তবে চাঁদের আলো তখন ছিল না। আমি দেখতে পাই নি—।'

মিস মার্পলের আঙুল কিছু ইঙ্গিত করল। তিনি ধীরে ধীরে মৃতার মাথার চুল আঙুল দিয়ে একটু ফাঁক করতে চুলের গোড়া দেখা গেল।

ইভিলিন তীক্ষ্ণ বিস্ময়সূচক কিছু শব্দ করে উঠল।

'একি? এতো লাকি!'

স্তব্ধ হতবাক যেন ইভিলিন।

একটু পরে সে আবার বলে উঠল', মলি নয় লাকি।'

সায় দিলেন মিস মার্পল। 'ওদের চুলের রঙ প্রায় এক কিন্তু ওর চুলের গোড়ার দিকটা গাঢ় রঙের কারণ ও কলপ লাগাতো।'

'কিন্তু ও র্মালর শাল গায়ে দিয়েছিল কেন ?'

'শালটা ও পছন্দ করত। আমি শুনেছিলাম লাকি বলেছিল এরকম একটা শাল ও কিনবে। ও সেটা কিনেছিল বোঝা যাচ্ছে।'

'আর সেইজনাই আমরা ধোঁকা খেয়েছিলাম···।'

ইভিলিন মিস মার্পলকে তাকাতে দেখে চুপ করে গেল।

'কেউ ওর স্বামীকে কথাটা জানালে ভাল হত', মিস মার্পল বললেন।

এক মুহূর্তের নৈঃশব্দ, তারপর ইভিলিন বলল', ঠিক আছে, আমি জানাচ্ছি।'

ইভিলিন ঘুরে পাম গাছের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল।

মিস মার্পল স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে বললেন, 'বলুন, কর্ণেল হিলিংডন ?'

এডওয়ার্ড হিলিংডন গাছের আড়াল আড়াল ছেড়ে বাইরে চলে এলেন। তিনি এসে মিস মার্পলের পাশে দাঁড়ালেন।

'আপনি জানতেন আমি ওখানে ছিলাম ?'

'আপনার ছায়া পড়েছিল', মিস মার্পল বললেন।

দুজনেই এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

এডওয়ার্ড হিলিংডন এরপর যা বললেন তা কিছুটা স্বগতোক্তির মত শোনালো।

'তাহলে, ভাগ্য নিয়ে খেলতে খেলতে ও বড় বেশিদূর চলে গিয়েছিল...।'

'আপনি বোধ হয় ও মারা যাওয়ায় খুশি ?'

'খুব আঘাত পেয়েছেন ? যাক আমি এটা অস্বীকার করব না। আমি খুশি যে ও মারা গেছে।'

'মৃত্যু অনেক সময় সমস্যা সমাধান করে দেয়।'

এডওয়ার্ড হিলিংডন আস্তে আস্তে মাথা ঘোরালেন। মিস মার্পল শান্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে।

'আপনি যদি ভেবে থাকেন—', এডওয়ার্ড হিলিংডন দ্রুত এক পা তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শনের ইঙ্গিতে।

মিস মার্পল শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার স্ত্রী যে কোন মুহূর্তেই মিঃ ডাইসনকে নিয়ে এসে পড়লেন। মিঃ কেন্ডালও ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে আসতে পারেন।'

এডওয়ার্ড হিলিংডন আবার সহজ হয়ে এল। সে ঘুরে মৃতদেহের দিকে

তাকাতে চাইলো।

মিস মার্পল নিঃশব্দে সরে গেলেন। এবার দ্রুত হল তার গতি।

বাঙলোয় পৌঁছনর ঠিক আগে এক মুহূর্ত থামলেন তিনি। ঠিক এই জায়গাতেই তিনি সেদিন বসে মেজর প্যালগ্রেভের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখানেই মেজর তার ওয়ালেট হাতড়ে এক খুনীর ফটো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন··।'

তার মনে পড়ল মেজর প্যালগ্রেভ কিভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিলেন আর তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল···

'কি কুৎসিত', সেনোরা ক্যামপিয়েরো যেমন বলেছিলেন। 'ওর শয়তানের চোখ···।'

শয়তানের চোখ···চোখ···চোখ···।

চব্বিশ। নিয়তি

রাতে যতই আতঙ্ক ছড়িয়ে থাকুক, যত হৈ চৈ জেগে থাকুক মিঃ র‍্যাফায়েল এ সবের কণামাত্রও ঠের পাননি।

তিনি বিছানায় গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন, তার নাক দিয়ে মৃদু শব্দ জেগে উঠছিল থেকে থেকে, আর সেই মুহূর্তে কেউ তার দুটো কাঁধ ধরে বিষম ঝাঁকুনি লাগাতে চাইছিল।

'ওঃ—কি—কি হয়েছে—এসব কি?'

'আমি,' মিস মার্পল হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন। 'একটু জোর দিয়েই বলতে চাইছিলাম, যদিও গ্রীকরা চমৎকার একটা কথাই ব্যবহার করত। কথাটা নিয়তি, যদি না ভুল করে থাকি।'

মিঃ র‍্যাফায়েল যতটা সম্ভব বালিশে উঁচু হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন। তিনি একদৃষ্টে তাকালেন মিস মার্পলের দিকে। মিস মার্পলের মাথায় ফোলানো হালকা গোলাপী রঙের একটা পশমের স্কার্ফ—চাঁদের হালকা আলোয় তাকে এক অকল্পনীয় কিছু মনে হতে চাইছিল, নিয়তি হিসেবে বোধ হয় মেনে নেয়া অসম্ভব।

'তাহলে আপনি নিয়তি, তাই না?' এক মুহূর্ত থেমে বললেন মিঃ

র‍্যাফায়েল।

'আপনার সাহায্যে তাই হতে চাইছি।'

'আসল ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি—এই মাঝরাতে এসব কি ব্যাপার?'

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আমি মহা মূর্খ। আকাট মূর্খ। আমার গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল ঘটনার গতি প্রকৃতি কোথায় চলেছে। এত সহজ ব্যাপার।'

'কি সহজ ব্যাপার? কি নিয়ে কথা বলছেন আপনি?'

'আপনি গভীর ভাবেই ঘুমোচ্ছিলেন,' মিস মার্পল বললেন। 'একটা দেহ পাওয়া গেছে। আমরা প্রথমে দেহটা মলির বলে মনে ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে দেখা যায় সে দেহ মলি কেন্ডালের না, লাকি ডাইসনের। খাঁড়িতে জলে ডুবে যায় সে।

'লাকি, অ্যাঁ?' মিঃ র‍্যাফায়েল বলে উঠলেন। 'ডুবে গেছে? খাঁড়ির মধ্যে? ও নিজেই ডুবেছিল না কেউ ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'কেউ ডুবিয়ে দিয়েছে,' মিস মার্পল বললেন।

'বুঝেছি। অন্ততঃ কিছুটা। সেইজন্যই বললেন এত সহজ ব্যাপার, তাই না? গ্রেগ ডাইসন সবসময়েই প্রথম সম্ভাবনা ছিল আর সেই। তাই তো? একথাই ভাবছেন তো আপনি! আর আপনার ভয় হল সে গা ঢাকা দিতে পারে?'

মিস মার্পল দীর্ঘ শ্বাস টানলেন।

'মিঃ র‍্যাফায়েল, আমাকে বিশ্বাস করবেন? আমাদের একটা খুন ঠেকাতেই হবে।'

'আমার ধারণা খুনটা হয়ে গেছে বললেন।'

'এ খুনটা ভুল করেই করা হয়েছে। আরও একটা খুন যেকোন মুহূর্তেই করা হতে পারে। নষ্ট করার মত সময় একদম হাতে নেই। যে করেই হোক এখুনটা ঠেকাতেই হবে। আমাদের তাই এখনই যেতে হবে।'

'এভাবে কথা বলা খুব সহজ,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আমরা' কথাটা আপনি ব্যবহার করেছেন। আমি এক্ষেত্রে কি করতে পারি? অপরের সাহায্য ছাড়া আমার চলার উপায় নেই। আমি আর আপনি খুন ঠেকাবো কিভাবে? আপনি প্রায় একশোতে পৌঁছেছেন আর আমি ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে বেঁচে আছি।'

'আমি জ্যাকনের কথা ভাবছিলেন,' মিস মার্পল বললেন। 'জ্যাকসনকে আপনি যা হুকুম করবেন সে তাই করবে, তাই না?'

'অবশ্যই সে করবে,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'বিশেষ করে যদি বলি এজন্য পুষিয়ে দেবো। আপনি এটাই চাইছেন?'

'হ্যাঁ। ওকে ডেকে পাঠান আর বলেদিন আমি যা যা ওকে করতে বলবো সে যেন তাই করে।'

মিঃ র‍্যাফায়েল প্রায় ছ'সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে রইলেন মিস মার্পলের দিকে। তারপর তিনি কথা বললেন।

'রাণী। আমার মনে হয় আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিতে চলেছি। যাই হোক এটাই বোধ হয় শেষ নয়।' তিনি গলা তুলে হাঁক ছাড়লেন, 'জ্যাকসন!' এরই সঙ্গে তিনি তার বৈদ্যুতিক ঘন্টাও হাত দিয়ে বাজাতে চাইলেন বোতাম টিপে।

ত্রিশ সেকেন্ডও পার হলনা পাশের ঘরের সংযোগকারী দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাকসন।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন, স্যার? কোন গোলমাল হয়েছে?' সে অবাক হয়ে বলে উঠল মিস মার্পলকে লক্ষ্য করে।

'শোন, জ্যাকসন, আমি যা বলছি তা পালন করা চাই। তুমি এই ভদ্রমহিলা, মিস মার্পলের সঙ্গে যাবে। তিনি তোমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাইবেন সেখানেই যাবে আর বিনা আপত্তিতে উনি যা বলেন তা পালন করবে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো?'

'আমি—।'

'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর এটা করলে,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'তোমার কোন ক্ষতিও হবে না। আমি তোমাকে পুষিয়ে দেবো।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আসুন তাহলে, মিঃ জ্যাকসন,' মিস মার্পল বললেন। তারপর মিঃ র‍্যাফায়েলকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা যাওয়ার সময় মিসেস ওয়াল্টার্সকে বলে যাবো আপনাকে তুলে নিয়ে চলে আনতে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'কেন্ডালদের বাঙলোতে,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় মলি

সেখানেই আসবে।'

২

মলি সমুদ্র থেকে আসা পথ ধরে এগিয়ে আসছিল। ওর চোখের দৃষ্টি সটান সামনের দিকে। মাঝে মাঝেই সে

হোটেলের সীমানার বাইরে নিজেদের বাঙলোর সামনে পৌঁছে মলি সিঁড়ি অতিক্রম করে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল তারপর পাল্লা ঠেলে ও শোবার ঘরে ঢুকল।

ঘরে আলো জ্বলছিল, কিন্তু ঘরখানা সম্পূর্ণ খালি। বিছানার কাছে গিয়ে ও তার উপর বসে পড়ল। মিনিট কয়েক ধরে বসে রইলো মলি, মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে কপালে হাত বোলাতে চাইলো।

কিছুক্ষণ পরে আচমকা যে কোন কারণেই হোক মলি বিছানার গদীর নিচে হাত ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখা বইখানা টেনে বের করল। বইয়ের পাতা খুলে ও খুঁজে পেতে চেষ্টা করে চললো যা চাইছিলো।

হঠাৎই বাইরে কোন পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালো ও। মুহূর্তের মধ্যে কিছুটা অপরাধীর ভঙ্গীতে ও বইখানা নিজের পিছনে লুকিয়ে ফেললো।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকল টিম কেন্ডাল আর মলিকে দেখে সে প্রায় নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঙ্গীতে নিঃশ্বাস ফেললো।

'ভগবানকে ধন্যবাদ। কোথায় ছিলে, মলি? সব জায়গায় তোমায় খুঁজে বেরাচ্ছিলাম।

'খাঁড়ির কাছে গিয়েছিলাম।'

'তুমি সেখানে—.' চুপ করে গেল টিম।

'হ্যাঁ। খাঁড়ির কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করতে পারিনি। কিছুতেই পারলাম না। কে যেন—কে যেন জলের মধ্যে উপুড়ে রয়েছে—আর সে মারা গেছে।

'তার মানে—জানো, আমি ভয় পেয়েছিলাম তোমাকে ভেবে। এইমাত্র জানতে পারলাম সে হল লাকি।'

'আমি ওকে মারিনি। সত্যি বলছি, টিম, আমি ওকে মারিনি। আমি ঠিক জানি আমি মারিনি। আমি বলছি—মারলে আমার মনে থাকত, তাই না?'

টিম আস্তে বিছানার উপর বসল।

'তুমি মারোনি—তুমি নিশ্চিত যে—? না। না, তুমি কখনই ওকে মারোনি।' প্রায় চিৎকার করে কথাগুলো বলল টিম। 'এ ধরণের চিন্তা একদম মাথায় আনবে না, মলি। লাকি নিজেই নিজেকে ডুবিয়েছে। নিশ্চয়ই সে নিজে ডুবেছে। হিলিংডনের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। ও তাই গিয়ে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে— ।'

'লাকি কখনই তা করত না। ও কিছুতেই এমন করবে না। কিন্তু আমি ওকে মারিনি। শপথ করে বলছি আমি মারিনি।'

'প্রিয়া, কখনই তুমি এরকম কিছু করোনি।' টিম বলে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরতে মলি নিজেকে মুক্ত করে সরে গেল।

'এ জায়গাটা আমি ঘেন্না করি। এখানে শুধু রোদ্দুর থাকা উচিত ছিল, শুধু রোদ্দুর। কিন্তু তা নেই। এখানে শুধু রয়েছে অন্ধকার—বিরাট কালো অন্ধকার···আর আমি তার মধ্যে জড়িয়ে আছি আর কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছি না।'

প্রায় তীক্ষ্ণ উচ্চক্রমে উঠেছিল মলির গলা।

'চুপ. মলি। দয়া করে চুপ করো!' বাথরুমে গিয়ে একটা গ্লাসে কিছু নিয়ে এল টিম। তারপর বলল, 'এই নাও, এটা খেয়ে নাও। এতে সুস্থ বোধ করবে।'

'আমি—আমি কিছু খেতে পারবো না। আমার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, পারবে। এখানে বোসো! এখানে বিছানায় বোসো।' টিম ওকে জড়িয়ে ধরলো দুহাত দিয়ে তারপর গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরলো। এই নাও, খেয়ে ফেলো।'

জানালার কাছে কণ্ঠস্বর জেগে উঠল।

'জ্যাকসন', মিস মার্পল স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলেন। 'ওখানে যাও। ওর হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে শক্ত করে ধরে রাখো। সতর্ক থেকো। ওর গায়ে জোর আছে, আর প্রায় মরীয়া হয়ে উঠতে পারে ও।'

এক্ষেত্রে বলা দরকার জ্যাকসনের কিছু বিশেষত্ব আছে। হুকুম পালন করার বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। সে এমন একজন ব্যক্তি যার অর্থের প্রতি আকর্ষণ প্রচুর, আর এক্ষেত্রে তাকে অর্থের ইঙ্গিত দিয়েছেন তারই নিয়োগকর্তা, সেই নিয়োগকর্তা একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আর অর্থবান মানুষ। জ্যাকসনের শরীরের মাংসপেশী সুগঠিত, বিশেষ করে তার শিক্ষার পরিণতিতেই যেটা সে লাভ করেছে। সে তাই হুকুমের কারণ খুঁজতে অভ্যস্ত নয়, সে শুধু তা পালন

করতেই তৈরি।

একটা ঝকঝকানির মতই সে দ্রুত ঘরে ঢুকল। তার হাত চলে গেল মলির মুখের কাছে টিমের এগিয়ে ধরা গ্লাসের উপর। অন্য হাত দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরল টিমকে। কব্জিতে সামান্য মোচড় দিতেই গ্লাস চলে এল জ্যাকসনের হাতে। টিম উন্মত্তের মত নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে চলল কিন্তু জ্যাকসন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রইল।

এসব কি হচ্ছে—কি শয়তানী—ছেড়ে দাও আমায়। শিগগির ছাড়ো। পাগল হয়ে গেছো? এসব কি করতে চাইছো?'

টিম বুনো পশুর মত লড়াই করতে চাইলো।

'ওকে ধরে রাখো, জ্যাকসন,' মিস মার্পল বললেন।

'কি হচ্ছে? এখানে কি ঘটে চলেছে?'

এসময় ওয়াল্টাসের সাহায্যে মিঃ র‍্যাফায়েল জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলে উঠলেন।

'কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন?' চিৎকার করে উঠল টিম। 'আপনার লোক বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে, এই হল ঘটনা। ওকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে।'

'না', মিস মার্পল বলে উঠলেন।

মিঃ র‍্যাফায়েল তার দিকে ফিরলেন।

'শুরু করুন, নিয়তি,' তিনি বললেন। 'এ কাহিনীর কিছু সারমর্ম আমাদের জানা দরকার।'

'আমি পুরোপুরি বোবা আর মুখের মত ছিলাম,' মিস মার্পল বললেন। 'কিন্তু এখন আর আমি বোকা নই ওই গ্লাসের পদার্থটুকু যা ওর স্ত্রীকে পান করাতে চাইছিল পরীক্ষা করালেই আমি যা বলতে চাই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ—আমি নিজের মনপ্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি ওর মধ্যে পাওয়া যাবে মারাত্মক পরিমাণ মাদকদ্রব্য। সেই একই ধরণের নকশা—মেজর প্যালগ্রেভের কাহিনীর মধ্যে যা থাকত। কোন স্ত্রীর মানসিক অবসাদ, সে আত্মহত্যা করার জন্য উদগ্রীব, স্বামী সময় মত তার জীবন রক্ষা করল। তারপর দ্বিতীয়বার তার চেষ্টা সফল হল। হ্যাঁ, ঠিকই একই ধারা আর নকশা। মেজর প্যালগ্রেভ আমাকে এ গল্প শুনিয়েছিলেন আর এর সঙ্গে একটা ফটো বের করে আমাকে দেখাতে গিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেই—।'

'আপনার ডান দিকের কাঁধের উপর দিয়ে—,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'না,' মিস মার্পল মাথা ঝাঁকালেন। 'তিনি আমার ডান কাঁধের উপর দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখেন নি।'

'কি সব বলছেন আপনি? আপনিই আমাকে বলেছিলেন……।'

'আপনাকে ভুল বলেছিলাম। একদম ভুল। এমন বোকামি জীবনে আগে কখনও করিনি। আমার মনে হয়েছিল মেজর প্যালগ্রেভ আমার ডান কাঁধের উপর দিয়েই দেখছিলেন, আসলে কিছু লক্ষ্য করে তার চোখ জ্বলছিল—কিন্তু সেভাবে তিনি তো কিছু দেখে থাকতে পারেন না কারণ তার বাঁ চোখটা ছিল কাচের।'

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে—তার একটা চোখ কাচের ছিল,' মিঃ রাফায়েল বললেন। 'ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম। তার মানে বলছেন তিনি কিছুই দেখেন নি?'

'অবশ্যই কিছু তিনি দেখতে পেয়েছিলেন,' মিস মার্পল বললেন। 'তিনি ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলেন, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন শুধু একটা চোখ। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তার একটা চোখ দিয়েই। যে চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন সেটা তার ডান চোখ। আর তাই, নিশ্চয়ই বুঝেছেন, তিনি কিছু দেখতে পেয়েছিলেন আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে নয়, আমার বাঁ দিক থেকে।'

'আপনার বাঁদিকে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ,' মিস মার্পল বললেন। 'টিম কেন্ডাল আর তার স্ত্রী কাছেই বসে ছিল। একটা মস্ত হিবিসকাস ঝোপের কাছে তারা বসেছিল। তারা হোটেলের হিসাব মেলাতে ব্যস্ত ছিল। তার কাচের বাঁচোখ জ্বলজ্বল করছিল। তবে অন্য চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন হিবিসকাস ঝোপের পাশে এক-জন লোক উপবিষ্ট আর তার মুখ অবিকল সেই রকম বরং একটু বয়সের ছাপ পড়েছিল সেখানে। ফটোর সেই মুখে। সে ছবিও হিবিসকাস ঝোপের পাশে ছিল। টিম কেন্ডাল জানতে পেরেছিল মেজর যে কাহিনী সকলাকে শোনাতে শুরু করেছিলেন ও তখনই বুঝতে পেরে যায় মেজর তাকে চিনতে পেরেছেন। তাই ওকে খুন করতে হয় তাকে। পরে ভিক্টোরিয়া মেয়েটিকেও সে খুন করে কারণ সে টিমকে মেজর প্যালগ্রেভের ঘরে একটা ট্যাবলেটভর্তি বোতল রাখতে দেখে ফেলে। সে প্রথমে এ নিয়ে কোন কিছু ভাবেনি কারণ বাঙলোতে কোন অতিথির ঘরে ঢোকা টিম কেন্ডালের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক কাজ ছিল, নানা কারণেই তাকে যেতে হত। হয়তো রেস্তোরার টেবিলে কিছু

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে তারপর টিমকেই নানা রকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে তাই তাকে শেষ করতে হয়। তবে এটাই হল সেই আসল খুনে, যে খুনের পরিকল্পনা সে আগাগোড়া ছক কেটে রেখেছিল। ও একজন স্ত্রী হত্যাকারী— ।'

'ভয়ঙ্কর আর যাচ্ছেতাই রকম মিথ্যে এসব, এর—,' টিম কেণ্ডাল উন্মত্তের মতই চিৎকার করে উঠল।

আচমকা রুদ্ধ, অস্ফুট আর্তনাদ জেগে উঠল। এসথার ওয়াল্টর্স মিঃ র‍্যাফায়েলকে নড়ইল চেয়ার থেকে প্রায় ফেলে দিয়ে ছুটে গেল টিমের দিকে। সে জ্যাকসনকে বৃথা টেনে ছাড়িয়ে আনতে চাইলো।

'ওকে ছেড়ে দাও—ওকে ছেড়ে দাও। এসব সত্যি নয়। একটা কথাও সত্যি নয়। টিম— আমার প্রিয় টিম—একথা সত্যি নয়। তুমি কাউকেই খুন করতে পারো না, আমি জানি, কক্ষণও খুন করতে পারো না তুমি— । যে সাংঘাতিক মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করেছ সেই এসব করছে। সে তোমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছিলো। এসব সত্যি নয়—একটা কথাও সত্যি নয়। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি টিম। তোমাকে ভালবাসি। কারও একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি— ।'

তখনই টিম কেণ্ডাল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল।

'ঈশ্বরের দোহাই, শয়তান কুকুরী কোথাকার,' সে চিৎকার করে বলে উঠল। 'এক্ষুণি মুখ বন্ধ কর। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাস? থাম শিগগির। নোংরা হাঁ করা মুখ বন্ধ কর তো।'

'বেচারি,' মিঃ র‍্যাফায়েল নরম স্বরে বলে উঠলেন। 'তাহলে এই ব্যাপার চলছিল এতদিন?'

পঁচিশ। কল্পনাশক্তি কাজে লাগালেন মিস মার্পল

'তাহলে এই ব্যাপার চলছিল এতদিন?' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। তিনি আর মিস মার্পল আন্তরিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

'তাহলে ও টিম কেণ্ডালের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল?'

'প্রেমে হাবুডুবু বলা যায় না মনে হয়,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার

মনে হয় কিছুটা রোমাণ্টিকতা, ভবিষ্যতে বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে।'

'কি বলছেন—মানে ওর স্ত্রী মারা গেলে ?

'আমার মনে হয় না মলি মারা যাবে এমন কোনধারণা এসথার ওয়াল্টার্সের ছিল,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার ধারণা টিম কেণ্ডাল ওকে মলির সঙ্গে অন্য একজনের প্রেম ঘটিত কিছু রয়েছে বলে জানানোর ফলে এসথার তাই বিশ্বাস করতে চাইছিল। মলিকে যে এখানে অনুসরণ করে এসেছে এরকম কথাই সম্ভবতঃ জানিয়েছিল টিম। এসথার ভাবছিল বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আমার মনে হয় এটা ওর কাছে সম্মানজনক আর ঠিক বলেই মনে হচ্ছিল। তবে ও টিমের প্রেমে ভালমতই পড়েছিল।'

'হুঁ, ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। কেণ্ডাল চোখে ধরার মতও বটে। কিন্তু সে এসথারের পিছনে ছুটল কেন এর উত্তরও আপনার জানা আছে ?'

'একথাতো আপনারই জানার কথা। আপনি জানেন না ?' মিস মার্পল বললেন।

'একেবারে যে কোন ধারণা নেই সে কথা বলব না, মোটামুটি জানি, কিন্তু ভাবছি আপনি সেকথা জানলেন কি ভাবে ? আর আরও বললে টিম কেণ্ডালের পক্ষে এটা জানা কিভাবে সম্ভব ?'

'মানে, আমি হয়তো কিছুটা কল্পনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি, তবে আরও ভাল হয় আপনি যদি বলেন।'

'আমি আপনাকে বলছি না,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আপনিই বলুন, শুনি, বিশেষ করে আপনার বুদ্ধি অসামান্য।'

'বেশ, আমিই বলছি,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় আগেই আপনাকে বলেছিলাম আপনার লোক জ্যাকসন আপনার জিনিসপত্র আর কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে সুযোগ পেলেই।'

'হ্যাঁ, এটা ওর পক্ষে সম্ভব,' মিঃ রাফায়েল বললেন। 'তবে আমি বলিনি কি যে ও এমন কিছু খুঁজে পাবে না যা ওর কোন কাজে লাগতে পারে ? এ বিষয়ে আমি সতর্ক থেকেছি।'

'আমার ধারণা যে আপনার উইলের বিষয়ে জানাতে পেরেছিল।'

'ওহ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে একটা উইলের নকল ছিল।'

'আপনি আমাকে বলেছিলেন,' মিস মার্পল বললেন, 'আর বেশ জোর গলাতেই সকলকে শোনাবার মত করে বলেছিলেন যে আপনার উইলে এসথার

ওয়াল্টার্সের জন্য এক পয়সাও রাখেন নি। আপনি এ বিষয়ে এসথার আর জ্যাকসনকেও বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে রেখেছিলেন। এ ব্যাপারটা জ্যাকসনের ক্ষেত্রে ঠিকই মনে হয়। তাকে আপনি কিছুই দিয়ে যাননি, তবে এসথার ওয়াল্টার্সকে আপনি উইলে টাকা দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তবে সে কথার কণা মাত্রও সে জানতে না পারে সে ব্যবস্থাও আপনি করেন। তাই না ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই, তবে জানিনা আপনি জানলেন কিভাবে ?'

হাসলেন মিস মার্পল।

'ব্যাপারটা হল যেভাবে .আপনি বারবার একথা জানাতে চেয়েছিলেন তাতেই আমার আসল কথা জানা হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লোকের কোনটা মিথ্যে কথা আমি বুঝতে পারি।'

'হার মানছি,' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'ঠিক আছে। আমি এসথারকে ৫০০০০ হাজার পাউণ্ড দিতে চেয়েছি। আমার মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা ওর কাছে দারুণ অবাক করা ব্যাপারই হবে। আমার তাই এবার মনে হচ্ছে টিম কেন্ডাল একথা জেনেই বর্তমান স্ত্রীকে বেশি মাত্রায় কিছু খাইয়ে বা অন্য উপায়ে শেষ করে ৫০০০০ হাজার পাউণ্ড আর এসথার ওয়াল্টার্সকে বিয়ে করত। সম্ভবতঃ তাকেও যথা সময়ে সরিয়ে দিতে। কিন্তু সে কিভাবে জানতে পারল এসথার ৫০০০০ পাউণ্ড পেতে চলেছে ?'

'জ্যাকসনই তাকে জানায় নিশ্চয়ই', মিস মার্পল বললেন। 'ওদের দুজনের খুবই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। টিম কেন্ডাল আর্থার জ্যাকসনের প্রতি খুব সদ্ভাব দেখাত, মনে হয় এর পিছনে কোন বদ উদ্দেশ্য ছিল না। তবে জ্যাকসন যে সব গল্প শোনাতো তার মধ্য দিয়েই ও সম্ভবতঃ এক সময় না খেয়াল করেই বলে ফেলেছিল যে একথার ওয়াল্টার্স বেশ মোটা অর্থ লাভ করতে চলেছে। সে হয়তো এরকম ইঙ্গিতেও করে থাকতে পারে যে সে নিজেই এসথার ওয়াল্টার্সকে বিয়ে করার চেষ্টা করে চলেছে যদিও সে তখনও পর্যন্ত এসথারের দিক থেকে তেমন সাড়া পায়নি।'

.আপনি যে সব বিষয় কল্পনা করেন তার সবই সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

'তবে আমি মূর্খ ছিলাম', মিস মার্পল উত্তর দিলেন, 'অতি মূর্খ। সব ব্যাপারই কি রকম মিলে গেছে, দেখেছেন অবশ্যই। টিম কেন্ডাল অত্যন্ত ধূর্ত আর খুবই খারাপ লোক। ওর বিশেষ দক্ষতা ছিল গুজব রটানোর

ব্যাপারে। আমি যা যা শুনেছি তার অর্থেকই ওর রটনা মনে হয়। গুজব রটে গিয়েছিল মলি এক অনুপযুক্ত লোককে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিল তবে আমার মনে হয় ওই অনুপযুক্ত লোকটি টিম কেন্ডাল স্বয়ং, যদিও সে তখন অন্য কোন নামই ব্যবহার করছিল। মলির বাড়ির লোকেরা সম্ভবতঃ কিছু শুনেছিল, লোকটির অতীত যে অস্পষ্ট এরকম কিছু হতে পারে। তাই সে মলির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে 'পরিচিত হওয়ার' অপমানজনক কাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আর তারপর সে মলির সঙ্গে ঠিক করা একটা মতলব কাজে লাগায়। ব্যাপারটা দুজনেই খুব মজার মনে করেছিল। মলি ভাব দেখাতে চাইছিল লোকটির জন্য সে পাগল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জনৈক মিঃ টিম কেণ্ডালের আবির্ভাব ঘটে যায়। এক্ষেত্রে সে আবার মলির আত্মীয়স্বজনদের অনেকের বন্ধুবান্ধবদের নাম জানিয়ে বিশ্বাস জন্মায়। তারাও তাকে আদর অভ্যর্থনা জানায় প্রায় দুহাত বাড়িয়ে যেন মলির আগেকার অযোগ্য সেই লোকটির বদলে যোগ্য কাউকেই পেয়ে গেছে। আমার ধারণা মলি আর টিম এই ব্যাপারটি নিয়ে আড়ালে খুবই হাসাহাসি করেছিল। যাই হোক, মলি ওকেই বিয়ে করে আর ওর টাকা দিয়েই আগে যারা হোটেলের মালিক ছিল তার কাছ থেকে টিম এটা কেনে আর ওরা এখানে চলে আসে। আমার কল্পনা বুঝতে পারছি টিম বেশ তাড়াতাড়ি মলির টাকা শেষ করে ফেলে। তার পরেই ওর পরিচয় ঘটে যায় এসথার রয়াল্টাসে'রই সঙ্গে আর সে আবার নতুন করে প্রচুর টাকার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে যায়।

'কিন্তু সে আমাকে খতম করলো না কেন?' মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন।

একটু কাশতে চাইলেন মিস মার্পল।

'আমার মনে হয় সে আগে মিসেস ওয়াল্টার্সের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। তাছাড়া—আমার ধারণা···', মিস মার্পল কি বলা উচিত না বুঝতে পেরেই যেন হয় চুপ করে গেলেন।

'অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছিল তাকে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন। 'আর আমাকেও স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে দেয়াই এক্ষেত্রে ভাল। অর্থবান মানুষ বলেই। বিশেষতঃ কোটিপতি মানুষদের মৃত্যুকে একটু সতর্কভাবেই যাচাই করে দেখা হয়, অন্ততঃ সাধারণ স্ত্রীদের চেয়ে নিশ্চয়ই, তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনার বক্তব্য ঠিক। টিম নানা রকম মিথ্যার বেসাতি আরম্ভ করেছিল', মিস মার্পল বললেন। 'মলিকে যে কিভাবে মিথ্যাকে বিশ্বাস

করতে বাধ্য করেছিল একবার ভেবে দেখুন—সে মানসিক বিপর্যয় সংক্রান্ত একখানা বই ওর হাতের কাছেই রেখে দিয়েছিল। সে কৌশলে তাকে মাদক আর ওষুধ প্রয়োগ করেও চলেছিল যাতে সে নানা ধরণের অলীক কিছু ঘটতে দেখে আর দুঃস্বপ্ন দেখে চলে। একটা বিষয় ভেবে দেখা দরকার এখানে—আপনার জ্যাকসন বেশ চাতুর্যের প্রমাণ রেখেছে এ ব্যাপারে। সে নিশ্চয়ই মলির কোন কোন উপসর্গ দেখে সেগুলো মাদকের ক্রিয়া বলে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। সেদিন সে মলির বাথরুমে এসেছিল বাথরুমে রাখা প্রসাধন পরীক্ষা করার জন্যেই। সে মুখে মাখার ক্রীম পরীক্ষা করেও ছিল। ওর মাথায় বোধ হয় সেই প্রাচীন কালের ডাইনীদের কথা ঢুকে গিয়েছিল, ডাইনীরা মলমে বেলেডোনা মিশিয়ে দিলে ওই ধরণের উপসর্গই দেখা দিত। মুখের ক্রীমে বেলেডোনা মেশালে এই উপসর্গ দেখা দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে মলির মাঝে মাঝে সময় নিয়ে গোলমাল হওয়া সম্ভব ছিল—কিছুক্ষণ অন্ধকারে ডুবে যাওয়াও অসম্ভব নয়। স্বপ্নেরও রকমফের ঘটতে পারত—ওযেন শূন্যে ভাসমান বলেও মনে ভাবত। সন্দেহ থাকার কথা নয় মলি দারুণ ভয় পেয়েছিল এর ফলে। তার মধ্যে মানসিক রোগের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিতে শুরু করে. আর জ্যাকসনও ঠিক আঁচ করেছিল। এমনও হতে পারে জ্যাকসনের মনে এই ভাবনার জন্ম হয় মেজর প্যালগ্রেভের গল্প শোনার পর। মেজর প্যালগ্রেভ বলেছিলেন ভারতীয় মেয়েরা স্বামীদের ধুতুরার রস খাওয়াতে চাইতে।

'মেজর প্যালগ্রেভ!' মিঃ রাফায়েল বলে উঠলেন। 'সত্যিই একজন লোক বটে!'

'নিজের মৃত্যু তিনি নিজে ডেকে এনেছিলেন,' মিস মার্পল বললেন, 'আর তাই শুধু নয়, এই সঙ্গে বেচারি ভিক্টোরিয়ারও মৃত্যু, আর মলিকেও প্রায় শেষ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তিনি যে একজন খুনীকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন তাতে একটুও সন্দেহ নেই।'

'মেজর প্যালগ্রেভের কাচের চোখ সম্পর্কে হঠাৎ ভাবতে গেলেন কেন?' মিঃ রাফায়েল তির্যকভাবে প্রশ্ন করলেন।

'সেনোরা দা ক্যামাপিয়েরোর একটা কথা শুনে। তিনি মেজরকে কুৎসিত আখ্যা দিয়ে তার চোখকে শয়তানের চোখ বলেছিলেন; আমি তাতে বলি তার একটা চোখ কাচের আর তার জন্য তাকে দায়ী করা ঠিক নয়। উনি বলেন মেজরের চোখের দৃষ্টি ট্যারা কোনদিকে তাকান বুঝতে পারা যায় না। উনি

আরও বলে ওর দৃষ্টি দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। আমি তখনই বুঝতে পারি—ওই দিনেই কিছু একটা শুনেছি যার গুরুত্ব ছিল। গতরাতে ঠিক জ্যাকির মৃত্যুর পর আমি হঠাৎই জানতে পারি সেটা কি। আর তখনই উপলব্ধি করি আর নষ্ট করার মত সময় নেই……।'

'টিম কেন্ডাল ভুল করে অন্য একটি মেয়েকে খুন করল কি ভাবে?'

'নিছক ভাগ্য। আমার মনে হয় ওর মতলব ছিল এই রকমঃ সকলকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ করার পর—এমনকি মলিকেও, যে ওর মানসিক রোগজন্মেছে, সঙ্গে তাকে বেশ ভাল মাত্রায় মাদক জাতীয় যে ওষুধ ও খাইয়ে চলেছিল তাই খাওনোর পর টিম মলিকে বলে ওরা দুজনে মিলে ওই খুনের ব্যাপারের রহস্য ভেদ করবে। ও মলিকে আরও জানায় এজন্য সে ওর সাহায্য চায়। সকলে শুয়ে পড়ার পর ওরা দুজনে খাঁড়ির কাছে একটা বিশেষ জায়গায় মিলিত হবে।

'সে আরও বলেছিল ওর বিশেষ করেই মনে হচ্ছে খুনী কে ও জানে, আর ওরা তাকে ফাঁদে ফেলবে। মলি বাধ্য মেয়ের মত চলে গিয়েছিল—তবে সে বেশ বিহ্বল হয়েও পড়েছিল, বিশেষ করে ওকে ওষুধ খাওয়ানোর ফলে ও বিবেচনা শক্তিও প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। তার প্রকাশ ঘটল ওর গতি শ্লথ হয়ে পড়লে। টিমই সেখানে প্রথম উপস্থিত হয় আর যাকে সে দেখে তাকে মলি বলেই ভেবে নেয়। সোনালী চুল আর হালকা সবুজ শাল জড়ানো একটা মেয়ে। ও তার পিছনে এসে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে তাকে সজোরে জলে ডুবিয়ে চেপে ধরে রাখে।'

'দারুণ লোক! কিন্তু এসব না করে ও তো স্ত্রীকে বেশি মাত্রায় মাদক খাওয়াতে পারত?'

'সেটা অবশ্য সহজ হত, তবে এতে সন্দেহ জাগতে পারা সম্ভব ছিল। মনে রাখবেন মলির হাতের কাছ থেকে সমস্ত রকম মাদক জাতীয় জিনিস আর ওষুধ সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আর সে যদি এ সত্ত্বেও আবার টাটকা এসব কিছু পেয়ে থাকত তাহলে সন্দেহটা স্বভাবতই পড়ত তার স্বামীর উপরেই—সে ছাড়া না হলে কে এটা দিতে পারত? কিন্তু হতাশার আক্রমণে সে যদি জলে ডুবে আত্মহত্যা করে যখন তার নিরপরাধ স্বামী ঘুমিয়ে ছিল, তখন সব ব্যাপারটাই রূপ নিত এক রোমাণ্টিক বিয়োগান্ত নাটকের। এটা হলে কেউই বলতে চাইত না তাকে কেউ জোর করে জলে ডুবিয়েছে। তাছাড়া,' মিস মার্পল যোগ করলেন,' খুনীরা সব সময়েই অপরাধকে সহজবোধ্য রাখতে

পারে না। তারা কখনই একটু রঙ না চড়িয়ে পারে না।'

'হুঁ, তাহলে মনে হচ্ছে আপনি খুনীদের সম্পর্কে যা জানা দরকার সবই জেনে ফেলেছেন! তাহলে আপনার বিশ্বাস, টিম জানতো না সে ভুল করে অন্য মেয়েকে মেরেছে!'

মিস মার্পল মাথা ঝাঁকালেন।

'সে মৃতের মুখটাও দেখেনি, সে দ্রুত জায়গা ছেড়ে চলে যায় আর এক ঘণ্টা সময় কাটার পর অনুসন্ধানী দল গড়ে মলির খোঁজ শুরু করে দেয় নিজেকে একজন বিহ্বল স্বামী বলে প্রমাণ করতে।'

'কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারছি না, লাকি, অত রাত্রিতে খাঁড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করছিল কি উদ্দেশ্যে!' মিঃ রাফায়েল প্রশ্ন করলেন।

মিস মার্পল একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে হাসলেন।

'এটা সম্ভব বলেই মনে হয় আমার, লাকি—মানে, যাকে বলে কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'এডওয়ার্ড হিলিংডন?'

'ওহ, না,' মিস মার্পল বললেন। 'সে পাট চুকে গেছে, আমি অবাক হচ্ছি—হয়তো এটাই সম্ভব—যে হয়তো জ্যাকসনের জন্য অপেক্ষা করে চলেছিল।

'বলেন কি। জ্যাকসনের জন্য?'

'আমি লাকিকে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম—সে দু একবার ওর দিকে তাকাতে চেয়েছে,' মিস মার্পল মিঃ রাফায়েলের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে আপন মনে প্রায় বিড়বিড় করে বললেন।'

মিঃ রাফায়েল শিস দিয়ে উঠলেন।

'আমার, হুলো বেড়াল জ্যাকসন! ওর অসম্ভব কাজ নেই দেখছি। টিম নিশ্চয়ই দারুণ মুষড়ে পড়েছিল ভুল একজনকে খুন করেছে দেখতে পেয়ে।'

'নিশ্চয়ই। সে নিশ্চয়ই এতে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। মলি জীবিত থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে কত কসরত করে মলির মানসিক অবস্থা নিয়ে যে সব গুজব ছড়িয়েছে সে সব ফুৎকরে কোথায় উড়ে যাবে ওকে যদি কোন দক্ষ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে হাজির করা হয়। মলি এরপর যখন জানাত ওদের সেই গোপনে খাঁড়ির কাছে মিলিত হওয়ার কথা তখন টিম কেন্ডালের অবস্থা কি রকম দাঁড়াত? এক্ষেত্রে টিমের একমাত্র ভরসা হত

তাড়াতাড়ি সন্দেহ মলিকে শেষ করা। এতে চমৎকার একটা সুযোগ থাকতো যে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করবে মলিই ল্যাকিকে জলে ডুবিয়ে খুন করেছে আর পরমুহূর্তে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে কি করেছে বুঝে সে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছে।'

'আর ঠিক তখনই আপনি ঠিক করে নিলেন', মিঃ র‍্যাফায়েল বললেন, 'যে নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করবেন, অ্যাঁ?'

তিনি চেয়ারে এলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। 'এটা আমার কাছে দারুণ একটা মজার ব্যাপার', তিনি বললেন। 'আপনি যদি জানতেন যে রাতে মাথায় ওই গোলাপি পশম জড়িয়ে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন নিয়তি বলে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন তখন কি রকম দেখাচ্ছিল আপনাকে! আমি জীবনে কোনদিন সে দৃশ্য ভুলবো না!'

। উপসংহার

অবশেষে এসে গেল বিদায় লগ্ন আর মিস মার্পল এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন। বেশ কিছু মানুষ তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। হিলিংডনেরা আগেই চলে গিয়েছেন। গ্রেগরী ডাইসন অন্য এক দ্বীপে উড়ে গেছেন আর গুজব শোনা যাচ্ছিল তিনি নাকি সেখানে জনৈকা আর্জেন্টিনীয় বিধবার প্রতি তার নজর ফেলেছেন। সেনোরা দা ক্যামপিয়েরাও ইতি—মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যাবর্তন করেছেন।

মলিও এসেছিল মিস মার্পলকে বিদায় জানাতে। তাকে কিছুটা ফ্যাকাশে আর কৃশ মনে হতে চাইলেও সে তার ভয়ানক আবিষ্কার বেশ সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিল আর ধাক্কাটাও সামলে নিতে পেরেছিল আর এই সঙ্গে মিঃ র‍্যাফায়েলের একজন প্রতিনিধির সহায়তায় সে হোটেল চালিয়েও যাচ্ছিল। মিঃ র‍্যাফায়েল তার প্রতিনিধিকে ইংল্যান্ডে তারবার্তা পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলেন এজন্য।

'কাজে ব্যস্ত থাকলেই তোমার ভাল লাগবে', মিঃ র‍্যাফায়েল বলেছিলেন। 'এতে বাজে চিন্তা আসবে না। এখানে অনেক ভাল জিনিস রয়েছে।,

'এই খুনের ফলে কিছু হবে না বলছেন—।'

'রহস্য সমাধান হয়ে গেলে মানুষ খুন ভালবাসে', মিঃ র‍্যাফায়েল নিশ্চিন্ততার আশ্বাস দিয়েছিলেন! 'তুমি এই ভাবেই চালিয়ে যাও আর মন ভাল রাখো। আরও একটা কথা, সব পুরুষকেই অবিশ্বাস কোরোনা যেহেতু একজন খারাপ লোককে তুমি দেখেছ।'

'আপনার কথা অনেকটা মিস মার্পলের মত; মলি উত্তর দিয়ে বলেছিল,

'তিনি সবসময়েই বলছেন সঠিক মানুষ ঠিক সময়েই একদিন আসবে দেখো।'

মিঃ র‍্যাফায়েল এই ভাবপ্রকাশতায় স্মিতভাবে হাসতে চাইলেন। মিস মার্পলকে তাই বিদায় জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন ক্যানন আর খোয়ানা প্রেসকট, আর অবশ্যই মিঃ র‍্যাফায়েল ও মলি। এসথার ওয়াল্টার্সও হাজির হয়েছিল – এসথারের মধ্যে যেন আচমকা বয়সের ছাপ পড়েছিল, মুখে কিছুটা আঘাতের সুস্পষ্ট রেখা। মিঃ র‍্যাফায়েল তার প্রতি মাঝে মাঝে যেন অতি-মাত্রায় সদয় বলেও মনে হতে চাইছিল। ন্যাচননও উপস্থিত এবং সে মিস মার্পলের জিনিসপত্র তদারক করার ভান করছিল। ইদানীং তার মুখে কর্ণ-বিস্তৃত হাসিও ফুটে উঠছিল, যতদূর জানা যায় যায় ইদানীং তার হাতে বেশ ভাল অর্থ এসেছিল।

হঠাৎ অবকাশে গুমগুম শব্দ জেগে উঠল। প্লেন এসে পড়েছিল আর শব্দ সেই প্লেনেরই। এখানে বিশেষ কোন নিয়মে ফাঁস ছিল না।

'চ্যানেল ৮ বা চ্যানেল ৯-এ আসুন' এ রকম কোন বেতার ঘোষণাও শোনা গেল না। ফুলে ঢাকা চত্বর পেরিয়ে প্লেনে ওঠার নির্দিষ্ট জায়গায় হেঁটে গেলেই হল।

'বিদায়, প্রিয় মিস মার্পল', মলি মিস মার্পলকে চুম্বন করে বলে উঠল।

'বিদায়! আর একবার আমাদের কাছে এসে ঘুরে যাবেন', মিস প্রেসকট আন্তরিকভাবে মিস মার্পলের করমর্দন করে বললেন।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দারুণ ভাল লেগেছে', ক্যানন প্রেসকট বললেন। 'আমি আমার বোনের মতই সমর্থন করছি আন্তরিকভাবে।'

'শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, মাদাম', জ্যাকসন বলল, 'আর মনে রাখবেন বিনা খরচে একবার মালিশ করানোর ইচ্ছে হলে সোজা এক লাইন আমাকে লিখে পাঠাতে ভুলবেন না, সব ব্যবস্থা করে নেবো।'

একমাত্র এসথার ওয়াল্টারই একটু দূরে সরে রইল বিদায় মুহূর্ত আসার সময়। মিস মার্পলও ওকে চাপ দিতে চাইলেন না। সকলের শেষে এলেন মিঃ র‍্যাফায়েল। উনি মিস মার্পলের হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

'ভয় হচ্ছে আমি লাতিন ভাষা তেমন জানি না।' মিস মার্পল বললেন।

'কিন্তু এর মানে আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ।' আর কিছু বললেন না মিস মার্পল। তিনি ভালই বুঝতে পেরেছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল কি বলতে চাইছিলেন তাকে।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছি; মিস মার্পল বললেন শুধু।

তারপর পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়লেন তিনি।

Original : Caribbean Mystery

অন্ধ নিয়তি

এক ॥ প্রতীক্ষা

বিকেলের দিকে দ্বিতীয় খবরের কাগজটা খোলা মিস জেন মার্পলের প্রতি-দিনের অভ্যাস। সকালে বাড়িতে দুটো কাগজ আসে। প্রথমটাতে মিস মার্পল চোখ বোলান সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে, অবশ্য ওটা সময় মতো এলে। যে ছোকরা কাগজ দেয় সময়ের ব্যাপারে সে প্রায়ই গোলমাল করে ফেলে। প্রায়ই প্রথমজনের বদলি হিসেবে নতুন কোন ছোকরাকে দেখা যায়। তাদের প্রত্যেকেই ইচ্ছে মত পথ বেছে নেয়—হয়তো তাতে একঘেয়েমি দূর হয়। কিন্তু যে সব খদ্দের ভোরবেলাতে তাদের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত কাজে বেরিয়ে পড়ার আগেই, তাদের বিরক্তি স্বাভাবিক। যদিও মধ্যবয়সী বা বয়স্কা মহিলারা, যারা সেন্ট মেরী মিডের শান্ত পরিবেশে বাস করেন তারা প্রাতরাশের সময়েই খবরের কাগজ আশা করেন।

আজ মিস মার্পল তার কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন—কাগজটির তিনি একটি নামও দিয়েছেন, 'দৈনিক সবকিছু'। এটা অবশ্য 'দৈনিক সংবাদের' একটু ব্যঙ্গার্থক নাম। কাগজটির মালিকানা বদল হওয়ার প্রথম পাতায় আসল খবরের বদলে ছাপা হয়ে চলেছে পুরুষদের পোশাক সম্পর্কে বিজ্ঞাপন, মেয়েদের পোশাক নিয়ে আলোচনা, বাচ্চাদের প্রতিযোগিতা আর প্রতিবাদ পত্র। আসল সংবাদ হয়তো ভিতরে কোথাও আছে যা খুঁজে পাওয়াই শক্ত। মিস মার্পল কিছুটা প্রাচীন পন্থী হওয়ায় সংবাদপত্র সংবাদ-পত্রই হবে এটাই চাইতেন।

বিকেলের দিকে মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি বিশেষ ভাবে বানানো সোজা আরাম কেদারায় পিঠ রেখে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন। পিঠের বাতের জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সেদিনও তিনি 'টাইমসের' পাতা ওল্টাচ্ছেন। টাইমসও অবশ্য আগের মত নেই। সবচেয়ে গা জ্বালানো ব্যাপার হলো টাইমসে যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। প্রথম পাতা থেকে শুরু করে কোথায় কোন খবর আছে কেমন জানা থাকতো, এখন তা হয় না। হঠাৎ দু পাতা জুড়ে ক্যাপ্রি ভ্রমণের সচিত্র প্রবন্ধ আর খেলার কথা ফলাও করেই ছাপা হয়েছে, আগে এমন ছিল না। আদালতের খবর আর শোক সংবাদ বিশুদ্ধ ভাবেই থাকতো। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কলামই মিস মার্পলের আগ্রহ জাগাতো

টাইমসে প্রথম পাতায় থাকায়, তা পাকাপাকি ভাবেই শেষ পৃষ্ঠায় জায়গা নিয়েছে।

মিস মার্পল প্রথমেই সামনের পাতার প্রধান খবরে নজর দিলেন। কিন্তু এসব আগেই দেখা। তিনি সূচীপত্রের দিকে তাকালেন। প্রবন্ধ, মতামত, বিজ্ঞান, খেলাধুলো এড়িয়ে তিনি পাতা উল্টে চকিতে একবার জন্ম, বিবাহ আর মৃত্যুর কলম দেখে নিয়ে চিঠিপত্রের কলমে ফিরে এলেন। এটা তিনি বিশেষ পছন্দ করেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারটা তার মাথায় ঢোকে না।

আবার জন্ম, বিবাহ আর মৃত্যুর কলমে ফিরে এসে মিস মার্পল আগের মতোই ভাবলেন—

'সত্যিই এটা দুঃখের, কিন্তু আজকাল শুধু মৃত্যুর ব্যাপারটাতে আগ্রহ জাগে।'

কারও বাচ্চা জন্মেছে, তবে সে নামে তাদের মিস মার্পলের চেনা সম্ভব নয়। যদি কারও নাতি বা নাতনীর নামে একটা কলম থাকতো তাহলে হয়তো তার বেশ সুখকর স্মৃতি জাগতো।

বিবাহের কলম এড়িয়ে গেলেন তিনি। কারণ মিস মার্পলের পুরনো বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। এবার মৃত্যুর কলমে এসে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন তিনি। একটা নামও যেন বাদ না যায়। অ্যালোয়ে, অ্যাঞ্জেপ্যাপেট্রো, আর্ডেন, বার্টন বেডশ কার্পেন্টার ক্লেগ। ক্লেগ? ওঁর জানা কোন ক্লেগ? না ওর পরিচিত জেনেট ক্লেগ নয়, সে ইয়র্ক সায়ারে। ম্যাকডোনাল্ড, ম্যাকেঞ্জী, নিকলসন। নিকলসন? না ওর জানা কেউ নন। অগ, অরমেরড—নিশ্চয়ই কোন খুড়ী বা পিসী। সম্ভবতঃ লিন্ডা অরমেরড। কোয়ার্নট্রিল? অবশ্যই এলিজাবেথ কোয়ার্নট্রিল। পঁচাশি বছর? আশ্চর্য। এতোদিন বেঁচেছিলেন? রেস, র‍্যান্ডাল, র‍্যাফায়েল। র‍্যাফায়েল? মনের ভিতর একটু খোঁচা জাগলো। নামটা যেন পরিচিত। র‍্যাফায়েল। বেলফোর্ড পার্ক, মেইডস্টোন। না, ঠিকানাটা জানা নয়। মনে পড়ছে না। কোন ভুল চাই না। জ্যাসন র‍্যাফায়েল। ওঃ, এটা বেশ একটু অপ্রচলিত নাম। তবুও মিস মার্পলের মনে হয় কোথাও শুনেছেন নামটা। রুস পার্কিনস। তাহলে এটা হতে পারে—না, তা নয়। রাইল্যান্ড? এমিলি রাইল্যান্ড। না, কোন রাইল্যান্ডকে তিনি চেনেন না।

মিস মার্পল তার কাগজ নামিয়ে একটা শব্দ শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে র‍্যাফায়েল নামটা কেন পরিচিত মনে হচ্ছে ভাবতে, চাইলেন।

'পরে মনে পড়বে', বলে উঠলেন মিস মার্পল, বৃদ্ধাদের মন যেভাবে কাজ করে ভেবে নিয়ে।

জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালেন মিস মার্পল। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে সেকথা ভুলতে চাইলেন। এই বাগান তার কাছে খুবই আনন্দ আর খুব পরিশ্রমের ব্যাপার ছিলো। কিন্তু আজকাল ডাক্তারদের জন্যে তা আর করা হয়ে ওঠে না। নিজের চেয়ার তিনি এমনভাবে বসিয়ে নিয়েছেন যে ইচ্ছে মতো সব কিছু দেখা চলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একটা বাচ্চার পশমী জ্যাকেটের সেলাই ব্যাগ তুলে নিলেন। শুধু হাতটাই বাকি—কাজটা খুব বিরক্তিকর। পশমটা হালকা গোলাপী। হালকা গোলাপী? এক মিনিট দাঁড়ান—কথাটা যেন কোথায় লাগসই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খবরের কাগজে সবেমাত্র পড়া নামের সঙ্গেই—। নীল সমুদ্র। ক্যারিবিয়ান সাগর। বালুকা বেলা। রৌদ্রকর! নিজে তিনি বুনছিলেন—ঠিক, মিঃ র‍্যাফায়েল। তিনি ক্যারিবিয়ানে যখন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেন্ট অনরে দ্বীপে। ওঁর ভাইপো রেমণ্ডের ভালবাসার চিহ্ন। মনে পড়েছে যোয়ানের কথা, ওঁর ভাইপোর বউয়ের কথাগুলো, 'আর কোন খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন না যেন, জেনপিসী। এ আপনার পক্ষে ভাল না।'

যাই হোক কোন খুনে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে মিস মার্পলের আদৌ ছিলো না, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেলো। শুধু বয়স্ক এক মেজর, যার একটা চোখ কাচের বারবার তাকে বিরক্তিকর একটা গল্প শোনাতে চাইছিলেন বলেই। বেচারি মেজর—কি যেন নাম তার? মিঃ র‍্যাফায়েল আর তার সেক্রেটারী মিসেস—মিসেস ওয়াল্টার্স। হ্যাঁ, এসথার ওয়াল্টার্স। আর তার অঙ্গসংবাহক জ্যাকসন। সবই মনে পড়ছে। বেচারি মিঃ র‍্যাফায়েল। তাহলে তিনি মারা গেছেন! তিনি জানতেন খুব তাড়াতাড়িই তিনি মারা যাবেন। কথাটা তিনি ওকে প্রায় জানিয়েও ছিলেন। মনে হচ্ছে ডাক্তাররা যা ভেবেছিলো তার চেয়ে তিনি বেশিই বেঁচেছেন। তিনি খুবই শক্তিমান, একগুঁয়ে—আর দারুণ ধনীই ছিলেন।

কাঁটা নাড়তে নাড়তে মিস মার্পল চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু তার মন বোনায় ছিলো না। তার মন পড়েছিলো বিগত মিঃ র‍্যাফায়েলের উপর। যতোটা সম্ভব তার কথাই ভাবতে চাইছিলেন তিনি। সহজে ভুলে যাওয়ার মতো তিনি সত্যিই ছিলেন না। তার আকৃতি মনের পর্দায় তিনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ব্যক্তিত্বের মত ব্যক্তিত্ব, একটু অসহিষ্ণু, খিটখিটে আর মাঝে

মাঝে মাঝে কর্কশ। তা সত্ত্বেও কেউ কিছু কিছুই মনে করতো না। এটাও ওর মনে পড়েছে। এর কারণ তিনি প্রচণ্ড অর্থবান ছিলেন। হ্যাঁ, বিরাট ধনী। ওঁর সঙ্গে থাকতো তার সেক্রেটারী আর ভ্যালে-কর্মচারী, এক দক্ষ মালিশকারী। সাহায্য ছাড়া উনি বড় একটা চলতে পারতেন না।

ওই ভ্যালেটি একটু সন্দেহ জাগানো ছিল বলে মিস মার্পলের মনে হলো। মিঃ র‍্যাফায়েলও মাঝে মাঝে তার প্রতি বিরূপ হতেন। তবে লোকটি কিছু ভাবতো বলে মনে হয় না। আর তারও কারণ হলো, অবশ্যই মিঃ র‍্যাফায়েল অসম্ভব ধনী।

'আমি ওকে যা দিই অন্য কেউ তার অর্ধেকও দেবে না', র‍্যাফায়েল বলতেন, 'আর ও সেটা জানে। অবশ্য কাজটা ও ভালোই করে।'

মিস মার্পল ভাবলেন লোকটার নাম কি জ্যাকসন?—না জনসন? সে কি মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছেই ছিলো? আর একবছরই হয়তো হবে? কিন্তু ওর মনে হয়, হয়তো তা নয়। কারণ মিঃ র‍্যাফায়েল পরিবর্তন চাইতেন। তিনি লোক জনের চালচলন, তাদের মুখ বা কণ্ঠস্বরে ক্লান্ত হয়ে উঠতেন। ব্যাপারটা অনুভব করলেন মিস মার্পল। ওর নিজেরও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়—বিশেষতঃ তার ওই সুন্দর, মনোযোগী, শান্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গিনী সম্বন্ধে।

মিস মার্পলের মন আবার ফিরে গেল মিঃ র‍্যাফায়েলের দিকে—আর সেই জনসন না কি যেন লোকটার নাম? না, জনসন নয়—জ্যাকসন, আর্থার জ্যাকসন। বড় ভুল হয় আজকাল। আর, আর সেই সেক্রেটারীর কি যে নাম ছিল মিঃ র‍্যাফায়েলের? ও হ্যাঁ—এসথার ওয়াল্টার্স। আশ্চর্য লাগছে এসথার ওয়াল্টার্সের কি হলো? সে কিছু অর্থ পেয়েছে? এতোদিনে তার টাকা পেয়ে যাওয়া উচিত।

ওঁর মনে পড়লো মিঃ র‍্যাফায়েল বলেছিলেন এরকম কিছু। না কি সেই মেয়েটিই বলেছিলো? ওঃ আজকাল এতো ভুল হয়ে যায়। ক্যারিবিয়ানের ঘটনাটা এসথার ওয়াল্টার্সকে খুব ঘা দিয়েছিলো। তবে সে হয়তো সেটা সামলে নিয়েছে! ও বিধবাই ছিলো। মিস মার্পল আশা করলেন এসথার ওয়াল্টার্স সম্ভবতঃ আবার বিশ্বস্ত কাউকে বিয়ে করছে। তবে সেটা খুবই অসম্ভব কারণ মেয়েটি ভুল লোককে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

মিস মার্পল, মিঃ র‍্যাফায়েলের কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। কাগজে বলা ছিলো, ফুল দরকার নেই। মিস মার্পল নিজেও অবশ্য ফুল পাঠাতেন না। মিঃ র‍্যাফায়েল ইংলণ্ডের সব ফুলবাগানই ইচ্ছে করলে কিনে ফেলতে

পারতেন। [illegible] কেমন সবসময়ই ছিলো না—বন্ধু তো [illegible]। ঠিক ঠিক বললে কি বলা যায়?—মিত্রপক্ষ। হ্যাঁ, তারা দুজন [illegible] মিত্রপক্ষের মত কাজ করেন। খুব উত্তেজনা মেশানো কয়েকটা দিন। আর তার মতো মিত্রপক্ষই থাকা উচিত। মিস মার্পলের মনে পড়লো ক্যারিবিয়ানের এক আঁধার ঘেরা গ্রীষ্মমণ্ডলের রাতে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, তিনি একটা গোলাপী উল মাথায় জড়িয়ে রেখেছিলেন। উলটাকে তিনি স্কার্ফের মত মাথায় জড়িয়ে রাখায় মিঃ র‍্যাফায়েল দেখে হেসেছিলেন। পরে মিস মার্পল কথাটা মনে পড়ায় হেসেছিলেন—কিন্তু শেষ কালে তিনি হাসেন নি। মিস মার্পল যা বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল তাই-ই করেছিলেন। আহ্। সব ব্যাপারটাই দারুণ উত্তেজনাময় ছিলো। ঘটনাটার কথা তিনি অবশ্য তার ভাইপো প্রিয় জনকে বলেননি। কারণ তারা তো এসব না করতেই বলেছিলো, তাই না? তারপরেই মিস মার্পল আস্তে আস্তে বললেন, 'বেচারি মিঃ র‍্যাফায়েল, আশা করি তিনি বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেন নি।'

সম্ভবতঃ না। তার চারপাশে হয়তো উঁচুদরের চিকিৎসকরা ছিলো—শেষের মুহূর্তেও হয়তো ওষুধের সাহায্যে যন্ত্রণাহীন করাও হয়। ক্যারিবিয়ানের ওই দিনগুলিতেও তিনি দারুণ ভুগেছিলেন। সব সময়েই যন্ত্রণাবোধ করতেন তিনি। সত্যিই সাহসী মানুষ।

সাহসী মানুষই। ওর মৃত্যুতে দুঃখ পেলেন মিস মার্পল। যদিও তার বয়স হয়েছিলো। আর তিনি অসুস্থও ছিলেন—তবু তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী কিছু হারিয়েছে। তার কোন ধারণা অবশ্য নেই মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যবসার ক্ষেত্রে কেমন ছিলেন। তার মনে হলো খুব সম্ভব নির্মম। আর প্রভুত্ব পরায়ণ। আক্রমণ করতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু—একজন ভালো বন্ধু—আর তার মনের অভ্যন্তরে লুকনো ছিলো সহৃদয়তা যেটা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না সতর্ক ভাবে। মিস মার্পল তাকে শ্রদ্ধা করতেন। আর এখন তাকে সমাধিস্থ করে চমৎকার মার্বেলের কক্ষেই রাখা হবে। মিস মার্পল এও জানেন না মিঃ র‍্যাফায়েল বিবাহিত ছিলেন কি না। স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের কথা তিনি বলেননি। একাকী? তাঁর কর্মময় জীবনে একাকীত্বের কথা ভাবার সময় ছিলো না?

সেদিন বিকেলে বহুক্ষণ মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের কথা ভাবতে ভাবতে বসে রইলেন। ইংল্যান্ডে ফিরে তার সঙ্গে দেখা হবে তিনি আদৌ ভাবেননি।

ভাষী কারণে অর্থ। তা সত্ত্বেও কেউ কিছু কিছুই মনে করতো না। একটাও ওর মনে পড়েছে। এর কারণ তিনি প্রচণ্ড অর্থবান ছিলেন। হ্যাঁ, বিরাট ধনী। তার সঙ্গে থাকতো তার সেক্রেটারী আর ভ্যালে-কর্মচারী, এক হস্ত মালিশকারী। সাহায্য ছাড়া তিনি বড় একটা চলতেও পারতেন না।

ওই ভ্যালেটি একটু সন্দেহ জাগানো ছিল বলে মিস মার্পলের মনে হলো। মিঃ র‍্যাফায়েলও মাঝে মাঝে তার প্রতি বিরূপ হতেন। তবে লোকটি কিছু ভাবতো বলে মনে হয় না। আর তারও কারণ হলো, অবশ্যই মিঃ র‍্যাফায়েল অসম্ভব ধনী।

'আমি ওকে যা দিই অন্য কেউ তার অর্ধেকও দেবে না', র‍্যাফায়েল বলতেন, 'আর ও সেটা জানে। অবশ্য কাজটা ও ভালোই করে।'

মিস মার্পল ভাবলেন লোকটার নাম কি জ্যাকসন?—না জনসন? সে কি মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছেই ছিলো? আর একবছরই হয়তো হবে? কিন্তু ওর মনে হয়, হয়তো তা নয়। কারণ মিঃ র‍্যাফায়েল পরিবর্তন চাইতেন। তিনি লোক জনের চালচলন, তাদের মুখ বা কণ্ঠস্বরে ক্লান্ত হয়ে উঠতেন। ব্যাপারটা অনুভব করলেন মিস মার্পল। ওর নিজেরও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়—বিশেষতঃ তার ওই সুন্দর, মনোযোগী, শান্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গিনী সম্বন্ধে।

মিস মার্পলের মন আবার ফিরে গেল মিঃ র‍্যাফায়েলের দিকে—আর সেই জনসন না কি যেন লোকটার নাম? না, জনসন নয়—জ্যাকসন, আর্থার জ্যাকসন। বড় ভুল হয় আজকাল। আর, আর সেই সেক্রেটারীর কি যে নাম ছিল মিঃ র‍্যাফায়েলের? ও হ্যাঁ—এসথার ওয়াল্টার্স। আশ্চর্য লাগছে এসথার ওয়াল্টার্সের কি হলো? সে কিছু অর্থ পেয়েছে? এতোদিনে তার টাকা পেয়ে যাওয়া উচিত।

ওঁর মনে পড়লো মিঃ র‍্যাফায়েল বলেছিলেন এরকম কিছু। না কি সেই মেয়েটিই বলেছিলো? ওঃ আজকাল এতো ভুল হয়ে যায়। ক্যারিবিয়ানের ঘটনাটা এসথার ওয়াল্টার্সকে খুব ঘা দিয়েছিলো। তবে সে হয়তো সেটা সামলে নিয়েছে: ও বিধবাই ছিলো। মিস মার্পল আশা করলেন এসথার ওয়াল্টার্স সম্ভবতঃ আবার বিশ্বস্ত কাউকে বিয়ে করছে। তবে সেটা খুবই অসম্ভব কারণ মেয়েটি ভুল লোককে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

মিস মার্পল, মিঃ র‍্যাফায়েলের কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। কাগজে বলা ছিলো, ফুল দরকার নেই। মিস মার্পল নিজেও অবশ্য ফুল পাঠাতেন না। মিঃ র‍্যাফায়েল ইংল্যণ্ডের সব ফুলবাগানই ইচ্ছে করলে কিনে ফেলতে

পারতেন। আসলে তাদের একজন কোন সম্বন্ধই ছিলো না—বন্ধু তো নয়ই। ঠিক ঠিক বললে কি বলা যায়?—মিত্রপক্ষ। হ্যাঁ, তারা দুজন বিশ্বযুদ্ধের মিত্রপক্ষের মত কাজ করেন। খুব উত্তেজনা মেশানো কয়েকটা দিন। আর তার মতো মিত্রপক্ষই থাকা উচিত। মিস মার্পলের মনে পড়লো ক্যারিবিয়ানের এক আঁধার ঘেরা গ্রীষ্মমণ্ডলের রাতে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, তিনি একটা গোলাপী উল মাথায় জড়িয়ে রেখেছিলেন। উলটাকে তিনি স্কার্ফের মত মাথায় জড়িয়ে রাখায় মিঃ র‍্যাফায়েল দেখে হেসেছিলেন। পরে মিস মার্পল কথাটা মনে পড়ায় হেসেছিলেন—কিন্তু শেষ কালে তিনি হাসেন নি। মিস মার্পল যা বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল তাই-ই করেছিলেন। আহ্! সব ব্যাপারটাই দারুণ উত্তেজনাময় ছিলো। ঘটনাটার কথা তিনি অবশ্য তার ভাইপো প্রিয় জনকে বলেননি। কারণ তারা তো এসব না করতেই বলেছিলো, তাই না? তারপরেই মিস মার্পল আস্তে আস্তে বললেন, 'বেচারি মিঃ র‍্যাফায়েল, আশা করি তিনি বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেন নি।'

সম্ভবতঃ না। তার চারপাশে হয়তো উঁচুদরের চিকিৎসকরা ছিলো—শেষের মুহূর্তে ও হয়তো ওষুধের সাহায্যে যন্ত্রণাহীন করাও হয়। ক্যারিবিয়ানের ওই দিনগুলিতেও তিনি দারুণ ভুগেছিলেন। সব সময়েই যন্ত্রণাবোধ করতেন তিনি। সাহসী মানুষ।

সাহসী মানুষই। ওর মৃত্যুতে দুঃখ পেলেন মিস মার্পল। যদিও তার বয়স হয়েছিলো। আর তিনি অসুস্থও ছিলেন—তবু তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী কিছু হারিয়েছে। তার কোন ধারণা অবশ্য নেই মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যবসার ক্ষেত্রে কেমন ছিলেন। তার মনে হলো খুব সম্ভব নির্মম। আর প্রভুত্ব পরায়ণ। আক্রমণ করতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু—একজন ভালো বন্ধু—আর তার মনের অভ্যন্তরে লুকানো ছিলো সহৃদয়তা যেটা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না সতর্ক ভাবে। মিস মার্পল তাকে শ্রদ্ধা করতেন। আর এখন তাকে সমাধিস্থ করে চমৎকার মার্বেলের কক্ষেই রাখা হবে। মিস মার্পল এও জানেন না মিঃ র‍্যাফায়েল বিবাহিত ছিলেন কি না। স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের কথা তিনি বলেননি। একাকী? তাঁর কর্মময় জীবনে একাকীত্বের কথা ভাবার সময় ছিলো না?

সেদিন বিকেলে বহুক্ষণ মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের কথা ভাবতে ভাবতে বসে রইলেন। ইংল্যান্ডে ফিরে তার সঙ্গে দেখা হবে তিনি আদৌ ভাবেননি।

আর দেখাও হয়নি। অথচ মাঝে মাঝে তার মনে হতো ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন তার যোগাযোগ রয়েছে। দুজনের মধ্যে কোথাও যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়ে গেছিলো।

'অবশ্যই', কথাটা মনে পড়তে আপন মনে বলে উঠলেন মিস মার্পল, আমাদের দুজনের মধ্যে নির্মমতার কোন যোগসূত্র নেই?' তিনি, জেন মার্পল, কখনও কি নির্মম হতে পারবেন? 'অদ্ভুত ব্যাপার', আবার নিজের মনে বললেন মিস মার্পল, 'একথা আগে তো ভাবিনি। আমার বিশ্বাস, আমি নির্মম হতেও পারি…।'

দরজার ফাঁকে কোঁকড়ানো চুল কোন মাথা দৃশ্যমান হলো। চেরিকে দেখা গেলো। সে বলে উঠলো, 'কিছু বললেন?'

'নিজের মনে কথা বলছিলাম', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'ভাবছিলাম আমি নির্মম হতে পারি কি না।'

'আপনি?' চেরি জবাব দিলো, 'কখনও না! আপনি করুণাময়ী।'

'তাহলেও', মিস মার্পল বললেন, 'কারণ থাকলে আমি নির্মম হতে পারি।'

'কি রকম কারণ?'

'ন্যায়ের প্রয়োজনে', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'ক্ষুদে গ্যারি হপকিন্সের ব্যাপারে আপনি তা দেখিয়েছেন', চেরি জবাব দিলো, 'ওকে বিড়ালছানাকে খোঁচাতে দেখে আপনি যেভাবে তেড়ে যান আমি কল্পনাই করতে পারিনি। ও দারুণ ভয় পেয়েছিলো। ছেলেটা ভুলতে পারেনি ব্যাপারটা।'

'ও আশা করি বিড়ালদের আর খোঁচায়নি?'

'মানে, অন্ততঃ আপনি কাছে থাকলে নয়। আমার ধারণা অন্য ছেলেরাও ভয় পেয়েছে। আপনাকে মেষের মতো নিরীহ দেখালেও মাঝে মাঝে যেরকম সিংহীর মূর্তি ধরেন, তাতে—।'

'সত্যি?' মিস মার্পল বললেন, 'আমার তো মনে হয় না এরকম ব্যবহার করেছি।'

বাগানের মধ্যে হাঁটার সময় সন্ধ্যার দিকে কথাটা আবার ভাবলেন মিস মার্পল। একটা বিরক্তি জাগছে মনের মধ্যে তার। হয়তো একটা চারা লক্ষ্য করেই। জর্জকে তিনি বারবার বলেছেন তিনি পদক রঙের কুলাই পছন্দ করেন। 'পদক হলুদ', চেঁচিয়ে বললেন মিস মার্পল।

বাগানের রেলিঙের ওপাশে গলি থেকে কেউ বলে উঠলো, 'মাফ করবেন, কিছু বললেন?'

'আমি নিজের মনে কথা বলছিলাম', রেলিঙের বাইরে লক্ষ্য করে বললেন মিস মার্পল।

বক্তাকে তিনি চিনতে পারলেন না অথচ সেন্ট মেরি মীডের সকলকেই তিনি চেনেন। এই ভদ্রমহিলা মেদ বহুল, দেহে বহু ব্যবহৃত অথচ বেশ মজবুত টুইডের স্কার্ট। পায়ে মজবুত জুতো। দেহে আরও আছে হালকা সবুজ পুলওভার আর স্কার্ফ।

'আমার ভয়, এ বয়সে এটা হয়', মিস মার্পল আবার বললেন।

'আপনার বাগানটা সুন্দর', অন্য মহিলাটি বললেন।

'এখন আর তেমন নেই', জবাব দিলেন মিস মার্পল, 'যখন নিজে দেখতে পারতাম— ।'

'আপনার মনোভাব বুঝেছি। খুব সম্ভব খিটখিটে গোছের বাগান সম্পর্কে সবজান্তা বয়স্ক কাউকেই রেখেছেন আপনি। তারা কাপে কাপে চা গিলে কাজ কিছুই করে না। মেজাজ খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। আমি নিজে বাগান ভালবাসি।'

'আপনি এখানেই থাকেন?' আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মিস মার্পল।

'মানে, মিসেস হেস্টিংস নামে একজনের সঙ্গে আছি। তার কাছেই মনে হয় আপনার কথা শুনেছি। আপনি মিস মার্পল তাই না?'

'ও, হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি সঙ্গী—বাগান পরিচর্যাকারিণী হয়ে। আমার নাম বার্টলেট, মিস বার্টলেট। এখানে তেমন কিছু করার অবশ্য নেই', মিস বার্টলেট বললেন। অবশ্য আমি কিছু অন্য কাজও করি, যেমন কেনাকাটা। আপনার বাগানের কাজে দরকার হলে দু-এক ঘন্টা কাজে লাগতে পারি। আমি মিসেস হেস্টিংসের কাজ করি।'

'বেশ তো', জবাব দিলেন মিস মার্পল।

'তাহলে চলি', জবাব দিতেই মিস বার্টলেটের চোখ মিস মার্পলের আপাদ-মস্তক একটু জরিপ করে নিলো। এরপর বিদায় নিলেন তিনি।

মিসেস হেস্টিংস? মিস মার্পল কোন হেস্টিংসকে মনে করতে পারলেন না। কোন পরিচিত কেউ নন। হয়তো জিব্রাল্টার রোডের নতুন বাড়িগুলোর কেউ। একটু ঘুরে মিস মার্পল বাড়ির দিকে ফিরলেন। ওঁর মন আবার ফিরে

র‍্যাফায়েলের বিষেই ছিলো। উনি বলেন—যাকে বলে ছোটবেলায় পড়া সেই বইটার মতো। কি যেন নাম বইটার? র‍্যাতের জাহাজ! সেই র‍্যাতেই তিনি ভদ্রলোকের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। নষ্ট করার মত সময় ছিল না। র‍্যাফায়েল রাজি হয়েছিলেন। ওঁকে সাতাই বোধহয় এক কুড়া সিংহীর মতোই দেখাচ্ছিলো। না, না তাকে মোটেই ক্রুদ্ধ মনে হয়নি। তিনি এমন একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন যেটা মিঃ র‍্যাফায়েল বুঝেছিলেন।

বেচারি মিঃ র‍্যাফায়েল। সে র‍্যাতের ভাসমান জাহাজটি সাত্য বড়ো মজার জাহাজ ছিলো। কিন্তু মিঃ র‍্যাফায়েল কি অমায়িক মানুষ ছিলেন। কিন্তু না, মিস মার্পল মাথা ঝাঁকালেন, তিনি কখনও তা ছিলেন না।

হয়তো আর মিঃ র‍্যাফায়েলের কথা তিনি ভাববেন না। হয়তো টাইমসে ওর একটা পরিচিতিও ছাপা হবে। তবে সেটা না হতেও পারে। লোকটি তেমন বিখ্যাত ছিলেন না—শুধু প্রচণ্ড অর্থবান। তবে তার খ্যাতি সে জন্যও নয়—তিনি খ্যাতনামা কোন শিল্পের মালিক নন। শুধু সারা জীবন নানা-ভাবে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন...।'

দুই ॥ সাংকেতিক শব্দ নিয়তি

মিঃ র‍্যাফায়েলের মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ পরে মিস মার্পল প্রাতঃরাশের ট্রে থেকে একটা চিঠি তুলে সেটা খোলার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এর আগের দুটো চিঠি ছিলো দুটো বিল। এটা হয়তো অন্য কিছু।

চিঠিটায় টাইপ করে ঠিকানা লেখা। লণ্ডনের ডাকঘরের ছাপ। কাগজও বেশ দামী। নিপুণভাবে খামটা কেটে চিঠিটা বের করলেন মিস মার্পল। ওটা এসেছে ব্লুমসবারি'র সলিসিটর কোম্পানী মেসার্স ব্রডরিব ও সুস্টারের কাছ থেকে। ওরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের যে-কোন দিন মিস মার্পলকে তাদের অফিসে সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্যাপারটা তারই অনুকূলে। বৃহস্পতিবার ২৪শে তারিখটাই ওরা উল্লেখ করেছে—অবশ্য অন্য দিনও হতে পারে। তারা আরও জানিয়েছেন, তারা মৃত মিঃ র‍্যাফায়েলের আইনজ্ঞ, যার সঙ্গে মিস মার্পল পরিচিতা ছিলেন।

মিস মার্পল একটু ধাঁধায় পড়ে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। ধীরে ধীরে চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চেরি তাকে সাহায্য করে

নিচে নামতে সাহায্য করলো। সে কাছাকাছিই কোথাও ছিলো সাহায্য করার জন্য।

'আমাকে তুমি দারুণ যত্ন করো চেরি', মিস মার্পল বললেন।

'করতেই হবে, স্বভাব মতো জবাব দিলো চেরি, 'আজকাল ভালোমানুষ খুব কম মেলে।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ', সাবধানে পা ফেলে বললেন মিস মার্পল।

'কিছু হয়েছে নাকি?' চেরি জানতে চাইলো, 'আপনাকে একটু কেমন কেমন লাগছে।'

'না, কি আবার হবে', জবাব দিলেন মিস মার্পল, 'আমি একটা সলিসিটর কোম্পানী থেকে অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি।'

'আপনার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করছে নাকি?' সলিসিটরের চিঠি মানেই এরকম কিছু ভেবে নিয়েই চেরি বললো।

'ওঃ না, তা মনে হয় না', বললেন মিস মার্পল। 'তারা শুধু আগামী সপ্তাহে যে-কোনদিন লন্ডনে দেখা করতে বলেছে।'

'হয়তো কেউ আপনাকে প্রচুর টাকা দিয়ে গেছেন', চেরি বললো।

'সেটা হওয়াও অসম্ভব', মিস মার্পল বললেন।

সেলাইয়ের জিনিসপত্র বের করে চেয়ারে বসে ভাবলেন মিস মার্পল মিঃ র‍্যাফায়েলের পক্ষে তার জন্য টাকাকড়ি দিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা। কিন্তু তা অবাস্তব, মিঃ র‍্যাফায়েল সে ধরণের মানুষ ছিলেন না।

কিন্তু ওইদিন তার পক্ষে লন্ডনে যাওয়া সম্ভব হবে না। মহিলা সভার এক অনুষ্ঠানে তার যোগদানের কথা ওইদিন। তিনি পাই পরের সপ্তাহের একটা তারিখ জানিয়ে চিঠি লেখার জবাবে তাদের সম্মতি পেয়ে গেলেন। তিনি শুধু ভাবতে চাইলেন ব্রডরিব আর সুস্টার কেমন মানুষ। চিঠিটায় সই করেছিলেন জে. আর ব্রডরিব। তিনিই সম্ভবতঃ প্রধান অংশীদার। এটাও হতে পারে, মিস মার্পল ভাবলেন, মিঃ র‍্যাফায়েল হয়তো তাকে ছোট্ট কিছু স্মৃতি হিসেবে দান করে গেছেন তার উইলে। হয়তো কিছু বই বা তার পাঠাগারে রাখা কোন দুষ্প্রাপ্য ফুল। অথবা তার কোন প্রপিতামহীর ব্যবহৃত এক খোদাই করা অলঙ্কার। কল্পনা করতে গিয়ে মজা পেলেন মিস মার্পল। কিন্তু সবই নিছক কল্পনা, ভাবলেন তিনি। কারণ এরকম হলে ওরা ডাকের মাধ্যমেই সেটা পাঠিয়ে দিতেন, ওর সাক্ষাতপ্রার্থী হতেন না কখনই।

'দেখা যাক', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'আগামী মঙ্গলবারেই

জানতে পারবো।'

'ভদ্রমহিলা কেমন হবেন ভাবছি', মিঃ ব্রডরিব কথাটা মিঃ স্লস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই উনি আসছেন', মিঃ স্লস্টার জবাব দিলেন, 'ঠিক সময়ে আসবেন কিনা কে জানে?'

'ওঃ, আমার মনে হয় আসবেন। ভদ্রমহিলা বয়স্কা। এখনকার ছেলে মেয়েদের চেয়ে অবশ্যই সৌজন্যবোধ ওঁর বেশিই।'

'মোটা না রোগা কে জানে?' মিঃ স্লস্টার বললেন।

মিঃ ব্রডরিব মাথা নাড়লেন, 'জানি না।'

'মিঃ র‍্যাফায়েল তোমার কাছে ওর কথা কিছু বলেননি?' স্লস্টার প্রশ্ন করলেন।

'ওঁর সম্বন্ধে তিনি বরাবরই চাপা ছিলেন।'

'সব ব্যাপারটায় আমার কেমন অদ্ভুত লাগছে। এসবের অর্থ কি যদি জানতে পারতাম...।'

'এটা হয়তো', চিন্তার সুরে মিঃ ব্রডরিব বললেন, 'মাইকেলের কোন ব্যাপার হবে।'

'কি? এতো বছর পরে? হতে পারে না। তোমার মাথায় এটা জাগলো কেন? উনি কি কিছু—।'

'না। তিনি কিছু বলেননি। শুধু হুকুম জানিয়েছিলেন।'

'শেষের দিকে বোধহয় একটু মাথার ছিট দেখা দিয়েছিল ওঁর, তাই না?'

'কণামাত্রও না। মনের দিক থেকে সমান চনমনে ছিলেন। ওঁর শারীরিক অক্ষমতা মস্তিষ্ককে আক্রমণ করেনি। শেষ দুমাসে তিনি বাড়তি দু' হাজার পাউন্ড আয় করেন।'

'ওর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো', মিঃ স্লস্টার শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন।

'বিরাট আর্থিক মস্তিষ্ক। দুঃখের বিষয় এরকম বেশি হয় না।'

টেবিলে বেল বাজতেই রিসিভার তুলে নিলেন মিঃ স্লস্টার।

এক মহিলা কণ্ঠ শোনা গেলো, 'মিস জেন মার্পল কথা মত মিঃ ব্রডরিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

'ভিতরে পাঠিয়ে দিন', মিঃ স্লস্টার জবাব দিলেন। তারপর বললেন, 'এইবারই দেখা যাবে।'

মিস মার্পল ঘরে ঢুকতেই মধ্যবয়স্ক, কৃশ একজন ভদ্রলোক তাকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। সম্ভবতঃ ইনিই মিঃ ব্রডরিব। ওর সঙ্গে মেদবহুল এক তরুণ রয়েছেন। তরুণের মাথায় কৃষ্ণবর্ণ কেশ আর দৃষ্টি তীক্ষ্ন।

'আমার অংশীদার, মিঃ স্নস্টার', মিঃ ব্রডরিব পরিচয় দিলেন।

'সিঁড়িতে উঠতে আশা করি কষ্ট হয়নি? মিঃ স্নস্টার বললেন। মনে মনে বললেন 'মহিলার বয়স সত্তরের কম নয়।'

'উপরে উঠতে গেলে বরাবরই হাঁফ ধরে আমার।'

'এ বাড়ীটা কিছুটা পুরনো আমলের', মাফ চাইবার ভঙ্গীতে বললেন মিঃ ব্রডরিব, 'এটাতে লিফট্ নেই।'

মিঃ স্নস্টার একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে মিস মার্পল তাতে বসে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি অভ্যাস মতো বসেই রইলেন। মিস মার্পল পরেছিলেন হালকা টুইডের পোশাক, এক ছড়া মুক্তোর মালা আর ছোট্ট মখমলের কানাকিহীন টুপি। মিঃ ব্রডরিব আপন মনে বলে চলেছিলেন 'বেশ ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। মনটাও নরম হবে হয়তো, তবে খুব তীক্ষ্ন নজর। আশ্চর্য হচ্ছি, মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে ওর কোথায় আলাপ হলো। কারো পিসী গোছের হবে হয়তো?'

দু-একটা আবহাওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তার পরেই মিঃ ব্রডরিব আসল কথায় আসতে চাইলেন।

'আপনি হয়তো একটু অবাক হচ্ছেন। যাই হোক, মিঃ র‍্যাফায়েলের মৃত্যু সংবাদ আপনি হয়তো শুনে থাকবেন বা কাগজে সম্ভবতঃ দেখেছেন।'

'কাগজেই দেখেছি', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'আমার ধারণা তিনি আপনার বন্ধু ছিলেন।'

প্রায় বছরখানেক আগে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজে।'

'ও, মনে পড়ছে। উনি সেখানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন। তবে উনি বেশ অসুস্থই ছিলেন, অক্ষমও বটে।'

'হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন।

'আপনি ওঁকে ভালো করেই চিনতেন?'

'না', মিস মার্পল উত্তরে বললেন, 'সেটা বলা ঠিক নয়। একটা হোটেলে আমরা দুজনেই অতিথি ছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের কথাবার্তা হতো। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর আমাদের সাক্ষাত ঘটেনি। আমি গ্রামের দিকে

পার্টির, আমার ধারণা উনি বাগানের মধ্যেই ব্যস্ত থাকতেন।

'হ্যাঁ, মনে, উনি প্রায় মৃত্যুর ঠিক আগেও সক্রিয় বাগানের কাজে চালিয়ে গেছেন', মিঃ ব্রডরিব বললেন, 'এ ব্যাপারে ওর কথা খুবই জোরালো ছিলো।'

'সেটা আমারও মনে হয়েছিলো', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমি বুঝেছিলাম, তিনি খুবই অসাধারণ মানুষ ছিলেন।'

'আমি জানি না আপনার কোন ধারণা আছে কিনা—মিঃ র‍্যাফায়েল আপনাকে কখনও এমন কিছু বলেছিলেন কিনা—মানে, আমাদের যে প্রস্তাব করার কথা বলে গেছেন?'

'আমার ধারণা নেই', মিস মার্পল বললেন, 'মিঃ র‍্যাফায়েল কি রকম প্রস্তাব আমার কাছে করতে পারেন। এটা খুব অস্বাভাবিক মনে হয়।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে ওর ধারণা খুবই উঁচু ছিলো।'

'এটা ওঁর সদাশয়তা, তবে সেটা অযৌক্তিক। আমি খুবই সাধারণ মানুষ।'

'বলতে পারেন আশা করি উনি অত্যন্ত ধনী হিসেবেই মারা গেছেন। ওঁর উইলের ধারাগুলিও সরল। মৃত্যুর ঢের আগেই উনি সব ব্যবস্থা শেষ করে গেছেন বিভিন্ন ট্রাস্ট আর অন্যান্য দানের মাধ্যমে।'

'এটাই আজকাল সকলে করেন জানি, তবে টাকাকড়ির ব্যাপারে আমার মাথা খেলে না', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'আমাদের এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হলো', মিঃ ব্রডরিব বললেন, 'আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া যে, আপনার জন্য কিছু টাকা রাখা আছে যা এক বছর পরে সম্পূর্ণ আপনারই হবে। অবশ্য সেটা কোন এক প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করবেন কিনা সেই শর্ত সাপেক্ষে, সেটা আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো।'

মিঃ ব্রডরিব টেবিলের উপর থেকে একটা দীর্ঘ খাম তুলে নিলেন। খামটি শীল মোহর আঁটা। সেটা তিনি মিস মার্পলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা প্রথমে আপনি এটা পড়ে দেখলেই ভালো হয়। তাড়ার কিছু নেই। আপনি সময় নিতে পারেন।'

সময় নিলেন মিস মার্পল। সযত্নে খাম খুলে একতাড় টাইপ করা কাগজ বের করে তিনি পড়ে নিলেন। তারপরে ভাঁজ করে রেখে একটু পরে আবারও [illegible] পড়ে নিয়ে মিঃ ব্রডরিবের দিকে তাকালেন।

'এটা নির্দিষ্ট কিছু নয়। এ ছাড়া অন্য কোন কিছু স্পষ্ট [illegible] নেই?'

'[illegible] জানা নেই। আমাকে নির্দেশ দেওয়া আছে এটা আপনাকে হাতে

তুলে নিয়ে আপনার প্রাপ্য অর্থ জানিয়ে দেওয়া। সেটা সব কর বাদে তিন হাজার পাউন্ড।'

মিস মার্পল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়ে ওঁর বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। মিঃ ব্রডরিব কিছু না বলে শুধু ওকে লক্ষ্য করে চললেন। ওঁর আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপারটা খাঁটি। সত্যিই এমন কিছু শুনবেন মিস মার্পল আশাই করেন নি। মিঃ ব্রডরিব অবাক হয়ে ভাবলেন উনি প্রথমেই কি বলবেন।

'এ তো অনেক টাকা', একটু অনুযোগের সুরে বললেন মিস মার্পল।

'আগেকার দিনের মতো নয় অবশ্য', মিঃ ব্রডরিব বললেন (যেটা বললেন না তা হলো আজকালের তুলনায় মুরগির ছানার খোরাক।)

'স্বীকার করতেই হবে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি', মিস মার্পল বললেন। কাগজটা নিয়ে আরও একবার পড়লেন তিনি। তারপর বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই শর্তের কথাটা জানেন?'

'হ্যাঁ। মিঃ র‍্যাফায়েল নিজে আমাকে বলেছিলেন।'

'কোন ব্যাখ্যা করেন নি?'

'না, তা করেন নি।'

'আপনি আশা করি সেটুকু করার কথা বলেছিলেন', মিস মার্পল সামান্য তিক্ত কণ্ঠে বললেন।

মিঃ ব্রডরিব মৃদু হাসলেন, 'ঠিকই বলেছেন। আমি বলেছিলাম আপনার পক্ষে হয়তো এটা বুঝে ওঠা কঠিন হবে তিনি ঠিক কি বলতে চান।'

'ভারি অদ্ভুত', মিস মার্পল বলে উঠলেন।

'আপনাকে ঠিক এখনই উত্তর দিতে হবে না', মিঃ ব্রডরিব বলে উঠলেন।

'না', মিস মার্পল উত্তর দিলেন, 'আমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে।'

'আপনি আগেই বলেছেন এ অনেক টাকা।'

'আমি বৃদ্ধা', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমার বয়স হয়েছে, হয়তো এক বছরের শেষে টাকাটা নেবার জন্য আমি বেঁচে নাও থাকতে পারি, বিশেষতঃ যে রকম পদ্ধতিতে সেটা গ্রহণ করতে হবে?'

'কোন বয়সেই টাকার দাম কমে না', মিঃ ব্রডরিব বললেন।

'কোন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হয়তো সাহায্যে লাগতে পারে', মিস মার্পল বললেন, 'তাছাড়া অন্যরাও আছে যাদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয়। তাছাড়া অস্বীকার করছি না, এমন বহু ইচ্ছে থাকে যা সকলে ইচ্ছে থাকলেও করতে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। মিঃ র‍্যাফায়েল সম্ভবতঃ ভালো ভাবেই

পারতেন হঠাৎ এরকম কিছু করতে পারলে কোন বয়স্ক কারো পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার হতে পারে।'

'সত্যিই তাই', মিঃ ব্রডরিব বললেন, 'জাহাজে বিদেশ ভ্রমণ, কি বলেন? আজকাল সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে। তাছাড়া, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান—।'

'আমার রুচি অবশ্য এর চেয়ে কিছুটা পরিমিতই হবে', মিস মার্পল বললেন। 'তীর্থের পাখি আজকাল বড় একটা মেলে না আর দামও বেশি—। হয়তো কোন অপেরায় কোন একদিন যেতেও পারি। কিন্তু এসব বাজে কথা আপাতত থাক। খামখানা আমি নিয়ে চললাম—চিন্তা করতে হবে। বাস্তবিকই, কেন যে মিঃ র‍্যাফায়েল এ ধরনের প্রস্তাব করে গেলেন, আর কেনই বা ধরে নিলেন আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো, এ ব্যাপারে আপনি কোন আলোকপাত করতে পারছেন না? ওর নিশ্চয়ই জানা ছিলো একবছর কেটে গেছে, আমিও আরও দুর্বলও হয়েছি, আমার সেই আগের বুদ্ধিবৃত্তিও হয়তো নেই। উনি বেশ ঝুঁকিই নিতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের তদন্তের জন্য তো আরও যোগ্য মানুষ ছিলো?

'খোলাখুলি বলতে গেলে তাই তো মনে হয়', মিঃ ব্রডরিব জবাব দিলেন, 'তবে তিনি আপনাকেই মনোনীত করে গেছেন। মাপ করবেন কথাটা একটু বাজে কৌতূহল বলে মনে হতে পারে।—মানে, কি বলি, আপনি কোন অপরাধের ব্যাপারে বা কোন অপরাধের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন?'

'সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'পেশাদারী কোন ব্যাপার নয়। কোন কালেই আমি কোন বিচারকের পেশায় বা কোন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে লিপ্ত থাকিনি। আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে বলছি, এটা মিঃ র‍্যাফায়েলেরই করে যাওয়া উচিত ছিলো। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকার সময় মিঃ র‍্যাফায়েল আর আমার দুজনেরই ওখানে ঘটে যাওয়া এক অপরাধের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ ছিলো। এটা ছিলো এক অদ্ভুত আর খুব জটিল খুনের ঘটনা।'

'আপনি আর মিঃ র‍্যাফায়েল সেটার সমাধান করেছিলেন?'

'ঠিক সেকথা বলবো না', মিস মার্পল বললেন, 'মিঃ র‍্যাফায়েল তার ব্যক্তিত্বের জোরে আর আমি আমার নজরে পড়া কয়েকটা ব্যাখ্যা সূত্রকে গ্রথিত করে প্রায় ঘটতে যাওয়া দ্বিতীয় একটা খুনের ব্যাপার রোধ করি। সেটা আমি একা করতে পারতাম না কারণ শারিরীক দিক থেকে আমি অক্ষমই ছিলাম। মিঃ র‍্যাফায়েল একাকী পারতেন না কারণ তিনি পঙ্গু ছিলেন। যাই হোক

আমরা বন্ধুর মতোই একসঙ্গে কাজটা করেছিলাম।'

'আর শুধু একটাই প্রশ্ন আপনাকে করবো, মিস মার্পল। 'নিয়তি' কথাটা শুনে আপনার কিছু মনে হয়?'

'নিয়তি', জবাব দিলেন মিস মার্পল। ওটা কোন প্রশ্ন ছিলো না। ধীরে ধীরে অভাবিত একটা হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। 'হ্যাঁ', তিনি বললেন, 'কথাটা শুনে কিছু মনে পড়ছে। এটা তখনও আমার কাছে কিছু অর্থ বহন করেছিলো, মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছেও তাই। কথাটা আমিই তাকে বলেছিলাম, আমি নিজেকে ওই নামে অভিহিত করায় উনি খুব মজা উপভোগ করেছিলেন।'

মিঃ ব্রডরিব আর যাই ভেবে থাকুন এটা ভাবেন নি। তিনি এমন অবাক হয়ে তাকালেন ঠিক যেমন করে ক্যারিবিয়ান সাগরের ধারে তার শয়নকক্ষে মিঃ র‍্যাফায়েল অনুভব করেছিলেন। সুন্দর, বুদ্ধিমতী এক বৃদ্ধা। কিন্তু—নিয়তি।

'আপনিও তাই অনুভব করছেন, নিশ্চয়ই', মিস মার্পল বললেন। তারপরেই উঠে দাঁড়ালেন, 'এ সম্পর্কে আর কোন নির্দেশ বা কিছু পেলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, মিঃ ব্রডরিব। আমার আশ্চর্য লাগছে এ রকম কিছু নেই দেখে। মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে ঠিক কি করতে বলে গেছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।'

'আপনি ওর পরিবারের কারো সঙ্গে পরিচিত নন?'

'না, আমি আগেই বলেছি। বিদেশে আমরা ভ্রমণার্থী হয়ে এক জায়গায় ছিলাম আর একসঙ্গে একটা রহস্যময় ঘটনার জড়িয়ে পড়ি। এই সব।' দরজার কাছে এগিয়ে পিছু ফিরে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ওর একজন সেক্রেটারী ছিলেন, মিসেস এসথার ওয়াল্টার্স। মিঃ র‍্যাফায়েল তাকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিয়ে গেছেন কি না জানতে চাইলে কি অভদ্রতা হবে?'

'ওর দানের ব্যাপারটা কাগজে বেরোবে', মিঃ ব্রডরিব জানালেন, 'তবে আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি 'হ্যাঁ'। মিসেস ওয়াল্টার্সের নাম এখন অবশ্য মিসেস অ্যান্ডারসন। উনি আবার বিয়ে করেছেন।'

'শুনে সুখী হলাম। উনি একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা ছিলেন। আর চমৎকার সেক্রেটারিও। উনি মিঃ র‍্যাফায়েলকে সুন্দর বুঝতেন। চমৎকার মহিলা। আমি খুশি যে ওর কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে।'

ওই দিন সন্ধ্যাতেই মিস মার্পল তার নিজস্ব সেই বিশেষ চেয়ারটায় বসে

সকালের সেই খামখানা আবার হাতে তুলে নিলেন। আবারও বেশ জোরে জোরেই তিনি বিচিত্র সেই চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন :

'সেন্ট মেরী মিড গ্রামের মিস জেন মার্পল'কে।

এই চিঠি আমার মৃত্যুর পর আমার সলিসিটর, জেমস ব্রডরিবের কাছ থেকে আপনি পাবেন। তিনি আমার যাবতীয় অফিসের কাজ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। তিনি বিশ্বস্ত আইনজ্ঞ। সাধারণ বেশির ভাগ মানব মনের অনুসন্ধিৎসা তারও রয়ে গেছে। কিন্তু আমি তার অনুসন্ধিৎসা মেটাই নি। কোন কোন ব্যাপারে এটা থাকবে শুধু আমার আর আপনারই মধ্যে। আমাদের দুজনের মধ্যে সাঙ্কেতিক কাজ হবে 'নিয়তি'। আমার মনে হয় না কি অবস্থায় আর কোথায় শব্দটা আপনি আমাকে বলেছিলেন সেটা ভুলে গেছেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে একটা কথাই আমি যাকে দিয়ে কাজ করাতে চাই তার সম্পর্কে জেনে নিতে চেয়েছি। তার অবশ্যই সাবলীলতা থাকা চাই। এটা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান হলে চলবে না, যা চাই, তা হলো, সাবলীলতা। কোন কাজ করার জন্য স্বভাবজ যোগ্যতা।

আপনার, হ্যাঁ, আপনার ন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক সাবলীলতা আছে, আর তাই অপরাধ সম্বন্ধে আপনার স্বভাবজ সাবলীলতা এনে দিয়েছে! আমি আপনাকে দিয়ে একটা বিশেষ অপরাধের তদন্ত করাতে চাই। আমি জানিয়ে রেখেছি যে, নির্দিষ্ট কিছু টাকা রাখা থাকবে যদি আপনি এই অনুরোধ মেনে নেন আর আপনার তদন্তের ফলে ওই বিশেষ অপরাধের সমাধান হয় তাহলে ওই টাকা সম্পূর্ণভাবে আপনারই হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আমি এক বছর নির্দিষ্ট রেখেছি। আপনি তরুণী নন, কিন্তু আমার ধারণা বেশ শক্ত ধাতের। আমার মনে বিশ্বাস আছে, সাধারণভাবে ভাগ্য আপনাকে একবছর অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখবে।

আমার ধারণা কাজটা আপনার রুচিবিরুদ্ধ হবে না। আপনার স্বাভাবিকতা আছে, অন্ততঃ তদন্তের ব্যাপারে। কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যখনই প্রয়োজন হবে আপনাকে ওই সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনার বর্তমান জীবনের বিকল্প হিসেবেই এই প্রস্তাব রাখছি।

আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এক আরামপ্রদ চেয়ারে আপনি বসে আছেন—কারণ আপনার এ বয়সে বাতের আক্রমণ স্বাভাবিক। আর তা হলে অবশ্য বোনার মধ্য দিয়েই আপনি সময় কাটিয়ে যাবেন। আমি দিব্যচক্ষে যৌবনের মতোই দেখতে পাচ্ছি আপনাকে, যৌবন আপনার জাঁকাল ধরে ভেসেই।

আপনাকে মাথায় একরাশ কিকে গোলাপী পশম জড়ানো অবস্থায় দেখেছিলাম।

আমি অনুমান করছি আপনি আরও অ্যাকেট আর আমার অজানা অনেক কিছু বয়ে চলেছেন। যদি শুধু বোনা চালিয়ে যেতে চান সেটা আপনার খুশি। আর যদি ন্যায়ের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে আশা করি একাজে উৎসাহ পাবেন।'

"ন্যায় ধারা ঝরে যাক বারিবিন্দু সম
বহতা নদীর মতো থাক নীতিবোধ—অ্যামোস"

তিন ॥ মিস মার্পল কাজ শুরু করলেন

চিঠিটা তিনবার পড়লেন মিস মার্পল—তারপর সেটা সরিয়ে রেখে ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগলেন।

প্রথমেই যে চিন্তাটা জাগলো তার তা হলো নির্দিষ্ট কিছু তথ্য আদৌ এতে নেই। মিঃ ব্রডরিবের কাছ থেকে তবে কি আরও খবর আসবে? কিন্তু ওঁর নিশ্চিত মনে হলো আসবে না, কারণ মিঃ র‍্যাফায়েলের মতলবের সঙ্গে এটা মেলে না। তা সত্ত্বেও কিভাবে উনি কাজ করবেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? গোলমেলে ব্যাপার। ওঁর এবার মনে হলো মিঃ র‍্যাফায়েল ইচ্ছে করেই এটা গোলমেলে করে রেখে গেছেন—এটাই ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হয়তো মিঃ ব্রডরিবের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা না মিটিয়ে তিনি মজা উপভোগ করছিলেন।

চিঠিটাতে এমন কিছুই ছিল না যাতে সব ব্যাপারটার কণামাত্র আভাস মেলে। মিঃ র‍্যাফায়েল এমন কোন সংকেতই সম্ভবতঃ দিতে চাননি—হয়তো তার অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল। কি দিয়ে উনি তাহলে শুরু করবেন? ব্যাপারটা যেন ঠিক কোন সূত্র না দেওয়া শব্দ শৃঙ্খলের মতো। কিন্তু সূত্র চাই-ই—তাকে জানতেই হবে তাকে কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে বা বসেতে বসেতে আরাম কেদারায় বসে কোন সমস্যার সমাধান করতে হবে। মিঃ র‍্যাফায়েলের ইচ্ছা মেনে বা জাহাজে তাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা দক্ষিণ আমেরিকা বা অন্য কোথাও যেতে হবে? নাকি তিনি ভেবে নিয়েছিলেন ওর

এটা বদ্বেকে দেওয়ার মতো যথেষ্ট যুক্তি আছে? কিন্তু এটা বিশ্বাস করা যায় না।

'এরকম ভেবে থাকলে', আপন মনে বেশ জোরেই বলে উঠলেন মিস মার্পল, 'তিনি নির্ঘাত পাগল। মানে, পাগল হয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যুর আগে।'

তবে এটাও বিশ্বাস করেন না মিস মার্পল।

'নির্দেশ আমি পাবোই', বলে উঠলেন তিনি, 'কিন্তু কি রকম নির্দেশ আর কবে?'

ঠিক তখনই মিস মার্পলের আচমকা মনে হলো এটা না ভেবেই তিনি প্রস্তাবটা গ্রহণ করে ফেলেছেন।

'আমি চিরন্তন জীবনে বিশ্বাসী', বলে উঠলেন মিস মার্পল, 'আপনি এখন কোথায় জানি না মিঃ র‍্যাফায়েল, তবে সন্দেহ নেই কোথাও নিশ্চয়ই আছেন—আপনার ইচ্ছে পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টাই করবো।'

তিনদিন পরে মিস মার্পল মিঃ ব্রডরিবকে ছোট্ট এক চিঠি লিখলেন:

'প্রিয় মিঃ ব্রডরিব,

আপনি যে প্রস্তাব করেছেন তার জবাবে জানাচ্ছি যে আমাকে দেওয়া মিঃ র‍্যাফায়েলের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি। তার ইচ্ছা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো, তবে জানি না সফল হবো কিনা। বাস্তবিক সফলতা কিভাবে আসবে জানি না। তার প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবে কিছুই তিনি রেখে যাননি। আপনার কাছে কোন নির্দেশ থাকলে আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করছি। যদিও জানি তা নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মৃত্যুর সময় মিঃ র‍্যাফায়েলের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিকই ছিল? আমার ধারণা, আমি জানতে চাইতে পারি শেষ দিকে ওঁর জীবনে ব্যবসায় বা ব্যক্তিগতভাবে কিছুতে কোন অপরাধমূলক ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ ছিল কিনা। উনি কি কোন অন্যায় বিচার বা কিছুতে তার বিরাগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন? ওর কোন আত্মীয় কি কোন ব্যাপারে যন্ত্রণা বা অন্যায়ের শিকার হন ইদানীং কালে?

আমি নিশ্চিত এগুলো জানতে চাইবার কারণ উপলব্ধি করবেন আপনি। আমার বিশ্বাস, মিঃ র‍্যাফায়েলও এটাই চাইতেন।'

মিঃ ব্রডরিব চিঠিটা মিঃ সুস্টারকে দেখাতেই শিস দিয়ে উঠলেন তিনি।

'তাহলে উনি এটা গ্রহণ করলেন? খুব খেলোয়াড় বুড়ো', সস্টার বলে উঠলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'উনি তাহলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন, তাই না?'

'আপাতদৃষ্টিতে নয়', মিঃ ব্রডরিব বললেন।

'আমার তো কোন ধারণাই নেই এ সম্পর্কে', তোমার আছে?' মিঃ সস্টার বললেন।

'না, তা নেই', মিঃ ব্রডরিব জবাব দিলেন, 'উনি তা আদৌ চাননি।

'হুঁ, এরকম করে গিয়ে সবটাই জটিল করে গেছেন ভদ্রলোক। আমি তো ভাবতেই পারি না গ্রামের এক বুড়ি কিভাবে এক মৃত বুড়োর মাথায় কি মতলব ঘুরছিলো সেটা জানতে পারবেন। সবটাই বিরাট তামাশা আর কি। উনি হয়তো ভেবেছিলেন বুড়ো গ্রামের সব রহস্য ভেদ করায় ওস্তাদ, তবে এবার বুড়োকে আচ্ছা জব্দ করবেন উনি—।'

'না', মিঃ ব্রডরিব জবাব দিলেন, 'র‍্যাফায়েল সেরকম মানুষ নন।'

মাঝে মাঝে শয়তানীর চরম করতেন', মিঃ সস্টার বলে উঠলেন।

'তা ঠিক—তবে এ ব্যাপারে তিনি খুব গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বলেই আমার ধারণা। কিছু একটা ওঁকে চিন্তায় ফেলেছিলো সন্দেহ নেই।'

'অথচ কোন ইঙ্গিতও তোমাকে দেননি?'

'না, তা দেননি।'

তাহলে কিভাবে তিনি আশা করেছিলেন—'সস্টার হঠাৎই থেমে গেলেন। তারপর আবার একটু ভেবে বললেন, 'যাই বলো, এটা নিছক ঠাট্টা।'

বিশ হাজার পাউণ্ড ঠাট্টার বিষয় নয়।'

'হ্যাঁ, তবে উনি যদি ভেবে থাকেন বুড়ো পারবেন না?

'না, উনি অতোটা অখেলোয়াড়ী নন', ব্রডরিব জবাব দিলেন। 'উনি অবশ্যই ভেবেছিলেন যে ব্যাপারই হোক বুড়োর তা জানার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'কিন্তু আমরা কি করবো?'

'অপেক্ষা করবো', মিঃ ব্রডরিব জবাব দিলেন, 'অপেক্ষা করে দেখবো এরপর কি ঘটে। কিছু একটা হতেই হবে।'

'কোন সীল আঁটা নির্দেশ আছে কোথাও, তাই না?'

'প্রিয় সস্টার', মিঃ ব্রডরিব জবাব দিলেন, 'আমার সততা আর আইনজ্ঞ হিসেবে আমার উপর যথেষ্টই আস্থা ছিলো মিঃ র‍্যাফায়েলের। ওই সীল আঁটা নির্দেশ বিশেষ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই খুলতে হবে, তার কোনটাই

এখনও ঘটেনি।'

'কোনদিন ঘটবেও না', সন্ডার্স জবাব দিলেন।

ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হলো।

মিঃ রজারস আর সন্ডার্সের সুবিধা ছিলো তারা তাদের পেশাদারী জীবন কাটাতেন। কিন্তু মিস মার্পলের তেমন সুবিধা ছিলো না। তিনি বসে বসেই চিন্তা করতেন, নয়তো কখনও কখনও চেরির সঙ্গে আলোচনাও করতেন হাঁটতে হাঁটতে।

'ডাক্তার আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে বারণ করেছেন', সে বললো।

'আমি খুব আস্তেই হাঁটি', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আর কিছু কাজও নেই। শুধু ভেবে অবাক হই।'

'কি বিষয়ে?' আগ্রহ ঝরলো চেরির গলায়।

'জানলে খুশি হতাম', মিস মার্পল জবাবে বললেন।

'ওঁকে কি চিন্তায় ফেলেছে জানলে ভালো হতো', চেরি ওর স্বামীকে খাবার দিতে দিতে বললো, 'ওঁর জন্য চিন্তা হচ্ছে। একটা চিঠি আসার পর থেকেই এরকম দেখছি।'

'ওর চুপচাপ বসে থাকা দরকার', চেরির স্বামী জবাব দিলো।

'কিছু একটা ভাবছেন উনি', চেরি বললো, 'কোন কিছুর মুখোমুখি কিভাবে হবেন সেটাই ভাবছেন মনে হয়।'

কথাবার্তা ওখানেই শেষ করে কফির ট্রে নিয়ে মিস মার্পলের কাছে রাখলো চেরী।

'এখানে এক নতুন বাড়ীতে মিসেস হেস্টিংস নামে একজন থাকেন, চেনো?' মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'আর আরো একজন মিস বার্টলেট নামে, ওরা বোধহয় একসঙ্গেই থাকে—।'

'গ্রামের শেষে যে বাড়ীতে নতুন রঙ হলো? খুব বেশিদিন ওরা আসেনি। ওদের নাম জানি না। জানতে চান কেন?'

'ওরা কি আত্মীয়?' মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

'না, বন্ধু মনে হয়।'

'আশ্চর্য তাহলে কেন—', কথাটা শেষ করলেন না মিস মার্পল।

'আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'

'কিছু না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমার ড্রেসিং টেবিলটা পরিষ্কার করে

যাও। আর কলম আর কাগজ দিও। একটা চিঠি লিখতে হবে।'

'কাকে?' চেরি ওর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় প্রশ্ন করলো।

'এক পাদ্রীর বোন ক্যানন প্রেসকটকে', জবাব দিলেন মিস মার্পল।

'তারই সঙ্গে তো আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজে দেখা হয়, তাই না? অ্যালবামে তার ছবি দেখিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার শরীর খারাপ নয় তো? পাদ্রীকে চিঠি লিখছেন যে?'

'আমি চমৎকার আছি', মিস মার্পল বললেন, 'একটা কাজে নামছি। মিস প্রেসকট হয়তো সাহায্য করতে পারেন।'

প্রিয় মিস প্রেসকট', লিখে চললেন মিস মার্পল, 'আশা করি আমাকে ভুলে যাননি। আমার সঙ্গে আপনার আর আপনার ভাইয়ের ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্ট অনরে'তে দেখা হয়।

আপনাকে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হলো আপনি মিসেস ওয়াল্টার্স—এসথার ওয়াল্টার্সের ঠিকানা দিতে পারেন কি না। ক্যারিবিয়ানেই তাকে দেখেছিলেন। তিনি মিঃ র‍্যাফায়েলের সেক্রেটারী ছিলেন। উনি কিছু গাছ গাছড়া সম্পর্কে তথ্য চেয়েছিলেন, সেটা তখন দিতে পারিনি, তাই। কথায় কথায় শুনেছি তিনি আবার বিয়ে করেছেন। মনে হয় ওর সম্পর্কে আপনিই ভালো খবর রাখেন।

আশা করি বিরক্তির কারণ হচ্ছি না। প্রীতি সহ,

আপনার একান্ত,

জেন মার্পল।'

চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে কিছুটা ভালো বোধ করলেন মিস মার্পল।

'অন্তত', আপন মনেই বলে উঠলেন তিনি 'কিছু শুরু করেছি। যদিও তেমন কিছু নয় তবু হয়তো এতেই সাহায্য হবে।'

মিস প্রেসকট প্রায় ফেরত ডাকেই জবাব দিলেন। চমৎকার সুখপাঠ্য চিঠিতে তিনি ঠিকানাটাও জানালেন।

'এসথার ওয়াল্টার্সের সম্পর্কে সরাসরি কিছু শুনিনি', তিনি লিখলেন, 'এক বান্ধবীর কাছে শুনেছি এরকম কিছু খবর ছাপা হয়েছিলো। আমার বিশ্বাস এখন ওর নাম মিসেস অ্যান্ডারসন বা অ্যান্ডারসন। ওর ঠিকানা হলো অ্যাল্টনের কাছে উইনস্লো লজ। আমার ভাইয়ের শুভেচ্ছা নেবেন। দুঃখের কথা আমরা এত দূরে থাকি, আমরা উত্তর ইংল্যান্ড আর আপনি

লন্ডনের দক্ষিণে। আশা করি ভবিষ্যতে একদিন দেখা হবে।

আপনার একান্ত,

জোয়ান প্রেসকট।"

'উইনস্লো লজ, অ্যান্টন', বলে উঠলেন মিস মার্পল, 'এখান থেকে তেমন দূরে নয়। ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়, খরচ একটু বেশীই পড়বে। তবে কিছু জানা গেলে আইনতঃ খরচ দেখানো যাবে। কিন্তু চিঠি লিখবো, না ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দেবো? মনে হয় ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। বেচারি এসথার। ও হয়তো আমাকে মনেই রাখেনি।'

চিন্তায় ডুবে গেলেন মিস মার্পল। এটা খুব সম্ভব যে ক্যারিবিয়ানে তার কাজই ভবিষ্যতে খুন হওয়ার হাত থেকে এসথার ওয়াল্টার্সকে রক্ষা করেছিলো। অন্ততঃ মিস মার্পলের এটাই বিশ্বাস, তবে খুব সম্ভব এসথার ওয়াল্টার্স তা বিশ্বাস করেনি। 'বড় ভালো মেয়ে', ভাবলেন মিস মার্পল, 'তবে এমন মেয়েরাই সব সময় বদ লোককে বিয়ে করে বসে। এমন কি কোন খুনীকেও। আমিই ওকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছি এটা ধ্রুব সত্য। তবে ও আমার মত মেনে নেবে না—হয়তো ও আমাকে অপছন্দই করে। আর এই কারণেই ওর কাছ থেকে খবর বের করাও কঠিন হবে। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে। বসে শুধু অপেক্ষা করার চেয়ে সেটাই ভালো।'

শয্যার আশ্রয় নিলেন এবার মিস মার্পল।

'ভালো ঘুম হয়েছিলো?' চেরি পরদিন সকালে মিস মার্পলের পাশে চায়ের ট্রে রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলো।

'একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম', মিস মার্পল বললেন।

'দুঃস্বপ্ন?'

'না, না। আমি যেন কারও সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারপর তাকাতেই দেখি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম বলে ভেবেছি এ সে নয়, অন্য লোক। ভারি অদ্ভুত।'

'গুলিয়ে ফেলেছেন', চেরি বললো।

'হ্যাঁ, অন্য কথা মনে পড়লো, মানে একজনকে চিনতাম তার কথা', মিস মার্পল বললেন, 'সাড়ে এগারোটায় ইঞ্চকে ট্যাক্সি নিয়ে আসতে বলে দাও।'

ইঞ্চ মিস মার্পলের অতীতের ব্যাপার। মিঃ ইঞ্চের পর তার ছেলেই মালিক হয়। সে মারা গেলে নতুন মালিকানা সত্ত্বেও প্রাচীনেরা এখনও ইঞ্চের

সামই করে থাকেন ট্যাক্সি দরকার হলে।

'লন্ডনে যাচ্ছেন না তো?'

'না। খুব সম্ভব হ্যাসলেমেয়ারে লাঞ্চ সেরে নেবো।'

'ব্যাপার কি বলুন তো?' চেরি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো।

'একজনের সঙ্গে হঠাৎ যাতে দেখা হয় তারই চেষ্টা করছি', মিস মার্পল বললেন, 'কিন্তু ভাব দেখাবো যেন স্বাভাবিক ঘটনা। যদিও খুব সহজ নয়, তাহলেও মনে হয় সামলাতে পারবো।'

সাড়ে এগারোটায় ট্যাক্সি উপস্থিত হতেই মিস মার্পল চেরিকে বললেন, 'এই নম্বরে ফোন করে দেখবে মিসেস অ্যান্ডারসন আছেন কি না? তিনি ফোন ধরলে জানিও এক মিঃ ব্রডরিব তার সঙ্গে কথা বলতে চান। তুমি হলে মিঃ ব্রডরিবের সেক্রেটারি। 'না থাকলে জেনে নিও কখন ফিরবেন।'

'যদি তিনি ধরেন।'

'যদি তিনি ধরেন।'

'তাহলে জিজ্ঞাসা করো আগামী সপ্তাহে তিনি মিঃ ব্রডরিবের সঙ্গে কবে লন্ডনে দেখা করতে পারবেন।'

'আপনি যে সব জিনিস ভাবেন। এসবের মানে কি? আমাকেই বা এসব করতে বলছেন কেন?'

'স্মরণশক্তি এক অদ্ভুত জিনিস', মিস মার্পল বললেন, 'কোন কোন সময় এমন কারো কণ্ঠস্বর মনে পড়ে যার গলা বহুদিন শুনিনি।'

'বেশ, ওই কি-নাম যেন মহিলা আমার গলা নিশ্চয়ই শোনেন নি?'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'আর সেজন্যই তুমি ফোন করছো।'

চেরি কথামতোই কাজ করলো। মিসেস অ্যান্ডারসন বাড়ি ছিলেন না তবে মধ্যাহ্নভোজে ফিরে আসবেন।

'যাক, ব্যাপারটা সহজই হলো', মিস মার্পল বললেন, 'ট্যাক্সি তো এসে গেছে। সুপ্রভাত জজ" ট্যাক্সি চালককে এবার বললেন তিনি, 'চলো যাওয়া যাক এবার।'

এইভাবেই শুরু হলো অভিযান।

চার ॥ এসথার ওয়াল্টার্স

এসথার অ্যাণ্ডারসন সপ্তার বাজার ছেড়ে বেরিয়ে যেদিকে ওর গাড়ি রাখা ছিলো সেদিকে চল'লা। আজকাল গাড়ি রাখাই শক্ত ভাবতে ভাবতেই কারও সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগলো। মাপ চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য মহিলাটি একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

'কি আশ্চর্য—মিসেস ওয়াল্টার্স' না? এসথার ওয়াল্টার্স? আমাকে মনে পড়ছে না? আমি জেন মার্পল? সেণ্ট অনরে বহুকাল আগে এক হোটেলে আমাদের দেখা হয়েছিলো। দেড় বছরই হবে।'

'মিস মার্পল? হ্যাঁ, তাইতো। আপনার সঙ্গে দেখা হলো, আশ্চর্য!'

'আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হলো। কাছেই কজন বান্ধবীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজ সারছি। বিকেলে বাড়িতে থাকবেন তো। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ করা যেতো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনটের পর যখন খুশি।'

সেই ব্যবস্থাই হয়ে গেলো।

'বুড়ি জেন মার্পল', আপন মনে হাসলো এসথার অ্যাণ্ডারসন, 'ভেবে-ছিলাম বুড়ি মারা গেছেন।'

মিস মার্পল উইনস্লো লজে ঠিক সাড়ে তিনটেয় বেল বাজাতেই এসথার অ্যাণ্ডারসন দরজা খুললো। ভিতরে এলেন মিস মার্পল।

একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস মার্পল। ওর হিসেব মতোই সব ঘটে চলেছে ঠিক ঠিক।

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় দারুণ আনন্দ পেলাম', মিস মার্পল বললেন, 'আমরা প্রায়ই ভাবি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। অনেক অনেক দিন পরে সেই আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে যায়।'

'অথচ সবাই বলে পৃথিবী বড় ছোট', এসথার বলে উঠলো।

'বাস্তবিকই তাই। মনে হয় পৃথিবীটা খুবই বড় আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ড থেকে কত দূরে। মানে, আপনার সঙ্গে তো লণ্ডন বা হ্যারডেও দেখা হতে পারতো বা কোন বাস বা রেল স্টেশনেও।'

'সেটা ঠিকই', এসথার জবাব দিলো, 'আমি কখনই এখানে আপনাকে

দেখবো আশা করিনি, এটাতো আপনার এলাকা নয়, তাই না ?'

'না, তা নয়। তবে সেন্ট মেরি মীড তেমন দূরেও নয়, মাত্র পঁচিশ মাইল। তবে গ্রাম থেকে পঁচিশ মাইল বেশ দূরে পথই এটা—আমার গাড়ি রাখারও ক্ষমতা নেই।'

'আপনাকে চমৎকার লাগছে', এসথার বললো।

'আমিই বলতে চাইছিলাম আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আমার ধারণাই ছিলো না আপনি এখানে থাকেন।'

'বিয়ের পরেই মাত্র এ অঞ্চলে এসেছি কিছুদিন আগে।'

'ওহ্। জানতাম না। খুব সুখবর।'

'চার পাঁচ মাস হয় বিয়ে করেছি', এসথার জবাব দিলো, 'আমার বর্তমান নাম অ্যান্ডারসন।'

'মিসেস অ্যান্ডারসন—হ্যাঁ মনে থাকবে', জবাব দিলেন মিস মার্পল, 'আপনার স্বামী ?'

'উনি একজন ইঞ্জিনীয়ার', এসথার বললো, 'আমার চেয়ে একটু বয়স কম।'

'তাই ভালো', সঙ্গে বললেন মিস মার্পল, 'আজকাল পুরুষেরাই আগে বিদায় নেয়, কথাটা বলে না কেউ তবে এটাই সত্য। বোধহয় তারা বড় বেশি কাজ করে বলেই। তাছাড়া রক্তচাপ, হার্টের রোগ, আরও কত উপসর্গ আছে। আমার মনে হয় আমরা একটু বেশি শক্ত।'

'হয়তো তাই', এসথার বললো।

মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে হাসলো এসথার। এর আগে ওকে দেখে মিস মার্পলের মনে হয়েছিলো ও তাকে ঘৃণাই করে—হয়তো এখনও করে।

'আপনাকে চমৎকার লাগছে, বেশ হাসি খুশি', মিস মার্পল আবার বললেন।

'আপনিও তাই, মিস মার্পল।'

'হ্যাঁ, আমি ভালোই আছি। তবে আরও বয়স বেড়েছে—উপসর্গও জুটেছে নানারকম, যেমন বাতের ব্যথা। আপনার বাড়িটা কিন্তু চমৎকার।'

'বেশীদিন এখানে আসিনি। চার মাস আগে এসেছি।'

চারদিকে তাকালেন মিস মার্পল। আসবাবপত্রও দামী, দামী পরদাগুলোও। এরকম জাঁকজমকের কারণও যেন উপলব্ধি করলেন তিনি। এসবের কারণ মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছ থেকে পাওয়া সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থ। মিঃ র‍্যাফায়েল যে তার মন বদলাননি ভেবে খুশি হলেন মিস মার্পল।

'আমার মনে হয় আপনি মিঃ র‍্যাফায়েলের মৃত্যুর খবর দেখেছেন', এসথার বলে উঠলো যেন মিস মার্পলের মনটা জেনে নিয়েই।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছিলাম। একমাস আগেই হবে, তাই না? খুব দুঃখিত হই। উনি নিজেই তাই বলতেন, তাই না? আমার ধারণা খুব সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, সাহসী মানুষই ছিলেন, আর খুবই দয়ালু', এসথার বললো, 'উনি, আমি ওর কাছে কাজ করার সময় বলতেন তিনি আমাকে ভালো মাইনে দেন, তার থেকেই যেন টাকা বাঁচাই। কারণ তার বেশি যেন আমি আশা না করি অবশ্য তা করিনি। তিনি এক কথারই মানুষ ছিলেন, কিন্তু পরে সম্ভবত মন বদলান।'

'হ্যাঁ—আমিও তাই ভেবেছিলাম', মিস মার্পল বললেন। 'আমি খুবই খুশি হয়েছি।'

'তিনি আমাকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে গেছেন', এসথার বললো, 'বেশ বড় রকম অর্থ। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

'আমার মনে হয় উনি এটা আপনার কাছে আশ্চর্য কিছুই হোক তাই চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় এরকম মানুষই ছিলেন তিনি', মিস মার্পল বললেন। 'উনি কি সেই লোকটিকে—কি যেন নাম মনে পড়ছে না? সেই পরিচর্চা-সহকারী লোকটি? ওকে কিছু দিয়ে গেছেন নাকি?'

'ওঃ, আপনি জ্যাকসনের কথা বলছেন? না, তিনি জ্যাকসনকে কিছু দিয়ে যাননি। তবে আমার বিশ্বাস গত বছর তাকে চমৎকার কিছু উপহার দিয়ে গেছেন।'

'জ্যাকসনের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?

'না, না। দ্বীপ থেকে আসার পর একবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর সে মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছে ছিলো বলে মনেও হয় না। আমার মনে হয় ও জার্সি বা গুয়েরেনসির কোন এক লর্ডের কাছেই কাজ করছে।'

'আমার ইচ্ছে ছিলো মিঃ র‍্যাফায়েলকে আর একবার দেখি', মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'ওভাবে জড়িয়ে পড়ার পর কেমন যেন অদ্ভুত লাগে—তিনি, আপনি, আমি আর আরও অনেকেই। তারপর বাড়ি ফিরে আসার প্রায় ছ'মাস কেটে গেলে একদিন হঠাৎ মনে হলো কিভাবে প্রয়োজনের সময় আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি আর তবুও মিঃ র‍্যাফায়েলের সম্বন্ধে কত কমই

আমি জানি। ওর মৃত্যুর খবর পাঠ করার পরেই কথাগুলো আমার মনে হয়েছিলো। আরও কিছু বেশি যদি জানতুম। কোথায় জন্মেছিলেন উনি, বাবা মা কেমন ছিলেন। ওর কোন ছেলেমেয়ে ভাইপো, ভাইঝি বা আত্মীয়-স্বজন বা অন্য পরিবারবর্গ কেউ আছে কিনা জানতে ইচ্ছে ছিলো।'

একটু হাসলো এসথার অ্যান্ডারসন। সে মিস মার্পলের দিকে তাকাতেই সে দৃষ্টি যেন বলতে চাইছিলো 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, এই রকমই কিছু আপনি কারও সঙ্গে দেখা হলেই তার বিষয়ে জানতে চান। কিন্তু এর বদলে ও বললো, 'শুধু একটি কথাই ওর সম্পর্কে সকলে জানতো।'

'তিনি অত্যন্ত অর্থশালী', সঙ্গে সঙ্গে বললেন মিস মার্পল। 'একথাই আপনি বলতে চান, তাই না? কেউ যখন অত্যন্ত অর্থবান বলে জানা যায় তখন তার সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করে না। শুধু বলে 'উনি খুব ধনী' আর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরও একটু নেমে আসে কারণ সেটাই খুব ছাপ ফেলতে চায়।'

অল্প হাসলো এসথার।

'উনি বিবাহিত ছিলেন না, তাই না?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন। 'তিনি কখনও স্ত্রীর প্রসঙ্গ তোলেননি।'

'উনি স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন বহু বছর আগে। সম্ভবতঃ বিয়ের কিছুকাল পরেই। আমার বিশ্বাস ওর স্ত্রীকে ওর চেয়ে অনেক ছোটই ছিলেন—বোধ-হয় ক্যানসারে মারা যান তিনি। খুব দুঃখের কথা।'

ওর ছেলে মেয়ে ছিলো?

'ওঃ হ্যাঁ, দুটি মেয়ে আর এক ছেলে। একটি মেয়ে বিবাহিত, আমেরিকায় আছে। অন্যটি সম্ভবতঃ অল্প বয়সে মারা যায়। আমেরিকার মেয়েটির সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়। সে আদৌ ওর বাবার মত হয়নি। কিছুটা শান্ত, বিরস গোছের তরুণী', এসথার বলে চলে, 'মিঃ র‍্যাফায়েল কখনও ছেলের প্রসঙ্গ তোলেননি। আমার মনে হয় ওখানে কোন গোলমাল ছিলো। কোন কলঙ্ক বা ওই জাতীয় কিছু। আমার বিশ্বাস সে ক'বছর আগে মারা গেছে। যাই হোক,—ওর বাবা কখনও ওর কথা তোলেনি।

'ওহো। খুবই দুঃখের কথা।'

'আমার মনে হয় এটা বহুদিন আগে ঘটে। যতোদূর মনে হয় সে বিদেশে কোথাও চলে গেছিলো, আর ফেরেনি—সেখানেই সে মারা যায়।'

'মিঃ র‍্যাফায়েল এ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন?'

'বলা কঠিন', এসথার জবাব দিলো, 'তিনি নিজের ক্ষতি চেপে রাখার

ধরতোই মানুষ ছিলেন। ওর ছেলেকে যদি অনুপযোগী বলে তিনি ভেবে থাকতেন তাহলে তাকে ছেড়েই ফেলে দিতেন। হয়তো প্রয়োজন হলে অর্থ দিতেন কিন্তু তার সম্পর্কে চিন্তা হয়তো করতে চাইতেন না।'

'আশ্চর্য হবারই কথা', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'তিনি তার সম্বন্ধে কিছুই বলেননি বা তার নামও করেননি?'

'আপনার হয়তো মনে আছে তিনি ব্যক্তিগত কিছু কখনও বলতেন না।'

'না না, তা করতেন না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো—আপনি তো বহুদিন ওর সেক্রেটারী হয়ে কাজ করেছেন, হয়তো ওর কোন অসুবিধার কথা আপনাকে—।'

'নিজের অসুবিধা অপরের কাছে বলার মানুষ তিনি আদৌ ছিলেন না, এসথার জবাব দিলো। 'তার এরকম কিছু থাকাই আশ্চর্য। তিনি ভালবাসতেন শুধু ব্যবসাকেই। আমার ধারণা ওই ব্যবসাই ছিলো তার সন্তান। এটাই তিনি উপভোগ করতেন, ব্যবসাতে টাকা আয়—।'

'কোন মানুষকেই মৃত্যুর আগে সুখী বলতে নেই—' মিস মার্পল আত্মগত ভাবেই যেন প্রবাদের মত কথাটা উচ্চারণ করতে চাইলেন। 'তাহলে মৃত্যুর আগে তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো এমন কিছু নেই?'

'না। একথা ভাবছেন কেন?' একটু অবাক মনে হয় এসথারকে।

'না, ঠিক এরকম ভাবিনি', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমি ভাবছিলাম এমন বহু জিনিস আছে যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে—বিশেষ করে অসমর্থ অবস্থাতে। ঠিক তখনই চিন্তা আঁকড়ে ধরতে চায়।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি কি বলতে চাইছেন', এসথার জবাব দিলো। 'তবে আমার মনে হয় না মিঃ র‍্যাফায়েল এরকম ছিলেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আমি ওর সেক্রেটারী ছিলাম না। এডমান্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার দু-তিন মাস পর থেকে।'

'ওঃ হ্যাঁ। আপনার স্বামী। মিঃ র‍্যাফায়েল আপনাকে হারিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েন নিশ্চয়ই?'

'তা মনে হয় না', হালকা স্বরে বললো এসথার, 'এরকম কিছু তিনি ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন সেক্রেটারী রাখেন তিনি। পছন্দ না হলে হয়তো তাকেও বদলে ফেলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিবেচক ছিলেন।'

'বুঝেছি। তবে যাকে তাকেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো।'

'ও মেজাজ হারাতে তিনি ভালবাসতেন', এসথার বললো, 'এটা তার কাছে নাটকের মতো মনে হতো।'

'নাটক', চিন্তিতভাবে বললেন মিস মার্পল। 'আপনার কি মনে হয়—অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, মিঃ র‍্যাফায়েলের কি অপরাধতত্ত্বের দিকে কোন আগ্রহ ছিলো ? মানে অপরাধতত্ত্ব শিক্ষা ?'

'আপনি ক্যারিবিয়ানে যা ঘটেছিলো সেজন্য বলছেন ?' এসথারের কণ্ঠস্বর আচমকা কঠিন হয়ে উঠলো।

মিস মার্পলের সন্দেহ জাগলো আরও চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা। তবুও তাকে আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে হবেই।

'না মানে, ঠিক তা নয়', মিস মার্পল বললেন। 'হয়তো পরে তিনি এসব ব্যাপারের মনস্তাত্বিক দিক নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। বা তিনি এমন কিছু নিয়ে ভাবতে চাইছিলেন যেখানে ন্যায় ব্যাপারটা ঠিক মতো—।'

'তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন ? সেণ্ট অনরে'র সেই ভয়ানক ঘটনা নিয়ে দয়া করে আলোচনা করবেন না।'

'ওঃ না, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি শুধু মিঃ র‍্যাফায়েলের বলা একটা কথা নিয়ে ভাবছিলাম। অদ্ভুত একটা কথার টুকরো—অবাক লাগছে, ও'র কি অপরাধ সম্পর্কে কোন ধারণা…।'

'তাঁর আগ্রহ শুধু অর্থকরী বিষয়েই ছিলো', এসথার জবাব দিলো। 'অপরাধীর মতো কোন জালিয়াতই হয়তো একমাত্র তার আগ্রহ জাগাতে পারতো, অন্য কিছুই নয়—।' ও তখন ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

'দুঃখিত', ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন মিস মার্পল। 'অতীতের দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে কিছু বলা উচিত নয় সত্যিই। যাক, আমার ট্রেন ধরতে হবে, বেশি সময় হাতে নেই। ব্যাগটা কোথায় আমার—ও হ্যাঁ এই তো।'

মিস মার্পল তার হাতব্যাগ, ছাতা আর টুকিটাকি কিছু নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এসথার তাকে এক কাপ চা পান করে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলো।

'না, ধন্যবাদ। সময় খুব কম। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় সত্যিই আমি দারুণ খুশি। আবার চাকরির কথা ভাবছেন না তো ?' মিস মার্পল বললেন।

'কেউ কেউ করে। তবে আমি ভাবছি না। মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে যা দিয়ে গেছেন তা আমি উপভোগ করতে চাই। কিছু দামী পোশাক, ফুলের ছাঁট বদলানো, এইরকম ছেলেমানুষী কিছু', এলথার বলে উঠেই একটু থামলো। তারপর আবার বললো, 'আমি ওঁকে পছন্দ করতাম। হ্যাঁ, খুবই পছন্দ করতাম। মনে হয় তিনি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিলেন বলেই। ওঁর সঙ্গে মানিয়ে চলা কঠিন ছিলো, তাই ওকে চালনা করে আনন্দ পেতাম।'

বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন মিস মার্পল। একটু পিছন ফিরে তাকিয়ে হাত নাড়লেন—এলথার অ্যান্ডারসন তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো। সেও খুশি হয়ে হাত নাড়লো।

'আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটা ওকে নিয়েই কিছু বা হয়তো ও জানে', আপন মনেই বললেন মিস মার্পল। 'আমার ধারণা আমি ভুল করছি। না, আমার বিশ্বাস হয় না এলথারের এতে করণীয় কিছু ছিলো। ওঃ আমার মনে হচ্ছে মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে আরও বেশি চালাক বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি বিষয়গুলো পরপর সাজাতে বলেছিলেন—কিন্তু কোন বিষয়? এবার কি করবো ভাবছি।' মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল।

সব ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবেই চিন্তা করতে হবে। এই ব্যাপারটা ওঁর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গ্রহণ বা ত্যাগ দুটোর যে কোনটি করার জন্যই। অথবা এটা নিয়ে ভাবতে। অথবা কিছু না ভেবে এগিয়ে যেতে—হয়তো ভাবিষ্যতেই আসবে কোন সাহচর্য। মাঝে মাঝে চোখ বুজে তিনি মিঃ র‍্যাফায়েলের মুখ স্মরণ করতে চাইলেন। মিঃ র‍্যাফায়েল বসে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোটেলের বাগানে—দেহে গ্রীষ্মকাল স্যুট, প্রতিভাত হচ্ছে তার সেই কঠিন বিরক্তিভরা মুখভাব, মাঝে মাঝে প্রকাশ করছেন চুটকি তামাশা। মিস মার্পল যা জানতে চাইছেন এই পরিকল্পনা ছকে ফেলার সময় তার মনের অবস্থা কেমন ছিলো। তিনটি উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব মিস মার্পলকে এতে জড়িয়ে ফেলার। এক হতে পারে তাকে বাধ্য করা, দুই অনুরোধ করা। আর তৃতীয় হতে পারে কৌশলে জড়িয়ে ফেলা। মিঃ র‍্যাফায়েল যেরকম মানুষ ছিলেন তাতে তৃতীয়টিই সম্ভব। কিন্তু ওকেই তিনি কেন ঠিক করলেন? হঠাৎ ওর কথাটা মনে জেগে ওঠার জন্য। কিন্তু ওঁর কথাই বা হঠাৎ মনে জাগবে কেন?

আবার তিনি মিঃ র‍্যাফায়েল আর সেন্ট অনরে'তে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্বন্ধে ভাবতে চাইলেন। জীবন সায়াহ্নে কি আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে

যাওয়ার কথাই ভাবছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল? সেখানকার কেউ বা কিছুই কি এতে জড়িত? আর তাই মিস মার্পলের কথা তার মনে আসে? এখানেই কি কিছু যোগসূত্র আছে? না হলে হঠাৎ তার কথাই বা তিনি ভাববেন কেন? কিভাবে তিনি তার কাছে উপযোগী হতে পারেন? তিনি বয়স্কা, একটু ভীমরথী গ্রস্তা, সাধারণ মানুষ, শরীরেও কিছু নেই, আগের মত মানসিক শক্তিও নেই। তাহলে তার বিশেষ যোগ্যতা কি? কিছুই মনে পড়লো না মিস মার্পলের। তাহলে এটা কি মিঃ র‍্যাফায়েলের কোন তামাশা? মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও হয়তো শেষ এই তামাশা তিনি করে গেছেন।

মিস মার্পল অস্বীকার করতে পারলেন না যে মিঃ র‍্যাফায়েল কোন বিশেষ তামাশা করে যেতে পারেন।

'আমার অবশ্যই', মিস মার্পল মৃদু আত্মগত কণ্ঠস্বরে বললেন, 'কিছু বিশেষ গুণ আছে। বিশেষতঃ মিঃ র‍্যাফায়েল যেহেতু বেঁচে নেই তখন তামাশা একে বলা যাবে না। কিন্তু সত্যিই সেই গুণ কি হতে পারে?

নিজের সম্পর্কে নানাভাবেই চিন্তা করতে লাগলেন মিস মার্পল। তিনি কৌতূহলী, তিনি প্রশ্ন করেন। ওর বয়স অনুযায়ী এটা স্বাভাবিক। কোন গোয়েন্দাকে কেউ পাঠিয়ে প্রশ্ন করাতে পারে, বা কোন মনসমীক্ষককে—কিন্তু একজন বয়স্কা মহিলাকে, যার নাক গলানো স্বভাব আছে, পাঠানোই অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হতে পারে।

'বৃদ্ধা ভালো মানুষ', নিজের মনেই বললেন মিস মার্পল। 'হ্যাঁ, বৃদ্ধা ভালো মানুষ হিসেবে আমাকে চমৎকার মানায়। এরকম অনেকেই আছে—তারা দেখতেও একই রকম। আর আমি নিজেও খুবই সাধারণ। সাধারণ এক ছিটগ্রস্তা বৃদ্ধা। আর এটাই হবে চমৎকার ছদ্মবেশ। কে জানে ঠিক চিন্তা করছি কিনা। আমি মাঝে মাঝে বুঝে নিতে পারি কোন মানুষ কি রকম। কারণ তাদের সঙ্গে আমি অন্যদের তুলনা করতে পারি। আর তাই তাদের দোষ, ত্রুটি আর গুণের কথাও অনুভব করতে পারি।

মিস মার্পল আবার সেন্ট অনরে'র কথার সঙ্গে গোল্ডেন পাম হোটেলের কথাও ভাবতে চাইলেন। কোন যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্যই তিনি একবার ওয়াল্টার্সের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু তাতে ফলপ্রসূ কিছু হয়নি। কাজে আত্মনিয়োগ করার মতো কিছু তিনি এখনও পাননি—ব্যাপারটা কি হতে পারে কোন ধারণা এখনও তার হয়নি।

'হায়', মিস মার্পল এবার বলে উঠলেন, 'আপনি কি বিরক্তিকর মানুষ,

মিঃ র‍্যাফায়েল।' ওঁর কণ্ঠস্বরে সত্যিই এবার অনুযোগ ফুটে উঠলো।

পরে অবশ্য গরম জলের বোতল সহ আরামপ্রদ শয্যার আশ্রয় নিয়ে মিস মার্পল আত্মগত হয়ে যা বললেন তাকে কিছু ক্ষমাপ্রার্থনা আখ্যা দেওয়া চলে।

'যতোদূর সম্ভব আমি করেছি', তিনি বলে উঠলেন।

কথাটা তিনি এমন ভঙ্গিতে বলতে চাইলেন যেন ঘরে উপস্থিত কাউকে লক্ষ্য করে বলছেন। এটা সত্যি তিনি হয়তো যে কোন জায়গাতেই থাকতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন রকম টেলিপ্যাথি বা টেলিফোনের যোগসূত্র থাকা উচিত। আর তাই যদি হয় মিস মার্পল নিশ্চিত ভাবেই এবার কথাটা বলবেন।

'যা করণীয় তা আমি করেছি। আমার ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তাই করেছি, বাকি যা করণীয়, তা আপনারই মিঃ র‍্যাফায়েল।'

একথা বলে আলো নিভিয়ে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিলেন মিস মার্পল।

পাঁচ ॥ ওপার থেকে নির্দেশ

তিন কি চারদিন পরে দ্বিতীয় ডাকে যোগাযোগ এলো। মিস মার্পল চিঠিটা তুলে সাধারণতঃ যা করে থাকেন তাই করলেন, ডাক টিকিট আর হাতের লেখায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুলে ফেললেন। টাইপ করা অবস্থায় ওতে লেখা ছিলো ঃ

'প্রিয় মিস মার্পল,

যখন এ চিঠি পড়তে থাকবেন ততক্ষণে আমি এ পৃথিবী ত্যাগ করে যাবো আর সমাধিস্থ হবো। অবশ্য ভস্মীভূত নয়, ভেবে আনন্দিত হচ্ছি। আমার বারে বারেই মনে হয়েছে এটা অসম্ভব, যে কোন মানুষ কোন পাত্রে রাখা তার ছাইয়ের মধ্যে থেকে উঠে এসে কাউকে ভয় দেখাতে সক্ষম হবে। অন্য দিকে কোন সমাধিক্ষেত্র থেকে উঠে এসে ভয় দেখানো খুবই সম্ভব। এটা করতে চাইবো? কে জানে। হয়তো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করারও ইচ্ছে হতে পারে।

ইতিমধ্যেই আমার সলিসিটরেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকবেন আর আপনার কাছে বিশেষ কোন প্রস্তাবও রেখে থাকবেন। আমার আশা

আপনি সেটা গ্রহণ করেছেন। যদি গ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে আমার অনুতপ্ত হবেন না। এটা আপনার পছন্দ।

এটা আপনার কাছে পৌঁছবে, যদি আমার সলিসিটরদের যা বলা আছে সেটুকু তারা পালন করলে আর ডাকবিভাগ তাদের কাজ সম্পাদন করে থাকলে—এ মাসের ১১ তারিখে। আজ থেকে দুদিন পরে আপনি লন্ডনের কোন ভ্রমণ সংস্থার কাছ থেকে সংবাদ পাবেন। আমি আশা করি ওরা যে প্রস্তাব রাখবে তা আপনার খারাপ লাগবে না। বেশি বলার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আশা রাখি, আপনি খোলা মন রাখবেন। নিজের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন। আমি জানি আপনি সেটা পারবেন, কারণ আপনি খুবই বিচক্ষণ। সব শুভ হোক আর আপনার শুভ দেবদূতেরা পাশে থেকে আপনাকে রক্ষা করুন। এ আপনার প্রয়োজন হতে পারে।

আপনার প্রিয় বন্ধু,

জে. বি. র‍্যাফায়েল।'

'দুদিন!' মিস মার্পল স্বগতোক্তি করে উঠলেন।

সময় কাটানো কঠিন হয়ে উঠলো তার কাছে। ডাকঘর তাদের কাজটুকু ঠিক মতোই করলো আর করলো গ্রেট বৃটেনের 'ফেমাস হাউসেস অ্যান্ড গার্ডেনস্।'

'প্রিয় মিস জেন মার্পল,

মৃত মিঃ র‍্যাফায়েলের কৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা আমাদের গ্রেট বৃটেনের ফেমাস হাউসেস অ্যান্ড গার্ডেনস্-এর ৩৭ নং ভ্রমণসূচীর বিবরণ আপনাকে পাঠাইলাম। এই ভ্রমণ আগামী বৃহস্পতিবার, ১৭ই তারিখে লন্ডন হইতে শুরু হইবে।

আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমাদের লন্ডন অফিসে আসিতে পারিলে এই ভ্রমণের সহযোগী মিসেস স্যান্ডবোর্ন সকল বিবরণ ও প্রশ্নের জবাব দিতে পারিয়া অত্যন্ত খুশি হইবেন।

আমাদের সব ভ্রমণ দুই বা তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এই বিশেষ ভ্রমণ, মিঃ র‍্যাফায়েলের মতে আপনার নিকট খুবই গ্রহণীয় হইতে পারে, কারণ এই ভ্রমণে ইংল্যান্ডের যে এলাকা ঘোরানো হইবে সম্ভবতঃ তাহা আপনার অদেখা। এক্ষেত্রে চমৎকার দৃশ্য ও বাগান দেখিবার সুযোগ থাকিবে। তিনি আমাদের পক্ষে সম্ভব সর্বশ্রেষ্ঠ আবাসন ও বিলাসেরই বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

সত্বর আপনি ফোনে আমাদের বার্ক্লে স্ট্রীটের অফিসে আসিতে সময় জানাইবেন।'

চিঠি ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিয়ে টেলিফোন নম্বরটা দেখে নিলেন মিস মার্পল। তারপর ওঁর জানা দুই বান্ধবীকে ফোন করলেন, যারা কেন্টের হাউসেস এ্যান্ড গার্ডেনসের সঙ্গে ভ্রমণে গেছিলেন। তারা খুবই প্রশংসা করলেন। একজন জানালেন সব ব্যবস্থাই ভালো শুধু কিছুটা ব্যয়বহুল—বয়স্কাদেরও অসুবিধা হয় না। মিস মার্পল এবার বার্ক্লে স্ট্রীটে ফোন করে জানিয়ে দিলেন পরের মঙ্গলবার তিনি দেখা করবেন।

পরদিন এ বিষয়ে তিনি চেরির সঙ্গে কথা বললেন।

'আমি হয়তো বাইরে যাচ্ছি চেরি', তিনি বললেন, 'বেড়াতে।'

'বেড়াতে?' চেরি বললো, 'বাইরে বিদেশে কোথাও?'

'না বিদেশে নয়। এ দেশেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ আর বাগান দেখবো।'

'এ বয়সে সেটা পারবেন? খুব পরিশ্রম হয় এতে। বহু মাইল হাঁটতেও হতে পারে।'

'আমার স্বাস্থ্য ভালোই', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'তাছাড়া শুনেছি বয়স্ক মানুষের ওরা সুবিধেও দেয়।'

'তা যাই হোক, সাবধান হবেন', চেরি জবাব দিলো, 'আমরা চাই না আপনি হার্টের রোগে পড়ে যান যতোই আপনাকে স্বাস্থ্যবতী মনে হোক। আপনি বেশ বুড়িয়ে গেছেন, কথাটায় রাগ করবেন না যেন। আমি কিন্তু এটা ভালো মনে করছি না।'

'নিজের ব্যবস্থা আমি করতে পারবো', একটু আত্মসম্মান বজায় রাখতেই যেন বললেন মিস মার্পল।

'বেশ, তবে সাবধানে থাকবেন', চেরি জবাব দিলো।

সুটকেশ গুছিয়ে নিয়ে লণ্ডনে গেলেন মিস মার্পল। তারপর সাধারণ এক হোটেলে ঘর নিলেন—('আঃ বার্ট্রাম হোটেল' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'কি চমৎকার হোটেলই ছিলো! নাঃ, এসব ভুলে যাওয়া দরকার। সেন্ট মেরী মীডও চমৎকার জায়গা।') পরে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বার্ক্লে স্ট্রীটের অফিসে পৌঁছতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক সুদর্শনা মহিলা জানালেন তারই নাম মিসেস স্যান্ডবোর্ন আর ঐ বিশেষ ভ্রমণ তারই ব্যক্তিগত তদারকীতে হবে।

'তাহলে কি ধরে নেবো', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'যে আমার ব্যাপারে

এ ভ্রমণ— ।'

মিসেস স্যান্ডবোর্ন একটু ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে বললেন, 'ওঃ হ্যাঁ। চিঠিতেই জানানো উচিত ছিলো। মিঃ র‍্যাফায়েল সমস্ত খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করে গেছেন।'

'আপনারা জানেন যে তিনি মারা গেছেন?' মিস মার্পল বললেন।

'ও হ্যাঁ, কিন্তু এ ব্যবস্থা তার মৃত্যুর আগের। তিনি বলেছিলেন তার শরীর খারাপ আর তাই খুব পুরনো বন্ধুর জন্য একটু ভ্রমণের ব্যবস্থা করে যেতে চান, যিনি তার বিশ্বাস খুব ভ্রমণের সুযোগ পাননি।'

দুদিন পরে, মিস মার্পল তার ছোট্ট রাতের ব্যাগ হাতে নিয়ে আর নতুন সুটকেশটি ড্রাইভারের হাতে সঁপে দিয়ে খুব আরামপ্রদ আর বিলাসবহুল এক গাড়িতে উঠলেন—গাড়ি চলেছিলো লন্ডনের বাইরে উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ ধরে। তিনি যাত্রী-তালিকা আর ভ্রমণের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি, বিভিন্ন হোটেল আর খাদ্য, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির তালিকায় একটু চোখ বুলিয়ে নিতে চাইছিলেন। ওতে লেখা ছিলো কোথায় কি ভাবে এ ভ্রমণ চলতে থাকবে—বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা আছে তরুণ আর বয়স্কদের জন্য আলাদা ভাবেই। যে সব বয়স্কামানুষ বাতের রোগে কষ্ট পান তাদের যাতে বেশি হাঁটতে বা পাহাড়ি পথে আনাগোনা না করতে হয় তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সবকিছুই চমৎকার।

মিস মার্পল যাত্রা-তালিকায় চোখ বুলিয়ে তার সহযাত্রীদের একটু জরিপ করে নিতে চাইলেন। ব্যাপারটা কঠিন ছিলো না, কারণ তারাও প্রায় একই কাজ করে চলেছিলো। তারা তাকেও দেখে নিলো, তবে তার মনে হলো বিশেষ ভাবে তার দিকে কেউ লক্ষ্য রাখেনি।

মিসেস রাইজলে-পোর্টার
মিস জোয়ানা ক্রফোর্ড
কর্ণেল ও মিসেস ওয়াকার
মিঃ ও মিসেস এইচ. টি. বাটলার
মিস এলিজাবেথ টেম্পল
প্রোফেসর ওয়ানস্টেড
মিঃ রিচার্ড জেমসন
মিস লুম্বলি

মিস বেনহাম

মিঃ ক্যাসপার

মিস কুক

মিস ব্যারো

মিঃ এমলিন প্রাইস

মিস জেন মার্পল

এদের মধ্যে চারজন বয়স্কা মহিলা। মিস মার্পল সর্বপ্রথম তাদেরই কথা ভাবলেন, বিশেষ করে তাদের মন থেকে সরিয়ে দিতে। তাদের দুজন একসঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। বয়স হয়তো সত্তর হওয়া সম্ভব। তারা অনেকটা ওঁরই সমসাময়িক বলে ধরে নিতে পারা যায়। এদের একজন অনুযোগ জানানো গোছের—যারা কোচের সামনে বা হয়তো একেবারে শেষেই আসন দাবী করে থাকেন। হয়তো রোদের দিকে বা ছায়ার দিকেই বসতে চেয়ে থাকেন। হয়তো বা বেশি বা কম হাওয়াও চাইতে পারেন। ওদের সঙ্গে ছিলো ভ্রমণোপযোগী কম্বল, স্কার্ফ আর নানা গাইড বই। ওরা কিছু অশক্ত আর মাঝে মাঝেই বাথায় কঁকিয়ে উঠছিলেন—অবশ্য তাতে তাদের ভ্রমণের আনন্দ গ্রহণে বাধা হয়নি—হয়তো শক্তি থাকতে থাকতে দর্শনীয় দেখে নিতে চাইছেন। বয়স্কা মহিলা—তবে স্বয়ংবদ্ধী খাদ্যা গোছের নয় তারা। মিস মার্পল তার ছোট্ট খাতায় লিখে রাখলেন।

তাকে আর মিস স্যান্ডবোর্ণকে বাদ দিয়ে পনেরোজন যাত্রী। আর যেহেতু তাকে এই কোচে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই পনেরোজন যাত্রীদের কোন ব্যাপারে অবশ্যই গুরুত্ব আছে। এটা হয়তো কোন খবরের যোগসূত্র বা কোন আইন সংক্রান্ত কিছুও হতে পারে বা এমন কি কোন খুনীও হওয়া সম্ভব। কোন হত্যাকারী যে হয়তো ইতিমধ্যেই হত্যা করে থাকতে পারে বা হয়তো খুনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে চলতে পারে। মিস মার্পল ভাবলেন মিঃ র‍্যাফায়েলের ক্ষেত্রে সব সম্ভব। যাই হোক এই লোকগুলি সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই টুকে রাখবেন।

তার নোট বইয়ের ডান পাশে তিনি লিখে রাখবেন মিঃ র‍্যাফায়েলের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কার প্রতি নজর রাখা দরকার আর বাঁ পাশে লিখে রাখবেন তাদেরই নাম, যারা তার মতে কোন কার্যকরী খবর সরবরাহ করতে সক্ষম। এমন খবর, যা তারা নিজেরাই জানে না তাদের কাছে থাকতে পারে বা অন্যভাবে বললে, এমন খবর যা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেটা মিঃ র‍্যাফায়েল

বা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা ন্যায় বা আইনের কাছেও মূল্যবান। তার ছোট্ট নোট বইতে তিনি আজ সন্ধ্যাতেই দু-একটি কথা লিখেও রাখতে পারবেন—যেমন সেন্ট মেরী মিড বা অন্য কোথাও দেখা কোন চরিত্রের সঙ্গে এদের কারও মিল আছে কি না। যে কোন মিল কাজে আসতে পারে। আগে এ রকম ঘটেছে।

অন্য দুজন বয়স্কা মহিলা আলাদা ভাবে ভ্রমণ করছেন। দুজনেরই বয়স প্রায় ষাট। একজন সুবেশা—দেখে মনে হতে পারে নিজের সামাজিক সত্তা সম্পর্কে তিনি খুবই মনোযোগী। কণ্ঠস্বর জোরালো আর কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক। মনে হয় ওঁর সঙ্গে এঁটে রয়েছে কোন ভাইঝি, আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে। সে মহিলাটিকে জেরালডাইন পিসী বলেই সম্ভাষণ করতে চাইছিলো। ভাইঝিটি, মিস মার্পল লক্ষ্য করলেন, জেরালডাইন পিসীর কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। মেয়েটি সুদর্শনা আর বেশ কাজের।

মিস মার্পলের সামনে আড়াআড়ি বসে ছিলেন বৃষস্কন্ধ আর মেদবহুল এক বড়সড়ো আকারের মানুষ। দেখেই মনে হয় কোন উচ্চাভিলাষী বালকের হাতে ইঁটে এলোপাতাড়ি গড়ে তোলা কোন মানুষ। ভদ্রলোকের মুখ দেখে ধারণা হয় প্রকৃতি মুখখানা গোলাকৃতি করে গড়তে চাইলেও মুখ তার দুর্বোধ্যতা করে জোরালো চোয়াল তুলে তাকে বর্গাকৃতি করতে চেয়েছে। ওর মাথায় ধূসর ঘন চুল আর ঘন লোমশ ভ্রূ জোড়া ওঠা-নামা করলেই মনে হয় তার বক্তব্য সমর্থন করে চলেছে। ওঁর মন্তব্যগুলো শুনলে মনে হয় যেন বাচাল কোন পাহারাদার কুকুরের গর্জন। তিনি বসেছিলেন দীর্ঘাকৃতি এক বিদেশীর সঙ্গে যিনি অনবরত অস্থির ভঙ্গীতে হাত-পা ছুঁড়ছিলেন। ভদ্রলোক অদ্ভুত ইংরাজীতে কথা বলতে চাইছিলেন, মাঝে মাঝে আবার ফরাসী আর জার্মান ভাষাতেও মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। মেদবহুল ব্যক্তিটি এইরকম ফরাসী বা জার্মান ভাষার আক্রমণ ভালোই হজম করে ওই ভাষাতে জবাবও দিয়ে চলেছিলেন। দুজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস মার্পল ধারণা করে ফেললেন লোমশ ভ্রূ-এর মালিক নিশ্চয়ই প্রোফেসর ওয়ানস্টেড আর উত্তেজিত বিদেশীটি মিঃ ক্যাসপার।

মিস মার্পল অবাক হয়ে ভাবলেন এতো আগ্রহ নিয়ে ওরা কিসের আলোচনায় মশগুল, তিনি অবশ্য মিঃ ক্যাসপারের দ্রুত ভঙ্গী আর ধরন দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন।

তাদের সামনের আসনে উপবিষ্ট ষাট বছর বয়স্কা অন্য মহিলাটি

দীর্ঘকায়। সম্ভবত ওর বয়স ষাটের বেশীই। তবে যে কোন জায়গাতেই ভিড়ের মধ্যে চিনে নেওয়া সম্ভব। ভদ্রমহিলাকে এখনও সুন্দরী বলা যায়—মাথায় উঁচু করে বাঁধা রুপোলি চুলের খোঁপা। কণ্ঠস্বর নিচু, স্পষ্ট মর্মভেদী। লক্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মিস মার্পল ভাবলেন। হ্যাঁ, সত্যিই। 'ওকে দেখে সেই এমিলি ওয়ালডুনের কথাই মনে পড়ছে', মনে হলো মিস মার্পলের। এমিলি ওয়ালডুন অক্সফোর্ড কলেজের অধ্যক্ষ আর খ্যাতনাম্নী বিজ্ঞানী ছিলেন—আর মিস মার্পল তাকে নিজের ভাইপোর সঙ্গে একবার দেখার পর তাকে ভুলতে পারেননি।

মিস মার্পল আবার তার জরিপ শুরু করলেন। দুজন দম্পতি উপস্থিত—একজন আমেরিকান, মধ্য বয়স্ক, ব্যবহার মধুর, একটু বাচাল স্ত্রী আর লক্ষণীয় ভাবে স্ত্রীর অনুগত স্বামী। দুজনেই নিঃসন্দেহে ভ্রমণ-বিলাসী। এ ছাড়া ছিলো এক ইংরেজ মধ্য বয়স্ক দম্পতি। মিস মার্পল সহজেই অনুমান করে নিলেন তারা অবসরপ্রাপ্ত একজন সেনাবাহিনীর মানুষ আর তার স্ত্রী। তিনি তার নোট বইতে কর্নেল আর মিসেস ওয়াকার বলে দাগ দিলেন।

ওঁর আসনের পিছনে ছিলো দীর্ঘ, কৃশ আকৃতির একজন—মানুষটির কথা অতিরিক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা বেঁসা হওয়ায় নিঃসন্দেহে সে একজন স্থপতি। কোচের প্রায় শেষ প্রান্তের আসন গ্রহণ করেছিলেন দুজন মধ্য বয়স্কা মহিলা—তারা একসঙ্গেই ভ্রমণ করছিলেন। তারা ভ্রমণসূচী নিয়ে আলোচনা করছিলেন—কি কি দর্শনীয় স্থান থাকা সম্ভব ইত্যাদি। একজন একটু গাঢ় গায় বর্ণের আর কৃশ আর অন্যজন ফর্সা আর বেশ আটোসাটো চেহারার—এই শেষের মহিলাটিই মিস মার্পলের কাছে একটু যেন চেনা চেনা মনে হতে চাইলো। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে চাইছিলেন কোথাও যেন ওকে দেখেছেন। কিন্তু মনে পড়ছে না। হয়তো কোন ককটেল অনুষ্ঠান বা ট্রেনে দেখে থাকতে পারেন। মনে রাখার বিশেষ কারণ কিছু নেই।

মাত্র আর একজন যাত্রীই বাকি ছিলো। আর সে এক তরুণ—সম্ভবত উনিশ বা কুড়ি বছরই তার বয়স হবে। এ বয়সের উপযোগী পোশাকই তার দেহে—আঁটো কালো রঙের জিন, পোলো কলারের হাল্কা গোলাপি সোয়েটার আর মাথায় এলোমেলো হয়ে ওঠা ঘন চুল। ছেলেটি আগ্রহ নিয়েই বড় বড় ব্যঞ্জনাভরা মহিলাটির ভাইঝিকে লক্ষ্য করে চলেছিলো—ভাইঝিটিও তাই। সেও খুব আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছিলো বলেই মিস মার্পলের মনে হলো।

বয়স্কা বৃদ্ধদের মাঝখানে অন্ততঃ আর যাই হোক, দুটি জন্মেকত্রাণী অন্ততঃ আছে।

সকলে নদীর কাছের এক চমৎকার হোটেলে মধ্যাহ্নভোজের জন্য থামলেন, বিকেলের ভ্রমণ রাখা হলো ব্লেনহীমের জন্য। মিস মার্পল এর আগে দুবার ব্লেনহীম দেখেছেন তাই তার পা দুটিকে এ যাত্রা ঘরের ভিতরের দর্শনীয় বস্তু দেখার জন্যই রেহাই দিলেন।

হোটেলে পৌঁছনোর ফাঁকে, যেখানে সকলের রাতের থাকার ব্যবস্থা, যাত্রীরা আস্তে আস্তে পরস্পরের কাছে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন। দক্ষ মিসেস সান্ডবোর্ণ ভ্রমণের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ক্লান্ত না হয়ে চমৎকার ভাবে তার কাজ সম্পন্ন করে চলেছিলেন। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট দল তৈরি করে যে কোন একজনকে বলে উঠছিলেন, 'আপনি অবশ্যই কর্ণেল ওয়াকারকে বাগানটি সম্বন্ধে বলার সুযোগ দেবেন। এমন চমৎকার অভিজ্ঞতা আর ওঁর।' এ ধরনের ছোট ছোট কথায় উনি সকলকে কাছাকাছি এনে ফেলছিলেন।

ইতিমধ্যে মিস মার্পল যাত্রীদের নাম জেনে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। লোমশ ভ্রূর মালিক দেখা গেলো প্রোফেসর ওয়ানস্টেড, যে রকম উনি ভেবেছিলেন, আর বিদেশীটি মিঃ ক্যাসপার। কর্তৃত্ব পরায়ণা মহিলাটি হলেন মিসেস রাইজলে-পোর্টার আর ভাইঝিটি জোয়ানা ক্রফোর্ড। তরুণটি হলো এমলিন প্রাইস—আর সে আর জোয়ানা ক্রফোর্ডকে মনে হচ্ছিলো জীবনের কিছু কিছু জিনিস যেমন, অর্থনীতি, শিল্প, পছন্দ অপছন্দ, রাজনীতি এইসব বিষয়ে তারা একান্ত একমতাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

দুই বৃদ্ধা স্বাভাবিকভাবেই মিস মার্পলকে তাদের চেয়ে কিছুটা অল্প বয়স্ক মনে ভেবে তার দিকেই ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা বেশ খোশমেজাজেই বাত, গেঁটে বাত, খাদ্য, নতুন ডাক্তার, ওষুধ আর প্রাচীন চিকিৎসা নিয়েই আলোচনাও শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা য়ুরোপে যেসব ভ্রমণ করেছিলেন তাই আলোচনাও করতে লাগলেন—সেখানকার হোটেল, ভ্রমণ সংস্থা আর বিশেষ করে সমারসেট কাউন্টি, যেখানে মিস লুমলি আর মিস বেন্থাম বাস করেন, সেখানে ভালো বাগান পরিচর্যাকারীর অভাবের কথাটাও বলতে চাইলেন।

যে দুজন মধ্যবয়স্কা মহিলা একসঙ্গে ভ্রমণে এসেছিলেন, জানা গেলো তারা মিস কুক আর মিস ব্যারো। মিস মার্পলের তবুও মনে হতে চাইছিলো ওই মিস কুক তার একটু পরিচিত—কিন্তু তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন

না ঠিক কোথায় তাকে দেখেছেন। হয়তো সবটাই কল্পনা। তবে এটা আদৌ কিন্তু কল্পনা নয় যে মিস ব্যারো আর মিস কুক তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছিলেন। তিনি এগিয়ে গেলে তারা বিরক্ত হয়ে সরে যেতে চাইছিলেন। অবশ্য এটাও যে সম্পূর্ণ মনগড়া নয় তাও বলা যায় না।

পনেরো জন মানুষ, এদের একজন অবশ্যই কোন ব্যাপারে জড়িত। কথা প্রসঙ্গে মিস মার্পল সেদিন মিঃ র‍্যাফায়েলের নাম উচ্চারণ করলেন যাতে যদি কারও কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিন্তু কারও মধ্যে সেটা ঘটলো না।

সুন্দরী মহিলাটির পরিচয় জানা গেলো মিস এলিজাবেথ টেম্পল বলে, যিনি এক বিখ্যাত মেয়েদের বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্তা প্রধানা শিক্ষিকা। একমাত্র মিঃ ক্যাসপার ছাড়া আর কাউকেই খুনী বলে মিস মার্পলের মনে হতে চাইলো না—আর সেটাও সম্ভবতঃ সেই বিদেশী হওয়ার জন্যেই হয়তো। শান্ত চেহারার তরুণটি হলেন রিচার্ড জেমসন, একজন স্থপতি।

'হয়তো আগামী কাল ভালো কিছু করতে পারবো', নিজের মনেই বললেন মিস মার্পল।

বেশ ক্লান্ত হয়েই শয্যার আশ্রয় নিলেন মিস মার্পল। ঘুরে বেড়ানো আনন্দের হলেও ক্লান্তিকর—আর তাছাড়া পনেরোজন মানুষকে যাচাই করে দেখে কেউ হত্যাকারী কিনা পর্যালোচনা করাটাও আরও বেশি ক্লান্তিদায়ক। ব্যাপারটাতে এমন এক অবাস্তবতা জড়িত, মিস মার্পলের মনে হলো, যে কেউ এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিতে চাইবে না। যাত্রীদের সবাইকেই চমৎকার মানুষ বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো, এরকম মানুষদেরই দল বেঁধে ভ্রমণে বের হতে দেখা যায় অহরহ। যাই হোক মিস মার্পল আরও একবার যাত্রীদের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে নোট বইতে দু-একটা নতুন কথা লিখে নিলেন।

মিসেস রাইজলে পোর্টার? খুনের সঙ্গে জড়িতথাকা অসম্ভব। অতিরিক্ত সামাজিক আর আত্মকেন্দ্রিক।

আইরিস, জোয়ানা ক্রফোর্ড? একই রকম কি? তবে অত্যন্ত চৌকস।

মিসেস রাইজলে-পোর্টারের অবশ্য এমন কোন খবর জানা থাকতে পারে যার মধ্যে মিস মার্পল কোন সূত্র খুঁজে পেতে পারেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে হবে।

মিস এলিজাবেথ টেম্পল? বাহুল্য ব্যক্তি। আগ্রহ জাগছে। অবশ্য

উনি মিস মার্পলের মনে কোন জানা খুনীর কথা মনে করিয়ে দেননি।
'আসলে', স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল, 'ওঁর মধ্য থেকে সততা ঠিকরে পড়ছে। উনি কোন খুন করে থাকলে সে খুন খুবই জনপ্রিয় খুন হবে। সম্ভবতঃ কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই তা হবে, অন্ততঃ উনি মহৎ ভেবে থাকবেন।' কিন্তু এটাও খুব গ্রহণযোগ্য হলো না। মিস টেম্পল, তিনি ভাবলেন, সব সময়েই জানাবেন কি করছেন তাই মহত্ব সম্বন্ধে তার কোন চিন্তাই থাকবে না, যখন চারপাশে শুধু পাপেরই অস্তিত্ব। 'তাহলেও', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। আর এটাও হতে পারে মিঃ র‍্যাফায়েল হয়তো চেয়েছিলেন এরকম কারো সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটুক যে কোন কারণেই হোক।' নোটবইয়ের ডানদিকে কথাগুলো লিখে রাখলেন তিনি।

এবার মতামত পাল্টালেন তিনি। তিনি কোন হত্যাকারীর কথাই চিন্তা করে চলেছিলেন—কিন্তু সম্ভাব্য নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি হতে পারে? কার পক্ষে সম্ভাব্য শিকার হওয়া সম্ভব? কাউকেই সেরকম সম্ভাব্য মনে হয় না। হয়তো মিসেস রাইজলে-পোর্টার হতে পারেন—অর্থবতী—কিছুটা অপ্রিয়। চৌখস ভাইঝিটি হয়তো সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারে। সে আর ওই বিপ্লবী এমলিন প্রাইস যুগ্মভাবেই পুঁজিবাদ বিরোধীতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তবে খুব গ্রহণযোগ্য ধারণা এটা নয়, অথচ সম্ভাব্য খুনের কোন হদিশ পাওয়াও যাচ্ছে না।

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড? আগ্রহ জাগানো মানুষ ঠিকই, ভাবলেন মিস মার্পল। একটু দয়াদ্র। উনি কি কোন বিজ্ঞানী না ডাক্তার? ঠিক করতে পারেননি এখনও মিস মার্পল। তবে বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিজ্ঞান সম্পর্কে ওর নিজের কোন ধারণা না থাকলেও এটাই তার মনে হলো।

মিঃ ও মিসেস বাটলার? নাম দুটি কেটে দিলেন তিনি। দুজনেই চমৎকার আমেরিকান মানুষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেউ বা অন্য কারও সঙ্গে ওদের কোন যোগসূত্র নেই। না, বাটলার দম্পতিকে বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

রিচার্ড জেমসন? যে ওই কৃশ স্থপতি। মিস মার্পল বুঝতে পারলেন না স্থাপত্যবিদ্যা এর মধ্যে কিভাবে আসতে পারে। তাহলে কোন গোপন সুড়ঙ্গ? যে সব গৃহে তারা পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন তারই কোনটিতে এরকম সুড়ঙ্গ আছে যার মধ্যে কোন কঙ্কাল থাকা সম্ভব। আর মিঃ জেমসন স্থপতি হওয়ার জানেন সুড়ঙ্গটি কোথায়। হয়তো তিনি মিস মার্পলকে ওটা খুঁজে

পেতে সাহায্য করবেন—সেখানেই হয়তো পাওয়া যাবে কোন সেহ। 'ওঃ, সাঁত্যই কিসব অদ্ভুত চিন্তা করছি', স্বগতোক্তি করে উঠলেন মিস মার্পল।

মিস কুক আর মিস ব্যারো? খুব সাধারণ দুজন মানুষ। আর নিশ্চিত-ভাবেই তাদের একজনকে তিনি আগে দেখেছেন। অন্ততঃ মিস কুককে তো বটেই। যাক, ঠিক সময়ে মনে পড়বেই।

কর্নেল আর মিসেস ওয়াকার? চমৎকার মানুষ ওরা। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক মানুষ। বেশির ভাগই বিদেশে কাটিয়েছেন। কথা বলতে ভালো লাগে—এখানে কিছু নেই বলেই তার মনে হলো।

মিস বেন্হাম আর মিস লুম্লি? ওই বুড়ি দুজন? অপরাধী হিসেবে ভাবা যায় না, তবে বয়স্কা হওয়ায় ওদের প্রচুর মুখরোচক ঘটনার কথা জানা থাকতে পারে, যা খবর জানা থাকা সম্ভব। অথবা বাত বা গেঁটে বাত সম্বন্ধে কিছু দরকারী কথা বলে ফেললেও কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

মিঃ ক্যাসপার? সম্ভবতঃ এক মারাত্মক চরিত্র। অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। আপাততঃ তাকে তালিকাযুক্ত করে রাখবেন তিনি।

এমলিন প্রাইস? সম্ভবতঃ একজন ছাত্র। ছাত্ররা খুবই হিংস্র হতে পারতো। মিঃ র‍্যাফায়েল কি তাকে কোন ছাত্রের সন্ধানে পাঠাতেন? যাক, এটা নির্ভর করতে ছাত্রটি কি করে থাকতে পারে বা কি করতে চলেছে। হয়তো কোন সমর্পিত-হৃদয় বিপ্লবপন্থী।

'ওহো', মিস মার্পল সহসা পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন, 'আমায় শুতে যেতে হবে।'

পা আর পিঠে ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন তিনি—মানসিক চিন্তাধারাও তেমন স্বচ্ছ নেই। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন মিস মার্পল। ঘুমের মধ্যে নানা স্বপ্নও দেখলেন তিনি।

একটি স্বপ্নে প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের লোমশ ভ্রূ জোড়া খুলে পড়ে গেলো কারণ ভ্রূ জোড়া তার আসল ভ্রূ ছিলো না, নকল। ঘুম ভেঙে যেতেই মিস মার্পলের প্রথম ধারণা হলো, স্বপ্ন দেখার পরে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, যে এটাই সমস্ত রহস্য সমাধান করে দিয়েছে। 'অবশ্যই' ভাবলেন মিস মার্পল, 'এটাই ঠিক!' ওর ভ্রূ নকল আর সব ব্যাপার এতে সরল হয়ে গেছে। ওই লোকটিই অপরাধী।

খুব দুঃখের সঙ্গেই অবশ্য তিনি উপলব্ধি করলেন কোন কিছুরই সমাধান হয়নি। প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের ভ্রূজোড়া খুলে দিয়ে কোনই লাভ হয়নি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আর ঘুম পাচ্ছে না তার। জল দূর করে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি।

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড্রেসিং-গাউন পরে বিছানা ত্যাগ করে পিঠ সোজা রাখা একটা চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। তারপর সুটকেশ থেকে একটু বড়ো মাপের নোট বই বের করে কাজ শুরু করলেন।

'যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি', লিখে চললেন মিস মার্পল, 'তা নিশ্চিত ভাবেই কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। মিঃ র‍্যাফায়েল তার চিঠিতে পরিষ্কারভাবে সেটা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমার ন্যায়ের প্রতি এক স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আছে আর তাই স্বভাবতই অপরাধের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অতএব এতে অপরাধ জড়িত, আর ধরে নেওয়া যেতে পারে তা সম্ভবতঃ গুপ্তচর বৃত্তি, জালিয়াতি বা ডাকাতি নয়, কারণ এ সব ব্যাপার আমার এক্তিয়ারভুক্ত কখনই ছিলো না আর এসব ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগও নেই বা জ্ঞানও নেই। আমার সম্বন্ধে মিঃ র‍্যাফায়েল যা জানতেন তা হলো, সেন্ট অনরে'তে থাকার সময়টুকুতেই তিনি যা জেনেছিলেন—যে সময় আমরা দুজনেই সেখানে ছিলাম। আমরা সেখানে এক খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কাগজে যে খুনের কথা প্রকাশিত হয় সেগুলো কখনও আমার আগ্রহ জাগাতে পারেনি। আমি কখনই অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বই পড়িনি বা এ ব্যাপারে কখনও আগ্রহী হয়েও উঠিনি। না, শুধু যা ঘটেছে তা হলো, আচমকা আমি প্রায় খুনের চৌহদ্দির মধ্যে গিয়ে পড়েছি, স্বাভাবিক ভাবে যা হওয়া উচিত তার চেয়ে ঢের বেশি বারই। আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে বন্ধু বা পরিচিত মানুষ খুন হলে। এ ধরনের বিচিত্র কাকতালীয় ঘটনাগুলো মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায়। আমার এক পিসীমা, আমার মনে আছে, পাঁচবার জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন আর আমার এক বান্ধবীকে বলা হতো দুর্ঘটনা ঘটানো মহিলা। আমি জানি তার কিছু বন্ধু তার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে ভ্রমণ করতে চাইতো না। সে চারটি ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় আর তিনটি গাড়ি আর দুটো রেল দুর্ঘটনায় পড়েছিলো। এ ধরনের ব্যাপার অনেকের জীবনেই কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই ঘটতে দেখা যায়। এ সব কথা আমি লিখতে চাই না তবু মনে হয় খুন ব্যাপারটা যেন ঘটে চলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার জীবনে নয় তবে আমার আশে পাশেই।'

মিস মার্পল থেমে পিঠে একটা কুশন ঠেকিয়ে আবার লিখে চললেন :

'যে কাজ হাতে নিয়েছি তার একটা যুক্তিসম্মত নিরীক্ষা আমাকে করতেই

হবে। আমাকে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন করতে হবে। এ ব্যাপারটা কি? উত্তর—আমি জানি না। ভারি অদ্ভুত। মিঃ র‍্যাফায়েলের মতো মানুষের পক্ষে এ সত্যিই বিচিত্র। তিনি চেয়েছেন আমি যাতে কিছু আন্দাজ করে আমার সহজাত প্রবৃত্তি কাজে লাগাই—আর আমাকে যে অনুরোধ জানানো হয়েছে সেই মতো দেখে ব্যবস্থা করতে পারি।

'অতএব এক নম্বর ধারা হবে—আমার কাছে নির্দেশ আসবে। কোন মৃত মানুষের নির্দেশ। দু নম্বর ধারা—আমার এ সমস্যার জড়িত আছে ন্যায় বিচার। হয়, কোন অন্যায়কে ন্যায়ের পথে চালিত করা বা কোন অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে ন্যায়ের ব্যবস্থা করা। এটা সেই সাঙ্কেতিক কথা নিমেসিস সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ, যা আমায় মিঃ র‍্যাফায়েল বলেছিলেন।

'মোটামুটি উদ্দেশ্যটুকু জানানোর পরেই আমি বাস্তব নির্দেশ পেলাম। মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যবস্থা করে যান বিখ্যাত হাউজেস অ্যান্ড গার্ডেনের ৩৭নং ভ্রমণে আমি অংশ নেব। কেন? এই প্রশ্নই নিজেকে করতে হবে। এটা কি ভৌগোলিক কারণে? কোন সূত্রে? কোন বিশেষ বিখ্যাত গৃহ? বা কোন বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বাগানের সঙ্গে এটা সম্পর্ক যুক্ত? এটা খুবই অবাস্তব। যে ব্যাখ্যা হতে পারে তা আছে এই কোচের যাত্রীদের মধ্যে বা একজন যাত্রীর মধ্যেই। এদের কেউই ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচিত নয়, তবে একজন অন্ততঃ যে ধাঁধার সমাধান আমাকে করতে হবে তার সঙ্গে জড়িত। এই দলের কেউ কোন খুনের সঙ্গে নিশ্চয় জড়িত। কারও কোন সূত্র বা খবর জানা আছে বা কেউ, সে পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই হোক, একজন হত্যাকারী। এমন হত্যাকারী যাকে এখনও কেউ সন্দেহ করেনি।'

আচমকা এখানে থেমে পড়লেন মিস মার্পল। এতোক্ষণের ব্যাখ্যা তার কাছে যথাযোগ্যই মনে হলো। এবার শোবার কথা মনে হলো তার।

তার আগে তিনি নোট বইতে লিখে রাখলেন: 'এখানেই প্রথম দিন শেষ হলো।'

ছয় ॥ ভালোবাসা

পরদিন সকালে সকলে দেখতে গেলেন রাণী অ্যানের এক জমিদার ভবন। যেতে তেমন সময় লাগলো না। বাড়িটি চমৎকার আর এর এক সুন্দর ইতিহাস আর অপূর্ব বানানো বাগানও আছে।

স্থপতি রিচার্ড জেমসন বাড়িটির স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে প্রতিটি ঘরের নানা বর্ণনা দিয়ে চললেন—কোথায় চুল্লী আছে, এর ঐতিহাসিক মূল্য কতোখানি এই সব। দলের অনেকে প্রথমে আগ্রহ নিয়ে শুনলেও একটু অধৈর্য হয়ে উঠলো একঘেয়ে বক্তৃতা শুনে। অনেকে সুকৌশলে পিছিয়েও পড়তে চাইলো। স্থানীয় রক্ষীটিও তার কাজে অন্য একজন বাইরের মাথা গলানোতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। সে ব্যাপারটা নিজের হাতে নিতে গিয়েও ব্যর্থ হলো, কারণ মিঃ জেমসন মচকাননি। রক্ষীটি এবার শেষ চেষ্টা করলো।

'এই ঘরে, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এর নাম 'শ্বেত কক্ষ', এখানে এক দেহ পাওয়া যায়। এক তরুণকে কার্পেটের উপর ছোরা বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। খুব সম্ভব সতেরো'শ সালের কোন বছরে। কাহিনী আছে ওই সময়ে লেডি মোফাটের এক প্রেমিক ছিলো। সে ছোট পাশের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো আর খাড়া এক সিঁড়ি বেয়ে চুল্লীর পাশের খোপের দিয়ে ঢুকতো। স্যার রিচার্ড মোফাট ওঁর স্বামী, শোনা যায় সাগরপারে কোথাও ছিলেন। তবে তিনি ফিরে এলেন অভাবিত ভাবেই আর দুজনকে হাতে হাতে ধরেও ফেললেন।'

রক্ষী আত্মগর্বে তাকালো। সে দর্শকদের ভাব দেখে বেশ খুশীই হলো।

'ব্যাপারটা কিরকম রোমান্টিক, দেখেছো হেনরি?' মিসেস বাটলার তার অত্যন্ত্যাধিক সুস্পষ্ট আনুনাসিক স্বরে বলে উঠলেন, 'ঠিক সে রকম একটা আবহাওয়াও ঘরটায় রয়েছে। আমি সেটা অনুভবও করছি। সত্যিই তাই।'

'ম্যামি আবহাওয়া সম্পর্কে দারুণ, অনুভূতি প্রবণ' চারপাশের সবাইকে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন ওঁর স্বামী। 'সেই যে একবার যখন আমরা লুইসিয়ানার এক বাড়িতে··· ।'

ম্যাপির অনুষ্ঠানের কাহিনী এড়িয়ে মিস মার্পল আর অন্যান্য দু-এক জন সিঁড়ি বেয়ে নিচের তলায় নেমে এলেন।

'আমার এক বান্ধবীর', মিস মার্পল তার কাছাকাছি থাকা মিস কুক আর মিস ব্যারোকে বললেন, 'ক'বছর আগে দারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। এক সকালে তাদের লাইব্রেরী ঘরের মেঝের একটা মৃত দেহ পাওয়া যায়।'

'পরিবারেরই কেউ?' মিস ব্যারো প্রশ্ন করলেন, 'কোন সন্ন্যাস রোগ?'

'ওহ না, নিহত খুন। সান্ধ্য পোশাকে এক অপরিচিতা মেয়ে। স্বর্ণকেশী। তবে ওর চুল রঙ করা। মেয়েটা আসলে পিঙ্গলকেশী। আর...ওহো—', মিস মার্পল থেমে যেতেই ওঁর চোখ পড়লো মিস কুকের মাথার স্কার্ফ সরে যাওয়া হলুদ চুলের ওপর।

আচমকা ওঁর মনে পড়ে গেলো। তিনি জানতে পারলেন কেন মিস কুকের মুখ এতো পরিচিত বলে মনে হচ্ছিলো আর তার মনে পড়লো কোথায় তাকে দেখেছিলেন। কিন্তু যখন ওকে দেখেছেন তখন মিস কুকের চুলের রঙ ছিলো প্রায় কালো। কিন্তু এখন তা গাঢ় হলুদ।

মিসেস রাইজলে-পোর্টার সিঁড়ি বেয়ে নামার মুখে ওঁদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দৃঢ়স্বরে বলতে চাইছিলেন, এই সিঁড় বেয়ে আমি আর ওঠানামা করতে পারবো না। আর ঘরে দাঁড়িয়ে থাকাও ক্লান্তিকর। আমার হয় মনে এখানকার বাগানও খুব নামী। সময় নষ্ট না করে সেখানেই যাওয়া হোক। মনে হচ্ছে মেঘ জমতে চলেছে। সকাল শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টি হবে মনে হয়।'

মিসেস রাইজলে-পোর্টার যে কর্তৃত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখলেন তাতে কাজ হলো। কাছাকাছি যারা ছিলো তারা সকলেই ডাইনিং কামরা পার হয়ে বাগানে হাজির হলেন। মিসেস রাইজলে-পোর্টার যা বলেছেন বাগানটা সেই রকমই। তিনি কর্নেল ওয়াকারকে কব্জা করে এগুতে চাইলেন। কেউ কেউ ওদের মধ্যে অনুসরণও করলো, অন্যরা অপর দিকে চললো।

মিস মার্পল নিজে বাগানে কোন আরামপ্রদ আসনের দিকে চললেন। আরাম করে তিনি বসে পড়তেই তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসা মিস এলিজাবেথ টেম্পলও পাশে বসে পড়লেন।

'বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো খুব কষ্টকর' মিস টেম্পল বলে উঠলেন। 'পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টকর কাজ। বিশেষ করে প্রতিটি ঘরেই যদি বিরাট বক্তৃতা শুনতে হয়।'

'অবশ্য যা বলা হলো তা বেশ আগ্রহ জাগায়,' মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'তাই ভাবছেন?' মিস টেম্পল বললেন। তিনি মিস মার্পলের চোখে চোখ রাখতে যেন দুই মহিলার মধ্যে কিছু আদান-প্রদান ঘটল।

'আপনি ভাবেননি?' মিস মার্পল বললেন।

'না।'

দুজনের মধ্যে এবার যেন কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেলো। দুজনেই নীরবে বসে রইলেন। হঠাৎ মিস এলিজাবেথ টেম্পল বাগান, বিশেষ করে এই বাগান সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। 'এটার পরিকল্পনা করেছিলেন হোল-ম্যান। বোধ হয় ১৮০০ বা ১৭৯৮ সালে। অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। খুব প্রতিভা ছিল তার।'

'কেউ অল্প বয়সে মারা গেলে খুব দুঃখ হয়', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি', মিস এলিজাবেথ টেম্পল বলে উঠলেন।

কথাটা তিনি অদ্ভুত চিন্তান্বিত কণ্ঠেই বললেন।

'ওরা জীবনের অনেক কিছুই হারায়', মিস মার্পল বললেন এবার।

'বা অনেক কিছু এড়িয়েও যায়', মিস টেম্পল বললেন।

'আমার যা বয়স হয়েছে', মিস মার্পল বললেন, 'তাতে এটা না ভেবে পারি না যে, অল্প বয়সে মৃত্যু মানে অনেক কিছুই হারানো।'

'আর আমি', এলিজাবেথ টেম্পল জবাব দিলেন, 'জীবনের অধিকাংশই তারুণ্যের মধ্যে কাটিয়ে জীবনকে তাৎক্ষণিক ভাবেই পরিপূর্ণ বলে মনে করেছি। টি, এস, ইলিয়ট বলেছেন: 'গোলাপের সময় আর ইউ গাছের জীবনের স্থায়িত্ব একই সময়ব্যাপী।'

মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'কি বলতে চান বুঝেছি···জীবন যতোটুকু সময় নিয়েই থাকুক না কেন সেটাই হয়ে ওঠে পূর্ণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু আপনি কি—' একটু ইতস্ততঃ করলেন তিনি, 'মনে করেন না যে কোন জীবনই অসম্পূর্ণ হতে পারে তাকে যদি মাঝপথে ছেঁটে দেওয়া হয়?'

'হ্যাঁ। সেটা ঠিক।'

এলিজাবেথ টেম্পল মুখ ঘোরালেন।

'আপনি কি ভ্রমণে এসেছেন বাড়ি দেখতে না বাগান?'

'সত্যি বললে বাড়ি দেখতেই এসেছি', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'বাগান দেখতে ভালো লাগলেও বাড়িতেই আমার আগ্রহ। এদের ইতিহাসে, সুন্দর আসবাবপত্র আর ছবি। এক বয়োবৃদ্ধ বন্ধু এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আমি বাস্তবে কৃতজ্ঞ। জীবনে সেরকম বিখ্যাত ব্যক্তি দেখা হয়ে ওঠেনি।'

'চমৎকার চিন্তাধারা', মিস টেম্পল বললেন।

'আপনি প্রায়ই ভ্রমণে বের হ'ন?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'না। তাছাড়া এটা শুধু ঘুরে বেড়াতে আসা নয়।'

মিস মার্পল বেশ আগ্রহের সঙ্গে তাকালেন। কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েও করলেন না তিনি। মিস টেম্পল দেখে একটু হাসলেন।'

'আপনি অবাক হচ্ছেন কি জন্য, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এ জায়গায় এসেছি। বেশ তো, একটু অনুমান করার চেষ্টা করুন না।'

'ওঃ সেটা করতে চাই না', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ, করে দেখুন', এলিজাবেথ টেম্পল তাড়া দিলেন, 'আমার খুব আগ্রহ জাগছে। হ্যাঁ, খুব আগ্রহ হচ্ছে। একটু অনুমান করুন।'

মিস মার্পল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার চোখ মিস এলিজাবেথ টেম্পলকে অভিষিক্ত করে চললো—তিনি মনে মনে তাকে জরিপ করতে চাইছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'এটা আপনার সম্বন্ধে যা জানি বা যা শুনেছি—তাই থেকে বলতে চাইছি না। আমি জানি আপনি একজন বিখ্যাত মানুষ আর আপনার স্কুলও খুব নামী। না, আমি শুধু আপনাকে দেখে অনুমান করছি। আমি বলতে চাই আপনি তীর্থযাত্রায় এসেছেন। আপনাকে দেখে তীর্থযাত্রী বলেই মনে হয়।'

একটু নীরবতা নেমে আসার পর এলিজাবেথ টেম্পল জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ চমৎকার মানানসই কথা বলেছেন। হ্যাঁ, আমি তীর্থযাত্রাতেই বেরিয়েছি।'

দু-এক মুহূর্ত পরে মিস মার্পল বললেন, 'যে বন্ধু আমাকে এই ভ্রমণে পাঠিয়েছেন, সব খরচ বহন করছেন, তিনি মারা গেছেন। তার নাম মিঃ র‍্যাফায়েল, খুব অর্থবান মানুষ। তার নাম শুনেছেন?'

'জ্যাসন র‍্যাফায়েল? হ্যাঁ, তার নাম আমার পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনি না বা দেখিওনি। তবে আমি এক শিক্ষা পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলাম যাতে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। আমি ভয়ানক দুঃখিত হই। যা শুনেছি, তিনি অত্যন্ত অর্থবান ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে কাগজে তার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করেছি। আচ্ছা তিনি আপনার পুরোনো বন্ধু ছিলেন?'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'উনি একেবারে আকস্মিকভাবে ছিলেন দেখা

হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু? জানতাম না। যেমন তার জীবন, বা তার পরিবার বা ব্যক্তিগত বন্ধু এইসব। তিনি বিরাট অর্থ-বান ছিলেন ঠিকই কিন্তু লোকে বলে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আপনি তার পরিবারের কাউকে চিনতেন…', একটু থামলেন মিস মার্পল। 'আমার মাঝে মাঝে মনে এভাবে জানতে চাওয়া হয়তো সকলে পছন্দ করে না।'

এলিজাবেথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম…ক্যালোফিল্ডে সে আমার স্কুলে এক সময় ছাত্রী ছিলো। তার সঙ্গে মিঃ র‍্যাফায়েলের কোন সম্পর্ক যদিও ছিলো না, তবুও সে একসময় মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের বাগদত্তা ছিলো।'

'কিন্তু সে ওকে বিয়ে করেনি?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'না'।

'কিন্তু কেন?'

মিস টেম্পল জবাব দিলেন, 'কেউ হয়তো বলতে পারে—বা বলার ইচ্ছে হতে পারে—কারণ তার অভিমানাতেই বুদ্ধি বিবেচনাবোধ ছিলো। ছেলেটি এমনই ছিলো যাকে দেখে কেউ ভালবেসে বিয়ে করতে আগ্রহী হবে। মেয়েটি অতি সুন্দরী আর মিষ্টি মেয়ে ছিলো। আমি জানি না সে কেন বিয়ে করলো না ওকে। কেউ সেকথা আমাকে বলেনি', একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, 'যাই হোক মেয়েটি মারা যায়…।'

'মারা গেলো কেন?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

এলিজাবেথ অনেকক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যখন জবাব দিলেন তখন মাত্র একটা কথাই উচ্চারণ করলেন। কথাটা গভীর এক ঘণ্টা-ধ্বনির মতোই যেন প্রতিধ্বনি তুললো—যেন অদ্ভুত এক শোক।

'ভালবাসা!' বলে উঠলেন মিস এলিজাবেথ টেম্পল।

মিস মার্পল কথাটার যেন প্রতিধ্বনি তুললেন, 'ভালোবাসা?'

'পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয় জাগানো যে শব্দটা আছে', এলিজাবেথ টেম্পল জবাব দিলেন।

আবার তার কণ্ঠস্বরে তিক্ত আর বিষাদময় হয়ে উঠলো।

'ভালোবাসা…।'

সাত ॥ একটি নিমন্ত্রণ

মিস মার্পল বিকেলে বেড়ানোর ব্যাপারে গরহাজির থাকবেন বলেই ভাবলেন। একটু ক্লান্ত জানিয়ে দিয়ে ১৪ শতকের কাচের এক প্রাচীন গির্জা না দেখাই তিনি ঠিক করলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে প্রধান রাস্তার চা-ঘরে তিনি হাজির হবেন জানিয়ে দিলেন।

চা-ঘরের সামনের এক বেঞ্চের আরামপ্রদ আসনে বসে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে চাইলেন মিস মার্পল। যা করবেন বলে তিনি ভেবেছেন সেটা করা যুক্তিসম্মত হবে কিনা এটাই।

অন্যরা চা-পর্বে যোগ দিতে তার পক্ষে সহজেই মিস কুক আর মিস ব্যারোর সঙ্গে চারজনের এক টেবিলে বসা কঠিন হলো না। চতুর্থ চেয়ার অধিকার করেছিলেন মিঃ ক্যাসপার—তার ইংরাজী জ্ঞান কথাবার্তার তেমন উপযোগী ছিলো না।

টেবিলে ঝুঁকে একটুকরো সুইস রোল তুলে নিয়ে মিস মার্পল মিস কুককে বলে উঠলেন, 'জানেন, আমার মনে হচ্ছে আমাদের আগে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে খালি ভেবেছি—মুখ চেনার ব্যাপারে, এখন আর আমার তেমন ক্ষমতা নেই, তবে আমার বিশ্বাস আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি।'

মিস কুক একটু চিন্তান্বিত ভাবে তাকালেন। ওর দৃষ্টি পড়লো ওঁর বান্ধবী মিস ব্যারোর উপর। মিস মার্পলেরও তাই। মিস ব্যারো রহস্য সমাধানের কোন উৎসাহই দেখালেন না।

'আমি জানি না আমার কাছাকাছি কোথাও কোন সময় আপনি ছিলেন কিনা', মিস মার্পল বলে চললেন, 'আমি সেন্ট মেরী মিডে থাকি। খুবই ছোট গ্রাম। অবশ্য সেরকম ছোট নয়, কারণ বড়ো বড়ো বাড়ি উঠছে সেখানেও। মাচ বেনহ্যাম থেকে বেশি দূরেও নয়, লুমাউথের তীর থেকেও মাত্র বারো মাইল।'

'ওঃ', মিস কুক বলে উঠলেন, 'দাঁড়ান। বুঝেছি, আমি লুমোউথ ভালোই চিনি, আর সম্ভবতঃ—।'

আচমকা মিস মার্পল একটু খুশি হওয়ার মতো শব্দ ক.র উঠলেন।

'আরে, তাই তো। আমি সেন্ট মেরী মিডে আমার বাগানে একদিন

দাঁড়িয়ে ছিলাম আর আপনি ফুটপাথ দিয়ে স্কুল থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আপনি বলছিলেন আপনি ওখানেই থাকেন। আমার মনে পড়ছে, কোন বান্ধবীর সঙ্গে— ।'

'ঠিক', মিস কুক বললেন, 'কি মূর্খ আমি। এবারে আপনাকে মনে পড়েছে। আমরা মালী পাওয়া কত কঠিন তাই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। মানে ঠিক কাজের মানুষ— ।'

'হ্যাঁ। আপনি ওখানে বাস করতেন না, তাই না। কোন বান্ধবীর সঙ্গে কাটাচ্ছিলেন।'

হ্যাঁ, আমি একজন বান্ধবীর সঙ্গে...', একটু ইতস্ততঃ করলেন মিস কুক যেন নামটা মনে করতে পারছেন না।

'কোন মিসেস সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে কি?' সাহায্য করার চেষ্টা করলেন মিস মার্পল।

'ওঃ, না, না—মিসেস....মিসেস।'

'হেস্টিংস', মিস ব্যারো এক টুকরো চকোলেট কেক তুলে বললেন।

'ও হ্যাঁ। নতুন বাড়িগুলোর একটার', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'হেস্টিংস', মিঃ ক্যাসপার অযাচিতভাবে উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠলেন, 'আমি হেস্টিংসে গিয়েছি—ঈস্টবোর্নেও গিয়েছি। খুব সুন্দর—সমুদ্রের ধারে।'

'এরকম সমাপতন', মিস মার্পল বললেন' 'এতো তাড়াতাড়ি দেখা হওয়া—পৃথিবীটা খুবই ছোট, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ, আমরা সকলেই বাগান এতো ভালবাসি', কিছু না ভেবেই যেন বললেন মিস কুক।

'ফুল বড়ো সুন্দর', মিঃ ক্যাসপার বলে উঠলেন, 'আমি দারুণ ভালোবাসি—', আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি।

মিস মার্পল এবার দ্বিগুণ উৎসাহে কিছু প্রয়োগতত্ত্ব নিয়ে বাগান সম্পর্কে কথা শুরু করতে চাইলেন—মিস কুকও সাড়া দিলেন। মিস ব্যারো মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

মিঃ ক্যাসপার এবার হাসিমুখে নীরবতাই শ্রেয় মনে করলেন।

পরে মিস মার্পল যখন রাতের খাওয়া সেরে নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার পর্যালোচনা শুরু করলেন। মিস কুক স্বীকার করেছেন তিনি সেন্ট মেরী মিডে ছিলেন। এও স্বীকার করেছেন

তিনি তার বাড়ির পাশে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন এটা সমাপতন। সমাপতন? চিন্তা করলেন মিস মার্পল। সমাপতন কি? না কি ওর ওখানে আসার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো? তাকে কি পাঠানো হয়েছিলো? কিন্তু পাঠানো হলেও—কি উদ্দেশ্যে? এরকম চিন্তা করাও কি হাস্যকর?

'কোন সমাপতন', স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল, 'সব সময়েই লক্ষ্য করার যোগ্য। পরে অবশ্য তা বর্জন করা যায় যদি মূল্যহীন বলে মনে হয়।'

মিস কুক আর মিস ব্যারোকে আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক দুজন মানুষ বলেই মনে হয়—দুই বান্ধবী বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাদের মতে যেটা ওরা প্রতিবছরেই করে থাকেন। গত বছর তারা হল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তার আগের বছরে আয়ারল্যান্ডে। দেখে মনে হয় হাসি-খুশি স্বাভাবিক দুই মহিলা। তবে মিস কুকের কথায় মনে হচ্ছিলো তিনি প্রথমে সেন্ট মেরী মিডে থাকার কথা অস্বীকার করতেই চাইছিলেন। তিনি তার বান্ধবী মিস ব্যারোর দিকে তাকিয়েছিলেন—যেন এ ব্যাপারে তার নির্দেশ চাইছিলেন। মিস ব্যারোকে স্বভাবতই বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গিনী বলা চলে।

'কে জানে, আমি হয়তো সব ব্যাপারটাই কল্পনা করছি', ভাবলেন মিস মার্পল। 'এর কোন উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।'

আচমকা ওঁর মনে বিপদ কথাটা খেলে যেতে চাইলো। মিঃ র‍্যাফায়েল ওঁর প্রথম চিঠিতে এটা ব্যবহার করেছিলেন—আর একটু উল্লেখও ছিলো তিনি হয়তো তার দেবদূতের সাহায্য সঙ্গে চাইতে পারেন। সেটা ছিলো দ্বিতীয় চিঠিতে। তিনি এই ব্যাপারে বিপদে পড়তে চলেছেন?—কিন্তু কেন? কার কাছ থেকে?

নিশ্চয়ই মিস কুক বা মিস ব্যারোর কাছ থেকে নয়। এমন সাধারণ দর্শন দুই বান্ধবী।

তাহলেও এটাও ঠিক মিস কুক তার চুল রঙ করেছেন আর চুলের বিন্যাসও বদলে নিয়েছেন। আসলে যতোটা সম্ভব ছদ্মবেশ নিতেই চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা যে অদ্ভুত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মিস মার্পল আবার তার সঙ্গী যাত্রীদের কথা মনে করতে চাইলেন।

মিঃ ক্যাসপার, তার সম্বন্ধে খুব সহজেই ভেবে নেওয়া যায় তিনি বিপজ্জনক হতে পারেন। যে রকম ভাবী উনি করেন তার চেয়ে কি তিনি বেশি

ইংরেজী জানেন ? মিঃ ক্যাসপারের কথাটাই অবাক হয়ে ভাবলেন মিস মার্পল ।

মিস মার্পল কিছুতেই তার সঙ্গী বিদেশী যাত্রীদের সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া যুগসুলভ মনোভাব ত্যাগ করতে পারলেন না । বিদেশীদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না । এমন ভাবা অবশ্য উচিত নয় কারণ তার নিজেরই বহু বিদেশী বন্ধু আছেন । তাহলেও... ? মিস কুক, মিস ব্যারো, মিঃ ক্যাসপার, এলোমেলো চুল ওই তরুণ—এমলিন কি যেন—এক বিপ্লবী—কোন জাতি বিপ্লবী কি ? মিঃ ও মিসেস বাটলার—এমন সুন্দর আমেরিকান—তবে সম্ভবতঃ বিশ্বাস করার পক্ষে বড় বেশি সুন্দর ?

'বাস্তবিক', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'নিজের মন একটু ঠিক করতে হবে ।'

তিনি এবার ভ্রমণ তালিকায় নজর দিলেন । আগামীকাল একটু পরিশ্রম হতে পারে । সকালেই ঘুরে বেড়ানো শুরু হবে—বিকেলে দীর্ঘ সমুদ্র তীরে পথযাত্রা । কিছু সামুদ্রিক ফুল দেখা । অবশ্য কৌশলে জানানো আছে কেউ ইচ্ছে করলে বিশ্রামের জন্য গোল্ডেন বোর হোটেলে থেকে যেতে পারেন—এখানে চমৎকার বাগানও আছে, যেতে এক ঘণ্টার মতোই লাগবে । এটাই করবেন ভাবলেন মিস মার্পল ।

যদিও তখনও তিনি জানতেন না তার পরিকল্পনা আচমকা বদলে যাবে ।

মিস মার্পল গোল্ডেন বোরে তার কামরা থেকে হাত ধুয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য নেমে আসতে টুইডের কোট পরিহিতা একজন মহিলা একটু কেমন অস্থির ভঙ্গীতে এসে কিছু বলতে চাইলেন ।

'মাপ করবেন, আপনিই কি মিস মার্পল—মিস জেন মার্পল ?'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই নাম', একটু অবাক হয়েই উত্তর দিলেন মিস মার্পল ।

'আমার নাম মিসেস গ্লাইন । ল্যাভিনিয়া গ্লাইন । আমি আর আমার দুই বোন কাছেই থাকি—আমরা শুনেছিলাম আপনি আসছেন । মানে বুঝতে পারছেন— ।'

'আপনারা শুনেছেন আমি আসছি ?' আবার অবাক হয়ে বললেন মিস মার্পল ।

'হ্যাঁ । আমাদের এক বহু পুরনো বন্ধু আমাদের লিখেছিলেন—ওঃ, সে অনেকদিন আগে, কিন্তু তিনি আমাদের তারিখটা খেয়াল রাখতে বলেছিলেন । বিখ্যাত হাউজেস অ্যান্ড গার্ডেনসের ভ্রমণ তারিখ । তিনি বলেছিলেন তার এক নামী বন্ধু—যা আত্মীয়ই হবেন, ঠিক কোনটি মনে নেই—এই ভ্রমণে থাকবেন ।'

মিস মার্পল উত্তরোত্তর অবাক্‌ই হয়ে চললেন।

'আমি এক মিঃ র‍্যাফায়েলের কথা বলছি', মিসেস গ্লাইন বললেন।

'ওঃ! মিঃ র‍্যাফায়েল', মিস মার্পল বলে উঠলেন—'আপনি—আপনি এটা জানেন যে—!'

'যে তিনি মারা গেছেন? হ্যাঁ। খুবই দুঃখের কথা। আমার ধারণা এটা তিনি আমাদের কাছে লেখার কিছু পরেই ঘটে। কিন্তু আমরা ভেবেছি বিশেষ করে তিনি যা বলে গেছেন তাই করতে। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, যে আপনি হয়তো আমাদের সঙ্গে দু এক রাত কাটিয়ে যেতে পছন্দ করবেন। ভ্রমণের এ অংশে খুব পরিশ্রমের ব্যাপার। মানে, অল্পবয়সের পক্ষে ঠিকই, তবে একটু বয়স্ক মানুষের পক্ষে কষ্টকর। এতে বহু মাইল হাঁটা আর খাড়াই পথ আর জায়গায় ওঠাও দরকার হয়ে পড়ে। আমি আর আমার বোনেরা খুবই খুশি হবো আপনি যদি এখানে আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। হোটেল থেকে জায়গাটা মাত্র দশ মিনিটের পথ, আর আমার বিশ্বাস আমরা স্থানীয় ভাবেই আপনাকে অনেক সুন্দর জিনিসও দেখিয়ে দিতে পারবো।'

মিস মার্পল দু এক মিনিট একটু ইতস্ততঃ করলেন। তার কাছে মিসেস গ্লাইনের আকৃতি বেশ ভালোই লাগলো, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ভালোমানুষ, বন্ধুভাবাপন্ন—তবে একটু—লাজুক। তাছাড়া—এখানে হয়তো আবার সেই মিঃ র‍্যাফায়েলেরই নির্দেশ রয়েছে—পরের কর্তব্য সম্পর্কে? হ্যাঁ, তাইই হবে।

একটু অবাক হয়ে তিনি ভাবলেন সামান্য অস্থিরতা তাকে ঘিরে ধরেছে কেন? খুব সম্ভবতঃ এতক্ষণ যাত্রীদের সঙ্গে তিনি ঘরোয়া পরিবেশেই ছিলেন—যদিও মাত্র তিনটে দিনই তারা একসঙ্গে ছিলেন।

তিনি মিসেস গ্লাইন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিকে ফিরলেন। মহিলাটি উদ্বেগের সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করছিলেন।

'ধন্যবাদ—আপনার অসীম দয়া। আসতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হবো।'

আট ॥ তিন বোন

মিস মার্পল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তার পিছনে বিছানার উপর পড়ে ছিলো তার স্যুটকেশ। কিছু না দেখার মধ্য দিয়েই তিনি বাগানের দিকে তাকাতে চাইছিলেন। এরকম খুব কমই ঘটে যে তিনি কোন বাগান ভালোভাবে দেখেন না—সে দেখা হয় কখনও প্রশংসায় আবার কখনও না বা সমালোচনায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই সমালোচনায়। এ বাগানটা নেহাতই অযত্নে লালিত, এ বাগানে সম্ভবতঃ গত কয়েক বছরে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি, আর কাজও করা হয়নি বলে মনে হয়। বাড়িটিও অবহেলিত। আকারে বাড়িটি যথেষ্টই বড়, এ গৃহের আসবাবপত্রও একদিন হয়তো মূল্যবানই ছিলো—কিন্তু বহুকাল তাতে পালিশের ছাপ পড়েনি। এটা ঠিক এমন বাড়ি নয়, মিস মার্পলের মনে হলো, যেটা কেউ ভালোবেসেছে ইদানীং। এর পরিচয় যেন এটার নামেই : 'প্রাচীন জমিদার ভবন'। একদিন হয়তো জাকজমক আর সৌন্দর্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এ ভবন—। এ ভবনের সন্তান সন্ততিরা হয়তো বিয়ে করার পর অন্য কোথাও চলে যাওয়ার পরে মিসেস গ্লাইন বাস করে চলেছেন এই বাড়িতে। মিসেস গ্লাইনের মুখ নিঃসৃত কোন কথা শুনেই মিস মার্পলের ধারণা হয়েছে, এ বাড়িটি তিনি তার বোনেদের সঙ্গে কোন কাকার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর বোনেদের নিয়ে বাস করতে এসেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই এখানে বয়সের ভারে জড়িয়ে পড়েছেন, আয়ও কমে এসেছে—কাজের লোক মেলাও হয়েছে কঠিন।

অন্য বোনেরা, আপাতদৃষ্টিতে অবিবাহিতাই রয়ে গেছেন। একজন তার চেয়ে বয়সে বড়ো অন্য জন বয়সে ছোট। দুজন, মিস ব্র্যাডবেরি ও মিস স্কট।

এ বাড়ির কোথাও এমন কোন চিহ্ন নেই যা শিশুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন ফেলে দেওয়া বল, পুরনো পেরাম্বুলেটর, ছোট কোন চেয়ার বা টেবিল। এ বাড়িটা শুধু একটা বাড়িই—শুধু তিন বোনের।

'কিছুটা রুশীয় বলে মনে হচ্ছে', স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল। ঠিক কথাই তিনি বলেছিলেন। 'তিন বোন', তাই না? চেখভ? না

[illegible] ? বাস্তবিক, তার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু এদের তিন বোন সেই মস্কোযাত্রা-অভিলাষী তিন বোন নিশ্চয়ই নয়। এই তিন বোন, তার নিশ্চয়ই মনে হলো এখানে থাকতেই আগ্রহী। তাকে অন্য দুই বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—একজন বেরিয়ে এসেছিলো রান্নাঘর আর অন্যজন সিঁড়ির উপর থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাদের হাবভাব অত্যন্ত মার্জিত। তাদের দেখে মিস মার্পলের মনে হয়েছিলো সেই ছেলে-বেলার, এখন প্রায় অচল কথা—ভদ্রমহিলা'। ওঁর আরও মনে পড়লো একবার তিনি বলেছিলেন 'ফকিরু ভদ্রমহিলা' কথাটি। তার বাবা এজন্য বলেছিলেন :

'না, প্রিয় জেন, 'ফকিরু নয়'। দুর্দশাপীড়িত মহিলা।'

অবশ্য মহিলাদের আজকাল আর দুর্দশাপীড়িত হতে হয় না। তাদের সাহায্য করেন সরকার বা কোন সমিতি বা কোন ধনী আত্মীয়। বা মিঃ র‍্যাফায়েলের মতোই কেউ। কারণ সেটাই তার এখানে আসার আসল কারণ, তাই না ? মিঃ র‍্যাফায়েলই এর সমস্ত ব্যবস্থা করে গেছেন। মিস মার্পল এটুকু বুঝেছেন এ জন্য যথেষ্ট কষ্টই তিনি স্বীকার করেছেন। এটা অবধারিত তিনি মৃত্যুর পাঁচ কি ছ'মাস আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন কখন তার আহ্বান আসতে পারে—হয়তো সামান্য আগে বা পরেই, কারণ ডাক্তাররা সাধারণতঃ ভালো দিকটাই চিন্তা করে চলতে অভ্যস্ত—। অথচ হাসপাতালের সেবিকারা কিন্তু অন্যরকম, তারা সর্বদাই ভেবে নেয় তার রোগী পরের দিনই মারা যাবে। অথচ ডাক্তারের কথা আলাদা—তিনি হয়তো বলে থাকবেন 'রোগী আরও সপ্তাহ দুয়েক বাঁচলেও বাঁচতে পারে।'

মিঃ র‍্যাফায়েল। বাগানের দিকে তাকাতে গিয়ে তার কথাই ভাবছিলেন মিস মার্পল। মিঃ র‍্যাফায়েল ? তার মনে হলো তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের বিষয় ধীরে ধীরে যেন তিনি বুঝে নিতে পারছেন। মিঃ র‍্যাফায়েল পরিকল্পনা তৈরি করার মানুষ ছিলেন। অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত করার মতো তিনি আগেই তৈরি করতে চাইতেন যে কোন পরিকল্পনা। কিন্তু সমস্যার ব্যাপার হলে ? ওঁর কাজের লোক চৌরির কোন সমস্যা ঘটলে সে তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে।

কিন্তু এই সমস্যাটি এমনই যে মিঃ র‍্যাফায়েল নিজে সমাধান করতে পারেননি—এটা তার কাছে খুবই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলো নিশ্চয়ই মিস মার্পল ভাবলেন। কারণ মিঃ র‍্যাফায়েল যে কোন সমস্যার মোকাবিলা নিজেই করতে চাইতেন। কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছিলেন।

তিনি সহজেই তাঁর টাকা কড়ির ব্যাপার মিটিয়ে নিতে পারতেন—পারতেন তার আইনজ্ঞ আর কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা এমন কোন বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও। কিন্তু এমন কিছু বা কেউ ছিলো যার কোন ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারেন নি। এমন এক সমস্যা যা তিনি সমাধান করতে পারেন নি—এমন পরিকল্পনা যা তিনি শেষ করতেও চেয়েছিলেন। আর বোঝা কঠিন নয়। এ সমস্যা এমনই যা অর্থের বিনিময়ে সমাধান হয় না, হয় না ব্যবসায়িক চালে বা আইনজ্ঞের সাহায্যে।

'তাই তিনি আমার কথা ভেবেছিলেন', বলে উঠলেন মিস মার্পল।

এটা তখনও তাকে আশ্চর্য করল বাস্তবভাবেই। সত্যিই খুব বেশি আশ্চর্য। যাই হোক ওর কাছে লেখা সেই চিঠি এখনকার মনোভাবে দেখতে পারলে সেটা সত্যিই অতি প্রাঞ্জল ছিলো। এটা মিস মার্পল আবার ভাবলেন, অবশ্য কোন অপরাধমূলক কিছু বা অপরাধের সঙ্গে যোগসূত্র থাকা কিছু হবেই। মিস মার্পল সম্বন্ধে মিঃ র‍্যাফায়েল আর যা জানতেন তা হলো তিনি বাগান ভালোবাসেন। তবে এটা কিছুতেই কোন বাগান সম্পর্কিত সমস্যা হবে না যেটার তিনি সমাধান চেয়েছেন। তবে তিনি মিস মার্পলকে কোন অপরাধের ব্যাপারে ভেবে থাকতে পারেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা তার এলাকায় ঘটে যাওয়া কোন অপরাধ।

একটা অপরাধ—কোথায় ?

মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যবস্থা করে গেছেন। প্রথমেই তার আইনজ্ঞদের সঙ্গে করে যাওয়া ব্যবস্থা। তারা তাদের কাজ শেষ করেছেন। ঠিক সময়ের অবসরে তারা তাকে চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিটা, মিস মার্পল ভাবলেন, অত্যন্ত সুচিন্তিত কোন এক চিঠি। এটা হয়তো সহজেই হতো, যদি তিনি সোজাসুজি তাকে কি করণীয় সেকথা জানিয়ে বলতে পারতেন তিনি ঠিক কি চাইছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল তাকে ডেকে পাঠালেন না কেন—সম্ভবতঃ যুক্তি হীন কোন কারণেই হবে। হয়তো সেটা করতে হলে তাকে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে তাকে ডেকে এনে কোন কাজ সমাধা করার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে হতো। কিন্তু না, মিঃ র‍্যাফায়েলের এটা পথ ছিলো না, ভাবলেন মিস মার্পল। তিনি মানুষকে তর্জন গর্জন করে চলতে পারতেন আর কিছু না—কিন্তু এ ব্যাপারটা তর্জন গর্জনের আদৌ নয়—আর তিনি অবশ্য তার কাছে আবেদন জানিয়ে বলতে চাননি কোন সাহায্য করতে বা কোন প্রশ্নকে সঠিক রূপ দিতে। না। এটা কোন-

তাবেই মিঃ র‍্যাফায়েলের যোগ্য হতো না। তিনি যা চেয়েছিলেন, সারা জীবন ধরে যা চেয়েছিলেন, তার পরিবর্তে দাম দিতে। তিনি তাকে তাই দাম দিতে চেয়েছেন আর চেয়েছেন তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলে নির্দিষ্ট কোন কাজ করে যেতে। যে টাকা তিনি দিতে চেয়েছেন তা তাকে ধাঁধার কেনাবে কিছু লোভ দেখাবে না। এটা তার আগ্রহ জাগাতে চাইবে। মিস মার্পল একথা কখনই ভাবেন নি, মিঃ র‍্যাফায়েল ভেবেছিলেন এরকম কিছু "টাকার লোভ দেখালেই উনি রাজি হবেন।" মিস মার্পল জানেন টাকাটা যথেষ্ট হলেও তার তেমন প্রয়োজন মোটেও ছিলো না। তার প্রিয় ভাইপোই রয়েছে—টাকার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে। যদি তার বাড়ি সারানোর বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় প্রিয় রেমণ্ড সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবস্থা করে দেবে। না। যে টাকা মিঃ র‍্যাফায়েল দিতে চাইবেন তা হতে হবে উত্তেজনাপূর্ণ! সে টাকা হবে অনেকটা আইরিশ লটারির মতোই—যে টাকা আর সম্ভব একমাত্র সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারলে।

তবুও যাই হোক, মিস মার্পল মনে মনে ভাবলেন, তার প্রয়োজন হবে কিছু ভাগ্য আর তার সঙ্গে কঠিন শ্রমও—আর এর সঙ্গেই প্রয়োজন হবে কিছু ভাগ্য আর তার সঙ্গে কঠিন শ্রমও—আর এর সঙ্গেই প্রয়োজন হবে প্রচুর চিন্তা আর হয়তো কিছু পরিমাণে বিপদও এর সঙ্গে জড়িত থাকার সম্ভাবনা। তবু তাকে বের করতেই হবে এ ব্যাপারটি কি। মিঃ র‍্যাফায়েল অবশ্য সেটা জানিয়ে বাধিত করার ব্যবস্থা করেননি। হয়তো তাকে প্রভাবিত করতে চাননি বলেই তিনি তা করেননি। মিঃ র‍্যাফায়েল হয়তো মনে ভেবেছিলেন তার চিন্তাধারা ভুল হতে পারে। তার মতো মানুষের এটা হতে পারে বলে মনে হয় না, তবু সম্ভাবনা আছে। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন তার বিচার বুদ্ধি আগের মতো নেই। অতএব তিনি, মিস মার্পল, তার প্রতিনিধি, তার কর্মচারী তার নিজের উপসংহার টেনে ব্যবস্থা নেবেন। যাই হোক কিছু উপসংহার তৈরি করে নেওয়ার সময় এসে গেছে। তার অর্থ আবার সেই পুরনো প্রশ্নে ফিরে যাওয়া—এসবের অর্থ কি?

তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই আগে ভেবে নেওয়া যাক। তাকে একজন নির্দেশ দিয়ে গেছেন যিনি আজ মৃত। তাকে সেন্ট মেরী মিডের বাইরে আনা হয়েছে। অতএব সেই কাজটি যাই হোক না কেন, সেটা ওখানে থেকে সমাধান করা সম্ভব ছিল না। এটা এমন সমস্যা আদৌ নয় যার সমাধান ঘরে বসে কাগজ পাঠ করে বা চিন্তা করে সমাধান করা সম্ভব ছিলো। তাকে

ভ্রমণে পাঠানো হয় আইনজ্ঞের অফিসে—তারপর কোন চিঠি পড়তে বলা হয়—দুটি চিঠি—তার বাড়িতে। তারপর তাকে পাঠানো হল গ্রেট বৃটেনের বিখ্যাত কিছু বাড়ি আর বাগান দর্শন করার আরামপ্রদ এক ভ্রমণে। এখান থেকে তাকে আসতে হয় পরবর্তী ধাপে। যে বাড়িতে তিনি পরবর্তী সময়ে এসে হাজির হয়েছেন। জোসেলিন সেন্ট মেরীর সেই প্রাচীন জমিদার ভবনে—সেখানে বাস করছে মিস ক্লোটিলডা ব্র্যাডবেরি-স্কট, মিসেস গ্লাইন আর মিস অ্যানথিয়া ব্র্যাডবেরি-স্কট। মিঃ র‍্যাফায়েল ব্যবস্থা করে গিয়েছেন তার মৃত্যুর ঢের আগেই। সম্ভবতঃ এটা তিনি করেছিলেন তার আইনজ্ঞের নির্দেশ দিয়ে ভ্রমণ সংস্থায় একটি আসন সংরক্ষণ করে। অতএব এ বাড়িতে তাকে আনা হয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই। হয়তো তা দুটি রাতেরই জন্য, বা তার চেয়েও বেশি। হয়তো এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তার এখানে অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়। আবার তিনি সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়ালেন।

মিসেস গ্লাইন আর তার দুটি বোন। তারা নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারটিতে জড়িত। তাকে বের করতে হবে সেটা কি। সময় খুবই কম। সমস্যা সেখানেই মিস মার্পলের সন্দেহ ছিলো না তিনি অনেক কিছুই আবিষ্কারের ক্ষমতা রাখেন। তিনি একটু বাচাল গোছের বয়স্কা মহিলা, মানুষ এটা ভেবে নেয় তিনি নানা প্রশ্ন করতে পারেন। তিনি তার ছেলেবেলার কথা বলতে চাইলে বোনেদের কেউ হয়তো তাদের কথাও বলতে চাইবে। তিনি খাবার সম্পর্কে বললে, তার চাকর বাকর সম্বন্ধে জানালে বা সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, ভ্রমণ, বিয়ে, জন্ম—আর হ্যাঁ—মৃত্যু সম্পর্কে কথা বললে। তার চোখে অবশ্যই কোন মৃত্যু সম্পর্কে শুনলে কোন উত্তেজনার প্রকাশ চলবে না। একেবারেই না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলতে চাইবেন, 'ওঃ কি দুঃখের কথা!' তাকে বের করতে হবে কোন আত্মীয়তা বা ঘটনা বা জীবনের ঘটনার কথা—দেখতে হবে গ্রহণযোগ্য কোন ঘটনা আছে কিনা। হয়তো এই তিন-জনের সঙ্গে জড়িত নয় অথচ কাছাকাছিই কোন কিছু ঘটে থাকতে পারে। এমন কিছু যা ওদের জানা, হয়তো নিশ্চিতভাবেই তাদের কথা বলানো যাবে। যাই হোক এখানেই সামান্যতম কোন সূত্র থাকলেও থাকতে পারে। আজ থেকে দুদিন পরে আবার ভ্রমণে যোগ দেবেন তিনি—ইতিমধ্যে যদি না এমন কিছু আবার তাকে থাকতে বাধ্য করে। তার মন আবার সেই কোচের যাত্রী-দের কাছে ছুটে গেলো। হয়তো তিনি যা চান তা হয়তো ওই কোচেই আছে।

জানালেন বাড়িটি পারিবারিক সম্পত্তি। প্রথমে এটা ছিলো তার ঠাকুরদার তারপরে কাকার—পরে তার মৃত্যুতে তার আর অন্য এই দুই বোনের হাতে আসে।

'কাকার একটিমাত্র ছেলে ছিলো', মিস ব্র্যাডবেরি স্কট বললেন, সে যুদ্ধে মারা যায়। কয়েকজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আমরাই পরিবারের শেষ বংশধর—।

'বাড়িটা সত্যিই চমৎকার মাপের', মিস মার্পল বললেন, 'আপনার বোন বললেন এটা ১৭৮০ সালে তৈরি।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই বিশ্বাস। এরকম বড়ো না হলেই বোধহয় ভালো হতো।'

'সারানোর ব্যাপারও আজকাল খরচ সাপেক্ষ', মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ, তা ঠিক', ক্লোটিলডা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আর অনেকটাই আমরা ভেঙে পড়তে দিয়েছি। দুঃখের হলেও তাই বটে। বাইরের আউটহাউস' আর কাচঘর। আমাদের বিরাট সুন্দর একটা কাচঘর ছিলো।'

'তাতে চমৎকার মসকটের আঙুরের ক্ষেত ছিলো', অ্যানথিয়া বলে উঠলো। 'দেয়ালের গায়ে চেরি লতাও গজিয়ে উঠতো। ভারি দুঃখ লাগে। অবশ্য যুদ্ধের সময় তো মালী পাওয়া যায়নি। আমাদের এক তরুণ মালী ছিলো, তারও ডাক পড়ে। তাই নজরের অভাবে অতো বড়ো কাচ-ঘরটা ভেঙে পড়লো।'

'সেই ভাবেই বাড়ির কাছের কনজারভেটরিও।'

দুই বোনই দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এ বাড়ির মধ্যে যেন বিষাদের স্পর্শ আছে মিস মার্পলের মনে হলো। এ যেন কোন শোকের সঙ্গে গেঁথে রাখা—এ শোককে সহজে দূর করা অসম্ভব, কারণ তা যেন বড়ো গভীরে প্রোথিত। এ যেন গেঁথে আছে···একটু কেঁপে উঠলেন মিস মার্পল।

আহারের ব্যবস্থা বেশ সাধারণ। একটু ভেড়ার মাংস, সিদ্ধ আলু, চাটনি আর মিঠাই আর চলনসই প্যাস্ট্রি। খাবার ঘরের চারদিকে কিছু পারিবারিক চিত্র টাঙানো বলেই মনে হলো মিস মার্পলের। ভিক্টোরিয়ার আমলের কিছু ছবি আর মেহগণী কাঠের এক ভারি গা আলমারীও তার নজরে এলো। বিরাট আর এক মেহগণী টেবিলে অন্ততঃ দশজন বসতে পারে বলেই তার মনে হলো।

মিস মার্পল তার এ পর্যন্ত ভ্রমণের বিষয়ে কিছু বিবরণ দিলেন। মাত্র তিনটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় বলার তেমন কিছুই ছিলো না।

'মিঃ র‍্যাফায়েল, তাহলে আপনার একজন পুরনো বন্ধু ছিলেন?' জ্যেষ্ঠ মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তা নয়', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'তাকে প্রথম দেখি যখন প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাই। আমার ধারণা তিনি সেখানে স্বাস্থ্য ফেরাতে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে অক্ষম হয়েই ছিলেন', অ্যানথিয়া বলে উঠলো।

'খুবই দুঃখের', মিস মার্পল বললেন। 'সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমি সত্যিই ওঁর সহ্যশক্তির প্রশংসা করি। তিনি সত্যিই কতো কাজ করেছেন। প্রতিদিন তিনি তার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন আর অনবরত তার পাঠিয়েছেন। অক্ষমতার ব্যাপারটা তিনি একেবারেই মেনে নিতে চাননি।'

'ওঃ না, তিনি সেরকম করার মানুষ ছিলেন না', অ্যানথিয়া জানালো।

'শেষের দিকে তাকে তেমনভাবে দেখিনি' মিসেস গ্লাইন বললেন। 'তিনি খুব ব্যস্ত মানুষই ছিলেন। তবে আমাদের সব সময়েই বড়োদিন উপলক্ষে স্মরণ করতেন।'

'আপনি লণ্ডনে থাকেন মিস মার্পল?' অ্যানথিয়া প্রশ্ন করলো।

'ওঃ না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমি গ্রামের দিকেই থাকি। লুমাউথ আর মার্কেট বেসিংয়ের মাঝামাঝি এক ছোট্ট গ্রামে। লণ্ডন থেকে প্রায় পঁচিশ মাইলই হবে। এটি বেশ পুরনো গ্রাম ছিলো এতোদিন, তবে সব জায়গার মতোই লোকে যা বলে সেই উন্নতি হতে শুরু করেছে। মিঃ

র‍্যাফায়েল বোধহয় লণ্ডনেই থাকতেন? আমার মনে হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সেন্ট অনরেতে হোটেলের রেজিস্টার বইতে তার ঠিকানা লক্ষ্য করেছিলাম ইটন স্কোয়ার, নাকি বেলগ্রেভ স্কোয়ার?'

'ওঁর কেন্টে এক বাগান বাড়ি ছিলো', ক্লোটিলডা জানালেন, 'মনে হয় সেখানে তিনি উৎসব ইত্যাদি করতেন মাঝে মাঝে। বিশেষ করে ব্যবসার বন্ধু আর বিদেশ থেকে আসা মানুষদের জন্য। তবে মনে পড়ছে না আমরা কেউ সেখানে কখনও গিয়েছি। তিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের লণ্ডনে অভ্যর্থনা করতেন—যদিও কালেভদ্রে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটতো।'

'এটা তার সদাশয়তা', মিস মার্পল বললেন, 'যে আমার এই ভ্রমণের ফাঁকে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে নিমন্ত্রণ জানাবেন। খুবই চিন্তা করেছিলেন তিনি। তার মতো একজন ব্যস্ত মানুষ যে এভাবে সবকিছু চিন্তা করে রাখবেন সত্যিই সেটা প্রশংসার।'

'এর আগে তার বহু বন্ধু-বান্ধবকেই এই রকম ভ্রমণের ফাঁকে আমরা নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। অবশ্য ওরা খুব সুন্দর ভাবেই ভ্রমণ ব্যবস্থা করে থাকে। তবে সকলের রুচিকে তুষ্ট করা কঠিন। তরুণেরা সাধারণতঃ হাঁটতে চায়, লম্বা ভ্রমণেও ইচ্ছা করে, পাহাড়ি পথেও পাড়ি দিতেও তারা ইচ্ছুক এই রকম সব। আর একটু বয়স্করা, যারা অনভ্যস্ত তারা হোটেলেই থেকে যায়। তবে এখানকার হোটেল সেরকম বিলাসবহুল মোটেও নয়। আমার মনে হয় আপনি আজকের ভ্রমণ আর আগামীকালের সেন্ট বোনাভেঞ্চারে ভ্রমণ খুব ক্লান্তিকর মনে করবেন। আমার মনে হয় আগামীকাল কোন একটা দ্বীপে বেড়াতে যাওয়ার কথা—নৌকোয় চড়ে। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে খুব কষ্টকর হয়।'

'বাড়ি দেখে বেড়ানোও অনেক সময় ক্লান্তিকর হয়', মিসেস গ্লাইন বললেন।

'হ্যাঁ, তা জানি', মিস মার্পল বললেন, 'এতো বেশি হাঁটতে হয় আর দাঁড়াতেও হয়। পা ভারি হয়ে ওঠে। তবে আমার এরকম ভাবে ঘুরে বেড়ানো হয়তো উচিত নয়। কিন্তু এতো চমৎকার বাড়ি দেখার সুযোগ থাকে। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর ছবি।'

'আর বাগানও, অ্যানথিয়া বলে উঠলো। 'আপনি বাগান ভালোবাসেন, তাই না?'

'ও হ্যাঁ', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'বিশেষ করেই বাগান। এদের তালিকা দেখে আমি সত্যিই কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভবন আর তোরণের

ফলফুলের বাগান দেখার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে আছি', হাসিমুখে তিনি টেবিলের চারপাশে তাকালেন।

সবই সুন্দর, আরামপ্রদ আর স্বাভাবিক, আর তা সত্ত্বেও অবাক হয়ে ভাবলেন মিস মার্পল, কেমন যেন পরিশ্রান্ত লাগছে তার। সেই অনুভূতি, এখানে অস্বাভাবিক কিছু আছে। কিন্তু অস্বাভাবিক বলতে তিনি কি মনে করছেন? কথোপকথন তো খুবই সাধারণ, প্রধানতঃ নীরস। তিনি নিজেও সাধারণ মন্তব্যই করছেন আর তিন বোনও তাই।

তিন বোন, ভাবলেন মিস মার্পল, আবার সেই বাক্যাংশ। কোন তিনের ব্যাপার সম্পর্কে ভাবলেই ভয় জাগানো কিছু মনে হয় কেন? ভয় জাগানো কোন আবহাওয়া? তিন বোন। ম্যাকবেথের সেই তিন ডাইনি। কিন্তু কারো পক্ষে তিন বোনকে তিন ডাইনির সঙ্গে তুলনা করা কঠিন। যদিও মিস মার্পল প্রায়ই ভেবেছেন নাটকের পরিচালকেরা যেভাবে তিন ডাইনীকে প্রকাশ করেছেন তাতে ভুলই হয়েছে। তিনি নিজে একবার যে অভিনয় দেখেছিলেন তাতে তার অদ্ভুত লেগেছিলো। ডাইনীদের হাস্যকর ভাবেই মূকাভিনয়ের প্রাণী বলে তার মনে হয়েছিলো। তিনি একবার তার ভাইপো রেমন্ডকে বলেছিলেন 'আমি যদি পরিচালক হতাম তাহলে ডাইনীদের সাধারণ তিন বুড়ি হিসেবেই দেখাতাম। ওরা এরকম নাচানাচি করতো না—শুধু ওদের শুভ্র দৃষ্টি দেখেই বোঝা যেতো অদ্ভুত কিছু ভীতির ছোঁয়া আছে।'

মিস মার্পল একটু চাটনি তুলে নিয়ে অ্যানথিয়ার দিকে তাকালেন। খুবই সাধারণ, একটু এলোমেলো, ভাবলেশহীন আর একটু কেমন কেমন যেন সে। অ্যানথিয়ার মধ্যে ভয়ের কিছু আছে ভাবছেন কেন তিনি?

'বড় বেশি ভাবছি আমি', স্বগতোক্তি করলেন মিস মার্পল। 'এরকম কখনও করবো না।'

মধ্যাহ্ন ভোজের পর তাকে বাগানে নিয়ে যাওয়া হলো। অ্যানথিয়ার উপরেই দায়িত্ব মিস মার্পলকে সঙ্গ দেওয়ার। কিছুই উল্লেখ করার মতো এখানে নেই, ভাবলেন মিস মার্পল। বাগানটি আদৌ দর্শনীয় কিছু নয়। সাধারণ ভিক্টোরিয় যুগেরই এক বাগান। কিছু গুল্ম, কিছু লতাগাছ—সন্দেহ নেই আগে যত্ন করা হতো এ বাগানের—রান্নাঘরের এ বাগান তিনটি বোনের হিসেবে বেশ প্রকাণ্ডই। একদিকে কোন চাষ হয়নি—সেখানে ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। কিছু বুনো লতা অনেকটা জায়গাই দখল করে নিয়েছিলো—মিস মার্পল এর কয়েকটা না ছিঁড়ে পারলেন না।

মিস অ্যানথিয়ার দীর্ঘ চুল বাতাসে উড়ছিল। সে একটু কাঁধুনি দিয়ে কথা বলতে চাইছিলো।

'আপনার খুব ভালো বাগান আছে নিশ্চয়ই?' ও প্রশ্ন করলো।

'উহু, খুব ছোট্ট', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

ঘাসের ওপর দিয়ে ওরা এগিয়ে এসে দেওয়ালের পাশে একটা ঢিবির কাছে দাঁড়ালেন।

'আমাদের কাচ-ঘর', বিষাদের সুরে অ্যানথিয়া বলে উঠলো।

'ও হ্যাঁ, এখানেই তো আঙুর লতা ছিলো আপনাদের।'

'তিনটি আঙুর ক্ষেত', অ্যানথিয়া বললো, 'একটা কালো হ্যাম্বার্গ, আর ছোট সাদা খুব মিষ্টি আঙুর আর সুন্দর মস্কট।'

'আর সূর্যমুখী, বলেছিলেন।'

'না, চেরী পাই', অ্যানথিয়া জানালো।

'ও, হ্যাঁ, চেরী পাই। কি চমৎকার সুগন্ধ। এখানে কি বোমার গণ্ডগোল হয়েছিলো? কাচ-ঘর কি বোমাতে ভেঙে যায়?'

'উহু না, এরকম আমরা ভোগ করিনি। এ এলাকায় বোমা পড়েনি। ক্ষয় হতে হতেই ওটা ভেঙে পড়েছিলো মনে হয়। খুব বেশিদিন এখানে আমরা আসিনি আর এটা সারাবার বা নতুন করে গেঁথে নেবার মতো টাকা-কড়িও আমাদের নেই। আর আসলে, এরকম করেও লাভ হতো না, কারণ একে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। মনে হয় আমরাই ওটা ভেঙে পড়তে দিই। এছাড়া করার কিছুই ছিলো না। আর দেখছেন তো সবই ভরে গেছে।'

'ও, হ্যাঁ একেবারে ঢেকে গেছে—ওই ফুল ফুটে থাকা লতার নাম কি যেন?'

'খুব সাধারণ লতাগাছ', অ্যানথিয়া উত্তর দিলো, 'নামটার শুরু 'পি' দিয়ে। পলি—কি যেন ঠিক মনে পড়ছে না।'

'হ্যাঁ, আমার জানা আছে নামটা। পলিগোনাম বল্ডস্কুয়ানিকাম। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই না? কেউ কোন ভাঙাচোরা বাড়ি বা কুৎসিত কিছু ঢেকে রাখতে চাইলে দারুণ উপযোগী এটা।'

মিস মার্পলের সামনে উঁচু জায়গাটি সত্যিই সবুজ আর সাদা ফুলের এই দ্রুত বেড়ে ওঠা লতার ভরে উঠেছে। এটা মিস মার্পল ভালোই জানতেন, অন্য যা কিছু বেড়ে ওঠা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। পলিগোনাম সবকিছু ঢেকে ফেলে আর সেটা এরা করে খুব দ্রুত।

'কাচ-ঘরটি বেশ বড় ছিলো', তিনি বলে উঠলেন।

'ও এতে পাঁচ গাছও ছিলো', অ্যানথিয়াকে যেন বিষাদগ্রস্তা মনে হলো।

'এখন চমৎকার লাগছে', মিস মার্পল সহানুভূতির কণ্ঠে বললেন, 'ভারি চমৎকার সাদা সাদা ফুল, তাই না?'

'বাঁ দিকে এগোলে আমাদের খুব সুন্দর একটা ম্যাগ্নোলিয়া গাছ আছে', অ্যানথিয়া বলে উঠলো, 'আমার বিশ্বাস এখানে খুব সুন্দর কিছু বেড়াও ছিলো—সুন্দর লতায় তৈরী বেড়া। কিন্তু, সেগুলোও রাখা যায়নি। খুবই শক্ত কাজ। সব কিছুই শক্ত। সবই যেন নষ্ট হয়ে চলেছে—সব।'

ও তাড়াতাড়ি প্রায় আড়াআড়ি সমকোণে রাখা দেওয়ালের পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে চাইলো। ওর গতিবেগও বেড়ে উঠেছিলো। মিস মার্পল তাল রাখতে পারছিলেন না। মিস মার্পলের মনে হলো তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই পলিগোনামের ঢিবি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন তার গৃহকর্ত্রী। সরিয়ে নিতে চাইছেন কোন কুৎসিত বা অপ্রিয় স্থান থেকেই যেন। উনি কি প্রাচীন সেই ঐতিহ্যের চিহ্ন নেই বলেই লজ্জিত? পলিগোনাম নিশ্চয়ই অতি দ্রুত অবহেলাতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এগুলো এমনকি ছেঁটে দিয়েও সাধারণ পর্যায়ে রাখার কোন চেষ্টা হয়নি। এগুলো যেন বাগানটাকে একজাতের ফুলের উত্তর প্রান্তর করে তুলতে চাইছে।

ও যেন নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে বলে মনে হয়, গৃহকর্ত্রী সম্বন্ধে এ কথাটাই ভাবলেন মিস মার্পল তাকে অনুসরণ করার সময়। হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো একটা ভাঙা শুয়োরের খোঁয়াড়ের উপর—সেটার চারপাশে কয়েকটা গোলাপের চারা গজিয়ে উঠেছিলো।

'আমার খুড়তুতো ঠাকুরদা শুয়োর রেখেছিলেন', অ্যানথিয়া জানালো 'তবে এখনকার দিনে এরকম কেউ ভাবতে পারে না, কি বলুন? খুব গোলমেলে ব্যাপার। বাড়ির কাছে কিছু গোলাপ গাছও আছে—এগুলোও সুন্দর।'

'জানি', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

তিনি গোলাপ সম্পর্কে কয়েকটা আধুনিক কাহিনী শোনালেন। নাম-গুলো অ্যানথিয়ার কাছে অজানা বলে মনে হলো ও'র।

'আপনি কি প্রায়ই এরকম ভ্রমণে আসেন?'

আচমকাই এলো প্রশ্নটি।

'এই 'বাড়ি আর বাগান' ভ্রমণ বলছেন?'

'হ্যাঁ, অনেকেই প্রতিবছর এরকম করেন।'

'না, আমার তেমন আশা কখনও নেই। খুব খরচের ব্যাপার তো। আমার পরবর্তী জন্মদিন উপলক্ষে এক বন্ধুই এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমন সদাশয়তা।'

'ওঃ, আমি ভাবছিলাম, আপনি কেন এসেছেন। মানে, খুবই ক্লান্তিকর হয় কিনা এরকম বেড়ানো, তাই না? তা সত্ত্বেও আপনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা এরকম জায়গায় যান—'

'ওঃ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাওয়ার ব্যাপারটাও আর একজনের দয়ায়। আমার ভাইপোর। চমৎকার ছেলে। বুড়ি পিসীর জন্য তার অনেক চিন্তা।'

'ওঃ বুঝেছি—বুঝেছি।'

'অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ছাড়া লোকে কি করে জানি না', মিস মার্পল বললেন, 'ওরা খুবই সদাশয়তায় ভরা, তাই না?'

'আ- আমারও তাই মনে হয়। ঠিক জানি না—আ—আমার কোন ছোট আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'

'আপনার বোন, মিসেস গ্লাইনের কোন ছেলে মেয়ে নেই? তিনি সে কথা অবশ্য তোলেননি। প্রশ্নও করতে চাই না।'

'না। ও আর ওর স্বামীর কোন সন্তান হয়নি। সেটা একপক্ষে ভালোই।'

'একথা বলার অর্থ কি?' বাড়ি ফেরার মুখে অবাক হয়ে কথাটা ভাবলেন মিস মার্পল।

দশ ॥ 'প্রিয় অপরূপা দিনগুলি…'

পরদিন বেলা সাড়ে আটটায় দরজায় টুকটুক শব্দ শোনা যেতে মিস মার্পলের মুখ থেকে 'ভিতরে এসো' শুনে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো একজন স্ত্রীলোক। হাতে চায়ের পট, একটি কাপ, দুধের জগ আর পিরীচে রুটি ও মাখন।

'সকালের চা, মাদাম', হাসিমুখেই সে বললো। 'চমৎকার দিন আজ। আপনি এর মধ্যেই পরদা টেনে দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। ভালো ঘুম হয়েছিলো?'

'খুব ভালো ঘুমিয়েছি', ভক্তিমূলক যে বইখানা তিনি পড়ছিলেন সেটা

সহিষ্ণু চোখে জবাব দিলেন মিস মার্পল।

'আজ সত্যিই সুন্দর দিন। বোনাভেণ্ডার পাহাড়ে গিয়ে আজ সবাই খুব আনন্দ পাবেন। ওদের সঙ্গে না গিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। পায়ে খুব ব্যথা হতে পারে।'

'এখানে এসে আমি খুবই খুশি হয়েছি', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট আর মিসেস গ্লাইন সত্যিই আমায় নিমন্ত্রণ করে খুব সদাশয়তা দেখিয়েছেন।'

'এটা ওঁদেরও ভালো লাগছে। এ বাড়িতে কেউ এলে একটু মেলামেশাও হয়। এ জায়গাটা বড়ো দুঃখের হয়ে উঠেছে আজকাল।'

ও জানালার পরদা আরও একটু ভালো করে টেনে দিলো, তারপর চেয়ার টেনে চীনামাটির বেসিনের উপর একটিন গরম জল বসিয়ে দিলো।

'উপরের তলায় একটা বাথরুম আছে', ও বললো, 'তবে আমার মনে হয় একটু বয়স হলে সকলে এ ঘরেই গরম জল চাইতে পারেন। আবার সিঁড়ি ভাঙা বড়ো কষ্টকর।'

'খুব ভালো—তুমি এ বাড়ির সব ভালো করে জানো?'

'এখানে ছোট বয়সেই এসেছিলাম—তখন পরিচারিকা ছিলাম। ওদের তিনটি চাকর ছিলো—একজন রাঁধুনি, ঝি আর রান্নাঘরের ঝি। একসঙ্গেই সকলে ছিলো। এটা সেই বুড়ো কর্ণেলের আমলে। ঘোড়া আর সহিসও ছিলো। আঃ, কি চমৎকার দিনগুলোই সে ছিলো তখন। যে ভাবে সব ঘটে যায় তা বড়ই দুঃখের। অল্প বয়সে স্ত্রীকে হারান কর্ণেল সাহেব। যুদ্ধে তার ছেলেও মারা যায়, আর একমাত্র মেয়েও দুনিয়ার অন্যপারে বাস করতে চলে যায়। তিনি আবার একজন নিউজিল্যাণ্ডের মানুষকে বিয়ে করেন। কর্ণেল সাহেবের জীবন খুব দুঃখের—একাকীই তিনি এখানে বাস করতে থাকেন। বাড়িটাও ভেঙে যেতে দেন তিনি। তিনি মারা যাওয়ার সময় এ বাড়ি তার ভাইঝি মিস ক্লোটিলডাকে আর তার অন্য দুই বোনকে দিয়ে যান—তিনি আর মিস অ্যানথিয়া এখানে বাস করে চলার পর মিস ল্যাভিনিয়ার স্বামী মারা গেলে তিনিও চলে আসেন', দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। ওঁরা বাড়িটার বেশি কিছুই করেন নি—ক্ষমতা ছিলো না—বাগানটাও নষ্ট হতে দিলেন—।

'খুবই আপশোষের কথা', মিস মার্পল বললেন।

'তাছাড়া ওঁরা এমন চমৎকার মহিলা—মিস অ্যানথিয়া একটু যেন কেমন কেমন, তবে মিস ক্লোটিলডা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন—ওঁর বুদ্ধিও খুব।

উনি তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারেন—আর মিসেস গ্রাইন, তিনিও খুব চমৎকার মানুষ। উনি যখন আসেন ভেবেছিলাম সব ভালোই হবে। তবে বোঝেন তো, ভবিষ্যতের কথা বলাও যায় না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়িটায় কোন দোষ আছে।'

মিস মার্পল্ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। সেই স্পেনের ভয়ঙ্কর প্লেন দুর্ঘটনা—সবাই মারা গেলো। খুব খারাপ ব্যাপার, এই এরোপ্লেনগুলো—আমি কোনদিনই ওতে চড়ছি না। মিস ক্লোটিলডার দুই বন্ধু মারা যান—তারা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন - মেয়েটি সৌভাগ্যবশতঃ স্কুলে থাকায় বেঁচে গিয়েছিলো। তবে মিস ক্লোটিলডা তাকে এখানে নিয়ে এসে রেখে তার জন্য সবই করে ছিলেন। বাইরে বেড়াতেও নিয়ে যান—ইতালি আর ফ্রান্সে, মেয়ের মতোই তাকে দেখতেন। এতো হাসি খুশি মেয়েটা - খুব মিষ্টি স্বভাব। আপনি ভাবতেই পারবেন না এমন ভয়ানক ব্যাপারও ঘটতে পারে।'

'ভয়ানক ব্যাপার? কি হয়েছিলো? এখানেই ঘটেছিলো?'

'না, এখানে নয়, ভগবানের দোহাই। তবে এক হিসেবে বলতে পারেন এখানেই ঘটেছিলো। এখানেই সে ওকে প্রথম দেখে। সে এখানে কাছাকাছি ছিলো—আর তিন বোনেই তার বাবাকে চিনতেন, তিনি দারুণ পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন। তাই ও এখানে বেড়াতে এসেছিলো—আর তখন থেকেই শুরু হয়—।'

'ওরা প্রেমে পড়ে যায়?'

'হ্যাঁ, মেয়েটিই ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেলো। ছেলেটি খুবই চমৎকার, আকর্ষণীয় চেহারার, আর কথা বলে সময় কাটাতেও খুবই পটু ছিলো। আপনি ভাবতেই পারবেন না—এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারবেন না—', স্ত্রীলোকটি থেমে গেলো।

'প্রেমের ব্যাপার ছিলো? আর কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়? আর মেয়েটি আত্মহত্যা করে?'

'আত্মহত্যা?' বৃদ্ধা মিস মার্পলকে যেন আশ্চর্য হয়েই দেখতে চাইলো। তারপরেই সে বলে উঠলো, 'কে আপনাকে এমন কথা বলেছে? নিছক খুন, সোজাসুজি খুনের ব্যাপার। গলাটিপে মেরে তার মাথাটা একেবারে থেঁতলে দেওয়া হয়। মিস ক্লোটিলডাকে গিয়ে সনাক্ত করতে হয়—তারপর থেকেই তিনি আর আগের মতো হতে পারেননি। তারা ওর দেহ এখান থেকে প্রায়

তিন মাইল দূরে একটা ঝোপে আর ব্যবহার না করা খনির কাছে খুঁজে পায়। ওদের কথা মতো ও এই একটা খুনই করেনি। আরও মেয়েরা নাকি ছিলো। ছ'মাস ধরে মেয়েটাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ চারদিক তোলপাড় করে ফিরছিলো। ওঃ! একটা পাকা শয়তান ছিলো ও—যেদিন জন্মেছিলো সেদিন থেকেই এরকম করে চলেছিলো ও। আজকাল সবাই বলে যারা এরকম করে তাদের নাকি মাথার ঠিক নেই—ওরা কি করে তা জানে না। তাই তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এর একটা কথাও বিশ্বাস করি না। খুনী খুনীই। ওরা তাদের আজকাল ফাঁসিও দেয় না। আমি জানি অনেক পুরনো পরিবারে এক ধরণের ক্ষ্যাপামি থাকে—যেমন ব্যাসিংটনের ডারওয়েন্টস—প্রত্যেক দ্বিতীয় বংশধর পাগলাগারদে মারা যায়—আর সেই বুড়ি পলেট—রাতে তারা টায়রা পরে নিজেকে মেরি আঁতোয়ানেৎ বলে ঘুরে বেড়াতেন যতদিন তাকে পাগলাগারদে পোরা হয়। তবে সত্যি সত্যি তার কিছুই হয় নি—স্রেফ বোকামি। তবে এই ছেলেটা। ও পাকা শয়তান ছিলো একটুও সন্দেহ নেই।'

'ওরা ওকে নিয়ে কি করেছিলো?'

'ওরা ততদিনে ফাঁসি তুলে দিয়েছিলো—আর না হলে ওর বয়স খুবই কম ছিলো। সব কথা আমার তেমন মনে নেই। ওরা ওকে দোষী বলেই রায় দেয়। সেটা হয়তো বোস্টল বা ব্রডম্যান্ড—'বি' দিয়ে শুরু, এরকম কোন নামের জায়গায় পাঠিয়ে দেয়।'

'ছেলেটির নাম কি ছিলো।'

'মাইকেল—পদবী মনে পড়ছে না। প্রায় দশ বছর আগেই এটা ঘটে—মানুষ ভুলে যায়। অনেকটা ইতালির গোছের নাম—অনেকটা ছবির মতো। একজন ছবি আঁকিয়ের মতোই—র‍্যাফল? হ্যাঁ ঠিক, তাই—।'

'মাইকেল র‍্যাফায়েল?'

'ঠিক বলেছেন। তখন একটু গুজবও শোনা গিয়েছিলো ছেলেটার বাবা অতো বড়লোক হওয়ায় ওকে হয়তো জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। অনেকটা ব্যাঙ্ক ডাকাতদের পালিয়ে যাওয়ার মতো। তবে আমার মনে হয় ওগুলো স্রেফ গুজব—।'

তাহলে এটা আত্মহত্যা নয়। এ ছিলো খুন। 'ভালোবাসা।' এলিজাবেথ টেম্পল এটাকেই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ বলেছিলেন। একদিক দিয়ে তিনি ঠিকই। এক অভাগী কোন খুনীর প্রেমে পড়েছিলো—আর তার

জন্য প্রেমই তাকে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছে।

মিস মার্পল একটু বিহ্বলিত হলেন। গতকাল গ্রামের পথ বেয়ে চলার সময় তার চোখে একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়েছিলো: এগলস ডাউনসের খনে, দ্বিতীয় মেয়েটির লাশ আবিষ্কৃত, জনগণকে পুলিশকে সাহায্যের আবেদন।

অতএব ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। সেই পুরনো নমুনা—একটা কুৎসিত নমুনা। অনেককাই ভুলে যাওয়া কবিতার কিছু পংক্তি তার মাথায় খেলে গেলো:

শুভ্র গোলাপ সম তরুণী, মদির,
মহুয়া সঙ্গীত-ধ্বনী শুধু ভাটিনীর,
রূপকথা হতে সেই রাজার কুমার,
জীবনে সুন্দর এবং নেই কিছু আর—'

তারুণ্যকে বেদনা আর মৃত্যুর হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তারুণ্য কোনদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে পারেন। ওদের জ্ঞান কি খুবই সীমাবদ্ধ? না কি ওরা সবই জানতো? আর তাই ওরা ভাবতো চাইতো সব ওদের জানা।

পরদিন সকালে একটু আগেই নিচে নেমে এসে গৃহকর্ত্রীকে দেখতে পেলেন না মিস মার্পল। সামনের দরজা দিয়ে বাগানে এসে আবার একটু ঘুরে বেড়াতে চাইলেন তিনি। বাগানটি তার খুবই ভালো লেগেছিলো সেজন্য অবশ্য নয়। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো—এই বাগানে এমন কিছু আছে যা তার লক্ষ্য করা দরকার। এমন কিছু, যা থেকে তার কোন বিশেষ ধারণা জন্মাতে পারে—কিন্তু সেটি কি হতে পারে সে ধারণা এখনও তার কণামাত্রও হয়নি। হয়তো এমন কিছু যা তার লক্ষ্য করা উচিত, যার কোন প্রয়োজন রয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে ঠিক তিন বোনের কাউকে দেখার জন্য তিনি একটুও ব্যগ্র ছিলেন না। নিজের মনে কয়েকটা বিষয় পর্যালোচনাই তিনি করতে চাইছিলেন। জেনেটের সকালবেলায় চা-পানের সময়ে বলা কথাবার্তার সূত্র ধরেই কিছু নতুন ঘটনা তিনি পর্যালোচনা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন।

পাশের একটা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে মিস মার্পল গ্রামের রাস্তায় এসে পড়লেন—পাশেই সারিবদ্ধ কিছু দোকান আর একটুকরো কাঠের উপর পল্লীর এলাকার বিজ্ঞপ্তি লেখা। শবাধার বহনের দরজা ঠেলে তিনি কয়েকটি সমাধির কাছে একটু ঘুরে বেড়ালেন—এর কতকগুলি বেশ আগেকার, পুরো

দেওয়ালের কাছে কয়েকটি একটু পরের, আর একটু তফাতে সামান্য অবহেলা-এ পড়েনো সমাধিফলকের নজর পড়ার মতো কিছুই নেই। কয়েকজনো নামের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, গ্রামে যেমন হয়ে থাকে। গ্রামে জন্মগ্রহণ করা কয়েকজন প্রিন্সের নামও আছে—তাদের এখানেই কবর দেওয়া হয়েছিলো। ক্যাথারিন প্রিন্স, মার্গারী প্রিন্স, এডগার ও ওয়াল্টার প্রিন্স, মিলেইন প্রিন্স—৪ বৎসর। কোন পারিবারিক তালিকা। হিরাম ব্রড—এলেন জেন ব্রড, এলিজা ব্রড—১১ বৎসর।

ফিরে আসার মুখে তার নজর পড়লো সমাধিস্থানের মধ্য দিয়ে একজন বয়স্ক মানুষ হেঁটে চলেছে। চলার ফাঁকে সে পরিষ্কার করতে চাইছিলো জায়গাটি। মিস মার্পলকে লক্ষ্য করে সে সেলাম জানিয়ে বলে উঠলো 'সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'সুন্দর দিন আজ।'

'পরে বৃষ্টি হবে', বৃদ্ধ জবাব দিলো। গলায় নিশ্চয়তার আভাস।

'এখানে দেখলাম অনেক প্রিন্স আর ব্রডকে কবর দেওয়া হয়েছে', মিস মার্পল বললেন।

'ও, হ্যাঁ, এখানে সবকালেই প্রিন্সরা ছিলেন। এখানকার অনেক জমি তাদের ছিলো। ব্রডেরাও বহুকাল ছিলেন।'

'একটা বাচ্চারও সমাধি দেখলাম এখানে। কোন বাচ্চার সমাধি দেখে খারাপই লাগে।'

'আহ্। ওটা খুব সম্ভব মিলেইনের। তাকে আমরা মিলি বলেই ডাকতাম। গাড়ি চাপা পড়েছিলো সে। রাস্তা পার হয়ে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলো ও, তখনই চাপা পড়ে। আজকাল এরকম প্রায়ই নয়, এতো জোরে সবাই গাড়ি চালায়।'

'খুব দুঃখের বিষয়', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'যে এতো মৃত্যু হয়। আর কেউ সমাধিক্ষেত্রে না এলে বুঝতেই পারে না। অসুখ, বৃদ্ধ বয়স, গাড়ি চাপা পড়া শিশু, মাঝে মাঝে এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু। কিশোরী মেয়েদের। অপরাধের কথাই বলছিলাম।'

'ও হ্যাঁ, প্রায়ই এরকম শোনা যায়। বোকা মেয়ের দল, এছাড়া আর কিছু বলি না। ওদের মায়েদেরও মেয়েদের উপর নজর রাখার সময় আজকাল আর নেই—ওরা এতো বাইরে চলে—।'

আলোচনাটুকু মেনে নিলেন মিস মার্পল, তবে এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে

চাইলেন না।

'আপনি ওই পুরনো জমিদার বাড়িতে আছেন, তাই না?' বৃদ্ধটি প্রশ্ন করলো। 'ওই কোচ গাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন দেখেছি। খুবই কষ্ট হয়েছে মনে হয়।'

হ্যাঁ, একটু ক্লান্তিবোধ করছিলাম', স্বীকার করলেন মিস মার্পল, 'আমার এক পুরোনো বন্ধু, মিঃ র‍্যাফায়েল, এখানে তাঁর কজন বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন আর তাই তারা কয়েকটা রাত কাটানোর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

র‍্যাফায়েল নামটা বৃদ্ধ মালীর কোন প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে আদৌ সৃষ্টি করলো না।

'মিসেস গ্লাইন আর তাঁর দুই বোন খুব ভালো যত্ন করেছেন', মিস মার্পল জবাব দিলেন এবার। 'আমার মনে হয় তারা এখানে অনেক বছরই আছেন?'

'না, তেমন বেশিদিন নয়। হয়তো বিশ বছরই হবে। এটা ছিলো বুড়ো কর্ণেল ব্র্যাডবেরি স্কটের। মারা যাওয়ার সময় বুড়োর প্রায় বছর সত্তর বয়স হয়েছিলো।'

'ওঁর কোন ছেলে-মেয়ে ছিলো না?'

'এক ছেলে, যে আবার যুদ্ধে মারা গেলো। আর তাইতো বুড়ো কর্ণেল ভাইঝিদের এ বাড়ি দিয়ে গেলেন। আর তো কেউ ছিলো না।'

কবরের মধ্যে আবার নিজের কাজ করতে শুরু করলো লোকটা।

মিস মার্পল গির্জার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গির্জাটিতে কোন ভিক্টোরিয় আমলের কারও স্পর্শ লেগেছিলো—জানালার কিছু কাঁচে তাই উজ্জ্বল ভিক্টোরিয় আমলের প্রমাণ আজও জেগে আছে। দু-এক খণ্ড পিতলের কিছু অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

একটা ছোট নড়বড়ে আসনে বসে মিস মার্পল অবাক হয়ে নানা কথা চিন্তা করে চললেন।

ঠিক পথেই কি তিনি চলেছেন? কিছু কিছু যেন জোড়া লাগাতে শুরু করেছে—তবুও সেই জোড়া লাগার মধ্যে যোগসূত্র খুবই কম। *

একটি মেয়েকে খুন করা হয়েছে—(আসলে বহু মেয়েকেই খুন করা হয়েছে)—সন্দেহজনক যুবকেরা (আজকাল 'যুবজনই' বলা হয়) পুলিশ সন্দেহের বশে ধরেছে তাদের ওদের সাহায্য করার জন্য। সাধারণ নিয়মই। তবে একবারই ইতিহাস প্রায় দশ কি বারো বছর আগের ঘটনা। খুঁজে বের করার কিছুই নেই—এখন, নতুন কোন সমস্যা সমাধান করারও নেই। বিবাদজনক

কোন ঘটনার পরে 'সমাপ্ত' লেবেলই লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

তিনি এতে কিই বা করতে পারেন? মিঃ র‍্যাফায়েল ওঁর কাছে কি আশা করেছিলেন?

এলিজাবেথ টেম্পল…তিনি এলিজাবেথ টেম্পলকে আরও কিছু বলার জন্য অবশ্যই অনুরোধ জানাবেন। এলিজাবেথ একটি মেয়ের কথা জানিয়েছিলেন যে ওই মাইকেল র‍্যাফায়েলের সঙ্গে বিবাহে বাগদত্ত ছিলো। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কথাটা অবশ্য ওই পুরনো জমিদার ভবনে কারও জানা আছে বলে মনে হয় না।

আচমকা আরও সরল কিছু মিস মার্পলের মনে খেলে গেলো—তাঁর নিজের গ্রামে সাধারণতঃ ঘটে চলা সাধারণ কাহিনী। সবসময় যেটার শুরু, 'কোন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হলো।' তারপর তা ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো।

'তারপর মেয়েটি একদিন আবিষ্কার করলো সে অন্তঃসত্ত্বা', আপনমনে বলে উঠলেন মিস মার্পল। 'তারপরেই মেয়েটি ছেলেটিকে বললো সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে, সম্ভবতঃ ওকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক—ওকে বিয়ে করার কোন মানসিকতা ওর ছিলো না। তবে এ ব্যাপারে ও হয়তো ব্যাপারটি ওর পক্ষে গোলমেলে করেই তুলতে পারে। ওর বাবা সম্ভবতঃ এরকম কোন কিছু বরদাস্ত করবেন না। মেয়েটির আত্মীয়স্বজনও দাবী তুলতো মেয়েটি ঠিকই বলেছে। ইতোমধ্যে ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—হয়তো অন্য কোন মেয়ে জুটেছে তার। অতএব সে এক নিষ্ঠুর দ্রুত পথ গ্রহণ করতে চাইলো—মেয়েটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে সনাক্তকরণ না করতে পারার জন্য তার মুখ গুঁড়িয়ে দিতে চাইলো। ওর পুরনো রেকর্ড অনুযায়ী সেটা খাপ খেয়ে গেলো—নিষ্ঠুর এক অপরাধ—তবে আজ তা লোকে ভুলে গেছে—তা চাপা পড়ে গেছে।

যেখানে বসে ছিলেন তিনি সেখান থেকে গির্জার চারদিকে একটু তাকালেন মিস মার্পল। অশুভ কিছুর বাস্তবতাকে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। অশুভের বিরুদ্ধে সাবলীলতা; তাকে একথাটাই বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল। উঠে গিয়ে গির্জার সেই উঠানের দিকে আবার তাকালেন তিনি। এই সমাধি প্রস্তরগুলোর সামনে দাঁড়িয়েও তার মধ্যে কোন অশুভের প্রতিক্রিয়া ঘটতে চাইছে না—প্রস্তরখণ্ডের লেখা দেখার পরেও না।

কিন্তু গতকাল ওই জমিদার ভবনে যা অনুভব করেন তিনি তা কি অশুভ

কিছু? সেই গভীরতামণ্ডিত হতাশা, অন্ধকার, আর অনর্থক [illegible] অ্যানথিয়া ব্র্যাডবেরির স্কট তার সেই ক্ষণিক ইতস্ততঃ চাউনির পরেই ঘাড় ফিরিয়ে যেন কারও উপস্থিতি অনুভব করে নিতে চায় কেউ যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা কিছু জানে, ওই তিন বোন, কিন্তু ওরা কি জানে?

এলিজাবেথ টেম্পল। আবার ভাবলেন মিস মার্পল। তিনি মনের পর্দায় দেখতে শুরু করলেন কোচের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে এলিজাবেথ টেম্পল কোন খাড়া পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন।

কাল যখন আবার সকলের সঙ্গে তিনি ভ্রমণে যোগ দেবেন, তখন তাকে আরও কিছু বলার অনুরোধ জানাবেন তিনি।

মিস মার্পল এবার পায়ে পায়ে বাড়ির দিকেই চলতে শুরু করলেন—তবে বেশ ধীরে ধীরে। একটু ক্লান্ত লাগছে। এটুকু তিনি ভাবতে পারলেন না সকালটা কোনভাবে কাজে এসেছে। প্রাচীন এই ম্যানর হাউস তাকে কোন গভীর ধারণা এনে দিতে পারেনি—শুধু জেনেট শুনিয়েছে অতীতের কোন এক বিষাদময় বিয়োগান্ত কাহিনী, কিন্তু এ-ধরনের বিয়োগান্ত কাহিনী পারিবারিক কাজের লোকেরা অন্যান্য জাঁক-জমকের ঘটনা, যেমন বিয়ে অন্যান্য কোন অসুস্থতা থেকে আচমকা বেঁচে ওঠার পরের আনন্দোৎসব ঘটনার মতোই মনে রাখে।

গেটের কাছে আসতেই তার নজরে পড়লো দুটি স্ত্রীমূর্তি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন তাকে দেখে এগিয়ে এলো। স্ত্রীলোকটি মিসেস গ্লাইন।

'ও, আপনি এখানে', মিসেস গ্লাইন বলে উঠলেন, 'আমরা ভাবছিলাম। আমি চিন্তা করছিলাম আপনি হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন, ভাবছিলাম নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না। আমি যদি জানতাম আপনি নেমে এসেছেন তাহলে আপনার সঙ্গে গিয়ে যা দেখানোর দেখিয়ে দিতে পারতাম। অবশ্য দেখার মতো বিশেষ কিছুই নেই।'

'ও, আমি শুধু একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম', মিস মার্পল বললেন, 'এই গির্জার উঠোন আর গির্জা। গির্জা সম্পর্কে আমার খুবই আগ্রহ। মাঝে মাঝে সুন্দর সমাধিলিপি চোখে পড়ে। এই রকম সব। আমি এগুলো সংগ্রহ করে রাখি। আমার মনে হয় এই গির্জাটি ভিক্টোরিয়ার আমলে সারানো হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, তবে কতকগুলো কুৎসিত আসন বসিয়েছিলো আমার মনে হয়। তবে বেশ ভালো জাতের কাঠ, কিন্তু শিল্পের কোন চিহ্ন ওতে নেই।'

'আশা করি তারা বিশেষ আগ্রহজনক কিছু তুলে নিয়ে যায়নি?'

'না, তা মনে হয় না। গির্জাটি তেমন প্রাচীন অবশ্য নয়।'

'ওখানে খুব বেশি সংখ্যায় পাথর বা পিতলের কিছু দেখতে পাইনি', স্বীকার করলেন মিস মার্পল।

'আপনি গির্জাসংক্রান্ত স্থাপত্যের ব্যাপারে খুব আগ্রহী?'

'না, না, এ বিষয়ে কোন লেখাপড়া বা অন্য কিছু করি না। তবে অবশ্য আমার নিজের গ্রাম সেন্ট মেরী মিডে গির্জার চারপাশেই সব ব্যাপার যেন গড়ে উঠেছে। বরাবরই তাই হয়ে চলেছে। আমাদের ওরূপ বয়সে তাই হতো। এখনকার দিনে অবশ্য অন্যরকম। আপনিও এখানে মানুষ হয়েছেন?'

'ও, না, ঠিক তা নয়। খুব বেশি দূরে আমরা ছিলাম না, বড় জোর তিশ মাইলের মতো দূরে। লিটল হার্ডস্লে'তে। আমার বাবা ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে—অশ্বারোহী বাহিনীর মেজর। আমরা প্রায়ই এখানে কাকাকে দেখতে আসতাম—তারও আগে ঠাকুর্দাকেও। না, শেষের দিকে তেমন বেশি আসিনি। আমার অন্য দুই বোন কাকার মৃত্যুর পর এখানে চলে আসে। তবে সে সময় আমি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে ছিলাম। চার কি পাঁচ বছর আগেই তিনি মারা গেছেন।'

'ওঃ বুঝেছি।'

'ওরা খুব চিন্তিত হয়ে আমাকে এখানে চলে আসতে বলেছিলো—এটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো ছিলো। আমরা কয়েক বছর ভারতবর্ষে ছিলাম। আমার স্বামী মৃত্যুর সময়ও সেখানেই নিযুক্ত ছিলেন। আজকালকার দিনে কেউ কোথাও পা রাখবে ভেবে নেওয়া বড়ো কঠিন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। সেটা বুঝতে পারছি। আর আপনিও নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন এখানেই আপনার আত্মীয়স্বজন থাকায়, আপনার এখানেই মূল রয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, এইরকমই মনে হয়। অবশ্য বোনেদের সঙ্গে আমি যোগা-যোগ রেখেছি বরাবর। তাদের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমি এছাড়াও লণ্ডনের কাছে ছোট্ট একটা কটেজ কিনেছি। হ্যাম্পটন কোর্টে—সেখানে বেশ কিছু সময়ও কাটাই। আর তাছাড়া মাঝে মাঝে লণ্ডনের দু-একটা জাতব্য প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজও করে থাকি।'

'তাহলে তো আপনি কাজেই সময় কাটান। খুবই বুদ্ধির কাজ করেছেন।'

'আমার মনে হয়েছে, আরও বেশি করে বোনেদের কাছেই সময় কাটাবো। বোনেদের নিয়ে ইদানীং একটু চিন্তা হয়।'

'তাদের স্বাস্থ্য?' মিস মার্পল বললেন, 'আজকাল তেমন কাউকেই মেলে না যারা শরীর খারাপ হওয়ার ঠিক ঠিক কারণ বলে দিতে পারেন। এতো বেশি রকম বাত আর এ ধরনের রোগ চোখে পড়ে। অনেকেই ভয় পায় হয়তো জানের টাবে বা সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা—এরকম দুর্ঘটনা—।'

'ক্লোটিলডা সব সময় বেশ শক্তিমতী', মিসেস গ্লাইন বললেন, 'বেশ কষ্ট করতেই ও অভ্যস্ত। তবে বিশেষ করে অ্যানাথিয়ার জন্যই আমার ভাবনা হয়। ওকে দেখে কেমন লাগে ঠিক বুঝেছেন আশা করি। আর ও মাঝে মাঝে চলে যায় কোথাও—আর কোথায় গেলো ও বুঝতে পারে না।'

'হ্যাঁ, খুব ভাবনায় পড়লে মানুষের এরকম হয়। ভাবনা খুবই দুঃখের। আর এসবের কারণেরও অভাব হয় না।'

'আমার আদৌ মনে হয় না অ্যানাথিয়ার চিন্তাভাবনার কোন কারণ আছে।'

'হয়তো উনি আয়কর বা টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করেন', মিস মার্পল বলতে চাইলেন।

'না, না, সেরকম কিছু নয়—তবে, ওহ্—ও বাগান নিয়ে খুবই চিন্তা করে। বাগান যে রকম ছিলো সে কথাই ও ভাবতে চায়—মাঝে মাঝে ও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে আরও টাকা খরচ করে আগের মতই বাগানকে গড়ে তোলা যায় কিনা। ক্লোটিলডা বারবার ওকে বুঝিয়েছে আজকের দিনে এতো খরচ করা সম্ভব নয়। তবুও ও বারবার কাচঘর, পীচ এসবের কথাই বলে। আঙুরের কথাও বলে—।'

'আর দেওয়ালের গায়ে সেই চেরি পাই?' মিস মার্পল মন্তব্য করলেন।

'আপনি সে কথা মনে রেখেছেন দেখছি? হ্যাঁ—সে কথাও মনে রাখে অনেকেই। কি সুন্দর গন্ধ। সেই হেলিওট্রোপ। আর সত্যিই সুন্দর নাম—চেরী পাই। এছাড়া সেই আঙুর ক্ষেত। ছোট্ট ছোট্ট মিষ্টি আঙুর। নাঃ, অতীতের কথা বেশি না ভাবাই বোধ হয় ভালো।'

'এছাড়াও সেই ফুলের বেড়া?' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, অ্যানাথিয়া সুন্দর ওই ফুলের বেড়া আবার লাগাতে চায়। তবে তা আর সম্ভব নয়। অ্যানাথিয়া তাছাড়া বাগানে ঘাস লাগাতেও চায়। আর এছাড়াও কাচঘরের পাশে সুন্দর গাছও লাগাতে চায়। ও মাঝে মাঝে

এসব কথা বলে।

'আপনাদের পক্ষে ব্যাপারটা খুবেই কঠিন।'

'ও, হ্যাঁ। লোকে তো সহজে যুক্তি মানতে চায় না। ক্লোটিলডা অবশ্য এসব কাজে সোজা উত্তর দেয়। ও সাফ বলে দেয় এ সম্ভব নয়। আর কোন কথা এ নিয়ে ও শুনতে চায় না।'

'আজকাল সবই বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছে, তাই না?' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ। তবে আমার পক্ষে তেমন কঠিন হয় না। আমি প্রায়ই বাইরে যাই সেই কারণেই হয়তো। তবে সেদিন বাইরে থেকে দেখলাম অ্যানথিয়া এখানকার এক নামী কোম্পানীকে বাগানটিকে সাজিয়ে তোলার জন্য বায়না করেছে। ওই কাচঘরকে আবার আগের মতো করে তোলার জন্য। ব্যাপারটা সত্যিই অসম্ভব—আর ঠিক করলেও দু-তিন বছরের মধ্যে গাছে আঙুর ফলবে না। ক্লোটিলডা এসবের কিছুই জানতো না—খরচের হিসেব দেখে ও ভীষণ রেগে গিয়েছিলো। এটা ওর করা উচিত হয়নি।'

'আজকাল সবই খুব কঠিন,' মিস মার্পল আবার বললেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'কাল খুব সকালেই যেতে হবে আমাকে। আমি গোল্ডেন বোরে খোঁজ করছিলাম ওখানেই যাত্রীরা আসবেন শুনেছি। খুব সকালেই ওরা যাত্রা করবেন। সকাল ন'টায় যতোদূর জানি।'

'ওহ, তাই নাকি। আশা করি তেমন পরিশ্রম হবে না।'

'ওহ, আমার তা মনে হয় না। যতোদূর জানি আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি তার নাম ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে, স্টার্লিং সেন্ট মেরী, এই রকমই কিছু। খুব দূরেও মনে হয় না। পথে খুব সুন্দর একটা গির্জা আর কেল্লাও আছে দেখার। বিকেলে দেখা যাবে চমৎকার একটা বাগান, বিরাট বড়ো, প্রচুর ফুলও আছে। আমি নিশ্চয় জানি এখানে দুটো দিন এমন বিশ্রামের পর কষ্ট হবে না। পাহাড়ে উঠলে অবশ্যই কষ্ট হতো।'

'তা যাই হোক, আজ বিকেলে আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে, কালকের জন্যই অবশ্য,' মিসেস গ্লাইন বলেই মিস মার্পলকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। 'মিস মার্পল গির্জায় বেড়াতে গিয়েছিলেন,' ক্লোটিলডাকে জানালেন মিসেস গ্লাইন।

'আমার মনে হয় ওখানে দেখার কিছু নেই,' ক্লোটিলডা জানালেন, 'বিশ্রী রকমের ভিক্টোরিয়া কাচই আছে শুধু। কাকাকে একটু দোষ দেওয়া যায়,

অনেক খরচ করে গেছেন তিনি। ওই লাল আর নীল কাচ একেবারে অমার্জিত।'

'সত্যিই তাই, বিশ্রী বলেই আমার মনে হয়,' ল্যাভিনিয়া গ্লাইন বলে উঠলেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করলেন মিস মার্পল। নৈশ-ভোজের আগে গৃহকর্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো না। নৈশভোজে কথাবার্তাতে সময় কেটে চললো ঘুমোনোর সময় পর্যন্ত। মিস মার্পল তাঁর অপরিণত বয়সের স্মৃতিচারণ করে চলেছিলেন কোথায় ভ্রমণ করেছেন, কাদের দেখেছেন এই সব কথাই।

একটু ক্লান্ত আর হতাশা নিয়ে তিনি শয্যায় আশ্রয় নিলেন। আর কিছুই তিনি জানতে পারেন নি, হয়তো সেটা জানার কিছু নেই বলেই। এ যেন মাছ ধরার মতো—অথচ মাছ উঠলো না—হয়তো মাছ নেই বলেই। না কি ঠিক মতো তিনি চার ব্যবহার করতে পারেন নি বলে?

এগারো ॥ দুর্ঘটনা

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় মিস মার্পলের প্রাতঃকালীন চা আনা হলো যাতে তিনি গুছিয়ে নিতে যথেষ্ট সময় হাতে পান। তিনি যখন তাঁর ছোট সুটকেশটি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন তখন দরজায় গায়ে দ্রুত শব্দ তুলে ক্লোটিলডা উদ্বিগ্নমুখে ঢুকলেন।

'ওহ্, মিস মার্পল, নিচে একটি ছেলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। নাম এমলিন প্রাইস। সে আপনাদের সঙ্গে ওই ভ্রমণ কোচে ছিলো। তাকে ওরাই পাঠিয়েছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। খুব অল্প বয়স?'

'ও হ্যাঁ। খুব আধুনিক, মাথায় একরাশ চুল—ও, ও আসলে এসেছে আপনাকে ইয়ে—একটা খারাপ খবর জানাতে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'দুর্ঘটনা?' মিস মার্পল অবাক হয়ে তাকালেন। 'আপনি বলছেন—ওই কোচে কিছু হয়েছে? রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা হয়েছে? কেউ খুব আহত হয়েছেন?'

'না। না, কোচে কিছু হয়নি। ওতে কোন গোলমাল নেই। গতকাল বিকেলে বেড়ানোর সময় ঘটেছে। গতকাল খুব বাতাস ছিলো নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, যদিও তার জন্য কিছু হয়েছে মনে হয় না। লোকজন একটু ছড়িয়ে পড়েছিলো মনে হয়। ওখানে একটা নির্দিষ্ট পথও ছিলো— অবশ্য ঢাল বেয়েও উঠতে পারেন। দুটো পথই বোনাভেন্চারের উপরে 'স্মৃতির চূড়ায়' পৌঁছে দেয়—সকলে সেখানেই যাচ্ছিলেন। যাত্রীরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগোচ্ছিলেন, ওদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কেউ ছিলেন না, অথচ থাকা উচিত ছিলো। খাড়াই পথে সকলে ঠিক মতো পা ফেলতে পারে না। কিছু পাথর গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের খাড়াই পথটায় কাউকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।'

'ওঃ!' মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'খুব দুঃখিত হলাম—সত্যিই খুব দুঃখজনক ঘটনা। কে আহত হয়েছেন?'

'কে একজন মিস টেম্পল বা টেম্ভারটন, মনে হয়।'

'এলিজাবেথ টেম্পল', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'ওঃ আমি দারুণ দুঃখিত। আমি ওঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলাম। কোচে ওঁর ঠিক পাশেই আমি বসেছিলাম। উনি খুব সম্ভব একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা, খুব নাম আছে ওঁর।'

'অবশ্যই', ক্লোটিলডা বললেন, 'আমি ওঁকে ভালোই চিনি। উনি ফ্যালোফিল্ডের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন—খুব বিখ্যাত স্কুল। আমার ধারণাই ছিলো না উনি এই ভ্রমণে এসেছেন। উনি বোধ হয় দুতিন বছর আগেই অবসর নিয়েছিলেন, তারপর এখন প্রধান শিক্ষিকা হয়ে যিনি এসেছেন তিনি আবার অতি প্রগতিশীল শোনা যায়। কিন্তু মিস টেম্পলের তেমন বয়স হয়নি, প্রায় ষাটই হবে আমার ধারণা। এখনও বেশ কর্মঠ, পাহাড়ে উঠতে আর হাঁটতে ভালোবাসেন। ব্যাপারটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। আশা করি উনি গুরুতর আহত হননি। সব কথা এখনও শুনিনি।'

'আমি এবার তৈরী', স্যুটকেশের ডালা আটকে বললেন মিস মার্পল, 'এখনই গিয়ে মিঃ প্রাইসের সঙ্গে দেখা করবো।'

ক্লোটিলডা স্যুটকেশ তুলে নিলেন।

'আমাকে দিন, আমি নিতে পারবো। সাবধানে সিঁড়ি দেখে আসুন।'

নিচে নেমে এলেন মিস মার্পল। এমলিন প্রাইস ওঁরই জন্য অপেক্ষারত

ছিলো। ওর মাথার চুল আরও বেশি মাত্রায় এলোমেলো লাগছিলো। ওর বেশে চামড়ার জার্কিন আর সবুজ ট্রাউজার।

'এমন দুর্ভাগ্যের ব্যাপার', মিস মার্পলের হাত ধরে বললো এমলিন প্রাইস, 'ভাবলাম আমি নিজেই আসবো—আর, মানে, ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারটা আপনাকে জানাবো। আমার মনে হয় মিস ব্রাউনবিরি-লকট আপনাকে বলেছেন। মিস টেম্পলের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই স্কুলের অধ্যক্ষা ছিলো। ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে আমি ঠিক জানি না, তবে কোন পাথর বা পাথরের চাই কিছু একটা গড়িয়ে পড়েছিলো। জায়গাটা মারাত্মক ঢালু, পাথরের চাই তাকে উল্টে ফেলে দেয়—গতরাত্রে মাথায় আঘাত সমেত তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যতদূর জানি ওর অবস্থা খুবই খারাপ। যাই হোক আজকের ভ্রমণ বন্ধ থাকছে আর আজ রাতের মতো আমরাও এখানে থাকছি।'

'ওঃ! সত্যিই আমি দারুণ দুঃখ পেলাম', মিস মার্পল বললেন।

'আমার মনে হয় ওরা আজ না যাওয়াই ঠিক করেছেন কারণ ওদের অপেক্ষা করতে হবে, বিশেষ করে মেডিক্যাল রিপোর্টের জন্য, তাই আমরা গোল্ডেন বোরে আরও একটা রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেছি আর ভ্রমণ সূচীও একটু বদল করতে হবে। তাই হয়তো আমাদের আগামী কালের গ্যাং-মেরিং যাওয়া আদৌ হবে না, অবশ্য সেখানে তেমন কিছু দেখারও নেই। মিসেস স্যান্ডবোর্ন সকালেই হাসপাতালে চলে গেছেন ওর অবস্থা কেমন তা জানার জন্য। তিনি বেলা একটায় গোল্ডেন বোরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দেবেন। আমি ভাবলাম আপনি হয়তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সর্বশেষ খবর জানতে চাইবেন।'

'নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আসবো', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'এখনই আসবো।' তিনি ক্লোটিলডা আর মিসেস গ্লাইনকে বিদায় জানাবার জন্য তাকালেন। ওরা দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না', মিস মার্পল বলে উঠলেন ওঁদের, 'আপনারা খুব যত্ন করেছেন, দুটো রাত খুব আরামে কাটিয়ে গেলাম। এখন ভালো লাগছে বিশ্রাম করে। এমন দুঃখজনক ঘটনা শুধু ঘটে গেলো।'

আরও একটা রাত যদি কাটিয়ে যেতেন', মিসেস গ্লাইন বলে ক্লোটিলডার দিকে তাকালেন, 'আমি নিশ্চয় জানি—।'

মিস মার্পলের মনে হলো, সাধারণতঃ লোকের যা থাকে সেই রকম চোখের কোণের দৃষ্টিতে তিনি দেখে নিয়ে বুঝলেন ক্রোটিলডার মুখে সামান্য অসন্তুষ্টিরই ভঙ্গী। তিনি প্রায় মাথা ঝাঁকাতে চাইছিলেন, সামান্য সেই মাথা ঝাঁকানো নজরেই আসে না। তবে তিনি মিসেস গ্লাইনের প্রস্তাবটা প্রায় নাকচ করতেই চাইছিলেন।

'…অবশ্য যদিও আমি আশা করছিলাম সকলের সঙ্গে থাকাই হয়তো আপনার পক্ষে আনন্দের—।'

'ও হ্যাঁ। সেটাই ভালো হবে মনে হয়', মিস মার্পল বললেন। 'তাহলে পরিকল্পনার কথা জানতেও পারবো, হয়তো এ ছাড়া কোন সাহায্যও করতে পারবো, কে জানে। তাই আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। গোল্ডেন বোয়ে একটা ঘর পেতে আশা করি অসুবিধা হবে না', মিস মার্পল এমলিন প্রাইসের দিকে তাকালেন।

সে সব ঠিক আছে। অনেক ঘরই আজ খালি হয়েছে। ভর্তি হবে না। ''মিঃ স্যান্ডবোর্ণ খুব সম্ভব সকলের জন্যই ঘর নিয়েছেন আজ রাতের মতো আর কাল সকালেই জানতে পারবো কি করা দরকার।'

আবার বিদায় সম্ভাষণ ও ধন্যবাদের পালা। এমলিন প্রাইস মিস মার্পলের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো।

'বাঁকের মুখেই, প্রথম রাস্তা', সে বললো।

'হ্যাঁ, গতকাল এখান দিয়ে যাই। বেচারি মিস টেম্পল, আশা করি তিনি তেমন সাংঘাতিক আহত হননি ?

'আমার ধারণা তাই হয়েছেন', এমলিন প্রাইস জবাব দিলো। 'অবশ্য ডাক্তারেরা আর হাসপাতালের সকলে কেমন তাতো জানেন। ওরা একই রকম বলে "যে রকম থাকা উচিত"। এখানে স্থানীয় কোন হাসপাতাল না থাকায় তাকে ক্যারিসটাউনে নিয়ে যেতে হয়—এখান থেকে আট মাইল দূরে। যাই হোক, মিসেস স্যান্ডবোর্ণ নিশ্চয়ই আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার ফাঁকেই এসে পড়বেন।'

ওরা পৌঁছনোর পর যাত্রীদের কফিঘরে উপস্থিত দেখতে পেলেন। সেই মুহূর্তে কফি আর প্যাস্ট্রি দেওয়া হয়ে চলেছিলো। মিঃ আর মিসেস বাটলার কথা বলছিলেন।

'ওঃ দারুণ দুঃখের এমন ঘটনা ঘটে যাওয়া', মিসেস বাটলার বললেন, 'সব কেমন গোলমাল করে দেয়, তাই না ? যখন সবাই বেশ হাসিখুশি হয়ে এমন-

ভাবে সব কিছু উপভোগ করে চলেছি। বেচারা মিস টেম্পল। আমার মনে সবারেই ধারণা ছিলো উনি বেশ শক্ত পোক্ত মানুষ। তবে কে আর বলতে পারে, তাই না হেনরি ?'

'বাস্তবিকই', হেনরি জবাব দিলেন। 'সে কথাই ভাবছিলাম। হ্যাঁ— আমাদের সময়ও হাতে কম—আমাদের এ ভ্রমণটা বন্ধ করে দেওয়াই উচিত কিনা। এটা আর বোধ হয় না চালানোই ভালো। আমার মনে হয় খুব অসুবিধা দেখা দিতে পারে যতোক্ষণ না আমরা ঠিক মতো জানতে পারছি কি ঘটলো। মানে—ব্যাপার সে রকম গুরুতর কিনা—হয়তো কোন তদন্ত বা ওই রকম কিছু একটা—।'

'ওঃ হেনরি, এরকম অলক্ষুণে কথা বলতে চেয়ো না।'

'আমি নিশ্চিত', মিস কুক বললেন, 'আপনারা খুবই বেশি রকম খারাপ দিকটাই ভাবছেন, মিঃ বাটলার। আমার মনে হয় এটা সে রকম গুরুতর হয়নি।'

তার সেই বিদেশী গলায় মিঃ ক্যাসপার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটি কিন্তু গুরুতর। আমি গতকাল শুনেছি। খুবই গুরুতর। মিসেস স্যাণ্ডবোর্ণ যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওরা জানালো ওঁর মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে—খুব মারাত্মক। একজন বিশেষ ডাক্তার ওঁকে দেখার জন্য আসছেন। হ্যাঁ খুবই মারাত্মক ব্যাপার।'

'ওঃ', মিস লুমলি বলে উঠলো, 'আমাদের কোন সন্দেহ থাকলে হয়তো বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, মিলড্রেড। ট্রেনের সময় দেখা দরকার।' ও মিসেস বাটলারের দিকে তাকালো। 'বুঝেছেন তো' আমি আমার বিড়ালগুলো পড়শীদের কাছে রেখে এসেছি—যদি দেরি হয় খুবই অসুবিধা হবে।'

'যাক, এতো বেশি আমাদের ভেবে লাভ নেই', বলে উঠলেন মিসেস রাইজলে পোর্টার তার ভরাট কর্তৃত্ব সূচক গলায়। 'যোয়ানা এই বানটা বাজে ঝুড়িতে ফেলে দাও, দেবে ? এটা খাওয়ার অযোগ্য। জ্যামটাও অখাদ্য। এটাও প্লেটে ফেলে রাখতে চাই না।'

বানের ব্যবস্থা করে যোয়ানা বললো, 'এমনিন আর আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলে ঠিক হবে ? মানে, বলছি, শহরের সামান্যই দেখেছি। তাই এখানে বসে থাকার চেয়ে আর এই সব দুঃখের কথা বলে—। কিছুই রক্ষা করতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় আপনারা বাইরে গেলেই ভালো করবেন', মিস কুক

বললেন।

'হ্যাঁ, আপনারা তাই-ই যান', মিস ব্যারো মিসেস রাইকলে পোর্টার জবাব দেওয়ার আগেই বলে উঠলেন।

মিস কুক আর মিস ব্যারো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ঘাস বড়ো পিছল ছিলো', মিস ব্যারো, 'আমিও একবার পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তাছাড়া পাথরগুলোও', মিস কুক বললেন, 'একটা বাঁক যখন পার হচ্ছিলাম অনেকগুলো ছোট নুড়ি আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো। একটা তো আমার কাঁধে বেশ জোরেই এসে পড়ে।'

চা, কফি, বিস্কুট আর কেক দেওয়ার পর অনেককেই একটু সুস্থির মনে হচ্ছিলো। যখন কোন দুর্ঘটনার মতো ব্যাপার ঘটে যায় তখন সম্ভবতঃ অনেকেই বুঝে নিতে পারে না এর সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যেকেই তাদের মতামত জানিয়েছেন আর তাদের দুঃখ আর শোকও প্রকাশ করেছেন ইতি-মধ্যে। সকলেই এখন সংবাদ শোনার আশায়, আর সকালের দিকে একটু বেরিয়ে আসার চিন্তাও করতে চাইছিলেন। বেলা একটার আগে মধ্যাহ্নভোজ শুরু হবে না তাই সকলেরই মনে হলো এখানে বসে একই কথার পুনরাবৃত্তি তেমন সুখকর হবে না।

মিস কুক আর মিস ব্যারো যেন একজন মানুষের মতো একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তারা বললেন যে তাদের কিছু কেনাকাটা করার আছে। দু-একটা কাজের মধ্যে তাদের একটু ডাকঘরেও যেতে হবে।

'দু-একটা পোস্টকার্ড পাঠাতে হবে। চীনে চিঠি পাঠানোর খরচ কত লাগে এটাও জানতে হবে।' বললেন মিস ব্যারো।

'আমাকে একটু রঙ মিলিয়ে পশম কিনতে হবে। মার্কেট স্কোয়ারের অন্যদিকের একটা বাড়িও বেশ সুন্দর লেগেছে আমার কাছে', বললেন মিস কুক।

'আমার মনে হয় বাইরে গেলে আমাদের সকলেরই ভালো', মিস ব্যারো বললেন।

কর্ণেল আর মিসেস ওয়াকারও উঠলেন। তারা মিঃ আর মিসেস বাট-লারকে বললেন তাঁরাও বাইরে গিয়ে কিছু এদিক ওদিক দেখে নিলে ভালো

করবেন। মিসেস বার্টলার কিছু প্রাচীন জিনিসের দোকানের কথাই বললেন।

সকলেই দলবেঁধে বেরিয়ে এলেন। এমলিন প্রাইস ইতিমধ্যেই নিজের সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে দোয়ানার খোঁজে বেরিয়ে গেছে। মিসেস রাইজলে পোর্টার ভাইঝিকে ডাকার বিলম্বিত প্রচেষ্টা করে ভাবলেন অন্ততঃ লাউঞ্জে বসাই হয়তো ভালো হবে। মিস কুমলি রাজি হলেন—মিঃ ক্যাসপার বিদেশী সুলভ ভঙ্গীতে মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে এগোলেন।

শুধু রয়ে গেলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড আর মিস মার্প্‌ল।

'আমার নিজের মনে হয়', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মিস মার্প্‌লকে উদ্দেশ্য করে বললেন. 'হোটেলের বাইরে বসাই আনন্দদায়ক। রাস্তার মুখোমুখি একটা ছোট সিঁড়ির ধাপ আছে। আপনাকে কি অনুরোধ জানাতে পারি?'

মিস মার্প্‌ল ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ইতিমধ্যে প্রায় কোন কথাই প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের সঙ্গে বলেননি। তিনি সঙ্গে কিছু উঁচুমানের বই নিয়েই ঘুরছিলেন আর মাঝে মাঝে তাই থেকে পড়েও চলেছেন। এমন কি কোচে ভ্রমণের সময়েও তাকে পড়ার চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

'আপনি হয়তো কেনাকাটা করতেই চাইছিলেন', বললেন তিনি, 'আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি শান্তিতে, নিরিবিলিতে কোথাও বসে আমি মিসেস স্যান্ডবোর্ণের ফেরার অপেক্ষা করতে চাই। এটা খুব দরকারী, আমার মনে হয় একারণই আমরা এখানে উপস্থিত।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত', জবাব দিলেন মিস মার্প্‌ল। 'গতকাল শহরে আমি একটু ঘুরে বেড়িয়েছিলাম তাই আজ আর সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করতে চাই আর যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেটুকুও করতে চাই। তবে সেরকম দরকার হবে বলে মনে হয় না, তবে কেউই বলতে পারে না।'

দুজনে হোটেলের দরজা অতিক্রম করে কোণের দিকে যেখানে পাথর বসানো চৌকো একটা বাগান ছিলো সেদিকেই এগোলেন। বাগানটা হোটেলের দেওয়াল ঘেঁষে আর সেখানে গোটা কয়েক বেতের বাস্কেট চেয়ারও রাখা ছিলো। সেখানে আর অন্য কেউ না থাকায় ওঁরা দুজনেই বসে পড়লেন। মিস মার্প্‌ল চিন্তিত ভঙ্গীতে তার বিপরীতের মানুষটির দিকে তাকালেন। তাকালেন তার কুঞ্চিত মুখ, ঘন ভ্রু, একরাশ ধূসরবর্ণ সেই কেশরাশির দিকে। ভদ্রলোক সামান্য ঝুঁকেই হাঁটতে অভ্যস্ত। মুখখানা সত্যিই তাকিয়ে দেখবার

করার মতো, মিস মার্পল ভাবলেন। ওঁর কণ্ঠস্বর শুনে আর চেহারা, কোন পেশাদার মানুষই হবেন উনি, ভাবলেন আবার মিস মার্পল।

'আমি ভুল করছি না নিশ্চয়ই, তাই না?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন, 'আপনিই মিস জেন মার্পল?'

'হ্যাঁ, আমিই জেন মার্পল।'

একটু অবাক হলেন মিস মার্পল, হয়তো কারণ ছিলো না। তারা এমন বেশিদিন একসঙ্গে থাকেননি যাতে পরস্পরে পরিচিতির সুযোগ পেতে পারেন। গত দু' রাত যাত্রীদের দলের সঙ্গেও ছিলেন না। অতএব এটা স্বাভাবিক।

'আমি তাই ভেবেছিলাম', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে যে বর্ণনা পেয়েছিলাম তাই থেকেই।'

'আমার বর্ণনা পেয়েছিলেন?' মিস মার্পল আবার সামান্য অবাক হলেন।

'হ্যাঁ, আপনার বর্ণনা পেয়েছিলাম—' একটু থামলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড। তার কণ্ঠস্বর নিচু না হলেও জোর ছিলো না, যদিও তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন—'মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছ থেকে।'

'ও', মিস মার্পল বেশ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছ থেকে।'

'আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন?'

'মানে—হ্যাঁ, একটু হয়েছি বৈকি।'

'আমার জানা ছিলো না আপনি তা হবেন।'

'আমি ভাবতে পারিনি—', বলতে গিয়েই থেমে গেলেন মিস মার্পল।

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড কিছু বলতে চাইলেন না। শুধু বসে একাগ্র দৃষ্টিতে তিনি জরিপ করতে চাইছিলেন মিস মার্পলকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই, মিস মার্পল মনে মনে ভাবলেন, উনি হয়তো বলবেন, কি কি লক্ষণ, মহাশয়া? গিলতে কোন রকম কষ্ট? ঘুম হতে চায় না? হজম ঠিক আছে? মিস মার্পল ধ্রুব নিশ্চিত হলেন ভদ্রলোক একজন ডাক্তার।

'তিনি কবে আমার বর্ণনা আপনাকে দিয়েছিলেন? সেটা হয়তো—।'

'আপনি বলতে চাইছিলেন বেশ কিছু আগে—কয়েক সপ্তাহ আগে। তার মৃত্যুর আগে—এটাই ঠিক। তিনি আমাকে বলেছিলেন আপনি এই ভ্রমণে থাকবেন।'

'আর তিনি এটাও জানতেন আপনিও এই দলে থাকবেন—তাই না?' মিস

মার্পল বললেন।

'এভাবে বললে তাই-ই', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'তিনি বলে-ছিলেন আপনি ভ্রমণ ব্যবস্থায় থাকবেন, আর তিনিই আসলে আপনার জন্য এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

'এটা ওর সহাশয়তার লক্ষণ', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'সত্যিই অত্যন্ত সহাশয়তা। আমি প্রায় অবাক হয়ে যাই যখন জানলাম তিনি আমার জন্য এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এরকম আরামদায়ক, খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। যা নিজে আমি করতে পারতাম না।'

'হ্যাঁ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জবাব দিলেন, 'চমৎকার বলেছেন। তিনি এমন ভাবে মাথা দোলালেন যেন কোন ছাত্রের সন্দেহের উত্তর শুনেছেন।

'এটা খুবই দুঃখের কথা যে এভাবে সব কিছুতে বাধা পড়লো', মিস মার্পল বললেন। 'সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের কথা। যে সময় সবাই এমন উপভোগ করে চলেছিলাম।'

'হ্যাঁ। খুবই দুঃখের কথা', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আশা করাই যায়নি, নাকি এরকম কিছু আশা করেছিলেন?'

'এরকম কথা বলার উদ্দেশ্য, প্রোফেসর ওয়ানস্টেড?'

প্রোফেসরের ঠোঁটে সামান্য একটু বাঁকা হাসি খেলে গেলো তিনি মিস মার্পলের তীব্র চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করলে।

'মিঃ র‍্যাফায়েল', তিনি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, মিস মার্পল। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে এই ভ্রমণে আমিও যেন আপনার সঙ্গে থাকি। আমি এর ফলে যথা সময়েই আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতাম—কোন ভ্রমণদলের যাত্রীদের পথে স্বভাবতই এভাবে সখ্যতা ও পরিচয়ের ঘটনা ঘটে চলে। হয়তো মাঝখানে কয়েকটা দিনই কেটে যায়—তারপর যাত্রীরা হয়তো কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায় নিজেদের আগ্রহ বা রুচি অনুযায়ী। মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে আরও অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যাকে বলা উচিৎ, আপনার উপরে যেন একটু নজর রাখি।'

'আমার উপর নজর রাখবেন?' মিস মার্পল জবাব দিতে সামান্য অসন্তোষের স্পর্শ লাগলো তার গলায়। 'এর কারণ কি?'

'আমার ধারণা আপনাকে রক্ষা করার জন্য। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়ে-ছিলেন যাতে আপনার কোন কিছু না ঘটে।'

‘আমার কিছু ঘটবে ? কি ঘটতে পারে আমার, আমি জানতে চাই।’

‘সম্ভবতঃ মিস এলিজাবেথ টেম্পলের যা ঘটেছে’, জবাব দিলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

যোয়ানা ক্রফোর্ড হোটেলের শেষ প্রান্ত ঘুরে এগিয়ে এলো। তার হাতে একটা কেনাকাটার ঝোলা। সে ওদের অতিক্রম করে গেলো সামান্য মাথা নুইয়ে। ওদের দিকে সে মুখ তুলে একটু তাকাতে সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিলো সামান্য অনুসন্ধিৎসা। আস্তে আস্তে ও বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো।

‘চমৎকার মেয়ে’, প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন, ‘অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। আপাততঃ এক কর্তৃত্বপরায়না পিসীর ভারবাহী জন্তুই। তবে আমার সন্দেহ নেই শীগগিরই মেয়েটা বিদ্রোহ করার বয়সে পৌঁছে যাবে।’

‘এইমাত্র যা বললেন তার আসল অর্থ কি ?’ মিস মার্পল যোয়ানার সম্ভাব্য বিদ্রোহের সম্ভাবনায় আগ্রহী হতে চাইলেন না।

‘এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যা ঘটে গেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা করতে হবে।’

‘আপনি বলতে চান ওই দুর্ঘটনার জন্য ?’

‘হ্যাঁ। অবশ্য যদি ওটা আদৌ দুর্ঘটনা হয়ে থাকে।’

‘আপনার কি মনে হয় এটা দুর্ঘটনা নয় ?’

‘মানে, আমি ভাবছি তা হতেও পারে। এইটুকুই।’

‘আমি অবশ্য এর বিন্দুবিসর্গ জানি না’, মিস মার্পল একটু ইতস্ততঃ করে বললেন।

‘না। আপনি দৃশ্যপট থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। আপনি—মানে, যা বলতে চাই তা হলো, সম্ভবতঃ অন্য কোথাও কাজে ব্যস্ত ছিলেন ?’

মিস মার্পল দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তিনি দু-একবার প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি সতর্ক হতে চাইছেন। হ্যাঁ, সতর্ক হওয়ার অধিকার আপনার আছে।’

‘এটাকে আমি অভ্যাসে পরিণত করেছি’, জবাব দিলেন মিস মার্পল।

‘সতর্ক হওয়া ?’

‘ঠিক তা বলা উচিত হবে না, তবে আমি ঠিক করে নিয়েছি আমাকে কেউ

কেউ কিছু বললে সেটা সমানভাবেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা।'

'হ্যাঁ। আপনার সে অধিকার সম্পূর্ণই আছে। আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি শুধু আমার নাম দেখেছেন চমৎকার এক প্রবাস ব্যবস্থার যাত্রীদের তালিকা থেকে—সে ভ্রমণ সুন্দর কিছু দুর্গ আর বাগানের। সম্ভবতঃ বাগান দেখাতেই আপনার বেশি আনন্দ।'

'সম্ভবতঃ।'

'এখানে অন্যান্য মানুষও আছেন যাঁরাও বাগানে আগ্রহী।'

'বা তারা আগ্রহী এমন ভাবই দেখাতে চান।'

'আঃ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন, 'আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন?' একটু থেমে আবার তিনি বলে চললেন, 'যাই হোক, আমার কাজ ছিলো আপনার দিকে লক্ষ্য রাখা, লক্ষ্য রাখা আপনি কি করছেন কোন কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আপনার কাছাকাছিই থাকা—যাকে বলা যেতে পারে কোন রকম নোঙরা কাজ ঘটতে গেলে। তবে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনাকে মনস্থির করতে হবে আমি আমার শত্রু না মিত্র।'

'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন', মিস মার্পল বললেন, 'আপনি স্বচ্ছ ভাবেই সব বলেছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এমন কোন সূত্র দেননি আপনার যাতে বিচার করে নেওয়া সম্ভব। আমি মনে করি, আপনি মৃত মিঃ র‍্যাফায়েলের একজন বন্ধু ছিলেন?'

'না', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জবাব দিলেন। 'আমি মিঃ র‍্যাফায়েলের কোন বন্ধু নই। তার সঙ্গে আমার দু-একবারই সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার কোন এক হাসপাতালের কমিটিতে, আর একবার এক সভায়। আমি তার সম্বন্ধে জানতাম। তিনিও আমার সম্পর্কে জানতেন। আমি যদি আপনাকে বলি, মিস মার্পল, যে আমি আমার কাজের জগতে একজন খ্যাতিমান মানুষ তাহলে হয়তো ভাববেন আমার আত্মম্ভরিতা মাত্রাধিক।'

'আমি তা ভাবছি না', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'বরং বলা উচিত, আপনি নিজের সম্পর্কে যা বলছেন তাই সত্য। আপনি খুব সম্ভব একজন চিকিৎসক।'

'আঃ। আপনার অনুমানের ক্ষমতা অসাধারণ, মিস মার্পল। হ্যাঁ, আপনি যথাযথ অনুমান করেছেন। হ্যাঁ, আমার ডাক্তারি ডিগ্রী আছে বটে। তবে আমার কিছু বিশেষ যোগ্যতার দিকও আছে। আমি

কাঁকড়া আর অন্যান্যবিজ্ঞানী। অবশ্য আমার উপাধি আমি বয়ে বেড়াই না। আপনাকে সম্ভবতঃ আমার কথাই কিছুটা বিশ্বাস করে নিতে হবে, যদিও আমাকে লেখা কিছু চিঠি আমি দেখাতে পারবো, আর কিছু আদালত সংক্রান্ত কাগজপত্র, যাতে আপনার বিশ্বাস জন্মাতে পারে। আমি সাধারণতঃ বিশেষ কাজই গ্রহণ করি আর তা ডাক্তারী-সংক্রান্ত ব্যবহার শাস্ত্র। দৈনন্দিন জীবনের সহজ সরল ভাষায় বলতে গেলে আমি বিশেষ বিশেষ অপরাধী মস্তিষ্ক সম্পর্কেই আগ্রহী। এ নিয়েই বহু বছর গবেষণা চালিয়েছি। এ বিষয়ে বহু বইও আমি রচনা করেছি, তার মধ্যে কয়েকটিকে তীব্র সমালোচনাও করা হয়েছে— কয়েকটি বিশেষ সম্পাদকতেও হয়ে আমার মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল বিশেষ কঠিন কোন কাজ আমি গ্রহণ করি না, একমাত্র যেসব বিষয় আমাকে শুধু আকৃষ্ট করে তাই-ই আমি গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে আমার সামনে এমন কিছু ঘটে যায় যাতে আমার আগ্রহ জাগে। যেসব জিনিস খুব আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এসব নিশ্চয়ই আপনার কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে?'

'মোটেই নয়,' মিস মার্পল বললেন। 'আমি বরং আপনার এই কথায় আশা করছি আপনি আমাকে এমন কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন যা মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তিনি বিশেষ কোন কাজে আমাকে নামতে বলে গেছেন কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে যাননি। তিনি এটা গ্রহণ করার জন্যই দিয়ে গেছেন আর তা সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেই। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে তার পক্ষে অত্যন্ত বোকামিরই কাজ হয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি সেটা গ্রহণ করেছেন?'

'হ্যাঁ আমি গ্রহণ করেছি। আমি আপনাকে সব কথাই বলছি। এর মধ্যে কিছু অর্থকরী ব্যাপারও ছিলো।'

'এটাই কি আপনাকে এ কাজে এনেছে?'

দু-এক মুহূর্ত চুপচাপ রইলেন মিস মার্পল, তারপর কথা বললেন।

'আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, তবু আমার জবাব হবে ঠিক তাই নয়।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। তবে আপনার আগ্রহ জেগে উঠেছিলো। ঠিক এই কথাই আপনি আমাকে বলতে চাইছেন।'

'হ্যাঁ। আমার আগ্রহ জেগে ওঠে। আমি মিঃ র‍্যাফায়েলকে কোনভাবে

জানতাম না, হালকাভাবে বিশেষ এক সময়েই 'শুধু—কয়েক সপ্তাহই হবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে। আমার মনে হচ্ছে একটু আধটু এটা আপনি জানেন।'

'আমি জানি ওখানেই মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়—আর কি বলবো—ওখানেই আপনারা একসঙ্গে কাজ করেন।'

মিস মার্পল একটু চিন্তিতভাবে তাকালেন। 'ও' তিনি বলে উঠলেন, 'একথা তিনি বলেছিলেন বলছেন?'

'হ্যাঁ তিনি বলেছিলেন', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'তিনি এও বলেছিলেন অপরাধমূলক ব্যাপারে আপনার অদ্ভুত সাবলীলতা আছে।'

মিস মার্পল তাকাতে তার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হলো।

আমার মনে হয় এটা আপনার কাছে খুব অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে', তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার আশ্চর্য লাগছে?'

'আমি কদাচিৎ নিজেকে কোন কিছু ঘটতে দেখে আশ্চর্য হতে দিই,' বললেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড। 'মিঃ র‍্যাফায়েল অত্যন্ত বিচক্ষণ আর কৌশলী মানুষ ছিলেন, আর মানুষ সম্পর্কে বিচারশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে আপনিও মানুষ সম্বন্ধে বিচার করার ক্ষমতার অধিকারী।'

'আমি নিজেকে মানুষের সম্বন্ধে সুবিচারক মনে করতে চাই না,' মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আমি শুধুমাত্র বলতে চাই কোন কোন মানুষ অন্য মানুষের কথাই আমাকে মনে করিয়ে দেয় আর তাই আমি তারা কোন পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে সেটা আগেই অনুমান করে নিতে সক্ষম হই। আপনি যদি ভেবে থাকেন এখানে আমার যা কিছু করণীয় তার সবকিছুই আমি জানি, তাহলে ভুল করবেন।'

'কোন পরিকল্পনা ছাড়াই প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন এবার, 'এখানে এই উপযুক্ত স্থানে বিশেষ কোন আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এখন জমায়েত হয়েছি। আমরা অদৃশ্য থাকতে পারিনি তবে আমাদের কথা সহজে আড়ি পেতেও শোনা যাবে না। আমরা কোন জানলা বা দরজার কাছেও নেই এবং আমাদের উপরে কোন বারান্দা বা জানলাও নেই। অতএব আমরা কথা বলে চলতে পারি।'

'সেটা আমার পছন্দসই ব্যাপারই হবে' মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আমি আবার বলতে চাই আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি আমাকে কি করতে হবে বা কি করছি সেই সম্বন্ধে। আমি জানি না মিঃ র‍্যাফায়েল এরকম কিছু কেন ভেবেছিলেন।'

'আমার মনে হয় সেটা আমি অনুমান করতে পারি', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'তিনি চেয়েছিলেন কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার দিকেই আপনি এগিয়ে যাবেন, সে বিষয়ে অন্যে কে কি বলতে চায় তা নিয়ে আপনার কোন পূর্বাহ্নে মতামত জাগ্রত হবে না।'

'তাহলে আপনিও আমাকে কিছু বলতে পারছেন না?' মিস মার্পলকে একটু বিরক্ত বলেই মনে হলো। 'বাস্তবিক। এসবের একটা সীমা আছে।'

'হ্যাঁ' জবাব দিলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড। হঠাৎ হাসি খেলে গেলো তার মুখে। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমাদের অবশ্যই এইসব সীমার বাধা কিছুটা দূর করতে হবে। আমি আপনাকে কতকগুলো ঘটনার কথা জানাবো তাতে ব্যাপারটা আপনার কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে আপনিও আমাকে কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।'

'আমার তাতে সন্দেহ আছে,' মিস মার্পল বললেন। 'হয়তো দু-একটা অদ্ভুত ইঙ্গিতই মাত্র, কিন্তু ইঙ্গিত তো ঘটনা বা তথ্য নয়।'

'অতএব—,' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলতে গিয়েই থামলেন।

'ঈশ্বরের দোহাই, কিছু বলুন এবার', মিস মার্পল বলে উঠলেন।

বারো ॥ পরামর্শ

'খুব দীর্ঘায়িত করবো না আমার বক্তব্য। আমি সরলভাবেই ব্যাখ্যা করে জানাবো কি করে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। আমি মাঝে মাঝে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হয়ে কনফিডেন্সিয়াল অ্যাডভাইসারের কাজ করে থাকি। আমি এছাড়াও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অপরাধের অনুষ্ঠানের যারা বিশেষ ধরণের অপরাধীদের থাওয়া'ও থাকার বন্দোবস্ত করে থাকে, যাদের বিশেষ কোন কাজের জন্য সন্দেহভাজন মনে করা হয়ে থাকে। তারা সেখানে থাকে যাকে বলে মহামান্য মহারানীর আতিথ্যেই, কখনও কখনও বেশ কিছু সময়ের জন্য আর তাদের বয়সের অনুপাত অনুসারে। তারা যদি বিশেষ কোন বয়সের কম বয়সের হয় তাহলে তাদের বিশেষ এক ধরণের প্রতিষ্ঠানেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আপনি এটা বুঝতে পারছেন অবশ্যই, সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ। আপনি কি করতে চাইছেন বুঝতে পেরেছি।'

'সাধারণতঃ আমার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়, কি বলে—কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকার পর। এসব ব্যাপারকে রোগ নির্ণয় করার মতোই বিচার করে দেখা, সুযোগের সম্ভাব্যতা, নিরাময়ের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা বিচার করা, এইসব নানারকম খুঁটিয়ে দেখাই আমার করণীয়। এসব ব্যাপার এমন কোন কিছু নয় আর আমি তার মধ্যে যেতে চাই না। তবে প্রায়ই আমার পরামর্শ ওই রকম কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশেষ কোন কারণে গ্রহণ করে থাকেন। এই ব্যাপারে আমি আহ্বান পাই কোন বিশেষ এক দপ্তর থেকে—এটা আমার কাছে আসে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে। আমি ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য যাই। সেই অধিবাসীদের বন্দী বা রোগী যাই বলুন না কেন, আসলে তাদের ভালোমন্দের জন্য দায়ী সেই পরিচালকের সঙ্গেই দেখা করতে যাই। কার্যতঃ তিনি আমার একজন বন্ধুও। বহুদিনের পরিচিত বন্ধু বিশেষই তিনি—তবে সেরকম মাত্রাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। আমি সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা করতে পরিচালক তার সমস্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। তিনি বিশেষ একজন বাসিন্দার কথাই আমাকে জানিয়েছিলেন। তারা ওই বাসিন্দা সম্বন্ধে খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তার বিশেষ কিছু সন্দেহ ছিলো। এটা ছিলো একজন তরুণ যুবকের সম্পর্কে—বা তরুণত্ব প্রাপ্ত একজন সম্বন্ধে—সে প্রায় বালকই ছিলো বলা যায় ওখানে যখন সে আসে। এটা আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। সময় কেটে চলতে, আর বর্তমান পরিচালক এখানে আসার পর (তিনি তরুণটি আসার সময় এখানে ছিলেন না), তিনি একটু চিন্তায় পড়ে যান। তিনি একজন পেশাদার মানুষ হওয়ার জন্যই নয়, বরং তিনি অপরাধী রোগী বা বন্দীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে। আরও সরল করে বললে, এই ছেলেটি তার প্রথম যৌবনকাল থেকেই সম্পূর্ণ অযোগ্যভাবেই পরিচয় দিয়ে চলেছিলো। আপনি একে যা কিছুই বলতে পারেন, তরুণ বিপথগামী, তরুণ ঠগ, খারাপ লোক বা দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ। অনেক ধরণের বিশেষণই আছে। এর কিছু কিছু খাপ খায়, কিছু খাপ খায় না—কিছু আবার ধাঁধায় ফেলে দেয়। সে অপরাধী তো বটেই। এটা নিশ্চিত। সে ডাকাত দলে যোগ দিয়েছিলো, সে লোকজনকে আক্রমণ করেছিলো, সে চোরও ছিলো, চুরি করেছিলো, জালিয়াতি আর তহবিল তছরূপ করেছিলো, জোচ্চুরিতে হাত পাকিয়েছিলো, সে কিছু জালিয়াতিতে অংশ নেয়। আসলে, সে একেবারে মেন সে তার পিতার দুঃখস্বরূপ

কারণ কি ?'

'ওঃ, বুঝেছি', মিস মার্পল বললেন।

'কি বুঝেছেন তাহলে, মিস মার্পল ?'

'মানে, আমি যা বুঝেছি বলে দেখছি তাহলো আপনি মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের কথাই বলছেন।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের সম্পর্কেই বলছি। তার সম্পর্কে আপনি কি জেনেছেন ?'

'কিছুই না', বললেন মিস মার্পল। 'আমি শুধু শুনেছি—আর তাও মাত্র গতকাল—যে মিঃ র‍্যাফায়েলের কোন, একটু হালকাভাবে বললে, এক অপরাধী বা অযোগ্য ছেলে আছে। কোন অপরাধী তালিকাভুক্ত সন্তান। আমি তার সম্পর্কে অতি সামান্যই মাত্র জানি। সে কি মিঃ র‍্যাফায়েলের একমাত্র সন্তান ?'

'হ্যাঁ, সে মিঃ র‍্যাফায়েলের একমাত্র ছেলে। তবে মিঃ র‍্যাফায়েলের আরও দুটি মেয়েও ছিলো। তাদের একজন চোদ্দ বছর বয়সে মারা যায়—অন্য মেয়েটি বিয়ে করার পর সুখেই আছে, তবে তার কোন সন্তান নেই।'

'তার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের কথা।'

'সম্ভবতঃ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'তবে কেউ বলতে পারে না। ওঁর স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই আর আমার বিশ্বাস এটা হওয়াও সম্ভব, স্ত্রীর মৃত্যু তাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে, যদিও সেটা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না আদৌ। নিজের ছেলে আর মেয়েদের সম্পর্কে তিনি কতোটা ভাবতেন জানি না তবে তাদের ভরন পোষণ করতেন। তিনি তাদের জন্য তার যথাসাধ্যই করেছেন। তিনি ছেলের জন্য সবচেয়ে ভালো কিছুই করেছিলেন, তবে তাঁর মনোভাব কি রকম ছিলো কেউ বলতে পারে না। একভাবে বিচার করার পক্ষে তিনি যে রকম সহজ ছিলেন না। আমার ধারণা তার সারা জীবনের একমাত্র ধ্যানই ছিলো আরও অর্থ রোজগার। এটা করার মধ্যেই, অন্যান্য বড়ো বড়ো অর্থনীতিকের মতোই তার সব আনন্দ আর সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিহিত ছিলো। অবশ্য এর মাধ্যমে যে টাকা আয় করেছেন তা নয়। এটা একরকম উঁচু [illegible] নেই বাড়তো বেশি টাকা রোজগারেরই মতো ছিল। তিনি [illegible]। তিনি [illegible] আনন্দ পেতেন। তিনি [illegible]।

'[illegible] ধারণা [illegible] বা [illegible] সবই [illegible]।

[illegible] তাকে নতুন [illegible] [illegible] বাঁচিয়ে [illegible], [illegible] [illegible] জন্য তিনি ভালো আইনের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেন, তবে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কিছু বাঁধা তার পূর্বোক্ত বা [illegible] হয়েছে। [illegible] আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এক অপরাধী মেয়ের উপর অত্যাচারের অভিযোগে। অভিযোগ ছিলো অত্যাচারের সঙ্গে ধর্ষণ করা এবং তাকে বিচারদিনের জন্য জেলও খাটতে হলো, যদিও অল্প বয়সের জন্য শাস্তি কিছুটা হালকাই হয়েছিলো। কিছু পরে, দ্বিতীয় আর সত্যিই সাংঘাতিক এক অভি-যোগ তার বিরুদ্ধে আনা হলো।'

'সে একটি মেয়েকে খুন করেছিলো', মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'কথাটা ঠিক? একথাই আমি শুনেছি।'

'সে একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে ফুসলে নিয়ে যায়। এটা ওই মেয়েটির দেহ খুঁজে পাওয়ার বেশ কিছু আগে। তাকে গলাটিপে মারা হয়েছিলো। আর এরপর তার মুখ আর মাথা কোন ভারি পাথর বা লোহার আঘাতে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হয়েছিলো—সম্ভবতঃ তার পরিচয় গোপন রাখার জন্যই।'

'খুব ভালো কাজ অবশ্যই নয়', মিস মার্পল তার সেই প্রাচীনতা সুলভ কণ্ঠস্বরে বলতে চাইলেন।

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড দু-এক মিনিট তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি একে এইভাবে বর্ণনা করছেন?'

'এটা আমার কাছে এই রকমই মনে হয়', মিস মার্পল বললেন। 'আমি এ ধরনের জিনিস ভালোবাসি না। কোনদিনই পারিনি। আপনি যদি ভেবে থাকেন, আমি এই রকম ব্যাপারে জন্য সহানুভূতি, দুঃখ, বা এই রকম কিছু অসমাজতা বা [illegible] খারাপ পারিপার্শ্বিকতাই এজন্য দায়ী একথা বলবো, [illegible] [illegible] [illegible] এই ভাবে খুনের কথা, বা তার জন্য [illegible] [illegible] [illegible], তাহলে জানাচ্ছি আমি সেরকম কিছু করতে রাজি নই। যারা অন্যায় [illegible] [illegible] সেই সব অপরাধী-মানসিকতার কাউকে আমি পছন্দ করি না।'

'[illegible] খুশি হলাম', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'আমার অভিজ্ঞতার [illegible] আমি কি দেখলাম না অদ্ভুত [illegible] [illegible] করা আর [illegible] [illegible] কথা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য দায়ী [illegible] [illegible] [illegible] বা বিশ্বাস করতে পারবেন না

[illegible]

[illegible] তারা শাস্তিতে না থেকেই জগতে এসেছে আমাদের তাদের মতো' অন্য [illegible] জন্মায়নি। যেমনভাবে যারা তাদের অনুকম্পা দেখাতেই হবে, হ্যাঁ, তবে এটা করতে হবে তাদের জন্মকে ধরে নিয়ে, জন্মের সঙ্গে যে চরিত্র বা কলকাঠি নিয়ে তারা জন্মেছে তাকে নিয়েই যার উপর তাদের কোন হাত থাকে না। আমি মৃগীরোগীদের এইজন্য অনুকম্পা বোধ করি। আপনি বংশানুক্রম কাকে বলে যদি জানেন—।'

'একটু আধটু জানি', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'এটা আজকাল সাধারণ ব্যাপার। যদিও এর সম্বন্ধে সঠিক রাসায়নিক, প্রযুক্তিগত কোন জ্ঞানই আমার নেই।'

'ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, সেই অভিজ্ঞ মানুষটি আমাকে জানালেন ঠিক কি বিষয়ে তিনি আমার মতামত জানার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অত্যন্ত গভীর ভাবেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন তার ওই বাসিন্দাটির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে—সরলভাবে বলতে গেলে ছেলেটি আদৌ খুনী নয়। তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি ছেলেটি খুনে ধরণের কেউ। আগে যে সব খুনেদের তিনি দেখেছেন এ ছেলেটি তাদের মতো ছিল না। তার মত হলো, ছেলেটি এমন এক অপরাধী চরিত্রের যে কোন ব্যাপারে সোজাসুজি এগিয়ে চলে না, তাকে যেরকম ব্যবহারই করা হোক, সে কিছুতেই বদলে যাবে না। আর সহজ কথায় তার জন্য কিছু করাও যায় না, তবুও একই সময়ে তিনি ভাবতে চাইছিলেন দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে যে তার সম্পর্কে যে রায় দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে ছেলেটি কোন মেয়েকে হত্যা করে তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে তারপর তাকে কোন নালায় ফেলে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো। একথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। তিনি খতিয়ে আর এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন—সেখানে দেখেছেন সবই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এই ছেলেটি মেয়েটিকে জানতো, তবে তার সঙ্গে নানা জায়গায় অপরাধের আগে দেখা যায়। তা বোঝা যায় সহবাস করে-ছিলো, এছাড়াও অন্যান্য বিবাদও ছিলো। ছেলেটির গাড়ি এই অঞ্চলে দেখা গিয়েছিলো। তাকে সনাক্ত করা গিয়েছিলো, এছাড়া অন্যান্য নানা দিকও ছিলো। খুবই পরিষ্কার মামলা। তবে আমার এই বন্ধু খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি এমন একজন মানুষ যার মতামতের প্রতি আমার [illegible]

বিচারে। তিনি অন্য কোন মতামত চাইছিলেন। তিনি আসলে চাইছিলেন, পর্নিলিসের মতো নয়, এটা তিনি জানতেন, তিনি চাইছিলেন পেশাদারী ডাক্তারী মতামত। এটা আমারই এলাকা তিনি বলেছিলেন। তিনি চাইছিলেন আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে ওর সঙ্গে কথা বলি, আর পেশাদারী পদ্ধতিতে ব্যাপারটা অনুধাবন করে তাকে মতামত জানাই।'

'খুব আগ্রহের ব্যাপার', মিস মার্পল বললেন। 'হ্যাঁ, সত্যি ভারি আগ্রহের ব্যাপার। যাই হোক না কেন, আপনার এই বন্ধু অর্থাৎ পরিচালক ভদ্রলোক—একজন অভিজ্ঞ মানুষই, যিনি ন্যায় পছন্দ করেন। তিনি এমন একজন মানুষ যার কথা শোনার জন্য আপনারও আগ্রহ হবে। অতএব ধরে নেওয়া চলে আপনি তার কথা শুনেছেন।'

'হ্যাঁ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জবাব দিলেন, 'আমার আগ্রহ জেগেছিলো। আমি মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, আমি বিভিন্ন ভাবেই তার কাছে অগ্রসর হয়েছিলাম। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, আইনের যেসব নানা পরিবর্তন হতে পারে তাও আলোচনা করি। আমি ওকে বলেছিলাম এটা হয়তো সম্ভব হবে একজন আইনজ্ঞ এনে, একজন সরকার পক্ষের আইনজ্ঞ এনে, তার পক্ষে কি কি বিষয় যেতে পারে ইত্যাদি। আমি তার কাছে একজন বন্ধুর মতোই গিয়েছিলাম আর এক হিসেবে একজন শত্রু হিসেবেও—এছাড়াও আমি বেশ কিছু বাস্তব পরীক্ষাও করি, যেমন আজকাল করা হয়। সে সব আমি উল্লেখ করবো না কারণ সে সবই প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কি মনে হয় আপনার ?'

'আমি মনে করেছিলাম', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আমার বন্ধু সম্ভবতঃ ঠিক বলেছিলেন। আমি ভাবতে পারিনি মাইকেল র‍্যাফায়েল একজন খুনী।'

'তাহলে আগের যেসব ঘটনার কথা বলেছিলেন সেগুলি ?'

'সেগুলো ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিলো সেটা ঠিক। তবে জুরীদের মনে আসেনি নয়। কারণ তারা এসব ঘটনার কথা আগে শোনেনি, বিচারক যতক্ষণ না বিষয়টা প্রস্তুত করেছিলেন। তাই এটা বিচারকের মনেই দাগ কেটে যায়। এটাই ওর বিরুদ্ধে যায়—তবে আমি পরে নিজে কিছু অনুসন্ধান চালাই। সে একটি মেয়ের উপর অত্যাচার করেছিলো। সম্ভবতঃ তাকে সে ধর্ষণও করে, তবে সে খুনের পরিকল্পনা করার চেষ্টা করেনি, আর আমার মতে—আমি খুব জোরালো ভাবেই, এটা তারই অনেক আগে ঘটেছে যে কোন নিষ্ঠুর কাজের কথা

ছিলো। দেখো, আপনাকে মনে রাখতেই হবে, আজকাল অনেক বেশি পরিমাণে আগের দিনের চেয়ে দীর্ঘতা হতে চায়। তাদের বাবারা বারবার বলে থাকেন একে তারা যেন দর্পণ বলে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছেলেটির বন্ধু ছেলেবন্ধুই ছিলো—যাদের সঙ্গে ও বন্ধুদের দের বাইরের সীমানাতে এগিয়ে গিয়েছিলো। আমার মনে হয়নি এটা ওর বিরুদ্ধে খুব বড়ো সাক্ষ্য হিসেবে মনে হতে পারে। আসল হত্যার ঘটনাটি—হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই খুনের ঘটনা—তবে আমি নানা পরীক্ষার মাধ্যমে, শারীরিক, মানসিক, মনস্তত্ত্বের—সবকিছুর মাধ্যমেই করে দেখেছি এর কোনটাই ওই বিশেষ অপরাধের সঙ্গে মেলেনি।'

'তাহলে আপনি কি করেছিলেন?'

'আমি মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাকে জানাই আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই তার ছেলের সম্বন্ধে আলোচনা করতে। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। আমি তাকে জানাই যে আমি কি ভেবে-ছিলাম আর প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও কি ভেবেছিলেন। তবে আমাদের এমন কোন প্রমাণ নেই আবেদন করার মতো, তবে আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি বিচারের কোথাও কোন ফাঁক রয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম যে আমার মনে হয় সম্ভবতঃ কোন অনুসন্ধান চলতে পারে, তবে সেটা খরচসাপেক্ষ হবে, তাতে এমন কোন তথ্য মিলতে পারে যেগুলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে রাখা যেতে পারে—এটা সফল হতে পারে আবার অসাফল্যও আসতে পারে। হয়তো প্রমাণ কোথাও থাকলেও থাকতে পারে যদি খুঁজে দেখা যায়। আমি জানাই এটায় অনেক খরচ হতে পারে, তবে এটাও তাকে বলি তার মতো মানুষের এতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। এর মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মিঃ র‍্যাফায়েল অত্যন্ত অসুস্থ মানুষ। তিনি একথা নিজেই আমাকে জানিয়ে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি শীগগিরই মৃত্যুর আশঙ্কা করে চলে-ছিলেন। তাকে দু'বছর আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিলো মৃত্যু হয়তো একবছরের মধ্যেই হতে পারে—তবে তারা বুঝেছিলেন আরও ক বছরের মধ্যে মৃত্যু হবে না, তার অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তিই এর কারণ। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তার ছেলের সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন?'

'তিনি তার ছেলের সম্বন্ধে কি ভেবেছিলেন?' মিস মার্পল বললেন।

'আহ, আপনি সেটা জানতে চান? আমিও ভেবেছিলাম। আমার মনে হয় তিনি আমার সঙ্গে খুবই খোলাখুলি কথা বলেছিলেন, এমন কি সত্যিও—'

"—খাঁটিও একটু বিভ্রান্ত নির্দোষ ?" মিস মার্পল বললেন।

হ্যাঁ মিস মার্পল। আপনি সঠিক কথাটাই ব্যবহার করেছেন। তিনি নির্দোষ মানুষই ছিলেন, তবে একজন সঠিক আর ন্যায়পরায়ণ মানুষ। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি জানি আমার ছেলে ক'বছর ধরে কি রকম। আমি তাকে বদলের চেষ্টা করিনি কারণ আমি বিশ্বাস করি না কেউ তাকে বদলে দিতে পারে। সে নিজের পথই তৈরি করেছে। সে বিকৃত। সে অত্যন্ত খারাপ ধাতের। ওসব সময়েই গোলমালে পা বাড়াবে। ও অসৎ। কেউ কোন ভাবে তাকে সোজা রাস্তায় চালাতে সক্ষম হবে না। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এক হিসেবে বলতে গেলে ওর সম্বন্ধে আমি আমার হাত ধুয়ে ফেলেছি। যদিও আইনত বা বাইরের দিকে না হলেও সে টাকা চাইলেই তা পেয়েছে। পেয়েছে আইনগত বা অন্যান্য সাহায্য যখনই সে ঝামেলায় পড়েছে। আমি সব সময়েই যা করতে পেরেছি তাই করেছি। যাই হোক, এটাই বলতে চাই, আমার একটি ছেলে ছিলো যে রুগ্ন, যে অসুস্থ, যে রোগাক্রান্ত, আমি তার জন্য যা করা দরকার তাই করবো। আপনার কোন ছেলে থাকলে সে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হলে, যার কোন নিরাময়ের আশা নেই, তাহলে কি করতেন ? আমার করণীয় যতটুকু তাই আমি করেছি। কমও নয় বেশিও নয়। তার জন্য এখন আর কি করতে পারি ?" আমি তাকে বলি এটা নির্ভর করে তিনি কি করতে চান তারই উপর। "তাতে কোন অসুবিধা নেই" তিনি বললেন "আমি অশক্ত, তবে আমি কি করতে চাই সেটা পরিষ্কার। আমি চাই তার অপরাধের যথার্থ দিকটাই বিচার করতে, সত্যিই সে যদি তা করে থাকে। আমি চাই তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে। আমি চাই তাকে তার ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করতে দিতে—সে নিজে যেরকম জীবন যাপন করতে চায়। সে যদি আরও অসৎ জীবন যাপন করতে চায় তাহলে সেটা সে করতে পারে। আর তার জন্য সংস্থান রেখে যাবো, যা করা সম্ভব তা আমি সবই করে যাবো। আমি চাই না সে বন্দীশালায় থেকে যন্ত্রণা বিদ্ধ হোক, তার জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হোক, যেহেতু একটা স্বাভাবিক আর দুর্ভাগ্যজনক ভুল ঘটে গেছে। অন্য কেউ যদি মেয়েটিকে হত্যা করে থাকে, তাহলে আমি চাই সে ঘটনা প্রকাশিত হয়ে সকলে জানুক। আমি মাইকেলের জন্য ন্যায় বিচার চাই। কিন্তু আমি অশক্ত। আমি অত্যন্ত দুর্বল একজন মানুষ। আমার জীবন এখন বছর বা মাসে নয় সেই গণনা সপ্তাহে এসে দাঁড়িয়েছে।"

'কোন আইনজ্ঞ—', আমি বলতে গিয়েছিলাম—'একটা আইনজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আছে—' কিন্তু তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন "আপনার আইনজ্ঞদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাদের কাজে লাগাতে পারেন তবে কাজে আসবে না। আমিই ব্যবস্থা করবো যা আমার পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব।" তিনি সত্য আবিষ্কার করার জন্য মোটা পারিশ্রমিক ঘোষণা করে বলেন এজন্য খরচ কোন রকম বাধা হবে না। "আমি নিজে কিছুই প্রায় করতে সক্ষম নই, মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। আপনাকে তাই আমি আমার প্রধান সাহায্যকারী বলেই মনে করছি, আর আপনাকে আমার অনুরোধ মতো সাহায্য করার জন্য একজনকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করবো।" তিনি আমাকে একটি নাম লিখে দেন। মিস জেন মার্পল। তিনি বলেছিলেন, "আমি তার ঠিকানা আপনাকে দিতে চাই না। আমি চাই আপনার সঙ্গে তার দেখা হোক আমার নিজের পছন্দ মতো পারিপার্শ্বিক অবস্থায়।" এরপরেই তিনি এই ভ্রমণের কথা জানালেন, এই চমৎকার নির্মল, নিরীহ ঐতিহাসিক গৃহ, কেল্লা আর বাগানের ভ্রমণ। তিনি বলেছিলেন, তিনি আমার জন্য বিশেষ একটি দিনের আগেই আসন সংরক্ষণ করে রাখবেন। "মিস জেন মার্পল", তিনি জানিয়েছিলেন "আপনার ওই ভ্রমণে সহযাত্রী হয়ে যাবেন। আপনি ওখানেই তার সাক্ষাৎ পাবেন, আপনি আকস্মিকভাবে তার সঙ্গে পরিচিত হবেন, আর এটাকে তাই হঠাৎ পরিচয় বলেই মনে হবে।"

'আমার নিজের সময় আর সুযোগ আমাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য যদি সেটাই উপযুক্ত বলে মনে হয়। আপনি ইতিমধ্যে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি বা আমার সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বন্ধুর কোন সন্দেহ করার কারণ ছিলো কিনা, অন্য কাউকে আমরা সন্দেহ করেছি কি না এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। আমার বন্ধু পরিচালক এ ধরনের সন্দেহের কথা আদৌ বলেননি। আর ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাপারটি এই মামলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকেও জানিয়েছিলেন। অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন এক একজন ডিটেকটিভ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তার এসব ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতাও ছিলো।'

'কোন অন্য ব্যক্তির ধারণা মনে হয়নি? মেয়েটির কোন বন্ধু? অন্য কোন মানের বন্ধু যাকে কৌশলে বদলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে', মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

'এ ধরনের কিছু খুঁজে পাওয়ার মতো ছিলো না। আমি কি

র‍্যাকারেনকে আপনার সম্বন্ধে আরও কিছু জানাতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অবশ্য কিছু বলতে রাজি হননি। শুধু বলেছিলেন আপনি বন্ধু। তিনি বলেছিলেন আপনি এমন একজন মানুষ যিনি মানুষ সম্পর্কে জানেন। তিনি আরও একটি কথা জানিয়েছিলেন', একটু থামলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

'সেটা কি?' মিস মার্পল বললেন। 'আমার একটু স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা হয়েছে নিশ্চয় বুঝবেন। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না আমার সত্যি এমন কোন সুবিধা থাকা সম্ভব। আমার দৃষ্টিশক্তিও সেই আগের মতো নেই। আমি এও মনে করি না আমার বিশেষ কোন সুবিধা থাকা সম্ভবপর, আর আসলে বাস্তবে, আমাদের মতো মানুষ সম্পর্কে যা বলা হতো তা হলো 'খাঁটি ভালোমানুষ'। আমার সম্পর্কে মিঃ র‍্যাফায়েল এরকম কিছু বলেছিলেন?'

'না', জবাব দিলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড। 'তিনি যা বলেছিলেন তা হলো তিনি ভাবতেন আপনার অদ্ভুত কিছু আন্দাজ করার চমৎকার ক্ষমতা আছে।'

'ও!' মিস মার্পল বলে উঠলেন। তিনি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড তাকে লক্ষ্য করে চলেছিলেন।

'আপনি কি বলবেন এটা সত্যি?' তিনি বললেন।

'হয়তো তাই। হ্যাঁ, সম্ভবতঃ তাই। আমার জীবনের নানা সময়ে আমি অনেকবারই অনুভব করেছি, আর বুঝতে পেরেছি কাছাকাছি কোথাও চারপাশের গভীর মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে, কোন অদ্ভুত কিছু জড়ানো কেউ আমার কাছে আছে—এবং যা কিছু ঘটে চলেছে তার সঙ্গে সে জড়িত।'

মুখ তুলে প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন মিস মার্পল।

'এটা অনেকটা, হয়তো বুঝবেন', মিস মার্পল আবার বলে চললেন, 'জন্মের সময় সূক্ষ্ম ঘ্রাণ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করার মতো। অনেক সময় অন্যরা যা অনুভব করতে পারে না সেই ভাবে বেরিয়ে আসা গ্যাসের গন্ধ টের পাওয়ার মতোই। এক গন্ধের সঙ্গে অন্য কোন গন্ধ আলাদা করে চেনার মতো। আমার এক ঠাকুমা ছিলেন', চিন্তিত ভাবে বলে চলতে লাগলেন মিস মার্পল, 'তিনি, কোন লোক মিথ্যা বললে তার গন্ধ পেতেন। তিনি বলতেন তার নাকে বিশেষ গন্ধ এসে ঢুকতে চায়। আমার অবশ্য জানা নেই এটা সত্যি

দিনা তবে—বয়েসটা যেতে তিনি সাঁতাই কাটছে ছিলেন। তিনি একবার আমার কাকাকে বলেছিলেন, "আজ সকালে যে ছোকরার সঙ্গে কথা বলছিলে তাকে কাজে লাগিও না, জ্যাক। সে সারাক্ষণ তোমাকে মিথ্যে বলে যাচ্ছিলো" সেটা শেষ পর্যন্ত সাঁত্য বলেই জানা যায়।'

'অদ্ভুত জানার শক্তি', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন, 'যাক, যদি কখনও এটা টের পান তাহলে আমাকে জানাবেন। জানতে পারলে খুশি হবো। আমি অবশ্য ভাবিনা অদ্ভুতকে জানার কোন ক্ষমতা আমার আছে। খারাপ স্বাস্থ্য বুঝি, তবে—অদ্ভুত কোন কিছু এখানে থেকে না', তিনি কপালে টোকা মারলেন।

'আমি বরং আপনাকে অল্প কথায় এখন অবধি কিভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম সেটুকু জানাই', মিস মার্পল বললেন। 'মিঃ র‍্যাফায়েল মারা গেলেন। তার আইনজ্ঞরা আমাকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সে সময় তারা আমাকে একটা প্রস্তাব দিলেন। আমি মিঃ র‍্যাফায়েলের একটা চিঠিও পেলাম, কিন্তু তাতে তিনি কিছুই ব্যাখ্যা করেন নি। এরপর বহুদিন আমি কোন সংবাদ পেলাম না। তারপর এই ভ্রমণ সংস্থার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা মিঃ র‍্যাফায়েল তার মৃত্যুর আগে এই ভ্রমণের জন্য আমার হয়ে একটা আসন সংরক্ষিত করে গেছেন, যে ভ্রমণ আমার কাছে খুব আনন্দজনকই হবে। তিনি এটা আমাকে একটু অবাক করে দিতেই করেছিলেন উপহার হিসেবে। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও এটা আমাকে যে কাজ করতে হবে তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই ধরে নিই। আমাকে এই ভ্রমণে যেতে হবে আর ধরে নেওয়া যেতে পারে ভ্রমণের মধ্যেই আর কোন সূত্র বা কিছু আমার কাছে উপস্থাপিত হবে। আমার ধারণা তাই হয়েছে। গতকাল, না, তার আগের দিন, আমার এখানে উপস্থিতির দিনেই তিনজন মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন—তারা কাছেই এক পুরনো জমিদার ভবনে থাকেন। তারা অনুগ্রহ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। তারা মিঃ র‍্যাফায়েলের কাছে শুনেছিলেন বললেন যে তার এক পুরনো বন্ধু এই ভ্রমণে আসবেন আর তারা দুই বা তিন দিন তাকে আশ্রয় দিতে পারবেন তারই অনুরোধ মত। কারণ তার পক্ষে হয়তো উঁচু খাড়া পথ বেয়ে একটা মিনার দেখে আসা সম্ভব-পর হবে না। গতকালের ভ্রমণ সেইখানেই ছিলো।'

'আর আপনি এটাকেও আপনার করণীয় কিছুর একটি বলেই গ্রহণ করলেন?'

'অবশ্যই', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আর কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি এমন মানুষ ছিলেন না যে বিনা কারণে টাকাপয়সা বিতরণ করবেন— বিশেষতঃ একজন পাহাড়ে চড়ায় অক্ষম কোন বুড়ো মহিলার জন্য। না। উনি চেয়েছিলেন আমি ওখানে যাই।'

'আর আপনি সেখানে গিয়েছিলেন? তারপর?'

'কিছুই না', মিস মার্পল বললেন। শুধু 'তিন বোন।'

'তিন ভুতুড়ে বোন?'

'তাদের ওই নামই হওয়া উচিত ছিলো', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'তবে মনে করি না তারা তাই। সেরকম মনে হয় না তাদের। অবশ্য এখনও জানি না—হয়তো সেরকম কিছু তারা ছিলো বা হতে চলেছে। তাদের দেখে সাধারণ বলেই মনে হয়। ওরা আগে ওই বাড়িটায় থাকতো না। বাড়ির মালিক ছিলেন ওদের কাকা আর ওরা কয়েক বছর আগে ওই বাড়িতে বসবাস করতে এসেছিলো। ওদের অবস্থা আদৌ ভালো নয়, তবে অস্বাভাবিক বা কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো অবশ্যই নয়। ওদের পরস্পরের মধ্যে তফাতও যথেষ্ট। দেখেশুনে মনে হয় না ওরা মিঃ র‍্যাফায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলো। ওদের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছি তাতে এমন কোন কিছুই জানতে পারিনি যাতে কাজ হতে পারে।'

'তাহলে ওখানে থাকার সময় কোন কিছুই জানতে পারেন নি?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড প্রশ্ন করলেন।

'আপনি এইমাত্র যা বলেছেন সেই ঘটনার বিষয়টুকুই মাত্র শুনেছি। ওদের কাছ থেকে নয়। একজন বয়স্ক পরিচারিকার কাছ থেকে—সে স্মৃতিচারণ করছিলো, সে রয়েছে সেই কাকার আমলের সময় থেকে। সে মিঃ র‍্যাফায়েলের নামটাই শুধু শুনেছিলো। তবে সে খুনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলো, ব্যাপারটার শুরু মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের এখানে বেড়াতে আসার সময় থেকে। সে অতি খারাপ ছেলেই ছিলো। তারপর কেমন করে মেয়েটি ওর প্রেমে পড়লো, আর ও তাকে গলাটিপে মারলো, আর ব্যাপারটা কি রকম দুঃখের আর সাংঘাতিক ছিলো, এইসব। ওর বক্তব্য অনেকটাই রঙ চড়ানো', মিস মার্পল বলে চললেন, 'তবে অন্য এক ধরণের কাহিনী আরও জানিয়েছিলো, পুলিশ মনে করে এটাই তার একমাত্র খুন নয়—'

'ওই বাড়ীটা ওই তিন ভুতুড়ে বোনের সঙ্গে জড়ানোর কথা সম্ভব বলে মনে

হয়নি আপনার ?'

'না, শুধু ওরা মেয়েটির অভিভাবিকা ছিলো এইটুকুই শুধু—আর তারা ওকে দারুণ ভালোবাসতো। এর বেশি কিছুই নয়।'

'ওরা হয়তো কিছু জানতে পারে—অন্য কোনো একজন মানুষের কথা ?'

'হ্যাঁ—আর এটাই তো আমরা চাইছি, তাই না ? অন্য একজন কেউ, যে মেয়েটিকে হত্যা করার পর তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করতে ইতস্ততঃ করবে না। এমন একজন মানুষ যে ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে উঠতে পারে। এই ধরণের মানুষও আছে।'

'পুরনো ওই ম্যানর হাউসে আর কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটেনি ?'

'ঠিক সেরকম কিছু নয়। একজন বোন, কনিষ্ঠটি, আমার মনে হয় বার-বার বাগান সম্বন্ধে কথা বলতে অভ্যস্ত। ওর কথা শুনে মনে হয় সে বাগান সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ, কিন্তু তা মোটেও নয়, কারণ সে এ ব্যাপারে অর্ধেক নামই জানে না। আমি দু-একটা ফাঁদ পেতে দেখেছি বিশেষ বিশেষ দুষ্প্রাপ্য চারা সম্পর্কে উল্লেখ করে। সে জানে কিনা প্রশ্নও করেছি। আর তার জবাবে ও বলেছেন 'হ্যাঁ, খুব চমৎকার চারা, তাই না ?' কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি ও কিছুই এ সম্পর্কে জানে না। আমার তাই মনে পড়ছে—।'

'কি মনে পড়ছে ?'

'কথাটা হলো, আপনি ভাববেন বাগান আর চারাগাছ সম্বন্ধে আমি ছেলেমানুষী করতে চাইছি, তবে আমি পাখি আর বাগান সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রাখি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় বাগানের ব্যাপারটাই, আপনাকে বিরত করতে চাইছিলো, পাখি নয়।'

'হ্যাঁ সেটা ঠিক। আপনি এই ভ্রমণে দুজন মধ্য বয়সী মহিলাকে দেখেছেন ? মিস ব্যারো আর মিস কুক ?'

'হ্যাঁ। ওদের লক্ষ্য করেছি। মাঝবয়সী দুজন একসঙ্গেই ভ্রমণ করছেন।'

'হ্যাঁ ঠিক। তবে ওই মিস কুক সম্পর্কে আমি অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছি। এটাই ওর নাম, তাই না ? মানে, ভ্রমণের তালিকায় এই নামই রয়েছে।'

'কেন—ওর কি অন্য নাম আছে ?'

'আমার তাই মনে হয়। আমার সঙ্গে যে দেখা করেছিলো—সে ওই একই ভদ্রমহিলা। অবশ্য দেখা করেছিলেন ঠিক বলবো না, সেন্ট মেরী মিডে, আমি

যে গ্রামে থাকি সেখানে আমার বাগানের সম্বন্ধে উনি খোঁজ করেছিলেন। তিনি আমার বাগান দেখে খুশি হয়ে কথা বলছিলেন। উনি বলেছিলেন তিনি এই গ্রামেই বাস করছেন আর কারও বাগানে কাজ করছেন কিংবা নতুন এক বাড়িতে এসেছেন। আমার বরং মনে হয়', মিস মার্পল বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সব ব্যাপারটাই মিথ্যা। এখানেও মহিলাটি বাগান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সেরকম ভাব দেখালেও সেটা সত্য নয়।'

'উনি ওখানে কেন এসেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

'তখন আমার কোন ধারণা ছিলো না। তিনি বলেছিলেন তার নাম বার্টলেট—আর যার সঙ্গে উনি ছিলেন তার নামের শুরু 'এইচ' অক্ষর দিয়ে, যদিও এখনই মনে পড়ছে না। ওঁর চুল শুধু অন্যভাবে আঁচড়ানো ছিলো না, ওর রঙও আলাদা ছিলো—পোশাকের ধরণও অন্য ছিলো। ভ্রমণের প্রথম দিকে ওঁকে ঠিক চিনতে পারিনি। শুধু অবাক হয়েছিলাম একটু চেনা মনে হচ্ছিলো কেন? তারপর হঠাৎই মনে পড়লো। তাও ওই রঙ করা চুলের জন্যই। আমি বললাম ওকে কোথায় দেখেছি। উনি স্বীকার করলেন সেখানে গিয়েছিলেন—তবে ভান করলেন তিনিও আমাকে চিনতে পারেননি। সব মিথ্যা।'

'আর অন্যসব ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার মতামত তবে কি?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জানতে চাইলেন।

'মানে, একটা কথা নিশ্চয়,—মিস কুক (বর্তমানে এটাই তার নাম) সেন্ট মেরী মিডে এসেছিলেন আমাকে একবার দেখে নিতে—এজন্য আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে তখন যাতে আমাকে চিনতে পারেন।'

'আর এর প্রয়োজন হতো কেন?'

'তা জানি না। তবে হয়তো সম্ভাবনা আছে। তার একটিকে আমার কাছে তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

'আমিও জানি না', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জবাব দিলেন, 'তবে আমারও তেমন ভালো লাগছে না।'

তাঁরা দুজনেই দু-এক মিনিট নীরব হয়েই রইলেন, তারপর কথা শুরু করলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

'মিস এলিজাবেথ টেম্পলের যা ঘটেছে তা আমার ভালো লাগছে না। আপনি ভ্রমণের মাঝখানে তার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ, বলেছি। উনি একটু ভালো হয়ে উঠলেই আবার কথা বলবো—তিনি হয়তো আমাকে বলতে পারেন—আমাদের নিহত মেয়েটি সম্পর্কে কোন

কথা। তিনি এই মেয়েটি সম্বন্ধে আমাকে একটু বলেছিলেন—যে সে খুব সুন্দরী ছিলো, সে মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো—তবে বিয়ে করেনি। পরিবর্তে সে মারা যায়। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কিভাবে আর কেন সে মারা গেলো—তাতে উনি জবাব দিয়েছিলেন একটি মাত্র কথায়—"ভালোবাসা।" আমি ধরে নিয়েছিলাম এর অর্থ আত্মহত্যা—কিন্তু এটা হত্যা। ঈর্ষার বশে হত্যা মানাতে পারে। আরও একজন মানুষ। অন্য কোন মানুষকেই আমাদের খুঁজে পেতে হবে। মিস টেম্পল হয়তো আমাদের বলতে পারবেন সে কে ছিলো।'

'আর কোন অশুভ সম্ভাবনা?'

'আমার মনে হয়, বস্তুতঃ, আমরা চাই সামগ্রিকভাবে কিছু খবর। আমি বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না কোচের যাত্রীদের কারো সম্পর্কে কোন অশুভ কিছু আছে—বা পুরনো ম্যানর বাড়িতে বসবাসকারী কারোও সম্বন্ধেও অশুভ কিছু থাকা সম্ভব। তবে ওই তিন বোনের কেউ ওই মেয়েটি বা মাইকেলের বলা কোন কথা হয়তো মনে রাখতে পারে। ক্লোটিলডা মেয়েটিকে বিদেশে নিয়ে যেতেন। অতএব তার পক্ষে জানা সম্ভব বিদেশ যাত্রার কোথাও কিছু ঘটেছিলো কিনা। এমন কিছু যা মেয়েটি বলে বা করে থাকতে পারে। কোন একজন মানুষ যার সঙ্গে মেয়েটির সাক্ষাৎ ঘটে থাকা সম্ভব। এমন কিছু যা এই পুরনো ম্যানর বাড়ির সঙ্গে যুক্ত না হতেও পারে। এটা খুবই কঠিন কারণ একমাত্র সাময়িক কিছু কথাবার্তার মধ্য দিয়েই শুধু এটা জানা সম্ভব। দ্বিতীয় বোন, মিসেস গ্লাইন, বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন, তিনি বহুদিন কাটিয়েছিলেন ভারতবর্ষ আর আফ্রিকায়। তিনি তার স্বামীর মাধ্যমে কিছু শুনে থাকতে পারেন, যা স্বামীর আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমেও প্রাচীন ওই বাড়ির সঙ্গে জড়িত এমন কিছু। তিনি নিহত মেয়েটিকে অবশ্যই জানতেন, তবে আমার ধারণা অন্য দুজনের চেয়ে কম। তবে তাতে মনে হয় না তিনি কোন বিশেষ কিছু মেয়েটি সম্পর্কে জানতে পারেন না। তৃতীয় বোনটি একটু বোকাসোকার মতন, বেশি স্থানীয়, মনে হয় মেয়েটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও, সে-ও জেনে থাকতে পারে সম্ভাব্য প্রেমিক—বা ছেলেবন্ধুর কথা—হয়তো সে তাকে কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখে থাকতে পারে। ওই যে সে, হোটেলের পাশ দিয়ে চলেছে।'

মিস মার্পল অবশ্য তার কথাবার্তা চালিয়ে যেতে চাইছেন, সারা জীবনের

[illegible] তিনি আর [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারে [illegible] এক [illegible] [illegible] বাড়ি। [illegible], [illegible] সে [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] দৃষ্টি পথে এসে পড়তে চায়।

'[illegible] [illegible]—বড়ো [illegible] হচ্ছে। ও [illegible] [illegible], [illegible] হে। [illegible] রাস্তার ঠিক মোড়ে, তাই না?'

'বাড়ির কাছে একটু ক্যাপা বলেই মনে হচ্ছে', প্রোফেসর [illegible] বলে উঠলেন, 'ওই কোনাচে চুল—মঙ্গোলীয় চুলও বটে—[illegible] [illegible] এক ওকোলিয়া।'

'আমিও ওকোলিয়ার কথা ভেবেছিলাম যখন ওকে প্রথম দেখি। ও, যদি [illegible] এরপর কি করা উচিত। গোল্ডেন বোরে দু-দিন থাকবো না কোচে চেপেই লণ্ডনে যাবো আবার। এ যেন বিচালির গাদায় সুঁচ খোঁজা। আপনি যদি বেশিক্ষণ আঙুল ঢুকিয়ে রাখেন তাহলে হাতে কিছু একটা উঠবেই—একাজ করতে গিয়ে আঙুলে খোঁচা খেলেও।'

তেরো ॥ কালো আর লাল নকশা

দলের সকলে মধ্যাহ্নভোজ শুরু করার ঠিক আগেই মিসেস স্যান্ডবোর্ন ফিরে এলেন। তার আনা খবর ভালো ছিলো না। মিসেস টেম্পল তখনও অজ্ঞান। তাকে কখনই কয়েকদিন সরানো যাবে না।

খবর জানানোর পরেই মিসেস স্যান্ডবোর্ন কথাবার্তা বাস্তব করে তুললেন। যাঁরা লণ্ডনে ফিরতে চান তাদের জন্য ট্রেনের সময় জানিয়ে তিনি অন্যান্যদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা জানালেন। সেটা আগামীকাল বা তার পরের দিনই হবে। কাছাকাছি [illegible] দেখানো হবে [illegible]।

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মিস মার্পলকে [illegible] থেকে বেরোনোর মুখে একপাশে টেনে নিলেন—

'আপনি হয়তো বিকেলে বিশ্রাম করতে ইচ্ছুক। না হলে আপনাকে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] এক [illegible] আছে, দেখতে পাবেন—?'

'খুব ভালোই হবে', মিস মার্পল বলে উঠলেন।

মিস মার্পল যে গাড়িটি তাকে নিতে এসেছিলো তাতে চুপ করে বসে-ছিলেন। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড কথা বলতেই তাকে ডেকেছিলেন।

প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের কথায় তিনি বললেন, 'আপনার দয়া অপরিসীম। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা হৃদয়হীন বলতে চাই না, তবে কি বলতে চাই নিশ্চয়ই বুঝেছেন?'

'প্রিয় মিস মার্পল, মিস টেম্পল আপনার কোন পুরনো বান্ধবী বা একজন কিছুও নন। দুর্ঘটনাটি অবশ্যই দুঃখজনক।'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড গাড়ির দরজা খুলে দিতে মিস মার্পল তাতে উঠে-ছিলেন। গাড়িটি অবশ্যই ভাড়া করা। একজন বয়স্কা মহিলাকে আশে-পাশের দ্রষ্টব্য দেখানো সত্যিই সদাশয়তা। উনি অল্প বয়স্ক আর সুদর্শন কাউকে নিতে পারতেন। মিস মার্পল দু-একবার প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের দিকে তাকালেন। তিনি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

গ্রাম ছেড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন রাস্তায় পৌঁছতেই প্রোফেসর ওয়ানস্টেড ফিরে তাকালেন।

'আমরা কিন্তু কোন গীর্জায় যাচ্ছি না', তিনি বললেন।

'না', জবাব দিলেন মিস মার্পল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম সেখানে যাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ, এ ধারণা আপনার হতে পারে।'

'কোথায় যাচ্ছি জানতে পারি কি?'

'আমরা ক্যারিসটাউনের এক হাসপাতালে চলেছি।'

'ও হ্যাঁ, সেখানেই মিস টেম্পলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো?'

এটা প্রশ্নই, তবু কোন উত্তরের প্রত্যাশা ছিলো না।

'হ্যাঁ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড জবাব দিলেন, 'মিসেস স্যান্ডবোর্ন' ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি এনেছেন। আমি এইমাত্র তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করলাম।'

'ওর অবস্থা ভালোর দিকে?'

'না। খুব ভালো বলা যায় না।'

'দুর্ভাগ্য। আচ্ছা—', মিস মার্পল বললেন।

'ওর অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ, তবে বলার কিছুই নেই। তার জ্ঞান হয়তো আর নাও ফিরতে পারে। অপর দিকে হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান ফিরতে পারে।'

'আর আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলেছেন ? কেন ? আমি তার কোন বন্ধু নই, তা জানেন আপনি। এই ভ্রমণের সময় প্রথম তাকে দেখি।'

'হ্যাঁ, তা জানি। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে চলেছি কারণ তার দু-একটিবার জ্ঞান ফিরে আসার অবসরে তিনি আপনারই খোঁজ করেছিলেন।'

'বুঝলাম', মিসেস মার্পল বললেন, 'আমি অবাক হচ্ছি তিনি কেন আমাকে ডাকলেন—কি করে তিনি ভাবলেন আমি তার কাজে লাগবো বা কিছু করতে পারবো। তিনি একজন বিচক্ষণ মহিলা। একজন বিখ্যাত মহিলাই। ফ্যালোফিল্ডের প্রধানা শিক্ষিকা হিসেবে তিনি শিক্ষাজগতে উঁচু আসনই লাভ করেছিলেন।'

'মেয়েদের সবচেয়ে বিখ্যাত স্কুল, তাই না ?'

'হ্যাঁ। তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। নিজেও উচ্চশিক্ষিতা। তবে আমার ধারণায় একজন দিকপাল। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী ছিলেন, ছাত্রীদের প্রয়োজন বুঝতেন, এইরকম অনেক কিছু। এটা খুবই দুঃখের আর নিষ্ঠুরই হবে তিনি যদি মারা যান', মিস মার্পল বললেন, 'এটা তাহলে একটা জীবনের অপচয় বলেই মনে হবে। যদিও প্রধানা শিক্ষিকার পদ থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন তাহলেও তার প্রচুর ক্ষমতা। এই দুর্ঘটনা—', মিস মার্পল হঠাৎ চুপ করে গেলেন। 'দুর্ঘটনা নিয়ে আপনি হয়তো আলোচনা চাইছেন না ?'

'আমার মনে হচ্ছে এটা করলেই ভালো হয়। বিরাট এক পাথরের চাঁই পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে এসেছিলো। এরকম আগেও হতে শোনা গেছে তবে অনেক সময়েরই তফাতে। যাই হোক একজন এসে এ সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'সে কে ?'

'দুজন তরুণ তরুণী। জোয়ানা ক্রফোর্ড আর এমলিন প্রাইস।'

'তারা কি বলেছিলো ?'

'জোয়ানা বললো ওর ধারণা হয়েছে পাহাড়ের পাশে কেউ ছিলো। বেশ একটু উপরে। সে আর এমলিন নিচের পথ বেয়ে উঠছিলো। পথটা বেশ ঘোরানো। ওর একটা বাঁক ঘুরতেই জোয়ানা নিশ্চিত দেখেছিলো আকাশের পটভূমিতে ছায়ার মতো কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে। সে বিরাট একখণ্ড পাথরের চাঁই ঠেলে দিতে চেষ্টা করছিলো। চাঁইটা দুলছিলো, তারপর গড়াতে শুরু করে—প্রথমে আস্তে তারপর দ্রুতবেগে। মিস টেম্পল নিচে প্রধান পথ বেয়ে আসছিলেন, আর ঠিক এর তলায় পৌঁছবার সময় প্রায়ই

পাথরের চাঁই তাকে পিষে দিতো। এটা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়ে থাকে তাহলে, এটা তাকে আঘাত নাও করতে পারতো—তবে তা এটা করেছিলো।'

'ওরা যাকে দেখে সে স্ত্রীলোক না পুরুষ?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'দুর্ভাগ্যের কথা জোয়ানা ক্রফোর্ড বলতে পারেনি। যেই হোক, সে জীনস্ বা ট্রাউজার পরেছিলো আর পরেছিলো ভয়ানক এক গলাবন্ধ লাল কালো নকশা আঁকা পুলওভার। মূর্তিটি ঘুরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সরে যায়। ওর মনে হয় একজন পুরুষ, তবে ও নিশ্চিত নয়।'

'সে আর আপনি, দুজনেই কি ভাবেন এটা মিস টেম্পলের জীবনের উপর ইচ্ছাকৃত কোন প্রচেষ্টা?'

'কোন ধারণাই নেই। ওদেরও তাই। সে আমাদের সহযাত্রীও হতে পারে, হয়তো ঘুরতে গিয়েছিলো। হয়তো সে সম্পূর্ণ অজানা কেউ হতে পারে—যে জানতো কোচটি এখানে থামবে আর সুযোগ অনুযায়ী ওই জায়গা বেছে নিয়ে আক্রমণ করা যাবে। হিংস্রতা প্রিয় কোন তরুণ বা একজন শত্রুও হতে পারে।'

'ব্যাপারটি খুবই অতি নাটকীয় মনে হবে যদি কেউ "গুপ্ত শত্রুর" কথা বলে', মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ। তা হবে। একজন অবসরপ্রাপ্তা আর শ্রদ্ধেয়া প্রধানাশিক্ষিকাকে হত্যা কে করতে চাইবে? এই প্রশ্নেরই উত্তর চাইবো আমরা। হয়তো ক্ষীণ আশা আছে মিস টেম্পল নিজেই আমাদের বলবেন। তিনি হয়তো উপরের ওই মূর্তি'কে চিনতে পেরেছিলেন—যে তার সম্পর্কে কোন বিশেষ কারণে ঈর্ষা পোষণ করতো।'

'এটাও অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে একমত', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। আক্রমণের উদ্দেশ্য হওয়ার মতো তিনি আদৌ নন, তবে চিন্তা করলে একজন প্রধানাশিক্ষিকা বহু লোককেই জানেন। তাহলে কি বলবো, বহু লোকই তার হাত দিয়ে সরে গেছেন।'

'তার অর্থ বলতে চান বহু মেয়েই তার হাত দিয়ে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেকথাই বলতে চেয়েছি। কোন মেয়ে আর তার আত্মীয়-স্বজন। একজন প্রধানাশিক্ষয়িত্রী অনেক খবরই রাখেন। যেমন, বলা যায় মেয়েদের করা রোমান্স, যা তার বাপ-মার কাছে অজানা থাকে। এটা ঘটে

থাকে—প্রায়ই ঘটতে পারে। বিশেষ করে শেষ দশ বা কুড়ি বছরে। মেয়েরা শোনা যায় আগেই পূর্ণতা পায়। এটা শারীরিক দিক থেকেও সত্য—যদিও আসলে তারা দেরীতেই পূর্ণতা পায়। তারা বেশিদিন ধরেই শিশুসুলভ থেকে যায়—শিশুসুলভ পথেই ওরা পোশাক আর চুল সম্পর্কে ভাবে। ওদের মিনি স্কার্টেও সেই শিশুসুলভ ভাবনাই থাকে। ওরা যেন প্রাপ্তবয়স্ক হতে চায় না—আমাদের মত দায়িত্ব নিতেও চায় না। আবার শিশুদের মতই ওরা ভাবে ওরা বড়ো হয়ে গেছে। তাই যা খুশি করতে পারে। আর এটাই বিয়োগান্ত দিকে নিয়ে যায় সব—।'

'আপনি কোন বিশেষ ঘটনার কথা ভাবছেন?'

'না। তা ঠিক নয়। শুধু কিছু সম্ভাবনার কথাই ভাবছি। আমি বিশ্বাস করি না মিস এলিজাবেথ টেম্পলের কোন ব্যক্তিগত শত্রু ছিলো। এমন শত্রু যে নির্মম হয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। আমার যা মনে হয়—', মিস মার্পলের দিকে তাকালেন। 'আপনি কোন ধারণা দিতে পারেন?'

'আমার মনে হয় আপনি কি বলতে চান তা আন্দাজ করতে পারি। আপনি বলতে চান যে মিস টেম্পল এমন কোন ঘটনা বা অন্য কিছুর কথা জানতেন যা প্রকাশ হয়ে পড়লে কারও পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই।

'সে ক্ষেত্রে', মিস মার্পল বললেন, 'এটা নির্দেশ করছে কোচের কারও দিকেই—যে মিস টেম্পলকে চিনে ফেলেছিলো। অন্যদিকে তাকে এতোদিন পরে হয়তো মনে রাখেনি কেউ—আর মিস টেম্পলও হয়তো চিনতে পারবেন না। ওই পুলওভারের কথা যা বলেছিলেন সেই লাল আর কালো নকশা কাটা?'

'ও হ্যাঁ, সেই পুলওভার—' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড অদ্ভুত চোখে তাকালেন। 'এটা আপনার মনে হলো কেন?'

'এটা খুবই লক্ষ্যণীয় ছিলো', মিস মার্পল বললেন। 'বলার মতোই। যার ফলে সেই মেয়েটি, যোয়ানা বিশেষ করেই সেটা উল্লেখ করে।'

'হ্যাঁ। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

'কোন পতাকা আন্দোলিত করা' চিন্তিত স্বরে বললেন মিস মার্পল। 'এমন কিছু যা দেখা যায়, মনে রাখা যায়, লক্ষ্য করা আর চিনে নেওয়াও যায়।'

'হ্যাঁ', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মুখ তুলে তাকালেন।

অবশ্য দূর থেকে কাউকে আপনি দেখে থাকেন তখন প্রথম যেটা আপনি দেখেন তা হল তার পোশাক। তাদের মুখ, চলার ভঙ্গী, হাত, পা কিছুই নয়। হয়তো লাল ক্লোক, অদ্ভুত কোন চামড়ার জ্যাকেট টকটকে লাল-কালো পুলওভার। সহজেই যা চোখে পড়ে এমন কিছু। এর উদ্দেশ্য হলো, সেই ব্যক্তি যখন ওই পোশাক খুলে ডাক মারফত কোন ঠিকানায় পার্শেলে পাঠিয়ে দেয়, ধরা যাক একশো মাইল-ই দূরে, বা কোন নোঙরা পাত্রে ফেলে দেয় বা পুড়িয়ে বা যে কোন ভাবেই নষ্ট করে ফেলে তখন অতি সাধারণ পোশাকে সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই হোক তাকে কেউ আর সন্দেহ করে না বা তাকে কেউ মনে রাখে না। আসল হলো সেই লাল-কালো নকশার জার্সি। এটিকে চেনা যাবে—কিন্তু ওই বিশেষ ব্যক্তির দেহে কখনও দেখা যাবে না।

'হ্যাঁ, দারুণ এক মতলব', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন 'যা বলছিলাম, ক্যারোফিল্ড এখান থেকে বেশিদূর নয়—ষোল মাইল। অতএব এ এলাকা মিস টেম্পলের জানা। এখানকার মানুষদের তিনি ভালোভাবেই চেনেন সম্ভবতঃ।'

'হ্যাঁ, তাতে সম্ভাবনা বিস্তৃত হচ্ছে', মিস মার্পল বললেন। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত যে আক্রমণকারী পুরুষ হওয়াই সম্ভব। সেই পাথরটি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে সেটা নিখুঁত ভাবেই এসেছিলো। আর নিখুঁত কাজ পুরুষদেরই যোগ্য স্ত্রীলোকের চেয়ে। অন্যদিকে ওই কোচে বা কাছাকাছি অন্য কেউ ছিলো যে মিস টেম্পলকে রাস্তায় দেখে চিনে ফেলে—হয়তো তার কোন প্রাক্তন ছাত্রী। এমন কেউ, যাকে এতোদিন পরে তিনি না চিনলেও সেই মেয়েটি বা স্ত্রীলোকটি তাকে চিনে ফেলবেই—কারণ ষাট বছরের কোন প্রধানাশিক্ষয়িত্রী পঞ্চাশ বছরের শিক্ষয়িত্রীর চেয়ে তেমন আলাদা হন না। এমন কোন স্ত্রীলোক যে জানে উনি ওর সম্বন্ধে মারাত্মক কিছু জানেন যা বিপজ্জনক হতে পারে তার পক্ষে। এই এলাকা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই—আপনার কিছু জানা আছে?'

'না', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন। 'এ এলাকা সম্পর্কে জানি এ দাবি করবো না। কিন্তু তবু এ অঞ্চলে যা কিছু ঘটেছে তার কিছু আমার জানা আছে কারণ আপনি বলেছেন। আপনি এসব কথা না বললে অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াতাম। আপনি এখানে কি করছেন আপনি নিজেই জানেন না। মিঃ র‍্যাফায়েল ইচ্ছাকৃত ভাবেই ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আপনি এখানে আসেন আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। অন্য জায়গায় না হয়ে ব্যবস্থা ছিলো

এখানে আপনি অনেক রাত কাটাবেন। আপনি এখানে তারই পরিচিত বন্ধুর কাছে রইলেন যারা তার কোন অনুরোধ অস্বীকার করতো না। এর কোন কারণ ছিলো?'

'যাতে এমন তথ্য জানতে পারি যা জানি না', মিস মার্পল বললেন।

'অনেককাল আগে অনুষ্ঠিত পরপর কয়েকটা খুন?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেডকে সন্দিহান মনে হলো। 'এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। ইংল্যান্ড আর ওয়েলসে এরকম বহু জায়গা আছে। এরকম ব্যাপার পরপরই ঘটে চলে। প্রথমে কোন মেয়ে অত্যাচারিত, খুন হতে দেখা গেলো। তারপর একটু দূরেই আর একটি মেয়ে। তারপর বিশ মাইল দূরে। একই ধরণের মৃত্যু।'

একটু থামলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

তারপর আবার বলে চললেন, 'জোসলিন সেন্ট মেরী থেকে দুটি মেয়ে অদৃশ্য হয় জানানো হয়। এর একজন হলো ছ'মাস পরে যার দেহ পাওয়া যায়—বহু মাইল দূরে। তাকে সর্বশেষ দেখা যায় মাইকেল র‍্যাফায়েলের সঙ্গে—।'

'আর অন্যজন?'

'নোরা ব্রড নামে একটি মেয়ে। "ছেলেবন্ধু ছাড়া শান্ত কোন মেয়ে" নয়। সম্ভবতঃ বহু ছেলেবন্ধুই ওর ছিলো। ওর দেহ পাওয়া যায়নি। হয়তো একদিন যাবে। এমন ঘটনাও আছে যখন বিশ বছর কেটে গেছে', ওয়ানস্টেড বললেন। 'আমরা পৌঁছে গেছি। এই হলো ক্যারিসটাউন আর এখানেই সেই হাসপাতাল।'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন মিস মার্পল। স্বভাবতই প্রোফেসরকে ওরা আশা করছিলো। তাকে একটা ছোট কামরায় নিয়ে যেতেই এক মহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

'ও, হ্যাঁ', তিনি বললেন, 'প্রোফেসর ওয়ানস্টেড। আর—আর ইনি—।'

'মিস জেন মার্পল', ওয়ানস্টেড বললেন, 'আমি সিস্টার বার্করের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি।'

'ও হ্যাঁ। তিনি আপনার সঙ্গে থাকবেন।'

'মিস টেম্পল কেমন আছেন?'

'আগের মতোই। খুব উন্নতি হয়নি, মনে হয়। চলুন', উঠে দাঁড়ালেন মহিলাটি।

সিস্টার বার্কার লম্বা, রুগ্ন‌কায় মহিলা। চাপা কণ্ঠ আর ধূসর চোখ।

তাঁর চোখে নজর রেখে তাকানো তার অভ্যাস বলা চলে।

'আমি জানি না কি ব্যবস্থা ভেবে রেখেছেন', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'প্রথমেই মিস মার্পলকে বলি কি ব্যবস্থা করেছি। প্রথমেই বলে রাখি, রোগিনী মিস টেম্পল প্রায় 'কোমার' অবস্থায় আছেন, কদাচিত জ্ঞান ফিরছে। মাঝে মাঝে জ্ঞান এলে তিনি কোথায় বুঝতে পেরে দু-একটা কথা বলছেন। তবে তাকে উত্তেজিত করা যাবে না—দরকার শুধু ধৈর্য। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন একবার জ্ঞান ফিরলে তিনি পরিষ্কার বলেন "আমি মিস জেন মার্পলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জেন মার্পল।" তারপরেই জ্ঞান হারান। ডাক্তার কোচের যাত্রীদের কথা ভাবেন আর প্রোফেসর ওয়ানস্টেড সব শুনে আপনাকে এখানে আনার কথা দেন। আমার অনুরোধ, আপনি মিস টেম্পলের ঘরে অপেক্ষা করবেন আর ওঁর জ্ঞান ফিরে এলে কিছু বললে তা লিখে নেবেন। আমার ধারণা আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই কম আর আপনি কোন নিকট আত্মীয় না হওয়ায় তেমন বিচলিত হয়তো হবেন না। উনি হয়তো জ্ঞান না ফিরে পেয়ে মারাও যেতে পারেন। ডাক্তারের মতে উনি জ্ঞান এলে কি বলেন তা শোনা দরকার তবে তিনি যেন কাছে বেশি কাউকে না দেখেন। মিস মার্পলের একাকী বসে থাকতে আপত্তি হলে একজন নার্স থাকতে পারে, তবে একান্ত আড়ালে, যাতে তাকে দেখা না যায়। একটা পর্দার আড়ালেই সে থাকবে, একজন পুলিশ অফিসারও ওখানে আছেন লিখে নেবার জন্য। ডাক্তার ভাবছেন তাকেও যেন মিস টেম্পল না দেখেন। তাতেই মনে হয় তিনি আপনাকে যা বলতে চান বলবেন। আশা করি এতে অসুবিধা হবে না?'

'ওঃ, না', মিস মার্পল বললেন। 'আমি একাজ করতে তৈরি আছি। আমার একটা ছোট নোট খাতাও আছে। তাছাড়া অনেক কথাই আমি মনে রাখতে পারি—তাই সব টুকে নেবারও প্রয়োজন হবে না। আমার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি কালাও নই। উনি তাই ফিসফিস করে বললেও শুনতে পাবো।'

মিস্টার বার্কার অতিসামান্য মাথাটি নোয়ালেন সন্তুষ্টির ভঙ্গীতে।

'আপনার অসীম দয়া', তিনি বললেন, 'আপনি কোন সাহায্য করতে পারলে আমরা আপনার উপর নির্ভর করতে পারবো। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বাঁ দিকে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করেন তাহলে প্রয়োজনে তাকে ডেকে

দিতেও পারবো। আসুন, মিস মার্পল।'

মিস মার্পল সিস্টার বার্কারের সঙ্গে একটা বারান্দা পার হয়ে ছোট এক কামরায় এসে পৌঁছলেন। ঘরে অল্প অন্ধকার, জানালায় পরদা টানা—খাটে মর্মর মূর্তির মতোই শায়িত মিস টেম্পল, অথচ তিনি ঘুমিয়ে আছেন মনে হয় না। সিস্টার বার্কার রোগীনীকে পরীক্ষা করে মিস মার্পলকে পাশে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঘরের পর্দার পিছন থেকে এক তরুণ এগিয়ে এলেন নোট খাতা হাতে।

'ডাক্তারের আদেশ, মিঃ রেকিট', সিস্টার বার্কার বললেন।

একজন নার্সও এগিয়ে এলো।

'দরকার হলে আমাকে ডেকো, নার্স এডমন্ডস', সিস্টার বার্কার বললেন। 'মিস মার্পলের কিছু প্রয়োজন হলেও লক্ষ্য রেখো।'

মিস মার্পল তার কোট আলগা করে নিলেন। ঘরটা গরম তিনি চেয়ারেই বসে রইলেন। তিনি মিস টেম্পলের দিকে তাকিয়ে যেভাবে ভ্রমণের সময় ভেবেছিলেন সেই ভাবেই চিন্তা করতে লাগলেন—কি চমৎকার আকারের মাথা। মাথার চুল টেনে বেঁধে রাখায় কিছুটা টুপির মতোই লাগছে। সত্যিই সুন্দরী মহিলা। দুনিয়া ওকে হারালে সত্যিই অতি দুঃখেরই কথা হবে।

মিস মার্পল চেয়ারের কুশন ঠেলে বসে রইলেন। সময় কেটে চলেছে। দশ মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা, পঁয়ত্রিশ মিনিট। তার পরেই আচমকা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। খুব নিচু, তবু স্পষ্ট। আগেকার সেই যন্ত্রণা শুধু নেই। 'মিস মার্পল।'

এলিজাবেথ টেম্পলের চোখদুটি এখন খোলা। সেদুটো মিস মার্পলের দিকেই তাকিয়ে। সম্পূর্ণ সুস্থ সে দৃষ্টি। তিনি তার পাশে উপবিষ্ট। মানুষটির মুখ দেখে নিচ্ছিলেন। একটু যাচাই করে নেওয়া দৃষ্টি। আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর।

'মিস মার্পল। আপনি জেন মার্পল?'

'হ্যাঁ তাই। আমিই জেন মার্পল', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'হেনরি প্রায়ই আপনার কথা বলতো। আপনার সম্পর্কে কথা।'

কণ্ঠস্বর থামলো।

মিস মার্পল সামান্য অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বললেন, 'হেনরি?'

'হেনরি ক্লিথারিং, আমার পুরনো বন্ধু—খুব পুরনো বন্ধু।'

'আমারও পুরনো বন্ধু হেনরি ক্লিথারিং', মিস মার্পল বললেন।

তার মন চলে গেলো পুরনো দিনগুলিতে। স্যার হেনরি ক্লিথারিং তাকে যা যা বলেছিলেন, যে সব সাহায্য পরস্পরকে তারা করেছিলেন সব মনে পড়লো। খুবই পুরনো বন্ধু।

'আমি আপনার নাম মনে রেখেছি স্মরণ তালিকা থেকে। ভেবেছিলাম আপনিই সে। আপনি সাহায্য করতে পারবেন। হেনরি এখানে থাকলেও এই কথা বলতো—আপনি সাহায্য করতে পারেন খুঁজে দেখতে। এটা দারুণ জরুরী। দারুণ জরুরী—যদিও তা অনেক—অনেক দিন—আগের—।'

ওঁর কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেলো চোখ অর্ধ উন্মুক্ত। নার্স উঠে এসে একটা গ্লাস ধরলো এলিজাবেথ টেম্পলের মুখের কাছে। এক চুমুক খেয়ে চোখের ইঙ্গিতে সরিয়ে নিতে বললেন তিনি। নার্স চলে গেলো।

'যদি সাহায্য করতে পারি, করবোই', মিস মার্পল বললেন।

মিস টেম্পল বললেন, 'ভালো'। তারপর দু-এক মিনিট পরে আবার বললেন, 'ভালো।'

দু এক মিনিট চোখ বুজেই রইলেন তিনি। তারপর আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'কে?' তিনি বললেন, 'দুজনের মধ্যে কে? এটাই জানতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'তাই মনে হচ্ছে। একটি মেয়ে, যে মারা যায়—নোরা ব্রড?'

একটু ভ্রূ কুঁচকে গেলো এলিজাবেথ টেম্পলের, 'না, না, না। অন্য মেয়েটি, ভেরেটি হান্ট।'

একটু নীরবতা তারপর আবার, 'জেন মার্পল। আপনি বুড়ো—তিনি যখন আপনার সম্বন্ধে বলেছিলেন তার চেয়েও বুড়ো। আপনার বয়স হয়েছে তবুও আপনি এখনও কিছু খুঁজে বের করতে পারেন, তাই না?'

ওঁর কণ্ঠস্বর দ্রুত, একটু উঁচুতে উঠতে চাইলো।

'আপনি পারেন, তাই না? বলুন পারবেন। আমার বেশি সময় নেই, জানি। খুব ভালো করেই জানি। ওদের মধ্যে একজন, কিন্তু কে? খুঁজে বের করুন। হেনরি নিশ্চয়ই বলতো আপনি পারেন। আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে এটা—কিন্তু তবু খুঁজে বের করবেন আপনি—করবেন না?'

'ভগবানের সহায়তায়, আমি করবোই', মিস মার্পল বললেন। এটা

যেন স্বপ্ন।

'কার ?'

চোখ দুটি বুজে গেলো, তারপর আবার খুলে গেলো। একটু হাসির মতোই ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁটদুটো বেঁকে গেলো।

'উপর থেকে সেই বিরাট পাথরের চাঙর। মৃত্যুর পাথর।'

কে পাথরটা নিচে ঠেলে দেয় ?'

'জানি না। কিছু আসে যায় না—শুধু—ভেরিটি। ভেরিটি সম্বন্ধে খুঁজে দেখুন। সত্য। সত্যের আর এক নাম, ভেরিটি।'

মিস মার্পল শয্যায় শরীরের সামান্য শ্লথ হওয়া দেখলেন। অস্পষ্ট ফিসফিসানি জেগে উঠলো: 'বিদায়। যতটুকু পারেন করবেন...।'

শরীর শ্লথ হয়ে ওর চোখ বুজে এলো। নার্স আবার এসে এবার ওঁর নাড়ী টিপে দেখলো। তারপর মিস মার্পলকে ইঙ্গিত করলো। মিস মার্পল সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'ওঁর পক্ষে এটা দারুণ পরিশ্রম হয়েছে', নার্স বললো, 'আবার কিছুক্ষণ ওঁর জ্ঞান ফিরবে না। হয়তো একেবারেই নয়। আমার বিশ্বাস কিছু জানতে পেরেছেন ?'

'তা মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন, 'তবে কেউই বলতে পারে না—।'

'কিছু পেলেন ?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড প্রশ্ন করলেন দুজনে গাড়ির কাছে যেতে।

'একটা নাম', মিস মার্পল বললেন। 'ভেরিটি। মেয়েটির নাম কি তাই ছিলো ?'

'হ্যাঁ। ভেরিটি হান্ট।'

এলিজাবেথ টেম্পল দেড় ঘণ্টা বাদেই মারা গেলেন। আর তার জ্ঞান ফিরে আসেনি।

চৌদ্দ। মিঃ ব্রডরিব অবাক হলেন

'আজ সকালে টাইমস দেখেছো ?' মিঃ ব্রডরিব তার অংশীদার মিঃ শুস্টারকে বললেন। মিঃ শুস্টার জানালেন তার টাইমস রাখার ক্ষমতা নেই, তিনি টেলিগ্রাফ রাখেন।

'ঠিক আছে, ওতেও হয়তো আছে', মিঃ রডারিব জানালেন। 'মৃত্যুর কলামে, মিস এলিজাবেথ টেম্পল, ডি. এসসি।'

মিঃ সল্টার একটু ধাঁধায় পড়েছেন মনে হলো।

'ফ্যালোফিল্ডের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী। ফ্যালোফিল্ডের নাম হয়তো শুনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই', সল্টার জানালেন, 'মেয়েদের স্কুল। পঞ্চাশ বছরেরই হবে। প্রথম শ্রেণীর। অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। আমি ভেবেছিলাম তিনি ছমাস আগে অবসর নিয়েছেন। কাগজে যেন পড়েছিলাম। নতুন শিক্ষিকা সম্বন্ধে একটু গুঞ্জন উঠেছিলো। তিনি বিবাহিতা, অল্প বয়স, পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ। আধুনিক ধারণা—মেয়েদের নাকি প্রসাধনীর সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন আর ট্রাউজার সুট পরাতেন।'

'হুম', বললেন মিঃ রডারিব, তার বয়সের উপযোগী সমালোচনার বিষয় শুনে। 'মনে হয় না এলিজাবেথ টেম্পলের মতো নাম করবেন। উনি সত্যিই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহুদিন ওখানে ছিলেন।'

দুজনের কাছেই স্কুল আগ্রহের ব্যাপার ছিলো না। মিঃ রডারিব বহুকাল সে ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়েছেন। মিঃ রডারিবের দুই ছেলে চাকুরিরত আর মিঃ সল্টারের দুই ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা সৃষ্টি করে চলেছিলো।

'মিস টেম্পলের কথা কেন?'

'তিনি এক কোচ ভ্রমণে ছিলেন', মিঃ রডারিব বললেন।

'এই কোচগুলো', মিঃ সল্টার বললেন। 'আমার কোন আত্মীয় স্বজনকে ওতে যেতে দেবো না। গত সপ্তাহেই একটা সুইজারল্যান্ডে দুর্ঘটনায় পড়েছে। আর দু মাস আগে এক কোচ দুর্ঘটনায় কুড়িজন মারা গেছে। ওরা এগুলো চালায় কে জানে।'

'এগুলো সেই দেশের বাড়ি আর বাগান দেখানো ভ্রমণ সংস্থার।'

'ও হ্যাঁ। এর একটিতেই তো সেই কি যেন নাম মিস—ছিলেন। মিঃ র‍্যাফায়েল যার জন্য আসন রেখেছিলেন।'

'মিস জেন মার্পল ওতে ছিলেন।'

'তিনিও মারা পড়েন নি তো?' মিঃ সল্টার প্রশ্ন করলেন।

'জানা নেই। একটু অবাক হয়েছিলাম, এই যা', মিঃ রডারিব বললেন।

'পথ দুর্ঘটনা?'

'না। ওটা হয় এক জায়গাতে। একটা পাহাড়ি পথে ওরা চলেছিলেন। একটু খাড়াই। উপরে অনেক পাথরের চাঙর ছিলো, তাই একটা গড়িয়ে এসে মিস টেম্পলকে আঘাত করার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান—।'

'দুঃখের কথা।'

'আমি একটু অবাক হচ্ছি', মিঃ ডভরিব বললেন—'মানে ব্যাকোফিল্ডের ওই স্কুলেই মেয়েটি ছিলো।'

'কোন মেয়েটি? কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না, ডভরিব।'

যে মেয়েটিকে মাইকেল র‍্যাকারেল মেরেছিলো। আমি চিন্তা করতে গিয়েই দেখলাম এই অদ্ভুত জেন মার্পলের ব্যাপারের সঙ্গে এ ব্যাপারের যেন এক অদৃশ্য যোগ রয়েছে। র‍্যাকারেল এই জন্যই এতো উৎসাহী হয়ে ছিলেন। আমাকে আরও একটু বলতে পারতেন তিনি।'

'কি যোগাযোগ?' মিঃ সুস্টার জানতে চাইলেন। তাকে বেশ আগ্রহী মনে হয় এবার।

'সেই মেয়েটি। পদবীটা মনে করতে পারছি না। প্রথম নাম হোপ বা ফেথ, বা ওইরকম কিছু। ভেরিটি—হ্যাঁ এটাই ওর নাম। ভেরিটি হান্টার। সে ওই পরপর খুন হওয়া মেয়েদেরই একজন। ওর দেহ পাওয়া যায় ত্রিশ মাইল দূরে এক খানায়। প্রায় ছ'মাস আগে সে মারা গেছিলো। স্বভাবতই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে—তার মুখ আর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ, সনাক্তকরণ দেরি করাবার জন্যই। তবে তাকে ঠিকই সনাক্ত করা হয়। ওর পোশাক, হাতব্যাগ, গয়না, একটা আঁচিল ইত্যাদি দেখে। খুবই সহজেই তা হয়—।'

'তাহলে মামলাটি তাকে নিয়েই?'

'হ্যাঁ। সন্দেহ, এর আগেও গত বছরে তিনটি আরও মেয়ে মারা হয়—সবই মাইকেলের কাজ। তবে অন্য ব্যাপারগুলোয় সাক্ষ্য জোরালো ছিলো না—তাই পুলিশ এটা নিয়েই তোলপাড় শুরু করে—প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া গেলো, ধর্ষণ ইত্যাদি। খুব খারাপ তালিকা। তবে আমরা সবাই জানি আজকাল ধর্ষণ কাকে বলে। মা মেয়েকে বললেন ছেলেটির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে, যদিও ছেলেটির কোন সুযোগই থাকে না এক্ষেত্রে। মেয়েটি বাবা আর মা বাড়ি না থাকার সময় তার পিছনে লেগে থেকে শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে তাকে শুতে বাধ্য করলো—তারপর মায়ের চাপে আনলো ধর্ষণের অভিযোগ। তবে সেটা কোন কথা নয়', মিঃ ডভরিব বললেন। 'আমি

ভাবছিলাম মৃত্যুকে এক সূত্রে বাঁধা যায় কিনা। আমি চিন্তা করছি এই জেল কর্ণেলের সঙ্গে র‍্যাকরেজের ব্যাপারটি মাইকেলের বিষয়ে কি না।'

'ও-তো দোষী সাব্যস্ত হয়, তাই না? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়?'

'ঠিক মনে নেই—এতোদিনের ঘটনা।'

'আর ভোরটি হাণ্টার না হাণ্ট ওই মিস টেম্পলের স্কুলে পড়তো। যখন সে মারা যায় তখন নিশ্চয় ছাত্রী ছিলো না?'

'ওঃ না। ওর বয়স আঠারো কি উনিশই ছিলো, তার বাপ-মায়ের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কাছেই সে থাকতো। ভালো বাড়ি, লোকগুলিও চমৎকার। এমন মেয়ের আত্মীয়স্বজন বলে 'সে অতি শান্ত মেয়ে, একটু লাজুক, অচেনা কারও সঙ্গে বাইরে যেতো না, ছেলে বন্ধু ছিলো না তার।' আত্মীয়রা কখনই জানতে পারে না মেয়ের কজন বা কি রকম ছেলে বন্ধু থাকে। মেয়েরা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক। তাছাড়া তরুণ মাইকেল মেয়েদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় ছিলো।'

'ও যে কাজটা করেছিলো কোন সন্দেহ ছিলো না?' মিঃ সুন্টার প্রশ্ন করলেন।

কণামাত্রও না। সাক্ষীর কাঠগড়ায় অনেক মিথ্যা ও বলেছিলো। ওর ওর আইনজ্ঞ ওকে কাঠগড়ায় না দাঁড়াতে দিলেই ভালো হতো। ওর অনেক বন্ধু অনেক ওজুহাত ওর জন্য দিয়েছিলো, কিন্তু ধোপে টেঁকেনি। বন্ধুরা সকলেই মিথ্যের ঝুড়ি ছিলো।'

'এ ব্যাপারে তোমার মন কি বলে স্পেন্সর?'

'ওঃ, আমার কোন অনুভূতি নেই। আমি কেবল ভাবছিলাম ওই মহিলার মৃত্যুকে এর সঙ্গে জড়ানো যায় কি না।'

'কিভাবে?'

'মানে—ওই পাথরের চাঁইগুলো সাধারণতঃ একই রকম ভাবে থেকে যায়, সহসা কারও উপর পড়ে যায় না। এটা প্রকৃতি অনুযায়ী হয় না। আমার অভিজ্ঞতায় পাথরের চাঁই সাধারণতঃ এক জায়গাতেই থাকে।'

পনেরো ॥ ভেরিটি

'ভেরিটি', বলে উঠলেন মিস মার্পল।

এলিজাবেথ মার্গারেট টেম্পল গত সন্ধ্যায় মারা গেছেন। শান্তির মধ্য দিয়েই এসেছিলো সে মৃত্যু। মিস মার্পল আবার সেই প্রাচীন ম্যানর হাউসের রঙজ্বলা পর্দা টাঙানো বসবার ঘরে বসেছিলেন। তিনি কোন বাচ্চার সেই গোলাপি পশমের কোট বোনার বদলে এবার নিয়েছিলেন একটা স্কার্ফ। এই অর্ধশোক প্রকাশের ভঙ্গী তার ভিক্টোরিয় নীতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষতঃ বিয়োগান্ত এক ঘটনার পরে।

পরের দিন হবে ইনকোয়েস্ট। পাদ্রীলোকটিও গির্জায় এক স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠানে রাজি হয়েছেন। পুলিশ ও অন্যান্যের সহযোগিতায় সব ব্যবস্থাও শেষ। ইনকোয়েস্ট শুরু হবে পরদিন বেলা এগারোটায়। কোচের যাত্রীরা সকলেই অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।

মিসেস গ্লাইন গোল্ডেন বোরে এসে মিস মার্পলকে ওদের বাড়িতে ভ্রমণে যোগ দেবার আগে কদিন থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

'আপনি কাগজের রিপোর্টারদের এড়াতে পারবেন।'

মিস মার্পল তিন বোনকেই উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানিয়ে রাজি হয়েছিলেন।

কোচ ভ্রমণ আবার শুরু হবে স্মৃতি অনুষ্ঠানের পর, প্রথমেই সাউথ বেডেনস্টোনে, পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। তারপর যথারীতি।

মিস মার্পল মনে করেছিলেন কেউ কেউ হয়তো বাড়ি ফিরেই যাবেন। তাদের অবশ্যই দোষ দেওয়া যায় না। কেউ কেউ হয়তো ভ্রমণ চালিয়েও যাবেন, যে জন্য তারা টাকা দিয়েছেন। সবই নির্ভর করছে ইনকোয়েস্টের ফলাফলের উপর।

মিস মার্পল তার গৃহকর্ত্রীদের যথাযোগ্য ধন্যবাদ দানের পর পশম নিয়ে বসেছিলেন। তার মনে জাগছিলো তদন্তের পরবর্তী ধাপ কি হতে পারে। আর বোনার আঙুলে নড়াচড়া করার ফাঁকে তিনি বলে উঠেছিলেন কথাটি, 'ভেরিটি'। এটা সেই জলের বুকে নুড়ি ছুঁড়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা—শুধু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তার গৃহকর্ত্রীদের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। হতে পারে আবার না হতেও পারে। না হলে আজ সন্ধ্যায় কোচের যাত্রীদের

সঙ্গে তিনি যখন দাম্পত্যভোজে মিলিত হবেন তাদের প্রীতিক্রিয়াও লক্ষ্য করবেন। তার মনে পড়লো এলিজাবেথ টেম্পলের এটাই ছিলো একেবারে শেষ কথা। অতএব সেই, 'ভেরিটি।'

এটা কি কোন জলাশয়ে নুড়ির প্রীতিক্রিয়া তুলছে? যা কিছুই না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন প্রীতিক্রিয়া হবেই। হ্যাঁ, তার ভুল হয়নি। যদিও তার মুখভাবে কিছুই ফোটেনি, চশমার আড়ালে তার তীক্ষ্ণ চোখ একসঙ্গে তিন-জনকে দেখে নিয়েছিলো। বহুকালের অভ্যাসেই এটা তিনি খুব সহজেই করতে সক্ষম—যখনই কোন গালগল্প বা খবর সেণ্ট মেরী মিড বা অন্য কোথাও শুনেছেন।

মিসেস গ্লাইন যে বইটা হাতে দেখছিলেন সেটা পড়ে গিয়েছিলো—আর তিনি অবাক হয়েই মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি অবশ্য কথাটা শুনে নয়, শুধু মিস মার্পলের মুখ থেকে ওটা এসেছিলো বলেই।

ক্লোটিলডার প্রীতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। তার মাথা উঁচু হয়ে গিয়েছিলো, সামনে একটু ঝুঁকে তিনি মিস মার্পলের দিকে না তাকিয়ে জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন। হাতদুটো ওর মুঠো হয়ে উঠেছিলো, তিনি স্থির হয়ে বসেছিলেন। মিস মার্পল যদিও একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন আর সরাসরিও তাকাননি, তবু আড়চোখে তিনি দেখেছিলেন ওঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিলো। ক্লোটিলডা চুপচাপ বসে থেকেই তার গাল বেয়ে অশ্রুর ফোটা গড়িয়ে পড়তে দিলেন। রুমাল বের করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। মার্পল ওঁর শোকের বহিঃপ্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

অ্যানথিয়ার প্রীতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। সেটা হলো দ্রুত, উত্তেজনাপূর্ণ, প্রায় খুশিভরা।

'ভেরিটি? ভেরিটি, বললেন আপনি? আপনি তাকে জানতেন? আমার ধারণাই ছিলো না। আপনি কি ভেরিটি হাণ্টের কথা বলছেন?'

ল্যাভিনিয়া গ্লাইন বললেন, 'এটা কোন খ্রীশ্চান নাম?'

'এ নামের কাউকে আমি জানতাম না', মিস মার্পল বললেন, 'তবে আমি কোন খ্রীশ্চান নামই বলতে চেয়েছি। হ্যাঁ, এটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। ভেরিটি।'

তার হাতের পশমের গুলি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেলো। সেটা কুড়িয়ে নিতে নিতে মিস মার্পল মাপ চাইলেন।

'আমি—আমি খুবই দুঃখিত। বলা উচিত নয় এমন কিছু বলেছি? এটা কেবলমাত্র... ।'

'না, তা অবশ্যই নয়', মিসেস গ্লাইন বলে উঠলেন, 'এটা শুধু আমাদের জানা একটা নাম বলেই, আমাদের সঙ্গে যার যোগাযোগ ছিলো।'

'হঠাৎ মনে এসে গেলো', তখনও ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, কারণ কি জানেন বেচারি মিস টেম্পল কথাটা বলেছিলেন। গতকাল বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড আমাকে নিয়ে যান। তিনি ভেবেছিলেন—আমি—আমি হয়তো—কি বলি, তাকে সেরে উঠতে সাহায্য করতে পারি। তিনি 'কোমা'র অবস্থায় ছিলেন আর ওরা ভেবেছিলেন যেহেতু ভ্রমণের সময় আমরা কথা বলেছিলাম তাই হয়তো কোন কাজে লাগাতে পারবো। তবে তা পারিনি—আদৌ না। আমি শুধু চুপচাপ বসে ছিলাম, তারপরেই তিনি দু-একটা কথা বলেছিলেন—তবে তার কোন অর্থ হয় না। তবে শেষ পর্যন্ত যখন আমার চলে আসার সময় হয় তখন তিনি চোখ মেলে তাকালেন -আর জানি না আমাকে অন্য কেউ কিছু মনে করেছিলেন কিনা। তিনি তখনই কথাটা বলে উঠেছিলেন 'ভেরিটি!' আর তাই সেটা আমার মনে গেঁথে যায়—বিশেষতঃ তার গতকাল সন্ধ্যায় বিদায় নেওয়ায়। হয়তো কারও কথাই তিনি ভেবেছিলেন। আবার হয়তো তিনি বলতে চেয়েছিলেন 'সত্য'। ভেরিটি'র অর্থও তো তাই, তাই না?'

তিনি ক্লোটিলডা থেকে ল্যাভিনিয়া থেকে অ্যানথিয়ার দিকে তাকালেন।

'এটা আমাদের পরিচিত একজন মেয়ের খ্রীশ্চান নাম।' ল্যাভিনিয়া গ্লাইন বললেন। 'তাই এটায় চমকে গিয়েছিলাম।'

'বিশেষ করে যেরকম ভয়ংকর ভাবে সে মারা গিয়েছিলো', অ্যানথিয়া বললে।

ক্লোটিলডা ওর ভারি গলায় বললেন, 'অ্যানথিয়া! এসো বর্ণনা দেবার দরকার নেই।'

'কিন্তু তাহলেও প্রত্যেকেই তার সম্পর্কে ভালোই জানে', অ্যানথিয়া বলে উঠলো। সে মিস মার্পলের দিকে তাকালো। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো ওর সম্বন্ধে জানেন, কারণ মিঃ র‍্যাফায়েলকে চিনতেন, তাই না? মানে, আমি বলতে চাই, তিনি আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন তো, তাই নিশ্চয়ই তাকে আপনি চিনতেন। আর আমি আরও ভেবেছিলাম হয়তো—মানে, তিনি হয়তো সব ব্যাপারই আপনাকে বলেছেন।'

'আমি খুবই দুঃখিত', মিস মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় আপনারা কি বলতে চান আমার ঠিক জানা নেই।'

'তারা ওর দেহ একটা নালা থেকে আবিষ্কার করেছিলো', অ্যানথিয়া বললো।

অ্যানথিয়াকে থামানো যায় না সে একবার যদি শুরু করে, ভাবলেন মিস মার্পল। তবে তার মনে হলো অ্যানথিয়ার এই বকবকানি ক্লোটিলডার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি চুপচাপ তার রুমাল বের করে নিয়েছেন। চোখের জল মুখে নিয়ে তিনি সোজা বসে রয়েছেন, চোখ দুটি শুধু গভীর আর বিষাদময়।

'ভেরিটি', তিনি বলে উঠলেন, 'একটা মেয়ে, তাকে আমরা খুবই ভালোবেসে ছিলাম। সে এখানে কিছুদিন ছিলো। আমি তাকে খুবই ভালোবাসতাম—।'

'আর সেও তোমাকে ভালোবাসতো', ল্যাভিনিয়া বললেন।

'ওর বাবা মা আমার বন্ধু ছিলেন' ক্লোটিলডা জানালেন। 'তারা এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান।'

'মেয়েটি তখন ফ্যালোফিল্ডের স্কুলে ছিলো', ব্যাখ্যা করলেন ল্যাভিনিয়া, 'আমার মনে হয় সেই জন্যেই মিস টেম্পল তাকে মনে রেখেছিলেন।'

'ওঃ বুঝেছি,' মিস মার্পল বললেন। 'সেখানে মিস টেম্পল প্রধানা-শিক্ষিকা ছিলেন, তাই না? আমি ফ্যালোফিল্ডের কথা শুনেছি। এটা অত্যন্ত ভালো স্কুল।'

'হ্যাঁ', ক্লোটিলডা জবাব দিলেন। 'ভেরিটি সেখানে ছাত্রী ছিলো। ওর বাবা মা মারা গেলে সে আমাদের কাছেই থাকতে আসে যাতে সে ভবিষ্যতে কি করবে সেটা স্থির করতে পারে। ওর বয়স আঠারো বা উনিশই ছিলো। খুব মিষ্টি আর চমৎকার মেয়ে। ও হয়তো নার্সের কাজ শেখার কথা ভাবছিলো—তবে ওর চমৎকার মাথা ছিলো আর তাই মিস টেম্পল বারবার বলতেন ওর বিশ্ববিদ্যালয়েই যাওয়া উচিত। তাই ও পড়ে চলেছিলো আর কোচিং নিচ্ছিলো—তখনই সেই ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেলো।'

মুখ ফিরিয়ে নিলেন ক্লোটিলডা।

'আমি—এ বিষয়ে এখনই আর যদি কিছু না বলি কিছু মনে করবেন?'

'ও—না, না কখনও না', মিস মার্পল বললেন। 'আমি সত্যিই দারুণ দুঃখিত এই দুঃখের কথা জাগিয়ে তুলেছি বলে। আমি জানতাম না—আ—

আমি দুঃখিত—মানে…', তিনি কথা শেষ করতে চাইলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি আরও কিছু শুনলেন। মিসেস গ্লাইন তার শোবার ঘরে এলেন, তিনি যখন হোটেলে সকলের সঙ্গে যোগদানের জন্য পোশাক পরিবর্তন করছিলেন।

'আমি ভাবলাম আপনার কাছে এসে আরও একটু ব্যাখ্যা করবো', মিসেস গ্লাইন বললেন। 'মানে সেই ভেরিটি হত্যা সম্পর্কে'। অবশ্য আপনার জানা সম্ভব নয় আমার বোন ক্লোটিল্ডা ওকে দারুণ ভালোবাসতো আর তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে ও নিদারুণ আঘাত পেয়েছে। আমরা না পারলে তার কথা বলি না। আমার সব কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। আসলে ভেরিটি আমাদের অজান্তেই একটা বাজে ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলো—এক ভয়ানক তরুণের সঙ্গে, তার অপরাধী হিসেবে নাম ছিলো। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে একবার এখানে আসে। আমরা তার বাবাকে ভালোই জানতাম।' একটু থামলেন ল্যাভিনিয়া। 'আপনাকে সব কথাই বলছি। সে আসলে মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলে, মাইকেল—।'

'ওঃ', মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'না—না—ওর নাম আমার মনে নেই তবে মনে পড়ছে একবার শুনেছিলাম ওঁর একটি ছেলে ছিলো আর সে তেমন ভালো নয়।'

'তার চেয়ে কিছু বেশিই', মিসেস গ্লাইন বললেন। 'ও সব সময়েই ঝামেলা করেছে। নানা ব্যাপারে বহু একবার কোর্টেও গেছে ও। একবার অল্প-বয়সের একটা মেয়েকে অত্যাচারের জন্য—এই ধরণের কিছু। অবশ্য এসব ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটেরা অনেকটা উদার, তারা কারো ছাত্রজীবন নষ্ট করতে চান না। তাই তারা এসব ক্ষেত্রে ভাবেন—কি বলে শাস্তি স্থগিত করে থাকেন। ওদের জেলে পাঠালেই বাকিরা সাবধান হতে পারে আমার ধারণা। সে একজন চোরও। সে চেক জাল করেছিলো, চুরি করেছিলো। সম্পূর্ণ বাজে ছেলে। ওর মায়েরও বন্ধু ছিলাম আমরা। তিনি ভাগ্যবতী, ছেলের পরিণতি দেখার আগে অল্পবয়সেই সে মারা যায়। মিঃ র‍্যাফায়েল যতোটা সম্ভব করে ছিলেন। তার জন্য কাজ জোগাড় করেছিলেন, জরিমানাও দিয়ে-ছিলেন। তার কাছে এটা বিরাট আঘাত হয়ে উঠে তবে তিনি সেটা বুঝতে দিতে চাননি। আমার মনে হয় এখানকার অনেকেই বলবেন এই জেলায় হঠাৎ কিছু খুনের ঘটনা শুরু হয়। কখনও বিশ মাইল দূরে, আবার কখনও পঞ্চাশ মাইল তফাতে। কোনটা আবার একশ মাইল দূরে। তবে এই

এলাকার কাছাকাছিই নয়। যাই হোক, ডোরিটি একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যায়—কিন্তু আর ফিরে আসে নি। আমরা পুলিশের কাছে যাই এ জন্য, পুলিশ ও'র খোঁজও করলো। সারা অঞ্চল তোলপাড় করলো—কিন্তু তার হদিশ পেলো না। আমরা, ওরা, সবাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম—ওরা বললো সে সম্ভবতঃ কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছে। তারপর শোনা যেতে লাগলো তাকে মাইকেল র‍্যাফায়েলের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে। ইতি-মধ্যে পুলিশেরও নজর পড়েছিলো মাইকেলের উপর—বিশেষ কিছু অপরাধের জন্য, অবশ্য তেমন সাক্ষ্য ছিলো না। ডোরিটিকে নাকি তার পোশাকে মাইকেলের মতো একজনের সঙ্গে তারই গাড়িতে ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু আর কোন সাক্ষ্য মিললো না, যতোদিন না প্রায় ছ'মাস পরে তার দেহ পাওয়া গেলো একটা জঙ্গলের এলাকার কাছে কোন এক পাথুরে জিনিসে ভর্তি এক গাড্ডায়। ক্লোটিলডাকেই সনাক্ত করতে যেতে হলো—সে ডোরিটিই ছিলো। তাকে শ্বাসরোধ করে মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আরও কিছু বিশেষ চিহ্ন ছিলো, একটা আঁচিল, ওর কাপড় জামা আর হাতব্যাগ। মিস টেম্পল ডোরিটিকে দারুণ স্নেহ করতেন। তিনি তাই মৃত্যুর আগে তার কথাই ভেবেছিলেন।

'আমি দুঃখিত', মিস মার্পল বললেন। সত্যিই আমি দুঃখিত। দয়া করে আপনার বোনকে বলবেন আমি জানতাম না। আমার ধারণাই ছিলো না।'

ষোল। ইনকোয়েস্ট

মিস মার্পল ধীর গতিতে গ্রামের রাস্তা ধরে মার্কেট প্লেসের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, ওখানেই পুরনো জর্জিয়ান আমলের কারফিট আর্মস নামের বাড়িতেই ইনকোয়েস্ট বসবে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। এখনো বিশ মিনিট বাকি। তিনি দোকানগুলো দেখে চললেন। এবার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন—সেখানে পশম আর বাচ্চাদের জ্যাকেট বিক্রী হয়। কাউন্টারের সামনে একজন বয়স্কা মহিলাকে দেখা যাচ্ছিলো।

মিস মার্পল দোকানে ঢুকে বয়স্কা মহিলার সামনে এসে এক টুকরো হালকা

গোলাপি পশম বের করলেন। তিনি জানালেন তার পশমটা একটা জ্যাকেট বুনতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। পশমের রঙ মেলানো হলে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গেলো। মহিলাটির নাম মিসেস মেরীপিট। তিনি এই দুর্ঘটনার বিষয়ে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল—তিনি তাই ফুটপাথ আর রাস্তা সারাবার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বের কথাটাও জানালেন।

'বর্ষার পরেই মাটি ধুয়ে গিয়ে পাথরের চাঁইগুলো আলগা হয়ে পড়ে আর গড়িয়ে আসতে পারে। আমার মনে আছে একবছরে তিনটে পাথর গড়িয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। একটা ছেলে মারা যায়, এক ভদ্রলোকের হাত ভাঙে। আর একজন মিসেস ওয়াকার। তিনি আবার অন্ধ আর কালা। তিনি কিছুই দেখেন নি বা শোনেনও নি। একজন সাবধান করে চেঁচিয়েছিলো। কিন্তু ততক্ষণে তিনি পিষ্ট। স্বভাবতই মারা গেলেন তিনি।'

'ওঃ খুবই দুঃখের কথা', মিস মার্পল বললেন, 'দারুণ বিয়োগান্ত ব্যাপার।'

'আমার মনে হয় করোনার এসব ব্যাপারে আজ কিছু বলবেন।'

'আশা করি', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'সাংঘাতিক হলেও এ অতি স্বাভাবিক এক ঘটনা। তবে অনেকে আবার পাথর গড়িয়ে দেওয়াতেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। শুধু একটু ঠেলে দেওয়া—পাথর তাতেই গড়াতে শুরু করে।'

'ওঃ, হ্যাঁ, ছেলেরা এরকম করে বটে। তবে আমি কখনও করতে দেখিনি।'

মিস মার্পল পুলওভার নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। খুব উজ্জ্বল রঙের পুলওভার।

'এটা আমার জন্য নয়', তিনি বললেন, 'এটা আমার এক নাতির জন্য। বুঝলেন তো, সে গলাবন্ধ পুলওভার চায়। গাঢ় লাল রঙের পুলওভারই ওর পছন্দ।'

'হ্যাঁ, ওরা আজকাল গাঢ় রঙের জিনিসই পছন্দ করে। তাই না?', মিসেস মেরীপিট স্বীকার করলেন। 'জীনসের জন্য নয়। ওরা কালো জীনস পছন্দ করে। কালো বা গাঢ় নীল। তবে উপরের দিকে উজ্জ্বল রঙই ওরা চায়।'

মিস মার্পল নকশা কাটা উজ্জ্বল রঙের এক পুলওভারের কথা বর্ণনা করলেন। এখানে বেশ ভালো রকম পুলওভার আর জার্সির যোগান আছে, তবে কালো আর লাল কোনো পুলওভার দেখানো হয়নি—আর সেকেও

সেরকম ইদানীং রাখা হয়নি। আরও কয়েকটা জিনিস রেখে মিস মার্পল বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন—কথায় কথায় অবশ্য আগেকার কয়েকটা খুনের কথাও তিনি বলে ফেললেন—সব এই অঞ্চলেরই।

'তারা লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলে', মিসেস মেরীপিট বললেন। 'চমৎকার সুদর্শন একটা ছেলে—ও এরকম করেছে ভাবাই যায় না। ভালো-ভাবেই সে মানুষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েও ঢুকেছিলো। ওর বাবাও মস্ত ধনী। ওরা তাকে ব্রডওয়ে বা এরকম কোথাও পাঠায়নি। আমার ধারণা ও মানসিক রোগী—পাঁচ কি ছটি মেয়েকেই ছিলো ওরা বলেছে। পুলিশ বহু অল্পবয়সের ছেলেকেই ধরেছিলো। ওরা ভেবেছিলো একাজ জিওফ্রে গ্র্যান্টের। সে বরাবরই একটু কেমন কেমন। স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, করতো সে। তবে সে নয়। এর পরে এলো বার্ট উইলিয়ামস। তবে সে দুবারই অন্য জায়গায় ছিলো, তার অজুহাত ভাঙা যায়নি। আর শেষ পর্যন্ত ধরা হলো—কি-যেন-নাম ছেলেটির। ঠিক মনে পড়ছে না। লিউক বা মাইক, এই রকম কিছু। চমৎকার দেখতে—তবে দারুণ খারাপ রেকর্ড ছিলো। চুরি, চেক জাল এই সব। তাছাড়া দুটো বাপ হওয়ার ব্যাপার বুঝেছেন আশা করি। মানে, যখন কোন মেয়ের বাচ্চা হতে যায়। এসব ব্যাপারে লোকটাকে টাকা দিতে ওরা বাধ্য করে। ছেলেটি এর আগে দুটি মেয়েকে এ রকম করেছিলো। পারিবারিক পথেই।'

'এ মেয়েটিও কি তাই?'

'ও হ্যাঁ, সেও তাই। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যখন দেহটা পাওয়া গেলো যে যাকে পাওয়া গেছে সে নোরা ব্রড। সে হলো মিসেস ব্রডের ভাইঝি। ছেলেদের পিছু নেওয়ার ওর জুড়ি ছিলো না। সেও বাড়ি থেকে একই রকম ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউ জানতো না সে, সে কোথায়। তাই যখন ছ'মাস পরে ওই দেহটা পাওয়া যায় ওরা ভেবেছিলো প্রথমে ওটা তারই দেহ?'

'তবে তা নয়?'

'না—সম্পূর্ণ অন্য একজন।'

'ওর দেহ আর পাওয়া যায়?'

'না। মনে হয় কোনদিন হয়তো যাবে, তবে ওদের ধারণা সেটা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কে বলতে পারে? আপনি বলতে পারেন না কোন মাঠ বা ওই রকম কিছু খুঁড়লে কি পাওয়া যাবে। একবার আমি দেখেছিলাম, সোনার জাহাজ, সোনার পীরিচ, কতো কি সুটন হু না কোথায় খুঁড়ে পাওয়া

গিয়েছিলো। যে কোন দিন মাটি খ্ঁড়লেই হয়তো পাবেন কোন ম্তদেহ বা সোনার পাঁরিচ, কে জানে। এ জীবন সত্যিই বড়ো দ্ঃখে ভরা। সত্যিই দ্ঃখের। কি আসছে আপনি বলতে পারেন না।'

'এখানে আরও একটি মেয়ে ছিলো, সে এখানেই থাকতো, তাই না?' মিস মার্পল বললেন, 'যে খ্ন হয়েছিলো।'

'তার মানে বলতে চাইছেন যার দেহ প্রথমে লোয়া রঙের ভেবেছিলো ওরা? হ্যাঁ। আমি ওর নাম এখন ভুলে গেছি। হোপ, মনে হয়। হোপ নয় ব্যারিটি। এই ধরণেরই কোন নাম। ভিক্টোরিয় য্গে খ্ব ব্যবহার হতো আজকাল প্রায় হয় না। ও ম্যানর হাউসে থাকতো। ওর বাপ মা মারা যাওয়ার পরেই ও ওখানে আসে।'

'ওর বাবা মা এক দ্র্ঘটনায় মারা যায়, তাই না?'

'ঠিক। স্পেন বা ইতালিতে উড়ে চলা কোন প্লেন।'

'আপনি বলছেন সে এখানে বাস করতে এসেছিলো? ওরা কি তার কোন আত্মীয়?'

'তা আমার জানা নেই', তবে মিসেস গ্লাইন সম্ভবতঃ ওর মায়ের খ্ব বন্ধ্ ছিলেন। মিসেস গ্লাইন অবশ্য বিবাহিতা, আর বাইরে গিয়েছিলেন, তবে মিস ক্লোটিলডা—তিনি সবচেয়ে বড়ো, গাঢ় রঙ—তিনি মেয়েটিকে খ্বই ভালো-বাসতেন। তিনি তাকে বাইরে নিয়ে যান, ইতালি আর ফ্রান্সে আর অন্য সব জায়গায়। তাছাড়া তাকে তিনি টাইপ করা আর সর্টহ্যান্ডও শিখিয়েছিলেন আর ছবি আঁকাও। মিস ক্লোটিলডা খ্ব শিল্পী মনের। ও মেয়েটিকে দার্ণ ভালোবাসতেন তিনি। সে অদ্শ্য হলে উনি খ্বই ভেঙে পড়েন। মিস অ্যানথিয়ার চেয়ে উনি একেবারে আলাদা—।'

'মিস অ্যানথিয়াই সকলের ছোট, তাই না?'

'হ্যাঁ। একট্ কেমন যেন, লোকে বলে। মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাবেন একা একা নিজের মনে কথা বলতে বলতে চলেছেন আর মাথাটি এক-দিকে ফেরাতে চাইছেন। বাচ্চারা মাঝে মাঝে ওঁকে দেখে ভয়ও পায়। তারা বলে সে যেন একট্ কেমন অদ্ভুত ধরণের। আমি অবশ্য জানি না। গ্রামে এরকম অনেক কথা শোনা যায়। ওদের যে খ্ড়ত্তো ঠাকুর্দা এখানে ছিলেন তিনিও একট্ অদ্ভুত মান্ষ ছিলেন। শোনা যায় বাগানে রিভলবার ছ্ঁড়তেন। তার কোন কারণই ছিলো না। নিজেকে জাহির করতে চাইতেন।'

'কিন্তু মিস ক্লোটিলডা অদ্ভুত নন?'

'ও না তিনি খুব চালাক। ঠিক আর ম্যাডিন জানেন বলেই আমার বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইলেও পারেননি অথচ যাকে দেখাশোনা করতে হয়েছিলো। তবে উনি সেই মিস—কে, কি নাম যেন, তাকে খুবই ভালোবাসতেন। —খুব সম্ভব কেথ। নিজের মেয়ের মতোই তাকে উনি ভালোবাসতেন। তারপরেই এলো সেই মাইকেল না কি যেন নামের ছেলেটা—হ্যাঁ, ওই নামই ছিলো, তারপর একদিন কাউকে কোন কথা না বলে কোথায় চলে গেলো। তবে জানি না মিস ক্লোটিলডা জানেন কি না সে পারিবারিক গোছের কি না।'

'তবে আপনি জানতেন', মিস মার্পল বললেন।

'ও, হ্যাঁ, আমার ঢের অভিজ্ঞতা আছে। আমি বুঝি কোন মেয়ে এরকম। এটা চোখের সামনে পরিষ্কার। এটা শুধু আকৃতি নয়, ওদের চোখের চাহনি দেখেই বোঝা যায়, তাছাড়া কিভাবে ওরা হাঁটে চলে, কখন পা গুটিয়ে ওঠে এই সব দেখে। ও হ্যাঁ তখনই বুঝেছিলাম, এ হলো এই রকম আর একজন। মিস ক্লোটিলডাকেই গিয়ে দেহটা সনাক্ত করতে হয়। এতেই তিনি প্রায় ভেঙে পড়েন। এরপর কয়েক সপ্তাহ তিনি অন্য মানুষ হয়ে যান। খুব ভালোবাসতেন মেয়েটাকে তিনি।'

'আর ওই অন্যজন—মিস অ্যানথিয়া ?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন ?

'মজার কথা, জানেন, ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো বেশ খুশির ভাব ওর মধ্যে জেগেছিলো—সে যাকে বলে বেশ খুশিই মনে হচ্ছিলো। খুব ভালো নয়, আঁ ? চাষী ময়ুরের মেয়েকেও ঠিক এমন দেখাতো। সব সময়ে ও শুয়োর মারা দেখতে চাইতো। অদ্ভুত কাণ্ড।'

মিস মার্পল বিদায় জানিয়ে দেখলেন তখনও হাতে দশ মিনিট আছে তাই ডাকঘরের দিকে চললেন তিনি। জোসলিন সেণ্ট মেরীর ডাকঘর আর সাধারণ দোকান ঠিক মার্কেট স্কোয়ারের পরেই।

মিস মার্পল ডাকঘরে ঢুকে কিছু ডাকটিকিট কিনলেন তারপর একটু পোস্ট-কার্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে নানা পেপারব্যাক বইয়ের দিকে নজর দিলেন। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, মুখভাব কিছুটা যার অপ্রধাধানো, কাউন্টারের পিছনে ছিলেন। তিনি মিস মার্পলকে একখানা বই তুলে নিতে সাহায্য করলেন, সেটা একটু আটকে গিয়েছিলো।

'মাঝে মাঝে আটকে যায়। সকলে ঠিক মতো রাখে না, তাই।'

দোকানে ঠিক এই মুহূর্তে কেউ ছিলো না। মিস মার্পল অত্যন্ত বিকৃত

মুখে বইটির মলাটে এক নগ্ন মেয়ের রক্ত মাখা মুখ আর পাশেই ঢুকে পড়া এক ছোরাসহ খুনীর ছবি দেখে নিচ্ছিলেন।

'বাস্তবিক', তিনি বলে উঠলেন, 'আজকালকার এই সব জঘন্য জিনিস আমার ভালো লাগে না।'

'অল্পবয়সীদের আজকাল বড্ডো বাড়াবাড়ি থাকে', মিসেস ডিনিগার বলে উঠলেন। 'সকলে এসব ভালোবাসে না। তবে অনেকে এইসব মারদাঙ্গা পছন্দও করে। এটা আমাকে বলতেই হবে।'

মিস দ্বিতীয় আর একটা বই তুললেন। 'বেবী জেন্সের কি ঘটেছিলো' তিনি নামটা পড়লেন। 'ওঃ সত্যি এ পৃথিবীতে বাস করা খুব দুঃখের।'

'ওঃ হ্যাঁ। গতকালের কাগজেই দেখেছি, কে একজন স্ত্রীলোক এক সুপার বাজারের সামনে তার বাচ্চাকে রেখে যেতে আর একজন তাকে তুলে নিয়ে যায়। কোন কারণই এসবের নেই। পুলিশ অবশ্য তাকে খুঁজে পেয়েছে। তবে ওরা একই কথা বলে তা সে সুপার বাজার থেকে চুরি করাই হোক বা বাচ্চা তুলে নেওয়াই হোক।'

মিস মার্পল চারদিকে একটু তাকালেন—ডাকঘর তখনও খালি। তিনি জানলার দিকে এগোলেন।

'আপনার যদি ব্যস্ততা না থাকে, তাহলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন', মিস মার্পল বললেন, 'আমি খুবই বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি। কবছর ধরে দারুণ সব ভুল করছি। এটা হলো একটা দানের জন্য পাঠানো একটা পার্সেল। আমি ওদের কাপড় পাঠাই—পুলওভার, বাচ্চাদের পশমী জামা এইসব, আর ঠিকানা লিখে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম—আর আজ সকালেই হঠাৎ দেখলাম ভুল করেছি, আসলে ঠিকানা লিখেছি ভুল। আমার মনে হয় না আপনারা পাঠানো পার্সেলের কোন তালিকা রাখেন—তবে ভাবলাম কারও হয়তো মনেও থাকতে পারে। আমি যে ঠিকানা লিখতে চেয়েছিলাম তা হলো দি ডকইয়ার্ড অ্যান্ড টেমসসাইড ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।'

মিসেস ডিনিগার এবার বেশ দরদ দৃষ্টিতে তাকালেন, মিস মার্পলের অক্ষমতা আর ভীমরথীর অবস্থা বুঝে তার মন গলতে চাইলো।

'আপনি নিজেই এসেছিলেন?'

'না—তা নয়—আমি পুরনো ওই জমিদার বাড়িতে আছি—ওদের একজন মিসেস হাইনই বলেছিলেন তিনি বা তার এক বোন পাঠিয়ে দেবেন।'

'দাঁড়ান, ভাবতে দিন। মঙ্গলবারই হবে, তাই না? না, মিসেস হাইন

ওটা আনেন নি, এটা এনেছিলেন সবচেয়ে ছোটজনই, মিস অ্যানাথিয়া।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁরাই হবে—।'

'আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে। একটা ভালো আকারের বাক্স—বেশ ভারিই হবে। তবে ওই ডকইয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন নয় যেমন বললেন—এরকম কিছু আমার মনে পড়ছে না। এটা ছিলো রেভারেন্ড ম্যাথুজ—দি ইস্টহ্যাম উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেনস উলেন ক্লোদিং অ্যাপীল।'

'ও হ্যাঁ', মিস মার্পল দুহাত জড়ো করে হাফ ছাড়ার ভঙ্গী করলেন। 'ঠিক মনে রেখেছেন দেখছি। আমি ওদের আবেদনের উত্তরে কিছু জামা কাপড় ইস্টহ্যামের নামে বড়দিনের সময় পাঠিয়েছিলাম, তাই নিশ্চয়ই ভুল ঠিকানা লিখে ফেলেছিলাম। আর একবার ওটা বলবেন?' তিনি নোটবইয়ে যত্ন করে লিখে নিলেন।

'আমার ভয় হচ্ছে পার্শেলটা বোধ হয় পাঠানো হয়ে গেছে—।'

'ও হ্যাঁ, তবে আমি ভুলের কথা জানিয়ে লিখে পার্শেলটা ডকইয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানায় পাঠাতে বলতে পারি। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

মিস মার্পল পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন।

মিসেস ভিনিগার তার পরবর্তী ক্রেতার জন্য টিকিট এগিয়ে দিতে দিতে বলে উঠলেন, 'বেচারি বুড়ি। মনে হয় সবসময়েই এরকম ভুল করাই ওর অভ্যেস।'

মিস মার্পল ডাকঘর ছেড়ে বেরোতেই তার সঙ্গে সাক্ষাত হলো এমলিন প্রাইস আর যোয়ানা ক্রফোর্ডের।

যোয়ানাকে ফ্যাকাশে আর চিন্তিত লাগছিলো।

'আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে', তিনি বললেন, আমি জানি না—ওরা কি জিজ্ঞাসা করবে? আমার এখন ভয় লাগছে—আমার ভালো লাগছে না। আমি পুলিশের সার্জেন্টকে বলেছি আমাদের মনে হয়েছিলো আমরা দেখলাম।'

'চিন্তা কোর না, যোয়ানা', এমলিন প্রাইস বললো, 'এটা শুধু করোনারের তদন্ত। ভদ্রলোক চমৎকার মানুষ, একজন ডাক্তার মনে হয়। তিনি কয়েকটা প্রশ্ন করবেন আর তুমি যা দেখেছো তাই বলবে।'

'তুমিও দেখেছিলে', যোয়ানা বললো।

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি', এমলিন বললো, 'অন্ততঃ আমি দেখেছি ওখানে'

কেউ ছিলো। এই পাথরের চাঁইয়ের কাছাকাছিই। এখন এসো, যোয়ানা।'

'ওরা এসে আমাদের হোটেলের ঘর অনুসন্ধান করে দেখেছে', যোয়ানা বললো। 'ওরা আমাদের মত নিয়েছিলো কিন্তু ওদের সার্চওয়ারেন্ট ছিলো। ওরা আমাদের ঘর আর সব জিনিসপত্র দেখেছে।'

'আমার মনে হয় ওরা সেই তোমার বর্ণনা মতো নকশা কাটা পুলওভারেরই খোঁজ করছিলো। যাই হোক এনিয়ে তোমার মাথাব্যথার কারণ নেই। তোমার যদি লাল-কালো নকশার পুলওভার থাকতো তাহলে সে কথা বলতে না, তাই না?' ওটা কালো আর গাঢ় লালই ছিলো, তাই না?'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানি না', এমলিন প্রাইস বললো, 'আমি রঙ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। মনে হয় ওটা গাঢ় কোন রঙের ছিলো। এটুকুই যা।'

'ওরা এরকম কিছু পায়নি', যোয়ানা বললো, 'আসলে আমাদের কারো কাছেই বেশি মালপত্র নেই। কোচে ভ্রমণে কেউ নেয় না। কারো জিনিসের মধ্যেই এরকম কিছু ছিলো না। কাউকে আমাদের মধ্যে এরকম কিছু পরতেও দেখিনি। তুমি দেখেছো?'

'না, তা দেখিনি, তবে আমার ধারণা দেখলেও মনে রাখতাম কিনা', এমলিন প্রাইস জবাব দিলো। 'লাল বা সবুজের তফাত আমি বুঝি না।'

'না, তুমি একটু রঙ কানা তাই তো? আমি সেদিনই এটা লক্ষ করেছিলাম', যোয়ানা বললো।

'তুমি লক্ষ্য করেছো একথার মানে?'

'আমার লাল স্কার্ফ। আমি জানতে চেয়েছিলাম তুমি দেখেছো কিনা। তুমি বললে একটা সবুজ রঙের দেখেছো, অথচ লালটাই তুমি এনে দিলে। আমি ওটা খাবার ঘরে ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি জানতে না ওটার রঙ লাল।'

'যাক, আমি রঙ কানা এটা বলে বেড়িও না। আমার পছন্দ নয়। লোককে এমন গোলমালে ফেলে দেয়।'

'পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রঙ কানা', যোয়ানা বললো। 'এটা সেই যৌন যোগাযোগের ব্যাপার', যোয়ানা সবজান্তার ভঙ্গিতে বললো। 'এটা মেয়েদের মধ্য দিয়ে গিয়ে পুরুষদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।'

'তুমি এমন ভাবে বকছো এ যেন হাম', এমিলি প্রাইস বলে উঠলো, 'যাক, আমরা এসে গেছি।'

'কিছু মনে করলে না তো?' সিঁড়িতে ওঠার মুখে যোহানা বললো।

'মোটেই না। আমি কোনদিন ইনকোয়েস্টে আসিনি। প্রথম বার এলে বেশ আগ্রহই জাগে কিন্তু।

ডঃ স্টোকস একজন মধ্যবয়সী মানুষ। মাথায় রুপোলি চুল আর চোখে চশমা। প্রথমেই পুলিশের সাক্ষ্য, তারপর ডাক্তারি সাক্ষ্য বলা হলো মস্তিষ্কের আঘাতের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। মিসেস স্যান্ডবোর্ন কোচ ভ্রমণের সব ব্যবস্থার কথা, ওইদিন বিকেলে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো সেসবই জানালেন। তিনি বললেন মিস টেম্পল, ভালোই হাঁটতে পারতেন। দলের সকলে এক পরিচিত পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিলেন পাহাড়ের বুকে, যেটা এঁকে-বেঁকে মুরল্যান্ড গির্জা অবধি উঠে গেছে। এটা এলিজাবেথের আমলের। এর একটি পাহাড়ি খাঁজেই আছে বোনাভেন্তার স্মৃতিমন্দির। এ জায়গাটা একটু বেশি খাড়াই। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করতে করতে ওঠে এ জায়গায়। বয়স্কদের স্বভাবতই সময় বেশি লাগে। মিস টেম্পল একটু পিছিয়ে সকলের শেষের দিকেই ছিলেন। তিনি এক মিঃ ও মিসেস বাটলারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাকে, বাকি সকলের দেরি হওয়ার জন্য অধৈর্য হতেও দেখা গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে কাটিয়ে একটু দ্রুত এগিয়ে পাহাড়ি পথে উঠে যান। একটা বাঁক ঘুরে তিনি এগিয়ে যান। ঠিক তখনই বাকি সকলে একটা আর্তনাদ শুনে দ্রুত ছুটে যান আর মিস টেম্পলকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। বিরাট এক খণ্ড পাথরের চাঁই পাহাড়ি খাঁজ থেকে আলগা হয়ে গড়িয়ে নেমে মিস টেম্পলকে আঘাত করে-ছিলো। খুবই দুর্ভাগ্যজনক এক দুর্ঘটনা।

'আপনার কোন ধারণা ছিলো না ওটা দুর্ঘটনা বা অন্য কিছু?'

'না। এটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি হতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পাহাড়ের ওদিকে কাউকে দেখতে পাননি?'

'না। যদিও লোকে মাঝে মাঝে ওখানে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু ওইদিন বিকেলে কাউকে দেখিনি।'

এরপর যোহানা ক্রফোর্ডকে আহ্বান করা হলো। নাম আর বয়স জানানোর পর তাকে প্রশ্ন শুরু করলেন ডঃ স্টোকস।

'আপনি দলের সকলের সঙ্গে হাঁটছিলেন না?'

'না, আমরা রাস্তা ছেড়ে চলেছিলাম। আমরা অন্যদিকে ঘুরে একটু উঁচুতেই উঠেছিলাম।'

'আপনার একজন সঙ্গী ছিলো?'

'হ্যাঁ, মিঃ এমলিন প্রাইস।'

'আর কেউ আপনাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন না?'

'না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে দু-একটা ফুল দেখছিলাম। ওগুলো একটু অসাধারণ ছিলো। এমলিনের বোটানীতে আগ্রহ আছে।'

'আপনারা কি দলের অন্যান্যদের চোখের আড়ালে ছিলেন?'

'সব সময় নয়। ওরা প্রধান পথ ধরেই উঠছিলো—আমাদের একটু নিচে—।'

'আপনারা মিস টেম্পলকে দেখেছিলেন?'

'তাইতো মনে হয়। তিনি সকলের আগে চলেছিলেন, আর আমার মনে হয় তাকে বাঁক ঘোরার সময় একটু দেখেছিলাম। এরপরে পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ায় আর লক্ষ্য করতে পারিনি।'

'কাউকে আপনাদের সামনে পাহাড়ের দিকে উঁচুতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। অনেক চাঁইয়ের কাছে। পাহাড়ের ওইদিকে বহু পাথরের চাঁই ছিলো।'

'হ্যাঁ', ডঃ স্টোকস বললেন, 'আপনি যে জায়গার কথা বলছেন সেখানে অনেক আছে।'

'আমার মনে হয় মানুষকে অত উঁচুতে ছোট্ট ভেড়ার মতো লাগে।'

'আর আপনি ওখানে কাউকে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কেউ পাথরের চাঁইগুলোর উপর ঝুঁকে ছিলো।'

'ঠেলছিলো বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে তাই ভেবেছিলাম। সে ধারের দিক থেকেই ঠেলতে চাইছিলো। ওগুলো এতো বড়ো আর ভারি তাই ভাবছিলাম কেউ ঠেলতে পারবে কিনা, সেটা অসম্ভব ছিলো। তবে পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই ঠেলে থাকুক পাথরটা একটু আলগা অবস্থাতেই ছিলো।'

'আপনি প্রথমে পুরুষ বলেছেন, পরে পুরুষ বা স্ত্রীলোক বলছেন, মিস ক্রফোর্ড। আসলে কে ছিলো বলে ভাবছেন?'

'মানে, আমি ভেবেছিলাম—আমি ভেবেছিলাম লোকটি পুরুষ। বা স্ত্রীলোক যেই হোক তার দেহে ট্রাউজার আর পুলওভার ছিলো—অনেকটা

পুরুষেরই বোধহয় পোশাক। গলা অবধি টানা পুলওভার।'

'পুলওভারের রঙ কি রকম ছিলো?'

'কিছুটা গাঢ় লাল আর কালো নকশা। লম্বা কিছু দাগও ছিলো—সেটা পুরুষেরই হওয়া সম্ভব।'

'অবশ্যই হতে পারে', শুষ্ককণ্ঠে বললেন ডঃ স্টোকস। 'এরপরে কি হলো?'

'এরপর ওই পাথরটা গড়াতে শুরু করলো দারুণ দ্রুতভাবে। আমি এমীলনকে বলেছিলাম যে, 'এটা পাহাড় গড়িয়ে নিচে পড়বে।' তারপরেই ওটা পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো নিচে থেকে একটা আর্তনাদও শুনেলাম, সেটা কল্পনাও হতে পারে।'

'তারপর?'

'ওঃ, তারপর আমরা বাঁকটা একটু ঘুরে ছুটে দেখতে গেলাম পাথরটার কি হলো।'

'কি দেখলেন?'

'আমরা দেখলাম পাথরের নিচে একটা দেহ—আর সবাই ছুটে আসছে।'

'যিনি আর্তনাদ করেন তিনি কি মিস টেম্পল?'

'আমার ধারণা নিশ্চয়ই তাই। যারা বাঁক ঘুরে আসছিলেন তাদেরও কেউ হতে পারেন। ওঃ! কি সাংঘাতিক—।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক। যে মূর্তিকে উপরে দেখেছিলেন তার কি হলো? সেই লাল আর কালো পুলওভার পরিহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক?' সে কি তখনও পাথরের মাঝখানে ছিলো?'

'তা জানি না। ওদিকে একটুও তাকাইনি। আমি—আমি দুর্ঘটনার দিকেই তাকিয়েছিলাম। মনে হয় একবার তাকিয়েও ছিলাম, তবে কেউ ওখানে ছিলো না। শুধু পাথর।'

'ওই মূর্তি আপনাদের যাত্রীদলের কেউ হতে পারে?'

'ওঃ না। আমি নিশ্চিত। তাহলে পোশাক দেখে চিনতে পারতাম। আমি নিশ্চিত কেউই লাল-কালো পুলওভার পরেনি।'

'ধন্যবাদ, মিস ক্রফোর্ড।'

এরপর এমলিন প্রাইসকে ডাকা হলো। তার কাহিনী যোয়ানার মতোই একই রকম।

করোনার এবার রায় দিলেন যে এলিজাবেথ টেম্পল কিভাবে মৃত্যুবরণ

করেছেন তার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তিনি তাই ইনকোয়েস্ট মুলতবী রাখলেন।

সতেরো ॥ মিস মার্পলের একটি সাক্ষাৎ

ইনকোয়েস্ট থেকে গোল্ডেন বোর হোটেলে ফেরার অবসরে কারো মুখেই কোন কথা ছিলো না। প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মিস মার্পলের পাশেই হাঁটছিলেন। যেহেতু মিস মার্পল তেমন জোরে হাঁটতে পারেন না, স্বভাবতই ওঁরা একটু দল থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন।

'এরপর কি ঘটবে?' শেষ পর্যন্ত মিস মার্পলই প্রশ্ন করলেন।

'আইনের দিক দিয়ে না আমাদের?'

'আমার মনে হয় দুটোই', মিস মার্পল বললেন। 'কারণ একটি জনাটিকে জড়িয়ে রয়েছে।'

'স্বভাবতই এটা এখন পুলিশের আরও তদন্তের ব্যাপার, ওই দুজনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে।'

'হ্যাঁ।'

'আরও তদন্ত প্রয়োজন। ইনকোয়েস্ট মুলতবী হতোই। করোনার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এমন রায় দেবেন কেউ কখনই আশা করেনি।'

'না, সেটা বুঝেছি। ওদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আপনার কি মনে হলো?'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড তার তীব্র চোখের দৃষ্টিতে মিস মার্পলের দিকে তাকালেন।

'আপনার এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে, মিস মার্পল? অবশ্য আমরা আগেই জানতাম ওরা কি বলবে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যা জানতে চান তা হলো ওদের সম্পর্কে আমি কি ভাবছি? বিশেষতঃ এ ব্যাপারে ওদের অনুভূতি।'

'ওই লাল-কালো পুলওভারের ব্যাপারটাই খুব আগ্রহের। একটু গুরুত্বপূর্ণও, তাই না?' বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে?' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড আবার ভুরু নিচু দিয়ে তাকালেন। 'আপনার কাছে কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়', মিস মার্পল বললেন, 'এর বর্ণনা আমাদের খুব মূল্যবান এক সূত্র দিতে পারে।'

ওরা গোল্ডেন বোরে পৌঁছলেন এবার। সবে সাড়ে বারোটা বেজেছিলো তাই মিসেস স্যান্ডবোর্ন হালকা খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন মধ্যাহ্নভোজের আগে। শেরী, টম্যাটোর রস আর অন্যান্য সুরা পানের অবসরে মিসেস স্যান্ডবোর্ন কিছু ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

'আমি করোনার এবং ইন্সপেক্টর ডগলাসের পরামর্শ নিয়েছি,' মিসেস স্যান্ডবোর্ন বলতে শুরু করলেন। 'যেহেতু, মেডিক্যাল সাক্ষ্য পুরোই গ্রহণ করা হয়েছে সেই কারণে আগামীকাল বেলা এগারোটায় গির্জায় স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠিত হবে। আমি স্থানীয় ভাইকার মিঃ কোর্টনির সঙ্গে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। এর পরদিনেই আমাদের ভ্রমণ শুরু করা ভালো হবে। এবার একটু সরল পথই নেওয়া হবে। দু'একজন লণ্ডনে ফিরতে ইচ্ছুক জানিয়েছেন। আমি এ মনোভাব সমর্থন করি। এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। যদিও আমি বিশ্বাস করি মিস টেম্পলের মৃত্যু দুর্ঘটনার ফলেই ঘটেছে। এ ব্যাপারে অবশ্য আরও তদন্ত হবে। কোন ভ্রমণকারী হয়তো পাথরটা সরল খেয়ালেও ঠেলে থাকতে পারেন—তার সেকথা এগিয়ে এসে বলা উচিত। এটা আপাতে অসম্ভব যে মিস টেম্পলের কোন শত্রু ছিলো। আমার প্রস্তাব এই দুর্ঘটনা নিয়ে আমরা কোন আলোচনা আর করবো না। এতে আমাদের মন ভালো থাকতে পারবে।'

একটু পরেই মধ্যাহ্নভোজ সাঙ্গ হতে আর কেউ এবিষয় নিয়ে আলোচনা করলো না।

'আপনি ভ্রমণ শেষ করবেন?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মিস মার্পলকে প্রশ্ন করলেন।

'না', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'না, আমি ভাবছি, যা ঘটে গেছে তাতে আমার এখানেই আরও কয়েকদিন থাকা দরকার।'

'গোল্ডেন বোরে না ম্যানর হাউসে?'

'সেটা নির্ভর করছে ম্যানর হাউসে যাওয়ার জন্য আমি আর কোন আমন্ত্রণ পাই কি না। আমি নিজে সেকথা বলতে চাই না—আগে আমাকে

ধ্বনিদের জন্যেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। আমার মনে হয় গোল্ডেন বোরে থাকাই ভালো হবে।'

'আপনি সেন্ট মেরি মীডে ফিরতে চাইছেন না?'

'এখনই নয়,' মিস মার্পল জবাব দিলেন। এখানে দু-একটা কাজ করতে পারবো। এর একটা আমি করেও ফেলেছি,' তিনি প্রোফেসরের সপ্রশ্ন দৃষ্টির মুখোমুখি হলেন। 'আপনি যদি বাকি সকলের সঙ্গে যান তাহলে আপনাকে জানাবো আমি কি করেছি আর আপনাকে একটু তদন্তও করতে বলবো যা খুবই সাহায্য করবে। অন্য যে কারণে এখানে থাকতে চাই তা পরে বলবো। কিছু খোঁজ করার আছে—স্থানীয় ভাবেই—তা আমি করতে চাই। সেটা কোথাও হাজির নাও করতে পারে তাই এখন উল্লেখ করতে চাই না। আর আপনি?'

'আমি লন্ডনে ফিরতে চাই। সেখানে কাজ রয়েছে। যদি না এখানে আপনার সাহায্যে লাগতে পারি।'

না,' মিস মার্প'ল বললেন, 'এখনই তা ভাবছি না। আমার মনে হয় আপনারও কিছু খোঁজ করার কাজ হাতে আছে।'

'এই ভ্রমণে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আমি এসেছিলাম, মিস মার্প'ল।'

'আর এখন আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, আর আমি যা জানি তাও আপনি জেনেছেন। আর আপনার নিজের যে খোঁজ করার রয়েছে আমি তা জানি ও বুঝি। তবে এখানে থেকে আপনি যাওয়ার আগে—আমার ধারণা দু-একটা বিষয় আছে যাতে সাহায্য হতে পারে।'

'বুঝেছি। আপনার কিছু ধারণা রয়েছে।'

'আপনি যা বলেছিলেন সেটাই মনে রাখছি।'

'আপনি খুব সম্ভব সেই অদ্ভুত কিছুর গন্ধই পেয়েছেন?'

'বলা শক্ত', মিস মার্প'ল বললেন, আবহাওয়ার মধ্যে সত্যিই কি গণ্ডগোল আছে সেটা বলা কঠিন।'

'কিন্তু আবহাওয়ার যে কিছু একটা গোলমাল আছে সেটা বুঝতে পেরেছেন?'

'ও হ্যাঁ, খুব পরিষ্কার ভাবেই।'

'আর বিশেষ করে মিস টেম্পলের মৃত্যুতে, যা আসলে কোনমতেই দুর্ঘটনা নয়, মিসেস স্যান্ডবোর্ন' যাই ভেবে নিন।'

'না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'এটা দুর্ঘটনা নয়। আমি যা আপনাকে

বাজানি তাহলো মিস টেম্পল আমাকে বলেছিলেন তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে ছিলেন।'

'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার', প্রোফেসর বললেন। 'হ্যাঁ আশ্চর্যই। তিনি বোধ হয় আপনাকে জানাননি সে তীর্থযাত্রা কোথায় বা কার কাছে?'

'না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'উনি যদি আর একটু জীবিত থাকতেন, হয়তো তাহলে আমাকে বলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যু তাকে আগেই ছিনিয়ে নিলো।'

'তাহলে এ ব্যাপারে আপনি তেমন অগ্রসর হতে পারেন নি?'

'না। এটা নিশ্চয়ই যে তার তীর্থযাত্রাকে কোন বদ উদ্দেশ্যে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন তাকে, তিনি যেখানে চলেছিলেন সেখানে যেতে দিতে চায়নি—বা যার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে তা করতে দেয়নি। শুধু আশা করতে পারি ভাগ্যই একমাত্র এর উপর আলোক-পাত করতে সক্ষম।'

'এই জন্যই এখানে থেকে যাচ্ছেন?'

'শুধু তাই নয়', মিস মার্পল বললেন, 'আমি নোরা ব্রড নামে একটি মেয়ের সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাই।'

'নোরা ব্রড', প্রোফেসর ওয়ানস্টেডকে একটু ধাঁধায় পড়েছেন মনে হলো।

'ভেরিটি হাণ্টের সঙ্গে একই সময়ে অন্য যে মেয়েটি অদৃশ্য হয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে কথাটা আপনিই আমাকে বলেছিলেন। যে মেয়েটির বহু ছেলে বন্ধু ছিলো আর আরও ছেলেবন্ধু নিতেও যার আপত্তি ছিলো না। বোকা গোছের একটা মেয়ে অথচ পুরুষের কাছে যে আকর্ষণীয়াই ছিলো, মনে হয়' মিস মার্পল বললেন, 'ওর সম্বন্ধে আরও কিছু জানলে আমার তদন্তের ব্যাপারে একটু সুবিধা হতে পারে।'

'তাহলে নিজের পথেই চলুন, ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর মার্পল', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

স্মৃতিবাসর পরের দিন অনুষ্ঠিত হলো। ভ্রমণদলের সবাই উপস্থিত ছিলেন। মিস মার্পল চারদিকে তাকালেন। স্থানীয় অনেকেই ছিলো। মিসেস গ্লাইন আর তার বোন মিস ক্রোটিলডাও। কনিষ্ঠা মিস অ্যানথিয়া হাজির হয়নি। গ্রামের দু-একজনও সম্ভবতঃ ছিলো। তারা কেউই মিস টেম্পলকে না চিনলেও শুধু—'অপরাধ-জনক' কিছু আগ্রহ থেকেই হাজির

তাকিয়েছিলো সতর্কতঃ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একজন বৃদ্ধমতন ধরনের পাদ্রী. প্রায় সত্তরের উপরেই বয়স হবে মিস মার্পল ভাবলেন—পাদ্রী ভদ্রলোকের কাঁধ পর্যন্ত গড়িয়ে নেমেছে শ্বেত শুভ্র কেশ। তিনি সামান্য জন্য আর বলতে না দাঁড়াতে কষ্ট বোধ করছিলেন। মুখটি চমৎকার, মিস মার্পল ভাবলেন—ভদ্রলোক যে প্রশ্ন রাখলো তার। হয়তো এলিজাবেথ টেম্পলের কোন পুরোনো বন্ধু, হয়তো বহু দূর পথ পার হয়েই এখানে যোগ দিতে এসেছেন?

গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার মুখে মিস মার্পল তার সহযাত্রীদের সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন। কে কি করতে চায় তিনি এবার জানতে পারলেন। বাটলার দম্পতি এবার লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন।

'আমি হেনরিকে বলেছি, এভাবে আমি যেতে পারবো না', মিসেস বাটলার বলে উঠলেন, 'বুঝলেন—আমার মনে হচ্ছে কোন বাঁক ঘুরতে গেলেই কেউ পাথর না গুলি ছুঁড়বে। এমন কেউ যার এই ইংল্যাণ্ডের ফেমাস হাউসেস অ্যাণ্ড গার্ডেন্সের উপর রাগ আছে।'

'আরে শোনো, ম্যামি', মিঃ বাটলার বলে উঠলেন, 'এতোটা কল্পনা করতে হবে না।'

'কিন্তু আজকাল বলা যায় না। ওইসব ছিনতাইওয়ালারা সব পারে। আমি নিজেকে কিছুতেই নিরাপদ ভাবতে পারি না।'

বৃদ্ধা মিস লুম্লি আর মিস বেন্হাম ভ্রমণ চালিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন।

'এই ভ্রমণের জন্য অনেক টাকা দিয়েছি, আর এই দুর্ঘটনার জন্য সেটা নষ্ট করা যায় না।' এ ব্যাপারটা দুজনের কাছে দুর্ঘটনাই হয়ে রয়েছে।

মিসেস রাইজলে পোর্টারও ভ্রমণ শেষ করবেন। কর্ণেল আর মিসেস ওয়াকারও তাই। মিঃ জেমসনও বিখ্যাত কিছু বাড়ি দেখার জন্য প্রস্তুত। মিঃ ক্যাসপার অবশ্য রেলে করে যাচ্ছেন জানালেন। মিস কুক বা মিস ব্যারো এখনও কিছুই ঠিক করতে পারেন নি।

'এখানে বেশ হাঁটা চলে', মিস কুক বললেন, 'বেড়ানোর তেমন ইচ্ছে আর নেই। মনে হয় দু একটা দিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে যা ঘটে গেছে।'

ভিড় কেটে গেলে মিস মার্পল নিজের মতো একটা সরল পথ ধরে এগিয়ে চললেন। হাতব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলেন তিনি যাতে দুটো ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। প্রথমটি এক মিসেস ব্ল্যাকেটের, রাস্তার ধারে বাগান সহ একটা ছোটবাড়িতেই তিনি থাকেন। একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

সতর্কভাবে দরজা খুললেন।

'মিসেস ব্র্যাকেট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাদাম আমার ওই নামই বটে।'

'ভাবছি ভিতরে ঢুকে আপনার সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলা যাবে কিনা। এইমাত্র ওই স্মৃতিবাসরে ছিলাম শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। দু-এক মিনিট বসতে পারি?'

'ওঃ। দুঃখিত হলাম। নিশ্চয়ই, ভিতরে আসুন, মাদাম। এখানেই বসুন। এক গ্লাস জল আনছি। নাকি গরম চা পান করবেন?'

'না, ধন্যবাদ', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'এক গ্লাস জল হলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মিসেস ব্র্যাকেট অচিরেই এক গ্লাস জল আর নানা রোগ ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার সুযোগ নিয়ে হাজির হলেন।

'আমার একজন ভাইপো আছে। বয়স তার পঞ্চাশের তেমন বেশি নয়। তারও মাঝে মাঝেই এমন হয়। সে বসে না পড়লে একেবারে অজ্ঞানও হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ডাক্তাররাও কিছু করতে পারেনি। এই নিন জল।'

'আঃ। মিস মার্পল বললেন, 'এখন ভালো বোধ করছি।'

'ওই স্মৃতিসভায় গিয়েছিলেন, তাই না? বেচারি মহিলাটি কি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তাহলে? আমি তো তাই ভাবি। কিন্তু ওই করোনার, ওরা সব সময়েই অপরাধের গন্ধ পায়।'

'ও, হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন, 'আগেও এরকম দেখেছি। আমি একটা মেয়ের সম্বন্ধে শুনেছিলাম নাম নোরা। নোরা ব্রড।'

'আঃ, নোরা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, সে আমার পিসতুতো বোনের মেয়ে। হ্যাঁ, বহুকাল আগেরই কথা। কোথায় চলে গেলো আর ফেরেনি। এই মেয়েগুলো। ওদের বেঁধে রাখা যায় না। আমি বারবার একথা বলেছি আমার বোন ন্যানসি ব্রডকে—"তুমি সারাদিন কাজে চলে যাও, আর নোরা কি করে চলেছে? সে ছেলেদের পিছনে ঘোরে জানো নিশ্চয়ই। দেখো গণ্ডগোল হবে এতে। দেখে নিও।" আর হলোও তাই, ঠিকই বলেছিলাম।'

'আপনি বলতে চান—?'

'আঃ, সেই একই গোলমাল। হ্যাঁ, সেই পারিবারিক ব্যাপার। তবে মনে রাখবেন ন্যানসি একথা যে জানতো তা নয়। তবে আমার পরিবর্তি বছরে বয়স হলো, কোনটা কি আমি জানি। কোন মেয়ে কি ভাবে তাকায় জানি

বুঝি—আর সে কে তাও আমি সম্ভবতঃ জানি, তবে নিশ্চিত নই। আমার হয়তো ভুলও হতে পারে কারণ ছেলেটি এখানেই বাস করে চলেছিলো আর নোরা চলে যেতে সে সাত্যই ভেঙে পড়েছিলো।'

'নোরা চলে গিয়েছিলো ?'

'মানে, সে কোন অচেনা লোকের গাড়িতে উঠেছিলো—। সেই শেষবার তাকে দেখা যায়। গাড়িটার মডেলের নাম ভুলে গিয়েছি। অদ্ভুত হাস্যকর নাম। কোন অডিট বা এই রকম কিছু। যাই হোক ও দু একবার ওই গাড়িতে ওঠে। আর লোকে বলে ওই একই গাড়িতে চড়ার পরেই সেই বেচারি মেয়েটি খুন হয়। তবে আমার মনে হয় না নোরার এরকম ঘটেছে। যদি নোরাকে মারা হয়ে থাকে তাহলে তার দেহ এতোদিন পাওয়া যেতো। তাই না ?'

'তাই মনে হয়', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'সোকি স্কুলে ভালো মেয়ে ছিলো, মানে লেখাপড়া বা এই রকম ব্যাপারে ?'

'আঃ, না। সেরকম নয়। ও বেশ অলস আর বই পড়ার ব্যাপারে তেমন মাথাও ওর ছিলো না। বারো বছর বয়স থেকেই ও ছেলেদের পেছনে ঘুরতে চাইতো। আমার ধারণা কোন একজনের সঙ্গেই ও চলে গেছে। তবে কাউকে জানতে দেয়নি। কেউ কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলো তাই তার সঙ্গে চলে গেছে হয়তো। একটা চিঠিও সে লেখেনি। আমি একটা মেয়ের কথা জানি সে এক আফ্রিকানের সঙ্গে চলে যায়। সেই ছেলেটি বলেছিলো তার বাবা নাকি শেক না কি যেন। অদ্ভুত নাম—শেক। যা হোক দেশটা আফ্রিকা না আলজিরিয়া কোথায় যেন। হ্যাঁ, আলজিয়ার্স। ছেলেটির বাবার নাকি ছ'টা উট, একদঙ্গল ঘোড়া ছিলো—মেয়েটা থাকতে পারবে বিরাট কার্পেট মোড়া প্রাসাদে। এই সব। মেয়েটা তিন বছর পরে ফিরে এলো। হ্যাঁ, সাংঘাতিক খবর। মাটির তৈরী এক কুটিরে ছিলো ওরা—খাওয়া জুটতো কম—কসকুস না কি যেন। খুব সম্ভব মেটুন। ছেলেটা বলেছিলো সে শুধু বলবে 'তোমায় তালাক দিলাম' বারবার তিনবার। ব্যাস এই বলেই সে চলে যাওয়ার পর কারও সাহায্যে ও ইংল্যান্ডে ফেরে। এটা ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের কথা। আর ওই নোরার ব্যাপার মাত্র সাত কি আট বছরের। আমার ধারণা ও ফিরে আসবে।'

'ওর কি, আপনার বোন ছাড়া—মানে আর কারো কাছে যাওয়ার জায়গা ছিলো ?'

'হ্যাঁ—মানে যারা ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চাইতো। যেমন ওই পুরনো ম্যানর বাড়ির ওরা। মিসেস প্রাইস তখন ছিলেন না, তবে মিস ক্লোটিলডা সবসময়েই স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। হ্যাঁ, উনি নোরাকে বেশ ভালো কিছু উপহারও দিয়েছিলেন। একবার তিনি ওকে সুন্দর একটা স্কার্ফ আর সুন্দর পোশাক দিয়েছিলেন। সত্যিই সেটা চমৎকার ছিলো। খুবই সদাশয় মহিলা ক্লোটিলডা। নোরা যাতে স্কুলে আগ্রহ দেখায় তার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ওকে, ও যা করছিলো তার জন্য সাবধানও করেছিলেন। যে কোন ছেলে ওকে তুলে নিতে পারতো। সত্যিই বড়ো দুঃখের কথা। আমার ধারণা শেষ অবধি রাস্তায়ই ঘুরে বেড়াতো ও। ওর এছাড়া কোন ভবিষ্যত আছে বলে মনে হয় না। একথা বলা উচিত নয়, কিন্তু বাধ্য হচ্ছি। যাই হোক অন্য সেই মেয়েটি, মানে ম্যানর বাড়ির সেই মেয়েটির মতো খুন হওয়ার চেয়ে এটা বোধ হয় ভালো। নিষ্ঠুর ব্যাপার। ওরা ভেবেছিলো সে কারও সঙ্গে চলে গেছে, পুলিশও তাই। কতো ছেলেকেই ওরা ধরলো সেই জিওফ্রে হার্ট, বিলি টমসন, ল্যাংফোর্ডস হ্যারি। সব বেকার। মেয়েগুলো ঠিক মতো চললে এসব ঘটে না—আর ছেলেরাও যদি বুঝতো ওদের কাজকর্ম করতে হবে।'

মিস মার্পল আর একটু কথা বলার পর যখন দেখলেন শরীর ঠিক আছে তখনই মিসেস ব্ল্যাকটকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তার পরবর্তী সাক্ষাৎকার হলো একটি মেয়ের সঙ্গে। সে লিটুসের চারা মাটিতে বসিয়ে চলেছিলো।

'নোরা ব্রড? ওঃ, বহুদিন সে গ্রামে আসেনি। কারও সঙ্গে ও চলে গিয়েছিলো। ও শুধু ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। অবাক হয়ে ভাবতাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ও। ওর সঙ্গে কি বিশেষ কোন কারণে দেখা করতে চাইছিলেন?'

'বিদেশের এক বন্ধুর চিঠি পেয়েছিলাম', মিস মার্পল মিথ্যা কথা বললেন, 'ভদ্রলোক অতি ভালো। ওরা নোরা ব্রড নামে একটি মেয়েকে কাজে লাগাতে চাইছে। সে বোধ হয় কোন ঝামেলায় পড়েছে। ও কাউকে বিয়ে করেছিলো, দেখা গেছে সে অত্যন্ত খারাপ মানুষ। ওকে ফেলে আর একজন মেয়েকে নিয়ে লোকটি পালিয়ে গেছে। নোরা ব্রড তাই ছেলেমেয়ে রাখার কাজ করতে চায়। আমার বন্ধুরা ওর সম্পর্কে কিছুই জানে না, আমি শুনেছি এই গ্রামেরই মেয়ে। তাই ভাবলাম কেউ যদি ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে।

তুমি ওর সঙ্গে স্কুলে পড়তে, তাই না?'

'ও হ্যাঁ। আমরা এক ক্লাসেই ছিলাম। মনে রাখবেন আমি নোরার মেয়েদের সঙ্গে ঘোরা পছন্দ করতাম না। ও ছেলে পাগল ছিলো। আমার নিজের একজন সুন্দর ছেলে বন্ধু ছিলো, আমারা ঠিক ভাবেই চলেছিলাম। তাই ওকে বলেছিলাম ওর এরকম প্রত্যেক টম, ডিক বা হ্যারির সঙ্গে যাওয়া উচিত নয় যেই ওকে গাড়িতে উঠতে ডাকবে। তাছাড়া ও বয়সও মিথ্যে করে বলতো। ওকে বয়স অনুপাতে বেশ পাকাই দেখাতো।'

'একটু গাঢ় রঙ না পরিষ্কার?'

'ও, ওর গাঢ় রঙের চুল ছিলো। সুন্দর চুল। সবসময়ই খোলা থাকতো।'

'সে যখন হারিয়ে গেলো পুলিশ চিন্তিত হয়নি?'

'হ্যাঁ। সে তো কিছু লিখে যায়নি। তাকে একটা গাড়িতে উঠতে দেখা যায়। সেই গাড়ি বা ওকে আর দেখা যায়নি। ঠিক ওই সময়ে অনেকগুলো খুনেও হয়। ঠিক এখানে নয়, তবে সারা দেশেই। পুলিশ বহু ছেলেকে ধরে। আমরা ভেবেছিলাম নোরাও একটা দেহ হয়ে উঠবে। তবে তা হয়নি। আমার মনে হয় সে হয়তো লন্ডনে বহু টাকা কড়ি করে চলেছে বা কোন শহরে স্ট্রীপ-টিজ করে চলেছে। ও ওই রকমই মেয়ে।'

'আমার মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন, 'আমার বন্ধুদের জন্য এরকম মেয়ে কাজের হবে।'

'তাকে তাহলে অনেক বদলে যেতে হবে', মেয়েটি জবাব দিলো।

আঠারো। আর্চডিকন ব্রাবাজন

একটু পরিশ্রান্ত হয়ে মিস মার্পল যখন গোল্ডেন বোরে পৌঁছলেন অভ্যর্থনাক্যারিন এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

'ও মিস মার্পল, একজন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। নাম আর্চডিকন ব্রাবাজন।'

'আর্চডিকন ব্রাবাজন?' মিস মার্পল একটু ধাঁধায় পড়লেন।

'হ্যাঁ। উনি আপনাকে খুঁজেছিলেন। তিনি শুনেছেন আপনি এই ভ্রমণে আছেন, তাই আপনি লন্ডনে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি একটু কথা,

বলতে চান। আমি তাকে টেলিভিশনের লাউঞ্জে বসিয়েছি। ও জায়গাটা নিরিবিলিও বটে।'

একটু আশ্চর্য হয়েই মিস মার্পল নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকলেন। দেখা গেলো আর্চডিকন ব্রাবাজন সেই পাদ্রী ভদ্রলোক যাকে তিনি স্মৃতি সভায় দেখেছেন। তিনি উঠে মিস মার্পলের কাছে এগিয়ে এলেন।

'মিস মার্পল? মিস জেন মার্পল?'

'হ্যাঁ, আমারই নাম। আপনি চাইছিলেন—।'

'আমি আর্চডিকন ব্রাবাজন। আমি আজ সকালে এখানে এসেছিলাম আমার এক পুরনো বান্ধবী এলিজাবেথ টেম্পলের স্মৃতিসভায় যোগ দিতে।'

'ও হ্যাঁ?' মিস মার্পল বললেন, 'বসুন।'

'ধন্যবাদ, বসছি। আগে যা ছিলাম তেমন আর শক্তি নেই আজকাল', সাবধানে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি— ।'

মিস মার্পল ওঁর পাশেই বসলেন।

'এবার বলি কি ভাবে এটা হলো। আমি জানি আপনার কাছে আমি একজন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। আসলে আমি ক্যারিসটাউনের হাসপাতালে একবার ঘুরে এসেছি, গির্জায় যাওয়ার আগে মেট্রনের সঙ্গে কথাও বলেছি। তিনিই আমাকে বলেন যে এলিজাবেথ মৃত্যুর আগে ভ্রমণের একজন সহযাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি মিস জেন মার্পল। আর সেই জেন মার্পল তার কাছে বসেছিলেন ঠিক এলিজাবেথের মৃত্যুর অব্যবহিত আগেই।'

তিনি উদ্বেগের সঙ্গে তাকালেন।

'হ্যাঁ', জবাব দিলেন মিস মার্পল, ঠিক কথাই। আমাকে ডেকে পাঠানোয় একটু অবাক হয়েছিলাম।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'ভ্রমণের সময়েই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। তাই আশ্চর্য হয়েছিলাম। তার সঙ্গে দু-একটা কথাই বলেছিলাম। উনি আমার ঠিক পাশেই বসেছিলেন কোচে—আর এই ভাবেই আলাপ হয়। আমি তাই দারুণ অবাক হয়ে যাই অতো অসুস্থতায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠানোয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এটা বুঝতে পারছি। আগেই বলেছি তিনি আমার বহুদিনের বান্ধবী। আসলে তিনি আমারই সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। আমি ফিলমিনস্টারে বাস করি—সেখানে আপনাদের কোচ পরশুদিন থামবে। ব্যবস্থা মতোই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন কোন ব্যাপারে, যাতে আমি তাকে সাহায্য করতে

সকল ভেবেছিলেন।'

'বুঝেছি', মিস মার্পল বললেন। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? আমার মনে হয় ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়।'

'অবশ্যই, মিস মার্পল। যে কোন প্রশ্ন আপনি করতে পারেন।'

'মিস টেম্পল আমাকে বলেছিলেন এই ভ্রমণ তার কাছে ঐতিহাসিক প্রাসাদ আর বাগান দেখার উদ্দেশ্যেই নয়। তিনি অদ্ভুত একটা কথা ব্যবহার করেছিলেন—তীর্থ দর্শন।'

'একথা বলেছিলেন তিনি', আর্চডিকন ব্রাবাজন বললেন, 'সত্যিই একথা বলেন? হ্যাঁ, খুবই আগ্রহের ব্যাপার। আর বেশ লক্ষ্যণীয়ও।'

'তাই আপনাকে যে প্রশ্ন করছি তা হলো, আপনি কি মনে করেন যে তীর্থ দর্শনের কথা তিনি বলেছিলেন তা হলো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ?'

'আমার ধারণা তাই-ই হবে', আর্চডিকন বললেন, 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।'

'আমরা একটি ছোট মেয়ের সম্পর্কেই কথা বলছিলাম', মিস মার্পল বললেন, 'ভেরিটি নামে একটি মেয়ে।'

'আঃ, হ্যাঁ। ভেরিটি হান্ট।'

'আমি মেয়েটির পদবী জানতাম না। মিস টেম্পল শুধু ভেরিটি বলেই উল্লেখ করেছিলেন।'

'ভেরিটি হান্ট মৃত', আর্চডিকন জানালেন, বেশ কয়েক বছর আগেই সে মারা গেছে। আপনি এটা জানতেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানতাম। মিস টেম্পল আর আমি দুজনে তার কথা আলোচনা করেছিলাম। আমি যা জানতাম না মিস টেম্পল সেকথাই জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ও কোন এক মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের সঙ্গে বিয়ের জন্য বাগদত্তা ছিলো। মিঃ র‍্যাফায়েলই আমার এই ভ্রমণের সমস্ত খরচ দয়া দেখিয়েই দিয়েছেন। আমার—আমি ভেবেছি তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন যাতে এর ফলে আমি মিস টেম্পলের পরিচিত হই। আমার ধারণা তিনি ভেবেছিলেন মিস টেম্পল আমাকে কিছু খবর দিতে পারবেন।'

'ভেরিটি সম্পর্কে কোন খবর?'

'হ্যাঁ।'

'আর এই জন্যই তিনি আমার কাছে আসছিলেন। তিনি কয়েকটা ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে চাইছিলেন।'

'তিনি জানতে চেয়েছিলেন', মিস মার্পল বললেন, 'ভেরিটি কেন মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলেকে বিয়ে করার বাগদান ভেঙে দেয়।'

'ভেরিটি', আর্চডিকন ব্রাবাজন জবাব দিলেন, 'বাগদান ভেঙে দেয়নি। আমি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত। মানুষ যে-রকম ভাবে নিশ্চিত হতে পারে।'

'মিস টেম্পল এটা জানতেন ?'

'না। আমার মনে হয় তিনি একটু এ-ব্যাপারে, অর্থাৎ যা ঘটেছিলো তাতে অসুখী হয়ে উঠেছিলেন আর তাই আমার কাছে জানতে আসছিলেন বিয়েটা কেন হলো না।'

'আর হলো না কেন ?' মিস মার্পল বললেন, 'দয়া করে মনে করবেন না আমি অকারণে আগ্রহী হতে চাইছি। এ শুধু অলস আগ্রহ নয়। আমি নিজেও—হ্যাঁ, আমিও তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছি—তাকে একটা উদ্দেশ্য সাধনের ভ্রমণই বলবো। আমিও জানতে চাই মাইকেল র‍্যাফায়েল আর ভেরিটি কেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো না।'

আর্চডিকন দু-এক মিনিট তাকে লক্ষ্য করে চললেন।

'আপনি কোন ভাবে এর সঙ্গে জড়িত', তিনি বললেন, 'এটাই দেখছি।'

'আমি জড়িত', মিস মার্পল বললেন, 'মাইকেলের বাবা, মিঃ র‍্যাফায়েলেরই মৃত্যুকালীন ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি তার হয়ে এটা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।'

'আমি যা জানি আপনাকে সেটুকু না বলার কোন কারণ নেই', ধীরে ধীরে বললেন আর্চডিকন। 'আপনি জানতে চাইছেন এলিজাবেথ টেম্পল আমার কাছে কি জানতে আসছিলেন', এমন কথা আপনি জানতে চাইছেন যা আমি নিজেই জানি না। ওই দুই তরুণ-তরুণী পরস্পরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলো, মিস মার্পল। তারা বিবাহের ব্যবস্থাও করেছিলো। আমিই তাদের বিয়ে দিতে বলেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম এটা ওরা গোপন রাখতে চাইছিলো। আমি ওই দুজন তরুণ-তরুণীকেই চিনতাম। ওই চমৎকার মেয়ে ভেরিটিকে আমি বহুকাল ধরেই জানতাম। আমি ঈস্টারের জন্য লেন্টে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতাম এলিজাবেথ টেম্পলের স্কুলে। চমৎকার সেই স্কুলটি। উনিও বড়ো চমৎকার মহিলা ছিলেন। অদ্ভুত ভালো একজন শিক্ষিকা, প্রতিটি মেয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল থাকতেন। যে ছাত্রীর যা উপযুক্ত তিনি তাকে সেটাই নেওয়ার চাপ দিতেন—জোর করে কাউকে চাপিয়ে দিতেন না কিছু। তিনি সত্যিই উঁচু দরের একজন মহিলা

আর ভালো একজন বন্ধু। আর ডোরিটিও খুব সুন্দরী মেয়ে ছিলো—আমি যা দেখেছি। মন, হৃদয় আর আকৃতির দিক থেকে সুন্দর। ওর দুর্ভাগ্য পূর্ণতা পাওয়ার আগে সে তার বাপ-মাকে হারিয়েছিলো। তারা দুজনেই ইতালি বেড়াতে গিয়ে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। ডোরিটি স্কুল ছাড়ার পর বাস করতে যায় মিস ক্লোটিলডা ব্র্যাডবেরি স্কট নামে একজনের সঙ্গে, তিনি, আপনি সম্ভবতঃ জানেন, এখানেই থাকেন। তিনি ডোরিটির মায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওদের তিনটি বোন, দ্বিতীয়জন বিবাহিতা আর তিনি বিদেশে ছিলেন। তাই দুজন এখানে ছিলেন। বড়জন, মিস ক্লোটিলডা ডোরিটিকে দারুণ ভালোবাসতেন। তার জীবন সুখের করে তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ওকে বিদেশেও নিয়ে গিয়েছেন। ডোরিটিও তাকে নিজের মাকে যতোখানি ভালোবাসা সম্ভব ততোটাই ভালোবেসে ছিলো সে ক্লোটিলডার উপর নির্ভর করতো। ক্লোটিলডা নিজে শিক্ষিতা মহিলা। তিনি ডোরিটির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চাপিয়ে দিতে চাননি। ডোরিটি নিজেও তা চায়নি, সে চেয়েছিলো চারুকলা শিখতে, আর গান ও অন্যান্য কিছু। সে ওই প্রাচীন ম্যানর হাউসেই থাকতো—ওর জীবন যতদূর জানি সুখেরই ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই ফিলমিনস্টার ছেড়ে আসার পর ওকে আমি দেখিনি। আমি তাকে বড়দিনে আর অন্যান্য উৎসবে চিঠি লিখতাম। সেও আমাকে মনে রাখতো বড়দিনে কার্ড পাঠিয়ে। অনেকদিন তাকে দেখিনি, হঠাৎ একদিন সে আমার কাছে এলো, চমৎকার পূর্ণ বয়স্ক এক সুন্দরী তরুণী। সঙ্গে সুদর্শন এক তরুণ। তাকে আমি সামান্যই চিনতাম, মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলে, মাইকেল। ওরা আমার কাছে এসেছিলো কারণ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতো আর বিয়ে করতে চাইছিলো।'

'আর তাদের বিয়ে দিতে রাজি হন?' মিসেস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ। আমি রাজি হই মিস মার্পল, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমার এটা না করাই উচিত ছিলো। ওরা গোপনে আমার কাছে এসেছিলো সেটুকু নিশ্চিত। ক্লোটিলডা—ব্র্যাডবেরি-স্কট যে ওদের রোমান্স বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তাও নিঃসন্দেহ। এটা তার অধিকারের মধ্যেই। মাইকেল র‍্যাফায়েল, আমি খোলাখুলি বলছি, তার অল্প বয়স থেকেই নানা ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলো। ছোট আদালতেও সে হাজির হয়, ওর কিছু অযোগ্য বন্ধু বান্ধবও ছিলো। নানা ডাকাতির ঘটনাতেও সে জড়িয়ে পড়েছিলো। সে [illegible] টেলিফোন বাক্সে [illegible] করেছিলো। বন্ধুদের [illegible]

জড়িত্তা পড়ে উঠেছিলো। মেয়েদের পক্ষে খারাপ হলেও ও দার্ণ সুদর্শন হওয়ায় বহু মেয়েই ওর প্রেমে পড়ে বিসদৃশ আচরণও করতে চাইতো। সে দুবার অল্পদিনের জেলও খেটেছিলো। ওর অপরাধী হিসেবে নাম ছিলো। ওর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। তিনি ওর জন্য যতোখানি সম্ভব চেষ্টাও করেছিলেন। ওর জন্য কাজও জোগাড় করে দিয়েছিলেন যাতে সে দাঁড়াতে পারে। ওর দেনাও শোধ করেছিলেন। আমি জানি না—।'

'আরও বেশি কিছু করতে পারতেন তিনি মনে করেন?'

'না', আর্চডিকন বললেন। 'আমি এমন এক বয়সে পৌঁছেছি যখন আমার উপলব্ধি ঘটেছে যে আমার চারপাশের মানুষ সাধারণভাবেই সদাশয় চরিত্রের। আমার বিশ্বাস হয় না মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের জন্য কোন স্নেহ ছিলো—বেশি মাত্রায় কোন স্নেহ। সীমার মধ্যেই ছিলো তার স্নেহ, এটাই ঠিক। বাবার ভালোবাসা পেলে মাইকেলের পক্ষে ভালো হতো কিনা আমি জানি না। হয়তো তাতে ইতর বিশেষ কিছুই হতো না। ছেলেটি বোকা ছিলো না। বেশ কিছু জ্ঞান বুদ্ধিও ওর ছিলো! কিছু ভালো করতে চাইলে ও পারতো। কিন্তু ও কুপথে যায়। ও ছিলো পথভ্রষ্ট। ওর বহু গুণেই প্রশংসা যোগ্য। বন্ধুর বিপদে ও পাশে দাঁড়াতো। শুধু মেয়েদের সঙ্গে ওর ব্যবহার খারাপ ছিলো। লোকে যা বলে, ও তাদের ঝামেলায় ফেলে অন্য কাউকেই আবার পাকড়াও করতো। অতএব আমার সমস্যাও ওই ছিলো—তবুও তাদের বিয়ে দিতে রাজি হই। আমি ভেরিটিকে খোলাখুলিই বললাম কি ধরণের ছেলেকে ও বিয়ে করতে চলেছিলো। আমি দেখলাম মাইকেল তাকে মিথ্যা বলেনি। সে ওকে জানিয়েছিলো যে ও প্রায়ই ঝামেলায় পড়ে, পুলিশ আর অন্য ব্যাপারে। ও বলেছিলো সে এবার নতুন করেই জীবন শুরু করবে। আর সব বদলে যাবে। আমি ওকে সাবধান করে দিই যে এরকম হবে না, ও বদলাবে না। মানুষ বদলায় না। ভেরিটি এসব আমার মতোই জানতো। ও বলেছিলো, "আমি জানি মাইক কি ধরণের। হয়তো তাই ও থেকে যাবে। তবু ওকে আমি ভালোবাসি। হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারবো। আবার না করতেও পারি, তবু ঝুঁকি নেবো।" এই কথাই আপনাকে বলবো, মিস মার্পল। বহু তরুণ-তরুণীকে আমি বিয়ে দিয়েছি। আমি ওদের অনেককেই দুঃখ পেতেও দেখেছি—আবার ভালো হতেও দেখেছি। আমি জানি দুজনে কখন পরস্পরকে ভালোবাসে। একথায় আমি যৌনজ ভালোবাসা বোঝাতে চাইছি না। এটা বাজে কথা। যৌন ক্ষুধা সম্পর্কে অনেক আলোচনাই হচ্ছে।

শুধু যৌন আকর্ষণ ভালবাসার স্থান নিতে পারে না। ভালোবাসা অন্য জিনিস, এর বেলা মেলে ধনী, দরিদ্র, রোগ শয্যা আর সুস্বাস্থ্যের মধ্যেও। এর জন্যেই মানুষ বিয়ে করতে চায়। এই দুজন পরস্পরকে ভালোবাসতো। 'মৃত্যু যতোদিন না আমাদের আলাদা করে দেয় ততোদিন'। 'আর এখানেই' প্রাচীজন বললেন, 'আমার কাহিনী শেষ। আমি আর কিছুই বলতে পারবো না কারণ আমি জানি না এরপর কি ঘটেছিলো। আমি শুধু জানি আমাকে যা করতে অনুরোধ করা হয় তার ব্যবস্থা আমি করে রাখি—দিনক্ষণ, সময় সবই প্রস্তুত ছিলো। ভাবছি গোপনীয়তায় রাজি হয়ে আমি অপরাধী।'

'ওরা কেউ জানুক তা চায়নি?' মিস মার্পল বললেন।

'না। ভেরিটি কাউকে জানাতে চায়নি। আর হয়তো মাইকও চায়নি। ওরা ভয় পেয়েছিলো বিয়ে বন্ধ করা হবে। ভেরিটির আরও একটা ইচ্ছা ছিলো, সে সম্ভবতঃ পালাতে চাইছিলো। সেটা ওর জীবনের জন্যই। ওর বাবা মারা গিয়েছিলো, ও এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেছিলো। সে সময় ও যেন পেয়েছিলো একজন শিক্ষিকা। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন থাকে না। ও এবার চাইছিলো পরিপূর্ণতা—পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যের এক সম্পর্ক। আর এই সময়েই মানুষ সঙ্গী খুঁজতে চায়। যে সঙ্গীকে জীবনে সে চায়। ক্লোটিলডা ব্রাডবেরি-স্কট ভেরিটির সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করতেন—ভেরিটিও তাকে যা করে চলতো তাকে বীর পুজোই বলা যায়। তিনিও নিজের মেয়ের মতোই ভেরিটিকে মনে করে চলতেন। তবুও ভেরিটি সচেতন হয়ে ওঠে—না জেনেই সচেতন। ও যেন পালাতে চাইছিলো। ভালোবাসার হাত থেকে পালানো। কিন্তু ও জানতো না কি বা কোথায়। কিন্তু সে জানলো মাইকেলকে দেখার পর। ও এমন জায়গায় পালাতে চাইছিলো যেখানে স্ত্রী আর পুরুষ এক হয়ে পরবর্তী জীবনের ধাপ পৃথিবীতে গড়ে তোলে। কিন্তু এটাও জানতো ক্লোটিলডাকে ওর মনোভাব বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি কিছুতেই মাইকেলের প্রতি ভেরিটির এই ভালোবাসা মেনে নেবেন না। আর ক্লোটিলডা, আমার ভয়, হয়তো ঠিকই বুঝেছিলেন…এখন বুঝতে পারছি। মাইকেল ভেরিটির স্বামীর যোগ্য ছিলো না। যে রাস্তা সে নিতে চাইছিলো তা হলো দুঃখ, বেদনা এমনকি মৃত্যুরও পথ। দোষ হয়তো আমারও ছিলো, মিস মার্পল—কারণ আমি ভেরিটিকে জানতাম কিন্তু মাইকেলকে নয়। আমি ভেরিটির গোপনীয়তা রাখার ইচ্ছার কারণ বুঝেছিলাম কারণ দারুণ ব্যক্তিত্বই ছিলেন

মিস ক্লোটিলডা ব্র্যাডবেরিস্কট। তিনি হয়তো ভেরিটির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে বিয়ে বন্ধ করতে পারতেন।'

'তাহলে আপনিও তাই ভাবেন? আপনি ভেবেছিলেন ক্লোটিলডা ওকে মাইকেল সম্পর্কে এমন কথা বলেছিলো যাতে সে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ত্যাগ করে?'

'না। আমি এটা বিশ্বাস করি না। ভেরিটি তাহলে আমাকে জানাতো। অন্ততঃ লিখতো।'

'ওই দিন আসলে কি ঘটেছিলো?'

'সে কথা আপনাকে এখনও বলিনি'। দিন ঠিক ছিলো। সময়, ঘণ্টা আর স্থান সবই ঠিক, আমিও প্রস্তুত। আমি পাত্র আর পাত্রীর জন্য অপেক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু তারা এলো না, পাঠালো না কোন রকম একটু সংবাদও, কোন কিছুই নয়। কেন জানতে পারলাম না। এখনও আমার কাছে সেটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। অবিশ্বাস্য, তারা এলো না সে কারণে যতোটা নয় তার চেয়েও বেশি কোন খবর তারা আদৌ দিলো না বলে। অন্ততঃ দুটো লাইন লেখাও তো আসা উচিত ছিলো। আর তাই আমি একটু অবাক হয়েই ভাবছিলাম এলিজাবেথ টেম্পল মৃত্যুর আগে আপনাকে হয়তো কিছু বলে গেছেন। হয়তো আমার জন্য কিছু সংবাদ।'

'তিনি আপনার কাছ থেকে খবর চাইছিলেন', মিস মার্পল বললেন, 'আমি নিশ্চিত, তার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার এটাই কারণ ছিলো।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা সম্ভবতঃ সত্য। আমার মনে হয়েছিলো, যে ভেরিটি যারা ওকে বাধা দিতে পারে যেমন ক্লোটিলডা আর অ্যানথিয়া ব্র্যাডবেরি-স্কট, তাদের কিছুই বলবে না। কিন্তু যেহেতু ও এলিজাবেথ টেম্পলের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলো—আর এলিজাবেথ টেম্পলেরও ওর প্রতি খুবই প্রভাব ছিলো, তাতেই মনে হয় সে ওঁকে কোন রকম খবর দিয়ে থাকতে পারে বা লিখেও থাকতে পারে।'

'আমার ধারণা ও তাই করেছিলো', মিস মার্পল বললেন।

'কোন খবর মনে করছেন?'

'ও এলিজাবেথ টেম্পলকে যে খবর দিয়ে থাকতে পারে', মিস মার্পল বললেন, তা হলো এই। যে ও মাইকেল র‍্যাফায়েলকে বিয়ে করতে চলেছে। মিস টেম্পল এটা জানতেন। একথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি ভেরিটি নামে একটি মেয়েকে জানতাম সে মাইকেল

ব্র্যাকেনকে বিয়ে করতে চলেছিলো।" আর একথা তাকে বলে থাকতে পারে স্বয়ং ভেরিটি। তারপর আমি যখন বললাম "সে কেন বিয়ে করেনি ?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন "সে মারা গিয়েছিলো।"

'এরপরেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম', আর্চডিকন ব্রাবাজন বললেন, একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এলিজাবেথ আর এই দুটি ঘটনা ছাড়া আর কিছু জানতাম না। এলিজাবেথ জানতেন ভেরিটি মাইকেলকে বিয়ে করতে চলেছে আর আমি জানতাম ওরা বিয়ে করতে চলেছে, সেই ভাবে ব্যবস্থাও করেছে, তারিখ আর সময়ও ঠিক করা হয়েছিলো। আমি তাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কোন বিয়ে হলো না। পাত্র বা পাত্রী কেউ এলো না, কোন সংবাদও আসেনি।'

'কি হয়েছিলো আপনার কোন ধারণা নেই ?' মিস মার্পল বললেন।

'এক মিনিটের জন্যও বিশ্বাস করি না আমি ভেরিটি বা মাইকেল সত্যিই আলাদা হয়ে যায় বা বিয়ে ভেঙে দেয়।'

'কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে অবশ্যই কিছু ঘটেছিলো ? এমন কিছু যাতে মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে ভেরিটির চোখ খুলে যায়, যা ও আগে বুঝতে পারেনি।'

'এটা ঠিক সন্তুষ্ট করার মতো উত্তর নয়, কারণ এরকম হলেও সে আমাকে জানিয়ে দিতো। তাহলে সে আমাকে ওই ভাবে অপেক্ষায় রাখতে চাইতো না। তাছাড়া সে ছিলো চমৎকার মেয়ে, অত্যন্ত ভালোভাবেই সে বেড়ে উঠেছিলো। না। আমার ভয় হয়, একটা মাত্র ব্যাপারই ঘটে থাকতে পারে।'

'মৃত্যু ?' মিস মার্পল বললেন। তার মনে পড়ছিলো এলিজাবেথ টেম্পলের বলা সেই একটাই মাত্র কথা যা ঘণ্টার গভীর ধ্বনির মতোই মনে হয়েছিলো।

'হ্যাঁ', আর্চডিকন ব্রাবাজন নিঃশ্বাস ফেললেন, 'মৃত্যু।'

'ভালোবাসা', চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিস মার্পল।

'এর দ্বারা আপনি বলতে চাইছেন—', একটু ইতস্তত করলেন আর্চডিকন।

'এটা মিস টেম্পল আমাকে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম "সে কিসে মারা গেলো ?" তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন "ভালোবাসা" আর ভালোবাসাই পৃথিবীর মধ্যে এক ভীতিকর শব্দ। সবচেয়ে ভীতিকর শব্দ।'

'বুঝেছি', আর্চডিকন বললেন, 'বুঝেছি—বা মনে হচ্ছে বুঝতে শুরু করেছি।'

'আপনার সমাধান কি?'

'বিষয়ে ব্যাপ্তি', আর্চডিকন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এমন কিছু যা সাধারণ লোকের কাছে সহজে বোধগম্য নয়। জেকিল আর হাইড সত্যিই আছেন, জেনে রাখুন। তারা স্টিভেনসনের আবিষ্কার মাত্রই নয়। মাইকেল র‍্যাফারেল—অবশ্যই সে একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। ওর দুটি ব্যক্তিত্ব ছিলো। আমার চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা মনোবিকলন সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা নেই। তবে ওর মধ্যে অবশ্যই দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। একটি হলো ভালো রকম কিছু, সুন্দর এক যুবক—যার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো সুখ। তবে ওর আর একটা দ্বিতীয় সত্তাও ছিলো—মানসিক, কোন ব্যতিক্রম—ও চাইতো খুন করতে—কোন শত্রুকে নয়, বরং যাকে ও ভালোবাসে, আর তাই সে ভেরিটিকে খুন করেছিলো। হয়তো না জেনেই, কেন বা কিই বা এর উদ্দেশ্য। আমাদের দুনিয়ায় এ এক ভয়ংকর বস্তু—মানসিক ভারসাম্য হারানো বা এই রকম মানসিক রোগ বা মস্তিষ্কের অসাড়তা। একটা ঘটনার বিষয় আমি জানি—দুজন বয়স্কা মহিলা বাড়ি নিয়ে একসঙ্গে থাকতেন। তাদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে হতো। আর তা সত্বেও তাদের একজন অন্যজনকে খুন করলো। সে একজন যাজকের কাছে জানালো "আমি লুইসাকে মেরে ফেলেছি। খুবই দুঃখের কথা। আমি ওর চোখের মধ্য দিয়ে শয়তানকে তাকাতে দেখেছিলাম আর আমি বুঝতে পারছিলাম ওকে মেরে ফেলার জন্যই আমাকে আদেশ করা হচ্ছে।" এরকম ঘটনাও ঘটে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন—কেন? তবু একদিন হয়তো জানা যাবে। হয়তো কোন বিকৃতি—কোন ক্রোমোজোম বা এরকম কিছু—।"

'তাহলে এটাই ঘটেছিলো বলে মনে করছেন?' মিস মার্পল বললেন।

'এটাই হয়েছিলো। দেহটা পাওয়া যায়নি বেশ কিছুদিনের আগে। ভেরিটি শুধু অদৃশ্য হয়ে যায়। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর তাকে দেখা যায়নি…।'

'কিন্তু এটা ঘটেছিলো সেদিন—ঠিক সেই দিনটিতে—।'

'কিন্তু বিচারের সময়—'

'বলতে চান দেহটা পাওয়া গেলে যখন পুলিশ শেষ পর্যন্ত মাইকেলকে গ্রেপ্তার করে?'

'তাকেই অনেকের সঙ্গে প্রথমে ধরে এনে পুলিশকে সাহায্য করতে বলা হয়। তাকে ওর সঙ্গে গাড়িতে ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো। পুলিশ গোড়া-

যেকেই মনে করে চলেছিলো সেই ওই লোক যাকে ওরা খুঁজেছিলো। ওই ছিলো তাদের এক নম্বর সন্দেহ ভাজন—আর বরাবর তারা ওকেই সন্দেহ করে এসেছিলো। অন্য কিছু যুবক যাদের ভেরিটির সঙ্গে পরিচয় ছিলো তাদের সকলেরই কিছু না কিছু অজুহাত ছিলো বা সাক্ষ্যের অভাব ছিলো। ওরা মাইকেলকেই সন্দেহ করে চললো আর শেষ অবধি দেহটাও পাওয়া গেলো। শ্বাসরুদ্ধ আর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ। উন্মত্তের মতো আক্রমণ। মিঃ হাইডেরই কীর্তি। এ আঘাত সুস্থ মস্তিষ্কের নয়।'

মিস মার্পল কেঁপে উঠলেন।

আর্চডিকন বলে বললেন, তার কণ্ঠস্বর ধীর আর দুঃখ ভারাক্রান্ত। 'আর তা সত্ত্বেও এখনও মাঝে মাঝে ভাবি তাকে অন্য কোন যুবকই খুন করেছিলো। এমন কেউ যার সত্যিই মানসিক ভারসাম্য ছিলো না। এমন কোন অচেনা কেউ—যাকে ভেরিটি কাছাকাছি এলাকায় হয়তো দেখেছিলো হঠাৎ। সে হয়তো ওকে গাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য তুলেছিলো, আর তারপর . .।'

'আমার মনে হচ্ছে, এরকম হতেও পারে', মিস মার্পল বললেন।

'আদালতে মাইক খুব খারাপ ধারণাই সৃষ্টি করেছিলো', আর্চডিকন বললেন, 'সে বোকার মতো অতি মিথ্যা কথা বলতে চায়। ওর গাড়ি কোথায় ছিলো ও মিথ্যা বলে। বন্ধুদের থেকে অসম্ভব অজুহাতের কথা জানাতে বলে। বিয়ের পরিকল্পনার কোন কথাই ও বলেনি। আমার ধারণা ওর আইনজ্ঞ ওকে সাবধান করে দেয় সেটা ওর বিপক্ষে যেতে পারে ভেবেই—যেন ভেরিটি ওকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিয়ে চলেছিলো আর ও তা চায়নি। সব কথা আমার মনে নেই। তবে সাক্ষ্য ওর বিরুদ্ধে মারাত্মক হয়ে ওঠে। ও অপরাধী ছিলো—ওকে অপরাধীর মতোই দেখাচ্ছিলো।'

'অতএব দেখছেন, মিস মার্পল, যে আমি সত্যিই একজন অতি দুঃখী আর অসুখী মানুষ। আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর এক সুন্দরী মিষ্টি মেয়েকে তার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম। কারণ মানব চরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ঠিক ছিলো না। আমি বুঝতে পারিনি কি ভয়ানক বিপদে সে মাথা গলিয়েছিলো। আমি জানি সে যদি মাইকেলের সম্পর্কে ভীত হতো বা তার সম্পর্কে কিছু খারাপ তথ্য জানতে পারতো তাহলে বাগদান ভেঙে দিয়ে সেকথা সে আমাকে জানাতে চাইতো। কিন্তু এরকম কিছু ঘটলো না। কেন যে ওকে হত্যা করলো? ও তাকে মারলো এই

কারণে যে সে সন্তানের জন্ম দিতে চলেছিলো? না কি সে ইতিমধ্যে অন্য কোন মেয়ের ঘনিষ্ঠতা করে বসেছিলো আর ওর সংস্রব ছাড়তে চাইছিলো? তাই ক্রোধে উন্মত্ত হওয়ায় শেষ-অবধি ও তাকে খুন করে বসেছিলো? কেউ তা জানে না।'

'আপনি জানেন না?' মিস মার্পল বললেন, 'তবু আপনি জানেন বা একটি মাত্র বিষয় বিশ্বাস করেন। তাই না?'

'আপনি "বিশ্বাস" বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন? আপনি কি ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলছেন?'

'ও না', মিস মার্পল বললেন, 'আমি তা বোঝাতে চাইনি, আপনার মধ্যে মনে হচ্ছে এমন এক উপলব্ধি জেগে রয়েছে যে ওরা বিয়ে করতে চেয়েছিলো আর ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতো কিন্তু এমন কিছু ঘটে যায় যাতে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এমন কিছু যার পরিণতি ওর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আসে, কিন্তু আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওরা ওই দিন বিয়ের জন্য আসছিলো?'

আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস মার্পল। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস না করে এখনও পারছি না যে দুই নিবেদিত প্রাণ ভালোবাসায় পরস্পরকে বিলীন করে সুখে, দুঃখে স্বাস্থ্যে, সম্পদে এক প্রাণ থেকে বিবাহ করতে চাইছিলো। যতোটুকুই হয়ে থাকুক মেয়েটি ছেলেটিকে খারাপ বলেই ধরে নিয়েছিলো। আর তাই তাকে এনে দিলো মৃত্যু।

'আপনার বিশ্বাস আপনার কাছেই থাকবে', মিস মার্পল বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনি জানেন আমিও এটা বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু তারপর কি?'

এখনও তা জানি না', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আমি ঠিক জানি না, তবে আমার ধারণা এলিজাবেথ টেম্পল জানতেন বা জানতে শুরু করে ছিলেন আসলে কি ঘটেছিলো। একটা ভয়মাখানো শব্দই তিনি ব্যবহার করেছিলেন "ভালোবাসা"। আমি জানি যে কথা ভেবে তিনি একথা বলেছিলেন তাহলো ভেরিটির এক ভালোবাসা, যার পরিণতিতে সে আত্মহত্যা করে। কারণ সে মাইকেলের সম্বন্ধে এমন কিছু জেনে ছিলো যাতে সে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু এটা আত্মহত্যা কখনো হতে পারে না।'

'না', আর্চডিকন বললেন, 'তা হতে পারে না। আঘাতের ব্যাপারটা বিচারের সময় বিশেষ ভাবেই বলা হয়েছিলো। নিজের মাথা গুঁড়িয়ে আপনি আত্মহত্যা করবেন না।'

'ভয়ঙ্কর !' মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'সত্যিই ভয়ঙ্কর !' আর এভাবে যাকে ভালোবাসেন তাকে কখনই 'ভালোবাসার' জন্য খুন করতে পারবেন না। পারবেন কি ? ও যদি তাকে মেরেও থাকে এভাবে কখনও তা পারতো না। শ্বাসরোধ করে হতে পারতো—কিন্তু যে মুখকে ভালোবাসেন তাকে ওভাবে পারবেন না।' তিনি আত্মগত ভাবেই এবার বলে উঠলেন, 'ভালোবাসা. ভালোবাসা—ভয়ঙ্কর একটা শব্দ।'

উনিশ ॥ বিদায় সম্ভাষণ

পরের দিন সকালে গোল্ডেন বোরের সামনে এসে থেমেছিলো কোচ। মিস মার্পল নিচে নেমে পরিচিত বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন তিনি মিসেস রাইজলে পোর্টারকে বিশেষ ঘৃণা মেশানো ক্রোধের বশবর্তী লক্ষ্য করলেন।

'সত্যিই, আজকালকার মেয়েগুলো,' মিসেস রাইজলে-পোর্টার বললেন 'কোন শক্তি আর কর্তব্যের লেশও ওদের নেই।'

মিস মার্পল সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে ওঁর দিকে তাকালেন।

'জোয়ানার কথা বলছি। আমার ভাইঝি।'

'ও, সে কি অসুস্থ ?'

'মানে, সে বলছে না। ওর কিছু হয়েছে বলে আমারও মনে হয় না। সে বলছে ওর গলায় ব্যথা, জ্বর আসছে বলেও ভাবছে। সব বাজে কথা, আমার ধারণা।'

'ওঃ আমি দুঃখিত হলাম', মিস মার্পল বললেন। 'আমি কিছু করতে পারবো ? ওকে দেখাশোনা করবো ?'

'আমি হলে ওকে একাই থাকতে দিতাম', মিসেস রাইজলে-পোর্টার বললেন, 'যদি জানতে চান তাহলে বলবো সবই অজুহাত মাত্র।'

মিস মার্পল আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'মেয়েগুলো যে কি। সবসময়েই প্রেমে পড়তে চায়।'

'এমলিন প্রাইস ?' মিস মার্পল বললেন।

'ও, তাহলে আপনিও এটা লক্ষ্য করেছেন ? হ্যাঁ, ওরা একে-অপরকে খাইয়ে দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে। ছেলেটার সম্পর্কে আমার কোন ভালো

ধারণা নেই। এইসব লম্বাচুল ছেলেগুলো…। সব সময়েই গণদেবতা হতে চায়। কেন যে ওরা সব ঠিক মতো বলতে পারে না কে জানে? ছোট করে বলা আমি ঘৃণা করি। কিভাবে আমি চলবো তাই ভাবছি। আমাকে দেখার বা মালপত্র গুছিয়ে দেওয়ারও কেউ নেই। সত্যি, এই ভ্রমণের জন্য এতো টাকা খরচ করছি।'

'আমার তো ধারণা ছিলো ও আপনার প্রতি খুবই মনোযোগী', মিস মার্পল বললেন।

'অবশ্য গত দু দিন ধরে তা ছিলো না। মেয়েরা বুঝতেই চায় না মানুষ মধ্যবয়সে পৌঁছলে একটু দেখাশোনা চায়। ওদের দুজনের—ও আর ওই প্রাইস ছোকরার—অদ্ভুত সব ধারণা জন্মেছে—কোন পাহাড়ে গিয়ে ফিরে আসা। এখান থেকে প্রায় সাত আট মাইল পথ যাওয়া আসা।'

'তবে সত্যিই ওরা গলাব্যথা আর জ্বর হয়ে থাকলে…।'

'দেখতেই পাবেন কোচ ছেড়ে গেলেই গলাব্যথা আর জ্বর মিলিয়ে যাবে', মিসেস রাইজলে-পোর্টার বললেন। 'ওঃ, আমাদের এবার কোচে উঠতে হবে। বিদায়, মিস মার্পল, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছি। আপনি যে আমার সঙ্গে আসছেন না সেজন্য দুঃখিত।'

'আমি নিজেও খুব দুঃখিত', মিস মার্পল বললেন, 'তবে সত্যি কথা বললে, আমি তরুণ নই, আর আপনার মত শক্তিও নেই—তাছাড়া এই দুঃখময় ঘটনায় কয়েকদিন ধরে শরীর বা মনও ঠিক নেই। তাই সত্যিই আমার পুরো চব্বিশ ঘন্টার বিশ্রাম দরকার।'

'ঠিক আছে, ভবিষ্যতে কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় রইলাম।'

ওঁরা করমর্দন করলেন। মিসেস রাইজলে-পোর্টার গাড়িতে উঠে পড়লেন।

মিস মার্পলের কাঁধের পিছন থেকে কেউ কথা বলে উঠলো।

'শুভ যাত্রা আর শুভ নিষ্কৃতি।'

মিস মার্পল ঘুরে এমলিন প্রাইসকে দেখলেন। সে হাসছিলো।

'এটা কি মিসেস রাইজলে-পোর্টারকে লক্ষ্য করে?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া কাকে?'

'যোয়ানা একটু অসুস্থ জেনে দুঃখিত হলাম।'

এমলিন প্রাইস মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে আবার হাসলো।

'সে সুস্থ হয়ে উঠবে', সে বলে উঠলো, 'কোচ চলে গেলেই।'

'ও শ্রিই। মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'আপনি বলছেন— ?'

'হ্যাঁ, আমি তাই বলছি', এমিলিন প্রাইস বললো। 'পিসীর যথেষ্ট হয়েছে ওর, সব সময় খালি হুকুম—।'

'তাহলে আপনিও কোচে যাচ্ছেন না ?'

'না। আমি দু-একটা দিন এখানেই থাকছি। কয়েকটি জায়গায় ঘুরে দেখবো, মিস মার্পল। আপনি হয়তো ব্যাপারটা সেভাবে গ্রহণ করছেন না আশা করি ?'

'মানে', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমার যৌবনে এ ধরনের কিছু ঘটতে দেখেছি। অবশ্য সেক্ষেত্রে হয়তো অজুহাত অন্য ধরণেরই হতো—তবে আমাদের পক্ষে আপনাদের মতো এরকম চলে আসার সুযোগ ছিলো না।'

কর্নেল আর মিসেস ওয়াকার এসে মিস মার্পলের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। বাগান সম্বন্ধে এতো বিশদ কথা বলেছেন', কর্নেল বললেন। 'আশা করি পরশুদিন চমৎকার কিছু দেখতে পাবো। অবশ্য কিছু না ঘটলে। এটা সত্যি বড়ো দুঃখজনক ঘটনা। আমার কাছে এটা নিছক দুর্ঘটনাই মনে হয়। কয়োনার বাড়াবাড়ি করছিলেন বলেই মনে করি।

'এটা খুবই আশ্চর্য লাগে, মিস মার্পল বললেন, 'যে কেউই এগিয়ে এসে বললো না যে পাথর ঠেলেছিলো কিনা।'

'ওদের দোষ দেওয়া ভেবেই হয়তো আসেনি', কর্নেল ওয়াকার বললেন, ওরা চুপচাপই থাকবে দেখে নেবেন। যাক, বিদায়। আমি আপনাকে ওই ম্যাগ্নোলিয়ার কাটিং পাঠিয়ে দেবো। তবে যেখানে আপনি থাকেন সেখানে ভালো হবে কিনা জানি না।'

সবাই একে একে কোচে উঠলেন। ফিরে দাঁড়ালেন মিস মার্পল। তিনি প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের দিকে তাকালেন—তিনি সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। মিসেস স্যান্ডবোর্ন এসে মিস মার্পলের সঙ্গে করমর্দন করে কোচে উঠতেই মিস মার্পল প্রোফেসর ওয়ানস্টেডের হাত ধরে টানলেন।

'আপনাকে চাই', তিনি বললেন. 'কোথাও গিয়ে কথা বলতে পারি ?'

'হ্যাঁ। সেদিন যেখানে বসেছিলাম সেখানে হলে কেমন হয় ?'

'এখানেই চমৎকার একটা বারান্দা আছে মনে হয়।'

ওঁরা হোটেলের কোণের দিকে ঘুরে এলেন। হর্ন বাজিয়ে কোচ যাত্রা

শুরু করলো।

'আমার ইচ্ছে, এক হিসেবে বলতে গেলে', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আপনার এখানে থাকা উচিত হলো না। আমি, বাকি সকলের সঙ্গে আপনি নিরাপদে ফিরে গেলেই সুখী হতাম।' তিনি তীব্র দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালেন, 'আপনি এখানে রয়ে গেলেন কেন? স্নায়ুর কোন ব্যাপার না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমি পরিশ্রান্ত একটুও নই, যদিও আমার বয়সের কারও পক্ষে এ অজুহাত খুবই উপযোগী।'

'আমার মনে হচ্ছে আমার এখানে থেকে আপনার উপর নজর রাখা উচিত।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'এরকম করার প্রয়োজন নেই। আপনার অন্য কাজই করার মতো রয়েছে?'

'কি কাজ?' তিনি মিস মার্পলের দিকে তাকালেন। 'আপনার কোন ধারণা বা নিশ্চয়তা রয়েছে?'

'আমার মনে হচ্ছে, কিছু জেনেছি। তবে সেটা যাচাই করে নিতে হবে। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা আমি করতে পারবো না। আমার ধারণা আপনিই তা করতে সাহায্য করবেন, কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।'

'তার অর্থ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, চিফ কনস্টেবল আর সরকারী জেলখানার অধিকর্তা?'

'হ্যাঁ। ওদের একজন বা সকলেই। এমনকি স্বরাষ্ট্র সচিবও আপনার হয়তো পকেটে।'

'সাতাই আপনার ধারণাকে বলিহারী। যাক, আমাকে কি করতে বলছেন?'

'প্রথমেই আপনাকে এই ঠিকানাটা দিতে চাই।'

মিস মার্পল একটা নোটবই বের করে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে এগিয়ে ধরলেন।

'এটা কি? ও, হ্যাঁ নামকরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভালো গোছের একটি, আমার ধারণা। ওরা খুব ভালো কাজ করে। সকলে জামাকাপড় পাঠায়', মিস মার্পল বললেন, 'শিশুদের আর মেয়েদের পোশাক। কোট, পুলওভার ইত্যাদি জিনিস।'

'আপনি কি আমাকে কিছু পাঠাতে বলছেন ওখানে?'

'না। এটা সেরকম কিছু নয়। এটার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে—আমি আর আপনি যা করছি।'

'কি ভাবে?'

'আমি চাই আপনি এখান থেকে দুদিন আগে পাঠানো এক পার্শেল সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিন। এখানকার ডাকঘর থেকেই সেটা পাঠানো হয়।'

'কে পাঠিয়েছিলো সেটা—আপনি?'

'না', মিস মার্পল বললেন। 'না, তবে আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম।'

'তার মানে?'

'এর মানে হলো' মিস মার্পল বললেন, একটু হেসে, 'যে আমি ডাকঘরে গিয়ে বেশ একটু বোকার মতোই বললাম—যেহেতু আমার এতো বয়স—যে আমি একজনকে দিয়ে একটা পার্শেল পাঠিয়েছিলাম আর বোকার মত ভুল ঠিকানা লিখেছিলাম। আমি খুবই চিন্তায় পড়ে আছি তাই। পোষ্ট মিস্ট্রেস মহিলাটি খুবই সদাশয় আর তার পার্শেলটির কথাও মনে ছিলো— আর তাতে যে ঠিকানা দেওয়া ছিলো তা আমি যা বলছি তা নয়। আমি বললাম আমি বোকার মতো ভুল ঠিকানাই বসিয়ে দিয়েছিলাম—সেটা অন্য একটা ঠিকানার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তিনি জানালেন এখন আর করার মতো কিছু ছিলো না কেন দেরি হয়ে গেছে, কারণ পার্শেলটি পাঠানো হয়ে গেছে। আমি বললাম যা হবার হয়ে গেছে আমি পাঠানো ঠিকানায় একটি চিঠি লিখে সঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাবো।'

'এটা বেশ ঘোর প্যাঁচ দেওয়া পথই মনে হয়।'

'মানে, মিস মার্পল বললেন, 'কিছু একটা তো বলতে হবে। এ কাজ অবশ্যই আমি করতে যাচ্ছি না। আপনি এ ব্যাপারটা দেখবেন। আমাদের জানতেই হবে ওই পার্শেলে কি আছে। আমার সন্দেহ নেই এ ক্ষমতা আপনার রয়েছে।'

'পার্শেলের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যাতে জানা যায় ওটা কে পাঠিয়েছে?'

'আমার তা মনে হয় না। হয়তো এক টুকরো কাগজে লেখা থাকতে পারে "বন্ধুর" কাছ থেকে বা কোন মিথ্যা নাম ঠিকানাও থাকতে পারে। —যেমন মিসেস পিপিন, ১৪ ওয়েস্টবোর্ন রোড—আর কেউ খোঁজ করলে ওই নামের বা

ঠিকানায় কাউকেই পাওয়া যাবে না।'

'ও। আর কোন কিছু হতে পারে?'

'হয়তো—অস্বাভাবিক হলেও হতে পারে "মিস অ্যানথিয়া ব্র্যাডবেরি স্কটের" কাছ থেকে—।'

'সেই কি—?'

'সে ডাকঘরে ওটা নিয়ে গিয়েছিলো', মিস মার্প'ল বললেন।

'আর আপনি তাকে ওটা নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?'

'ওঃ না', মিস মার্প'ল বললেন, 'আমি কাউকেই কিছু পাঠাতে বলিনি। প্রথম যা দেখেছিলাম তা হলো গোল্ডেন বোরের বাগানের কাছে বসে আমি আর আপনি সেদিন যখন কথা বলছিলাম তখনই তাকে পার্শেলটা নিয়ে যেতে দেখি।'

'কিন্তু আপনি ডাকঘরে গিয়ে পার্শেলটা আপনার বলেই দাবি করেছিলেন?'

'হ্যাঁ', মিস মার্প'ল বললেন, 'সেটা একেবারেই মিথ্যা। তবে ডাকঘরগুলো খুব সতর্ক। আর তাছাড়া আমি জানতে চাইছিলাম ওটা কোথায় পাঠানো হয়েছিলো।'

'আপনি খোঁজ করতে চাইছিলেন এরকম কোন পার্শেল পাঠানো হয়েছিলো কি না আর যদি পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে সেটা পাঠানো হয় একজন ব্র্যাডবেরি-স্কটের সাহায্যেই, বিশেষ করে মিস অ্যানথিয়ার দ্বারা?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'আমি জানতাম এটা অ্যানথিয়াই হবে', মিস মার্প'ল বললেন, 'কারণ এরা তাকেই দেখেছিলাম।'

'ঠিক আছে', প্রোফেসর কাগজের টুকরোটা নিলেন। 'হ্যাঁ, এটাতে গতি সঞ্চার করতে পারবো। আপনি ভাবছেন ওই পার্শেল কিছুটা আগ্রহ জাগাতে পারে?'

'আমার ধারণা এর ভিতরের জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।'

'আপনি আপনার রহস্য গোপন রাখতে ভালোবাসেন, তাই না?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'ঠিক রহস্য নয়', মিস মার্প'ল জবাব দিলেন, 'এটা শুধু সম্ভাবনা হতে পারে যেটা আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি। কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ সঠিক না জেনে কেউ করতে চায় না।'

'আর কিছু ?'

'আমার মনে হয়—আমি ভাবছি এ ব্যাপারে যিনিই ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকুন তাকে আগেই সতর্ক করে রাখা দরকার দ্বিতীয় একটা দেহ হয়তো থাকতে পারে।'

'আপনি বলতে চাইছেন ওই বিশেষ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, যা আমরা আলোচনা করছি ? যে অপরাধ দশ বছর আগেই অনুষ্ঠিত হয় ?'

'হ্যাঁ', মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'বলতে গেলে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'আরও একটা দেহ। কার দেহ ?'

'এটা আমার শুধু ধারণাই বলতে পারেন।'

'দেহটা কোথায় আছে কোন ধারণা আছে ?'

'ওঃ। হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন। 'আমি ঠিক জানি সেটা কোথায়, তবে আপনাকে সেকথা বলার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'কি ধরনের দেহ ? পুরুষের ? স্ত্রীলোকের ? শিশুর ? কোন মেয়ের ?'

'আরও একটি মেয়ে অদৃশ্য হয়েছিলো', মিস মার্পল বললেন, 'নোরা ব্রড নামে একটি মেয়ে। সে এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় আর তাকে দেখা যায় নি। আমার ধারণা তার দেহও কোন বিশেষ জায়গায় থাকতে পারে।'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড মিস মার্পলের দিকে তাকালেন

'আপনি যতো এসব কথা বলছেন ততোই আপনাকে এখানে ফেলে যেতে মন চাইছে না', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন। 'এইসব ধারণা রেখে —আর হয়তো মূর্খের মতো কাজ করে ফেলে…তাছাড়া—', তিনি থামলেন।

'বা, এটার সবই বাজে ?'—মিস মার্পল বললেন।

'না-না, আমি তা বলতে চাইছি না। কিন্তু হয় আপনি অত্যন্ত বেশি জেনে ফেলেছেন—যা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে…আমার মনে হচ্ছে এখানে থেকে আপনার উপর আমার নজর রাখাই উচিত', প্রোফেসার ওয়ানস্টেড বললেন।

'না, আপনি তা করছেন না', মিস মার্পল বললেন, 'আপনাকে লণ্ডনে যেতে হবে, আর কিছু জিনিস চালু করতে হবে।'

'আপনি এমন ভাবে বলছেন যেন আপনি অনেক কিছুই জানেন, মিস মার্পল।'

'আমার ধারণা এখন আমি অনেকটাই জানি। তবে আমাকে নিশ্চিত

হতে হবে।'

'হ্যাঁ, তবে আপনি নিশ্চিত হলে এটাই হয়তো শেষ কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত হবেন। আমরা তৃতীয় একটা দেহ চাই না। আপনার!'

'ও, আমি এ ধরনের কিছুর আশংকা করছি না', মিস মার্পল বললেন।

'বিপদ ঘটতে পারে, এটা মনে রাখবেন, যদি আপনার ধারণার কিছু সত্য হয়। কোন এক বিশেষ ব্যক্তির উপর আপনার সন্দেহ হয়?'

'আমার মনে হয় বিশেষ একজন সম্পর্কে আমি কিছু কিছু জানি। খুঁজে বের করতে হবে—তাই আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনি একবার প্রশ্ন করেছিলেন আমি আবহাওয়ার মধ্যে অশুভ কিছু অনুভব করছি কি না। হ্যাঁ, সেই আবহাওয়াই এখানে রয়েছে, যদি বলতে চান, হ্যাঁ বিপদের—দুঃখের, ভয়ের…আমাকে এ সম্পর্কে কিছু করতেই হবে। সবচেয়ে ভালো যেটুকু করতে পারি। তবে আমার মতো বৃদ্ধার বেশি কিছু করার ক্ষমতা তো নেই।'

প্রোফেসর ওয়ানস্টেড গুনতে শুরু করলেন, 'এক—দুই—তিন—চার—।'

'কি গুনতে চাইছেন?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'যে সব যাত্রী কোচে উঠেছেন। খুব সম্ভব তাদের নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কারণ নেই, কারণ তাদের যেতে দিয়েছেন আর আপনি এখানে রয়ে গেছেন।'

'তাদের নিয়ে ভাববো কেন?'

'কারণ আপনিই বলেছিলেন মিঃ র‍্যাফায়েল আপনাকে এই কোচে পাঠিয়েছেন কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, ভ্রমণেও সেই রকম বিশেষ কারণে আর ওই পুরনো ম্যানর হাউসেও বিশেষ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন। খুব ভালো কথা। এলিজাবেথ টেম্পলের মৃত্যুও কোচের কারো সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনার এখানে থাকাও ম্যানর হাউসের সঙ্গে জড়িত।'

'আপনি সম্পূর্ণ ঠিক নন', মিস মার্পল বললেন। 'এই দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে। আমি চাই একজন আমাকে কিছু কথা বলুক।'

'আপনি কি ভাবেন কাউকে কথা বলাতে পারবেন?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি পারবো। তাড়াতাড়ি না গেলে আপনি ট্রেন ধরতে পারবেন না।'

'নিজের সম্পর্কে সাবধান হবেন', প্রোফেসার ওয়ানস্টেড বললেন।

'আমি নিজের সম্পর্কে সতর্ক থাকতেই মনস্থির করে রেখেছি।'

লাউঞ্জের দরজা খুলে যেতেই দুজন বেরিয়ে এলেন। মিস কুক ও মিস ব্যারো।

'হ্যালো', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা কোচে সকলের সঙ্গে চলে গেছেন।'

'মানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের মত বদলাই', মিস কুক হাসিমুখে বললেন। 'হঠাৎ জানতে পারলাম কাছাকাছি কিছু দেখার মতো ভালো জায়গা আছে—আর সেসব দেখারও আগ্রহ আমাদের। একটা গির্জা, স্যাক্সন যুগের। খুব কাছেই, মাত্র চার কি পাঁচ মাইল। স্থানীয় বাসে চড়েই যাওয়া যায়। দেখছেন শুধু বাড়ি আর বাগানই নয়। আমি গির্জার ব্যাপারেও আগ্রহী।'

'আমিও তাই', মিস ব্যারো বললেন। 'এছাড়াও রয়েছে ফিনলে পার্ক। খুব চমৎকার বাগানও আছে সেখানে। তাই ভাবলাম এখানে দু-একটা দিন থেকে যাওয়া আনন্দের হবে।'

'আপনারা এই গোল্ডেন বোরেই থাকছেন?'

'হ্যাঁ। আমাদের ভাগ্য ভালোই বেশ বড়ো দু-কামরার একটা চমৎকার ঘরও পেয়েছি। গত দুদিনের চেয়ে ভালো ঘর।'

'আপনার ট্রেন ধরতে পারবেন না', মিস মার্পল বললেন।

'আমার ইচ্ছা', প্রোফেসার ওয়ানস্টেড বললেন, 'যে আপনি— ।'

'আমি ঠিকই থাকবো', তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন মিস মার্পল। 'এমন দয়ালু একজন মানুষ', প্রোফেসর বাড়ির আড়ালে চলে যেতেই তিনি আবার বললেন, 'সত্যিই আমার জন্য এমন ভাবেন—যেন আমি ওঁর কোন আত্মীয়াই হবো— ।'

'সব ব্যাপারটাই এমন শোকের', মিস কুক বললেন, 'আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে প্রোক্তে সেন্ট মার্টিন গির্জা দেখায় সঙ্গী হবেন।'

'আপনারা অত্যন্ত সদাশয়', মিস মার্পল বললেন, 'তবে আজ আর কোথাও বেড়োবার মতো শক্তি আছে মনে হচ্ছে না। সম্ভবতঃ কাল যেতে পারি, যদি সেরকম দেখার মতো কিছু থাকে।'

'তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছি।'

মিস মার্পল দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে হোটেলে ঢুকে গেলেন।

কুড়ি ॥ মিস মার্পলের ধারণা

ডাইনিং কামরায় মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করার পর মিস মার্পল কফি পান করার জন্য বারান্দায় চলে এলেন। তিনি সবে তার দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন তখনই দীর্ঘ কৃশ এক মূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার দিকেই অগ্রসর হলো। সে দ্রুত হাঁফাতে হাঁফাতে কথা বলতে চাইছিলো। মিস মার্পল দেখতে পেলেন মূর্তিটি অ্যানথিয়া ব্র্যাডবেরিস্কটের।

'ওঃ মিস মার্পল, আমরা সংবমাত্র শুনলাম আপনি অন্যান্য সকলের সঙ্গে চলে যাননি কোচে। আমরা ভেবেছিলাম আপনি ভ্রমণেই চলে যাচ্ছেন। আমাদের ধারণা ছিলো না আপনি রয়ে গেছেন। ক্লোটিল্ডা আর ল্যাভিনিয়া, ওরা দুজনেই আপনাকে বলতে পাঠিয়েছে আপনাকে ম্যানর বাড়িতেই ফিরে যেতে অনুরোধ করার জন্য। আমাদের মনে হয় ওখানে কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে থাকলে আপনার ভালো লাগতে পারে। আমাদের ওখানে সপ্তাহ শেষে সব সময়েই কোন না কোন লোকজন আসছে। তাই আমরা খুব খুশি হবো—যদি আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসেন।'

'ওঃ, এটা আপনাদের খুবই সদাশয়তা,' মিস মার্পল বললেন। 'সত্যিই তাই, তবে আমার মনে হয়—আমি ভাবছি আগের বার দুদিনের ভ্রমণই ছিলো। প্রথমে কোচের সঙ্গে যাবো ভেবেছিলাম। মানে দুদিনের পর। অবশ্য যদি না ওই শোকাবহ ঘটনা ঘটতো—ওই দুর্ঘটনা। তারপরেই মনে হলো আমি সত্যিই যেতে পারবো না। ভাবলাম অন্ততঃ এক রাতের মতো বিশ্রাম দরকার আমার।'

'তাই আমার মনে হয় আমাদের কাছে এলে আপনার ভালোই লাগবে। আমরা আপনাকে আরামে রাখতেই চেষ্টা করবো।'

'না-না, তেমন কোন প্রশ্ন নেই', মিস মার্পল বললেন। 'আপনাদের কাছে আগেও খুব আরামেই ছিলাম। ও হ্যাঁ, খুবই উপভোগ করেছি। এমন চমৎকার বাড়ি। আর আপনাদের সবকিছু এতো সুন্দর। আপনাদের ওই চীনা-মাটির জিনিসপত্র, কাচের সবকিছু আর আসবাবপত্র। এরকম কোন বাড়িতে হোটেলের বদলে থাকা খুবই আনন্দের।'

'তাহলে এখনই আমার সঙ্গে চলুন। হ্যাঁ, আপনাকে যেতেই হবে। আমি নিয়ে আপনার সব জিনিস পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

'ওঃ, আপনার অসীম দয়া। এটা আমি নিজেই পারবো।

'যাই হোক আমি আসবো?'

'বেশ, চলুন', মিস মার্পল বললেন।

দুজনে মিস মার্পলের কামরায় আসার পর অ্যানথিয়া প্রায় বেপরোয়া ভঙ্গীতেই মিস মার্পলের জিনিসপত্র গোছানো শুরু করলো। নিজস্ব গোছাবার কায়দা থাকার ফলে তিনি মুখে খুশির ভাব বজায় রেখে শুধু ঠোঁট কামড়ালেন। বাস্তবিক ও কোন কিছুই ঠিক মতো গুছিয়ে নিতে জানে না।

অ্যানথিয়া হোটেলের এক কুলি ধরে আনার পর সেই সব মালপত্র নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে জমিদার ভবনে পৌঁছে দিলো। মিস মার্পল তাকে যথেষ্ট বকশিস দিয়ে দু'একটা কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে তিন বোনের সঙ্গে যোগ দিলেন।

'তিন বোন'। ভাবলেন তিনি 'আবার তাদের কাছেই এলাম।' বসবার ঘরে উপবেশন করার পর দু এক মিনিট চোখ বুজে থেকে তিনি একটু হাঁফ ছাড়লেন। একটু যেন হাঁফই ধরেছিলো তার। খুবই স্বাভাবিক, নিজের বয়স উপলব্ধি করলেন তিনি—বিশেষ করে অ্যানথিয়া আর কুলিটি একটু জোরেই পথ চলছিলো। কিন্তু আসলে চোখ বুজে তিনি এ বাড়িতে আবার ফিরে আসার অনুভূতিটাই বুঝে নিতে চাইছিলেন। এখানে ভয়ের কিছু রয়েছে? না, সেরকম কিছুই না, শুধু অসুখী কিছু অনুভূতি। গভীর দুঃখময় কিছু। এটা এমনই যে ভয় ধরিয়ে দিতে চায়।

তিনি চোখ খুলে ঘরে উপস্থিত অন্য দুজনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মিসেস গ্লাইন সবেমাত্র রান্নাঘর থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছেন। মিস মার্পল তার মুখভাবে কোন আবেগের চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

এবার তিনি ক্লোটিলডার দিকে তাকালেন। তিনি আগেও যা ভেবেছিলেন তাই। স্বামীকে খুন করার মতো উনি নন—কারণ তার স্বামীই নেই। দ্বিতীয়তঃ তার পক্ষে যে মেয়েকে তিনি এতো ভালোবাসতেন তাকেও মারা অসম্ভব। তিনি নিশ্চিত। ওর চোখের জল তিনি দেখেছেন যখনই ভেরিটির নাম উচ্চারিত হয়েছে।

আর অ্যানথিয়া? সেই বাক্সটাকে ডাকঘরে নিয়ে গিয়েছিলো। অ্যানথিয়া—তিনি তার সম্বন্ধে সন্দিহান। ওর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত—বারবার তা কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে চায়। ও ভয় পেয়েছে, ভাবলেন মিস মার্পল। কোন কিছু সম্পর্কে ভয়। সেকি মানসিক রোগগ্রস্ত? বোনেদের সম্পর্কে সে ভীত? তারাও কি তাই? সর্বদাই তারা বোধ হয় ভাবছে অ্যানথিয়া

কি বলে বা করে বসে ?

এখানকার আবহাওয়া যেন কেমন। চা খেতে খেতে তিনি ভাবলেন মিস কুক আর মিস ব্যারো কি করছেন। অদ্ভুত। তাদের সেণ্ট মেরী মিডে গিয়ে তাকে দেখে আসা—অথচ পরে তা অস্বীকার করা।

মিসেস প্রাইস চায়ের ট্রে নিয়ে উঠে যেতে অ্যানথিয়াও বাগানে চলে গেলো। মিস মার্পল ক্লোটিলডার সঙ্গে রয়ে গেলেন।

'আমার মনে হয়', মিস মার্পল বললেন, 'আপনি আর্চডিকন ব্রাবাজনকে চেনেন ?'

'ও হ্যাঁ', ক্লোটিলডা বললেন, 'তিনি গতকাল গির্জায় এসেছিলেন। আপনি তাকে চেনেন ?'

'ওঃ না', মিস মার্পল বললেন, 'তবে তিনি গোল্ডেন বোরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি হাসপাতালে গিয়ে মিস টেম্পলের খোঁজও করেন। তিনি ভাবছিলেন মিস টেম্পল তাকে কোন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন কিনা।'

'তিনি কিছু বলেন নি—কি ঘটেছিলো তার কোন ব্যাখ্যা ?' ক্লোটিলডা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিলো না। মিস মার্পল ভাবলেন উনি কি আগ্রহ চেপে রেখেছেন ? অবশ্য তেমন মনে হয় না।

'এটা কি দুর্ঘটনা মনে করছেন ?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন। 'নাকি মিসেস পোটারের ভাইঝি যে কাউকে পাথর ঠেলতে দেখেছিলো তাই ঠিক ?'

'হয়তো ওরা নিশ্চয়ই দেখেছে। কিন্তু আপনি ধাঁধায় পড়েছেন মনে হয় ?'

'মানে, এটা খুবই অসম্ভব মনে হয়', মিস মার্পল বললেন, 'যদি না—।'

'যদি না কি ?'

'মানে, শুধু অবাক হচ্ছিলাম', মিস মার্পল বললেন।

মিসেস প্রাইস ঘরে এলেন। 'কিসে অবাক হচ্ছেন ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আমরা ওই দুর্ঘটনা বা অ-দুর্ঘটনার কথা বলছিলাম', ক্লোটিলডা বললেন।

'ওরা অদ্ভুত এক কাহিনীই বলেছে', মিস মার্পল বললেন।

'এই জায়গাটায় কিছু আছে', আচমকা বলে ওঠেন ক্লোটিলডা। 'আবহাওয়াতেই কিছু আছে। কখনও তা কাটাতে পারিনি। কখনও না—ভেরিটির মৃত্যুর পর থেকেই। আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না ? একটা ছায়া অনুভব করছেন না, মিস মার্পল ?

'জানে, আমি নতুন এসেছি', মিস মার্পল বললেন। 'এটা আপনাদের কাছে লাগতে পারে—আপনারা বহুদিন আছেন, যাঁরা মৃত মেয়েটিকে জানতেন। আর্চডিকন ব্রাবাজন বলেছিলেন সে অতি চমৎকার মেয়েই ছিলো।'

'সে দারুণ ভালো মেয়ে ছিলো', ক্লোটিলডা বললেন।

'ওকে যদি আরও ভালোভাবে জানতাম', মিসেস গ্লাইন বললেন। 'আমি শুধু একবারই বাড়িতে এসেছিলাম। আমি ও আমার স্বামী বিদেশে থাকতাম।'

অ্যানথিয়া বাগান থেকে একগুচ্ছ লিলিফুল নিয়ে ঢুকলো।

'অন্ত্যেষ্টির ফুল। আজকে এ গুলো থাকা দরকার, তাই না?' সে বলে উঠলো অদ্ভুত এক হিস্টিরিয়া গ্রস্তের হাসির সঙ্গে।

'অ্যানথিয়া, এটা কোর না—না—এটা ঠিক নয়', ক্লোটিলডা বলে উঠলেন।

'যাই, এগুলো জলে ডুবিয়ে দেবো', বলে উঠলো অ্যানথিয়া চলে যেতে যেতে।

'অ্যানথিয়া। আমার মনে হচ্ছে ও—', বলে উঠলেন ল্যাভিনিয়াও ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে।

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ও কেমন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়াতেই যেন আক্রান্ত হতে চায়। ওকে কোথাও পাঠানোও যাবে না—। মাঝে মাঝে এমন কঠিন হয় অবস্থা।'

'সবার জীবনই কঠিন হয় কখনও কখনও', মিস মার্পল বললেন।

'ল্যাভিনিয়াও বিদেশে যেতে চায়। অ্যানথিয়ার মতো এক বাড়িতে সে থাকতে চায় না। ও অ্যানথিয়াকে ভয় পায়। আমি বলেছি ভয় করার কারণ নেই। ওর শুধু অদ্ভুত এক ধারণা জন্মায় মাঝে মাঝে। মারাত্মক কিছু করে না ও।'

'এ ধরনের কিছু কখনও ঘটেছে?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'ওঃ না। ও একটু ঈর্ষাপরায়ণ, তাই। ভাবি এ বাড়ি বিক্রি করে একেবারে চলে যাবো।'

'সত্যিই আপনাদের পক্ষে দুঃখের', মিস মার্পল বললেন, 'এটা বুঝতে পেরেছি। অতীতের স্মৃতি নিয়ে বাস করা।'

'আপনি বুঝেছেন? হ্যাঁ, আপনাকে দেখে তাই মনে হয়। ও আমার মেয়ের মতোই ছিলো। আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ওকে নিয়ে আমার গর্ব ছিলো।

আর তারপর সেই ভয়ানক মানসিক রোগগ্রস্ত ছেলেটি—।'

'মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলে, মাইকেল র‍্যাফায়েল?'

'হ্যাঁ। শুধু সে যদি এখানে না আসতো। ও কাছাকাছি এসেছিলো···। আমাদের এখানেও। অত্যন্ত খারাপ তার অতীত···। কিন্তু ভেরিটি? ভাবতেই পারিনি সে ওর প্রেমে পড়বে···। হয়তো ওই বয়সে মেয়েদের তাই হয়। ওদের মাথায় কেউ একটু বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারে না?'

'ওদের তেমন বুদ্ধি সত্যিই থাকে না, আমিও স্বীকার করি', মিস মার্প'ল বললেন।

'ও কিছুতেই শুনতে চায় নি। আমি—আমি তাকে বাড়িতে আসতে বারণ করি। কিন্তু পরেই বুঝতে পারি ভেরিটি বাইরে তার সঙ্গে দেখা করে চলেছিলো। এক একদিন ও বাড়িও ফেরেনি। কতো বুঝিয়েছি ওকে... কিন্তু ভেরিটি কিছুতেই শোনেনি...।'

'ও তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো?' মিস মার্প'ল বললেন।

'এতোদূর গড়িয়েছিলো মনে হয় না। ছেলেটা এ চিন্তা করে মনে করি না।'

'আপনার জন্য খুবই দুঃখিত', মিস মার্প'ল বললেন। 'আপনি অবশ্য দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে খারাপ ছিলো মৃতদেহ সনাক্ত করা। তাও বেশ কিছুকাল পরেই হয়। ওরা মাইকেলকে সাহায্য করতে বলে। তারপর দেহ খুঁজে পাওয়া গেল...এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। মর্গে গিয়ে আমাকে সেই দেহ....ওঃ কি ভয়ংকর। আমি—আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ক্লোটিলডার গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো।

'আপনার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যিই দারুণ দুঃখিত', মিস মার্প'ল বললেন।

'আমি তা জানি। কিন্তু তবুও এই চরম দিকটার কথা আপনি জানেন না।'

'কি রকম?'

'জানি না—অ্যানথিয়া সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'অ্যানথিয়া সম্পর্কে জানেন না মানে?'

'ওই সময় এমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছিলো। সে—সে ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ ও ভেরিটির বিরুদ্ধে চলে যায়। যেন তাকে ও ঘৃণা করতেই

সন্দেহ করেছিলো। মাঝে মাঝে—আমার মনে হয়…। না নিজের বোন সম্পর্কে একথা ভাবা উচিত নয়। ও একজনকে একবার আঘাত করে—। কিন্তু…কিন্তু সে-ই যদি। না, না এমন ভয়ানক কিছু ভাববো না। দয়া করে একথা বলেছি ভুলে যান…। আমাদের একটা কথা বলা উচিত ছিলো—। আর ও— ও তার গলা টিপে দেয়। তারপর থেকেই—না—না—আমিও পাগলের মতো বকছি…।'

'এ কথা আর বলবেন না, চুপ করুন', মিস মার্পল বললেন।

'না। খারাপ লাগে—ভেরিটি এভাবে মারা গেলো ভেবে। যাই হোক অন্য মেয়েরা অন্তত ওর হাত থেকে বেঁচে গেছে। যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছে ওর। সে এখনও জেলে। ওকে মানসিক রোগগ্রস্ত হিসেবেই দেখা উচিত ছিলো। ব্রডমুরেই ওকে পাঠানো দরকার ছিলো। ও যা করেছে তার জন্য ও দায়ী নয়।

ক্লোটিলডা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই প্রবেশ করলেন ল্যাভিনিয়া।

'ক্লোটিলডাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না', ল্যাভিনিয়া বলে উঠলেন। 'সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর ও আর প্রকৃতিস্থ হতে পারেনি। ভেরিটিকে ও দারুণ স্নেহ করতো।'

'উনি বোধ হয় আপনাদের অন্য বোনের জন্য চিন্তিত।'

'অ্যানথিয়া? ও ঠিক আছে। ও—ইয়ে—একটু যেন কেমন, এই যা। ওকে নিয়ে ক্লোটিলডার চিন্তার তেমন কিছু নেই। জানলার কাছে কে গেলো?'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে দুটি মূর্তিকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেলো।

'ও আমাদের ক্ষমা করবেন', মিস ব্যারো বললেন, 'আমরা মিস মার্পলকে খুঁজছিলাম। ওহো, ওই যে মিস মার্পল। মানে, আপনাকে বলতে এসেছিলাম আমাদের গির্জা দেখতে যাওয়া হয়নি—ওটা বন্ধ আছে। তাই ভাবলাম…। ঘণ্টা বাজালেও কেউ শুনলো না দেখে ঢুকে পড়েছি।'

'ঘণ্টাটা সব সময় ঠিক বাজে না', ল্যাভিনিয়া বললেন। 'বসুন না। আমি জানতাম আপনারা কোচে চলে গেছেন।'

'না, মানে, ভাবলাম একটু আশে পাশে ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে—তা ছাড়া যা ঘটে গেলো—।'

'একটু শেরী আনছি', বলেই মিসেস গ্লাইন উঠে গেলেন।

একটু পরেই অ্যানথিয়াকে নিয়ে শেরী হাতে ফিরে এলেন তিনি।

'বলতে পারি না ওই ব্যাপারে কি হবে', মিসেস গ্লাইন বললেন। 'মিস টেম্পলের কথা বলছি। পুলিশ কি ভাবছে বলা শক্ত।'

'একমাত্র জানা দরকার পাথরটা এমনিই গড়িয়ে পড়ে না কেউ ঠেলে দিলো' মিস ব্যারো বললেন।

'ওঃ', মিস কুক বলে উঠলেন, 'একথা বলা উচিত নয়—কে পাথর ঠেলতে পারে? তবে গুন্ডা—বা কোন বিদেশী কেউ—।'

'তাহলে কোচের সহযাত্রী কেউ বলতে চাইছেন?' মিস মার্পল বললেন।

'না—মানে, তা ঠিক বলিনি, মিস মার্পল? আমার শুনতে আগ্রহ হচ্ছে', ক্লোটিলডা বলে উঠলেন।

'অনেক সম্ভাবনার কথাই মনে জাগে।'

'আমার মনে হয় মিস টেম্পল একজন অপরাধী—কেউ তাকে অনুসরণ করছিলো', বলে উঠলো অ্যানথিয়া।

'বাজে কথা', ক্লোটিলডা বললেন, 'তিনি বিখ্যাত শিক্ষয়িত্রী। কে তাকে অনুসরণ করবে?'

'আমি নিশ্চিত', মিসেস গ্লাইন বললেন, 'মিস মার্পলের কিছু ধারণা আছে।'

'মানে, হ্যাঁ, আমার কিছু ধারণা আছে', মিস মার্পল বললেন। আমার মনে হয়···হ্যাঁ মানে সত্যিই যারা এতে জড়িত থাকতে পারে···কি বলি— ঠিক বোঝাতে পারছি না। মানে, ভাবছি ওরা যাকে দেখেছিলো বলছে তা সম্ভবতঃ দেখেনি।'

'মানে, কি বলছেন?' অ্যানথিয়া বললো, 'ওরা কাউকে দেখেনি।'

'হ্যাঁ—মানে, আমার ভয় অল্প বয়সের কেউ কেউ এরকম অদ্ভুত কিছু মাঝে মাঝেই করে বসে', মিস মার্পল বললেন। 'আর ওরাই একমাত্র অল্প বয়সের, তাই না?'

'আশ্চর্য!' ক্লোটিলডা বলে উঠলেন, 'একথা আদৌ ভাবিনি। তবে হ্যাঁ—এরকম হওয়া আশ্চর্য নয়।'

'তাহলে ওরা দুজনেই এতে একসঙ্গে ছিলো', মিস কুক বলে উঠলেন।

'ও হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন। 'ওরা একসঙ্গেই ছিলো আর একই কাহিনী বলেছে। তাই ওরাই প্রধান সন্দেহ ভাজন। ওরা হয়তো মিস টেম্পলকে মারতে চায়নি—শুধু পাথর গড়িয়ে বৈপ্লবিক কিছু করে কাউকে

হুর্ণ করতে চেয়েছিলো। এটুকুই আমি বলতে পারি।'

'কারণ আমাদের মনে হচ্ছে', মিসেস গ্লাইন বললেন, 'তোর কি মনে হয়, ক্লোটিলডা ?'

'সম্ভাবনা আছে। আমি নিজে এ কথা ভাবতাম না।'

'যাক', মিস কুক উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাদের গোল্ডেন বোরে ফিরতে হবে। আপনিও আমাদের সঙ্গে আসছেন, মিস মার্পল ?'

'ও, না', মিস মার্পল বললেন। 'আপনারা জানেন না—মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট অনুগ্রহ করে একটা রাত এখানে আমাকে কাটিয়ে যেতে বলেছেন।'

'ও বুঝেছি। আপনার পক্ষে ভালোই হবে।'

'নৈশভোজের পর এখানে এসে একটু কফি পান করবেন না ?' ক্লোটিলডা বললেন। 'নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করতে পারছি না দুঃখিত। তবে একটু কফি পান করলে… ।'

'চমৎকার হবে', মিস কুক বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করবো।'

একুশ ॥ ঘড়িতে রাত তিনটে

মিস কুক আর মিস ব্যারো ঠিক ৮ ৪৫ এ হাজির হলেন। একজনের দেহে ঘন্সের লেসের পোশাক, অন্যজনের জলপাই রঙের। নৈশভোজের সময় অ্যানথিয়া এই দুজনের সম্পর্কে মিস মার্পলকে প্রশ্ন করেছিলো।

'ওদের থেকে যাওয়াটা কি রকম হাস্যকর', ও বলে উঠলো।

'আর যার কিছু তা মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন। 'ওঁদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।'

'পরিকল্পনা বলতে কি মনে করেন ?' মিসেস গ্লাইন বললেন।

'যে কোন পরিস্থিতি মানিয়ে নেওয়া ?' মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'তাহলে বলবেন', অ্যানথিয়া আগ্রহী হয়ে উঠলো, 'খুনের মোকাবিলার জন্যও ওদের পরিকল্পনা ছিলো ?'

'আমার ধারণা', মিসেস গ্লাইন বললেন, 'বেচারি মিস টেম্পলের মৃত্যুতে তোমার খুন বলা উচিত নয়।'

'অবশ্যই খুন', অ্যানথিয়া বললো, 'কেউ তাকে ঘৃণা করতো—শেষ পর্যন্ত সে-ই।'

'ঘৃণা কি এতোদিন জেগে থাকতে পারে?' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অনেক বছর ধরেই।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'ঘৃণা মিলিয়ে যায়। এটা ভালোবাসার মতো এতো জোরালো নয়।'

'আপনার কি মনে হয় না মিস কুক বা মিস ব্যারো খুন করতে পারেন?'

'সত্যি অ্যানথিয়া। আমার তো ওদের ভালোই মনে হয়েছে', মিসেস গ্লাইন বললেন।

'ওদের কোন এক রহস্য আছে', অ্যানথিয়া বললো 'তাই না ক্লোটিলডা?'

'হয়তো সেকথা ঠিক', ক্লোটিলডা জবাব দিলেন, 'ওদের আমার কেমন কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই অ্যান্থিয়া উপস্থিত হলে ক্লোটিলডা কফির ট্রে নিয়ে এলেন। কাপে ঢেলে তিনি তা এগিয়ে ধরলেন। তারপর একটা কাপ মিস মার্পলের জন্য নিয়ে এলেন। মিস কুক একটু ঝুঁকে পড়লেন।

'ওঃ, মাপ করবেন মিস মার্পল, আমি হলে এ কফি পান করতাম না। মানে, এতো রাতে, ঠিক মতো ঘুম হয় না।'

'ওঃ তাই বলছেন?' মিস মার্পল বললেন, 'আমি তো এ সময় কফি পান করি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ খুব কড়া কফি। আপনাকে না খেতেই উপদেশ দেবো।'

মিস মার্পল মিস কুকের দিকে তাকালেন। মিস কুকের মুখ ভাবে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। একটা চোখ সামনে পিটপিট করে উঠলো ওর।

'আপনি কি বলছেন বুঝেছি', মিস মার্পল বললেন, 'আপনিই ঠিক সম্ভবতঃ।' কাপটা সামান্য সরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'মেয়েটির কোন ছবি নেই? আর্চডিকন ওকে খুবই স্নেহ করতেন।'

'হ্যাঁ, তাই', বলেই ক্লোটিলডা ঘরের অন্যদিকের একটা ডেস্ক খুলে একটা আলোকচিত্র এনে মিস মার্পলের হাতে দিলেন।

'এই ভেরিটি', তিনি বললেন।

'চমৎকার মুখ', মিস মার্পল বললেন। 'হ্যাঁ সুন্দর। বেচারি মেয়েটা।'

'আজকাল দিন বড়ো মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এরকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে চলে', অ্যানথিয়া বলে উঠলো।

'ওদের নিজেদেরই দেখা উচিৎ', ক্লোটিলডা বললেন, 'ঈশ্বর ওদের সাহায্য করুন।'

ক্লোটিলডা হাত বাড়িয়ে ছবিটা মিস মার্পলের কাছ থেকে নিতে যেতেই তার হাতে লেগে কফির কাপটা মেঝে ছিটকে পড়লো।

'ওঃ ভগবান!' মিস মার্পল বলে উঠলেন। 'আমার ধাক্কাতে পড়ে গেলো?'

'না', ক্লোটিলডা বললেন, 'আমারই হাত লেগে। আপনার কফি খেতে ভয় লাগলে হয়তো এক কাপ দুধ পান করতে পারেন।'

'সেটা খুব ভালো হবে', মিস মার্পল বললেন, 'তাতে ভালো ঘুমও হবে।'

আরও কিছু আজে-বাজে কথার পর মিস কুক আর মিস ব্যারো বিদায় নিলেন। বেশ একটু ব্যস্ততা জড়ানো বিদায়। একটু পরেই ফিরে এসে কিছু ফেলে যাওয়া টুকিটাকি জিনিসও তারা নিয়ে গেলেন।

'কি ব্যস্ততা!' ওরা চলে যেতেই বললো অ্যানথিয়া।

'ক্লোটিলডার সঙ্গে আমিও একমত', বললেন মিসেস গ্লাইন, 'ওঁরা যেন আসল নন।

'হ্যাঁ', মিস মার্পলও বললেন, 'ওরা সত্যিই যেন আসল নয়। ওরা ভ্রমণে কেন এসেছিলো অবাক হয়েই ভেবেছিলাম।'

'এসব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন?' ক্লোটিলডা প্রশ্ন করলেন।

'তাই মনে হয়', মিস মার্পল বললেন একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। 'অনেক কিছুরই জবাব পেয়েছি মনে হচ্ছে।'

'এখন পর্যন্ত সব উপভোগ করেছেন তাহলে?' ক্লোটিলডা প্রশ্ন করলেন।

'ভ্রমণ ছেড়ে এসে খুশিই হয়েছি', মিস মার্পল বললেন।

ক্লোটিলডা এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে মিস মার্পলকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন।

'আর কিছু দরকার আছে, মিস মার্পল?'

'না, ধন্যবাদ', মিস মার্পল বললেন, 'সবই পেয়েছি। আপনাদের অসীম দয়া যে আবার আমাকে আহ্বান করেছেন।'

'এটা আমাদের করতেই হতো, যেহেতু মিঃ র‍্যাফায়েলের চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি খুব চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন।'

'হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন, 'তিনি সব কিছু চিন্তা করার মত মানুষ

ছিলেন।'

'আমার বিশ্বাস তিনি অত্যন্ত নামী বিনিয়োগকারী ছিলেন।'

'অর্থকরী আর অন্য ব্যাপারেও তিনি অনেক চিন্তা করতেন', মিস মার্পল বললেন। 'শুভ-রাত্রি, মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট।'

'সকালে কি এখানেই আপনার প্রাতরাশ পাঠিয়ে দেবো?'

'না-না, কিছুতেই তা আপনাকে করতে দেবো না। আমি নিচেই নামবো। এক কাপ চা খুব ভালো হবে। আমি—আমি বাগানে যেতে চাই। ওই ঢিবিটা ফুলে ঢাকা দেখতে চাই—এতো চমৎকার, এতো উজ্জ্বল—।'

'শুভ-রাত্রি', ক্লোটিলডা বললেন, 'ভালোভাবে ঘুমোন।'

প্রাচীন জমিদার ভবনের ঠাকুর্দার আমলের ঘড়িতে রাত দুটো বাজলো। বাড়ির সব ঘড়ি একসঙ্গে বাজে না—কোনটা বা আদৌ নয়। রাত তিনটের সময় দোতলার ঘড়িটায় মৃদু মিষ্টি ধ্বনিতে তিনটে বেজে উঠলো।

মিস মার্পল উঠে বসে বিছানার পাশে বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপলেন। দরজাটা অতি ধীরে খুলে যাচ্ছিলো। ওর কানে ভেসে এলো হাল্কা পদশব্দ।

'ওঃ', তিনি বলে উঠলেন, 'মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট। বিশেষ কিছু আছে?'

'আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম আপনার কিছু চাই কি না', মিস ব্র্যাডবেরি-স্কট বললেন।

মিস মার্পল ওর দিকে তাকালেন। ক্লোটিলডার দেহে দীর্ঘ গোলাপি পোশাক। সত্যিই কি সুন্দরী মহিলা ছিলেন তিনি। বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন—যেন কোন নাটকেরই কেউ। গ্রীক নাটকের। আবার ক্লিটেমনেস্ট্রা।

'সত্যিই কিছু চাই না আপনার?'

'না, ধন্যবাদ', মিস মার্পল বললেন, 'আমি দুধ পানও করিনি।'

'ওঃ ভগবান, কেন?'

'এটা আমার পক্ষে ভালো হবে বলে মনে করিনি', মিস মার্পল বললেন।

বিছানার কাছে দাঁড়ালেন ক্লোটিলডা তার দিকে তাকিয়ে।

'এটা ঠিক স্বাস্থ্যকর নয়', মিস মার্পল বললেন।

'এ কথার অর্থ কি?' ক্লোটিলডার কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে এখন।

'আমার মনে হয় কি বলছি আপনি জানেন', মিস মার্পল বললেন। 'মনে হয় সারা সন্ধ্যাই আপনি জানতেন। হয়তো তারও আগে থেকে।'

'কি বলছেন আমি জানি না।'

'না?' ছোট্ট শব্দটায় একটু স্নেহের স্পর্শ।

'আমার ভয় হচ্ছে দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর একটু গরম দুধ নিয়ে আসছি।' ক্রোটিনডা দুধের গ্লাস তুলে নিলেন।

'কষ্ট করবেন না', মিস বললেন, 'আপনি নিয়ে এলেও আমার পান করা উচিত নয়।'

'আপনার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না', কি অদ্ভুত মানুষ আপনি। কি ধরনের মহিলা? এভাবে কথা বলছেন কেন? কে আপনি?'

মিস মার্পল তার মাথায় বসানো এক গুচ্ছ গোলাপি পশম নামিয়ে নিলেন। ঠিক এই রকম গোলাপি স্কার্ফই তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে পরেছিলেন।

'আমার একটা নাম হলো', তিনি বললেন, 'নিয়তি।'

'নিয়তি? এর মানে কি?'

'আমার মনে হয় সেটা আপনি জানেন', মিস মার্পল বললেন, 'আপনি অত্যন্ত শিক্ষিতা মহিলা। নিয়তি দেরি করে বটে, তবে শেষকালে সে ঠিকই আসে।'

'আপনি কি সব বলছেন?'

'একজন সুন্দরী মেয়ে যাকে আপনি মেরেছিলেন', মিস মার্পল বললেন।

'যাকে মেরেছিলাম? কি বলছেন?'

'আমি ভেরিটির কথা বলছি।'

'তাকে আমি মারবো কেন?'

'কারণ আপনি তাকে ভালোবাসতেন', মিস মার্পল বললেন, নিশ্চয়ই মনে আছে আমাকে অল্পদিন আগেই বলেছিলেন ভালোবাসা একটা ভয় জাগানো শব্দ। ভীতিকর। আপনি ভেরিটিকে দারুণ ভালোবাসতেন। সেই আপনার কাছে সব ছিলো। আর তখনই তার জীবনে অন্য কিছু এলো। অন্য এক ধরনের ভালোবাসা। এক তরুণের প্রেমে পড়লো সে। যদিও সে ভালো ছিলো না। তাহলেও ওরা ভালোবাসলো পরস্পরকে আর ও পালাতে চাইলো। সে পালাতে চাইলো আপনার ভালোবাসার বন্ধন ছিঁড়ে। সে সাধারণ নারীর জীবনই চাইলো। তার ইচ্ছামতো পুরুষের সঙ্গে থেকে সন্তান চাইলো সে। সে বিয়ে করতে চাইলো স্বাভাবিক ভাবে।'

ক্রোটিনডা ওপরে এসে একটা চেয়ারে বসে মিস মার্পলের দিকে তাকালেন।

'অতএব', তিনি বললেন, 'আপনি সবই বুঝতে পেরেছেন মনে হয়।'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি।'

'আপনি যা বলছেন সবই সত্য। অস্বীকার করবো না। অবশ্য স্বীকার না করায় কিছু যায় আসে না।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন। এতে কিছু যাবে আসবে না।'

'আপনি কি জানেন—জানেন—কি যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি?'

'হ্যাঁ, কল্পনা করতে পারি—।'

'আপনি জানেন কি সে অসহ্য যন্ত্রণা—যাকে দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালোবাসেন তাকে হারাতে চলেছেন। আর হারাতে চলেছিলাম এক নষ্ট চরিত্রের মানুষের কাছে। ওই সুন্দরী মেয়ের অযোগ্য সে। এটা আমাকে থামাতেই হতো—হ্যাঁ, থামাতেই হতো—।'

'হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন, 'মেয়েটিকে যেতে দেওয়ার আগেই তাকে আপনি খুন করেন। তাকে ভালোবাসতেন বলেই তাকে খুন করলেন।'

'আপনি বিশ্বাস করেন যাকে এতো ভালোবেসেছি তাকে এরকম ভাবে মাথা চূর্ণ করে খুন করতে পেরেছি? এক শয়তান ছাড়া কেউ এটা পারতো না।'

'না, তা আপনাকে করতে হয়নি।'

'তাহলে দেখছেন আপনি বাজে বকছেন।'

'আপনি ওকে তা করেননি। এটা যে মেয়ের হয়েছে সে ভেরিটি নয়। ভেরিটি এখনও এখানেই আছে, তাই না? এই বাগানেই আছে। তাকে শ্বাসরুদ্ধ করেননি—সম্ভবতঃ তাকে দিয়েছিলেন কফি বা দুধের সঙ্গে বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ। তারপর সে মারা গেলে তাকে বাগানে কাচঘরের ভাঙা ইট পাথরের মধ্যে রেখে আবার ঢেকে দিয়েছিলেন। তারপরেই ওখানে লাগানো হয় পলিগোনাম। তখন থেকেই তাতে ফুল ধরেছে বছর বছর। ভেরিটি সেখানেই রয়ে গেছে। আপনি তাকে যেতে দেননি।'

'মূর্খ! আপনি একজন উন্মাদ মূর্খ। আপনি কি ভেবেছেন এ-কাহিনী বলার জন্য কোনদিন বাইরে যেতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, তাই ভাবছি', মিস মার্পল বললেন, 'যদিও সঠিক জানি না। আপনি আমার চেয়ে ঢের শক্তি ধরেন।'

'সেটা জানেন জেনে খুশি হলাম।'

'আর আপনার কোনও নীতি বোধও নেই', মিস মার্পল বললেন। 'আপনি জানেন একটা খুনেই থামা যায় না। আপনি দুটি মেয়েকে খুন করেন। যাকে ভালোবাসতেন তাকে আর অন্য একজনকে।'

'আমি রাস্তার একটা ভবঘুরে বাজে মেয়ে, নোরা ব্রডকে মেরেছিলাম সেটা কি করে জানলেন?'

'আমি ভাবছিলাম', মিস মার্পল বললেন। 'আপনি ওইভাবে ভেরিটিকে মারতে পারতেন না। আর ঠিক ওই সময়েই আরও একটি মেয়ে হারিয়ে যায়, তাকেও আর দেখা যায় নি। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়। শুধু লোকে জানে-নি যে দেহ ভেরিটির বলে সনাক্ত করা হলো সে দেহ নোরা ব্রডেরই। ওর দেহে ছিলো ভেরিটির পোশাক। তাকে সনাক্ত করলো কে? হ্যাঁ, আপনি। আপনি জানালেন সে দেহ ভেরিটির।'

'তা করবো কেন?'

'কারণ যে ছেলেটি ভেরিটিকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছিলো আপনি তার খুনের অপরাধে বিচার হোক চাইছিলেন। আপনি নোরার দেহ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর যখন আবিষ্কার হলো জানা গেল সে ভেরিটি। আপনি তার মুখ বিকৃত করেছেন আর সেখানে রেখে দেন ভেরিটির ব্যাগ, হাতের বালা একটা ক্রশ বসানো শিকল—।

'এক সপ্তাহ আগে আপনি তৃতীয় খুন করেন, মিস এলিজাবেথ টেম্পলকে খুন। কারণ তিনি এ অঞ্চলে আসছিলেন আর আপনি ভয় পেলেন ভেরিটি তাকে কিছু জানিয়ে থাকতে পারে। আপনি ভাবলেন মিস টেম্পল আর্চডিকন ব্রাবাজনের সঙ্গে দেখা করলে সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়তে পারে। তাই আর্চডিকনের সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া যাবে না। আপনি শক্তিমতী। ওই পাথর ঠেলে ফেলা আদৌ আপনার কাছে কঠিন নয়।'

'আপনার ব্যবস্থা করার মতো শক্তিমান', ক্লোটিলডা বললেন।

'আমার মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন, 'এটা আপনাকে করতে দেওয়া হবে।'

'কি বলতে চান আপনি, নোংরা, কদর্য বুড়ি কোথাকার?'

'হ্যাঁ, আমি বুড়ি', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'আমার হাতে পায়ে জোরও নেই। তবে আমি আমার পথেই ন্যায় বিচারের জন্য প্রেরিত দূত।'

ক্লোটিলডা হেসে উঠলেন, 'আর আমি আপনাকে শেষ করলে কে বাধা দেবে?'

'আমার ধারণা, আমার রক্ষাকারী দেবদূত।'

'রক্ষাকারী দেবদূতের উপর নির্ভর করছেন', আবার হেসে উঠলেন ক্লোটিলডা। তারপর শয্যার দিকে এগোলেন।

'সম্ভবতঃ দুজন রক্ষাকারী দেবদূত', মিস মার্পল বললেন। 'মিঃ র‍্যাফায়েল সব সময়েই জাঁকজমকের সঙ্গে কাজ করতেন।'

বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করলেন তিনি। একটা ছোট্ট বাঁশি। বাঁশিটা তিনি ঠোঁটের মাঝখানে রেখে ফুঁ দিলেন। তীব্র জোরালো এক শব্দ — রাস্তার ও প্রান্তে কোন পুলিশ থাকলে বোধ হয় শুনতে পেতো। দুটো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেলো এবার। ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। ও খেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস ব্যারো। ক্লোটিলডা ঘুরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই ঘরের বিরাট আলমারীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন মিস কুক। ওদের দুজনের হাবভাবে নিশ্চিত এক পেশাদারী ভঙ্গী প্রকট হয়ে উঠেছিলো। সেটা ওই সন্ধ্যার ওদের সামাজিক ব্যবহারের তুলনায় খুবই লক্ষণীয়।

'দুজন রক্ষী দেবদূত', খুশির ভঙ্গীতে বলে উঠলেন মিস মার্পল। 'মিঃ র‍্যাফায়েল আমাকে বলতে গেলে অত্যন্ত গর্বিত করে তুলেছেন।'

বাইশ ॥ নিজের কাহিনী বললেন মিস মার্পল

'আপনি কখন জানতে পারলেন', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড প্রশ্ন করলেন, 'যে এই দুই মহিলা আপনাকে রক্ষার জন্য লাগানো দুজন বেসরকারী গোয়েন্দা।'

তিনি শুভ্রকেশা, চেয়ারে আসীন বৃদ্ধার দিকে একটু ঝুঁকে তাকালেন। ওরা লন্ডনের এক সরকারী ভবনে বসেছিলেন, সঙ্গে আরও চারজন। সরকারী উকিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার স্যার জেমস লয়েড, ম্যান্সটোন জেলের অধ্যক্ষ স্যার অ্যান্ড্রু ম্যাকনীল। চতুর্থজন স্বরাষ্ট্র সচিব।

'গতকাল সন্ধ্যার আগে নয়', মিস মার্পল বললেন, 'মিস কুক সেন্ট মেরী মিডে এসেছিলেন। আর সেটা আমাকে দেখে মনে রাখার উদ্দেশ্যেই। কোচে ওদের দেখে ভাবছিলাম কোন পক্ষের লোক ওরা, আমার অভিভাবক না শত্রুপক্ষের কেউ। গত সন্ধ্যাতেই নিশ্চিত হলাম মিস কুক যখন সুস্পষ্ট ভাবে ক্লোটিলডা ব্ল্যাকবেরি-স্কচের আনা কফি খেতে আমাকে বারণ করলেন। খুব কৌশলেই সেটা বলেছিলেন। আর বিদায় নেওয়ার সময় করমর্দন করার ফাঁকে

আমার হাতে কিছু গুঁজে দেন তিনি। পরে বোধ একটা শক্তিশালী বটিকা। ওটা নিয়ে শুতে গিয়ে বালিশের তলায় রেখে গৃহকর্তীর দেওয়া দুধের গ্লাস গ্রহণ করি। যাতে ওর সন্দেহ না হয় সৌজন্যও বজায় রাখি।'

'দুধ পান করেন নি ?'

'অবশ্যই না', মিস মার্পল বললেন, 'আমাকে কি মনে করেন ?'

'মাপ করবেন', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'অবাক হচ্ছি আপনি দরজা বন্ধ করেন নি।'

'সেটা করলে ভুল হতো', মিস মার্পল বললেন। 'আমি চেয়েছিলাম ক্লোটিলডা ব্র্যাডবেরি-স্কট ভিতরে ঢুকুন। আমি ওর কথা শুনতে চাইছিলাম। আমি নিশ্চিত জানতাম তিনি আসবেন বেশ একটু পরেই। কারণ তিনি জানতে চাইবেন দুধটা পান করে আমি অচেতনা অবস্থায় আছি আর তা থেকে আমি আর জাগবো না।'

'আপনি কি মিস কুককে আলমারীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেন ?'

'না। এটা আমার কাছে আশ্চর্য ঘটনা।'

'আপনি জানতেন ওই দুজন বাড়িতে আছেন ?'

'আশা করেছিলাম কাছাকাছি থাকবেন কারণ বাঁশিটা যখন দিয়ে ছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'সম্ভবতঃ কোন এক ফাঁকে তারা ঢোকেন যখন বাড়ির সবাই শুতে গিয়েছিলেন।'

'আপনি দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন, মিস মার্পল।'

'আমি সাফল্য চাইছিলাম। এই একটু ঝুঁকি না নিলে এ জগতে চলে না।'

'পার্শেল সম্পর্কে আপনার কথাটা ঠিক। ওর মধ্যে পুরুষদের উপযোগী গলাবন্ধ লাল কালো একটা জাম্পারই ছিলো। এর কথা ভেবেছিলেন কেন ?'

'মানে', মিস মার্পল বললেন, 'এটা খুবই নজরে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো। বোয়ানা আর এমলিন যা দেখেছিলো তা তাদের দেখানোর জন্যই ছিলো। আর পরে সেটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যেতো না। এটা সবচেয়ে সহজে কোথাও পাঠানোর উপায় হলো ডাক মারফত কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। কোথায় পাঠানো হয়েছে শুধু সেই ঠিকানাটাই আমার দরকার ছিলো।'

'ডাকঘরে সোজাসুজি ওটা চাইলেন ?'

'না, সোজাসুজি নয়। আমি জানিয়েছিলাম ঠিকানাটা ভুল লিখেছি। পোস্টমিস্ট্রেস ভালো মানুষ। তিনি আমাকে জানান সেটা। বললাম আর

হয়েছে···তাই ভুল করে ফেলেছি।'

'আঃ।' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আপনি সত্যিই পাকা অভিনেত্রী। দশ বছর আগে কি ঘটেছিলো কখন আন্দাজ করলেন?'

'প্রথমে মিঃ র‍্যাফায়েলকেই আমি বোধ দিয়েছি এরকম তথ্য ছাড়া কাজ···। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ, সব কিছুই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি করেছিলেন—অতি চতুর ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে কিছু প্যাকেটের মাধ্যমে তিনি কথা সরবরাহ করে গেছেন। পথ সহজ করে দিয়েছেন।'

'কোন অশুভ উপস্থিতি টের পাননি?'

'ও, সে কথা মনে রেখেছেন দেখছি। না, সে রকম কিছু টের পাইনি। এরপর আমার সঙ্গে পরিচিত হলেন এলিজাবেথ টেম্পল। এটা অনেকটা সার্চলাইটের মতোই ছিলো। এতোক্ষণ অন্ধকারে ছিলাম তাই আলোর রেখা দেখতে পেলাম সর্বপ্রথম। নিশ্চয়ই কোথাও একজন মিথ্যার শিকার আর এক হত্যাকারীর অস্তিত্ব আছে। হ্যাঁ, একজন খুনী—কারণ মিঃ র‍্যাফায়েল আর আমার মধ্যে সেটাই যোগসূত্র। ওয়েস্ট ইন্ডিজেও একটা খুন হয়—সেখানেও আমরা একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। নিশ্চয়ই এক্ষেত্রেও খুন হয়েছে আর অন্যায়ের শিকার হয়েছে কেউ। আর এ এমন কারো কাজ যে অশুভ কিছুর স্পর্শ বোধ করেছে। মিস টেম্পলের সঙ্গে কথা বলেই আলোর রেখা লক্ষ্য করলাম। তিনি জানিয়েছেন একটি মেয়েকে তিনি চিনতেন যে মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলেকে বিয়ে করতে বাগদত্তা ছিলো। কিন্তু মেয়েটি তাকে বিয়ে করেনি। আমি কেমন জানতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন মেয়েটি মারা যায়। কিভাবে মারা গেছে জানতে চাওয়ায় তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন—'ভালোবাসা'। তিনি কি বলতে চেয়েছেন তখন ঠিক বুঝিনি—ভেবেছিলাম মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। তিনি বলেছিলেন তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছেন। তিনি আসলে কোন জায়গায় বা কারও কাছে যাচ্ছিলেন। পরেই তার নাম শুনি।'

'আর্চডিকন ব্রাবাজন?'

'হ্যাঁ। তার অস্তিত্ব আমি জানতাম না। তবে তৎক্ষণে জেনেছি কোচের যাত্রীদের মধ্যে সন্দেহভাজন কেউ নেই। শুধু যোয়ানা আর এমলিন প্রাইস ছাড়া। ওদের সন্দেহ করেছি তারুণ্যের জন্য। কিন্তু দেখা হলে ওদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'এর পরের অংশ এলিজাবেথ টেম্পলের মৃত্যু।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'এরপরের অংশ হলো আমার ম্যানর হাউসে গমন। এটাও সেই মিঃ র‍্যাফায়েলের ব্যবস্থা। আমি ভেবেছিলাম আমাকে ওখানে যেতে হবে, হয়তো সেখানেই পরবর্তী নির্দেশ পাবো। মাপ করবেন, খুব তাড়াতাড়ি বলছি হয়তো।'

'দয়া করে বলে যান', বললেন স্যার অ্যান্ড্রু ম্যাকনীল।

'ওই বাড়িতে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো আমার, বাড়িতে, বাগানে সব জায়গায়। আর সেই তিন বোন। বুঝলাম সাহিত্য আর ম্যাকবেথের সেই তিন ডাইনির কথাই মনে হলো। ওদের আতিথেয়তার অভাব ছিলো না। ওই বাড়িতে যেন একটা ভয় থির থির করে কাঁপতে চায়। আমার প্রথম নজর পড়লো ক্লোটিলডার উপর। তিনিও এলিজাবেথ টেম্পলের মতো ব্যক্তিত্বময়ী। তিনটি বোন—তিনটি ভাগ্য। এদের মধ্যে কে খুনী? কি ধরনের খুনী। খুনই বা কি ধরনের? আমার দৃষ্টি রইলো ক্লোটিলডার উপরেই। বুঝলাম কোন খুন করার মত শক্তি আর মনের জোর ওরই থাকা সম্ভব। শুধু মিসেস গ্লাইনের কথাও বিস্মৃত হইনি। খুন তিনিও কি করতে পারেন না। তাদের অভিজ্ঞতায় খুনীই হয়তো আখ্যা দেওয়া যায়। তারপর অ্যানথিয়া। সে কোন কারণে ভীত—অতএব খুন তারও পক্ষেও সম্ভব। পরদিন তার সঙ্গে বাগানে যাই। কাচঘরের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক লতা পলিগোনাম লক্ষ্য করলাম। অ্যানথিয়াকেও ভীত দেখলাম কেন জানি না। অদ্ভুত ওই লতা। সব কিছু নিমেষে গ্রাস করে ফেলে। ওই স্তূপ ওকে ভীত করে তোলে লক্ষ্য করলাম। এর পরেই ঘটলো এলিজাবেথ টেম্পলের মৃত্যু। তখন থেকেই আসল কথা বুঝতে শুরু করলাম', মিস মার্পল বললেন। 'বুঝলাম তিনটে খুন হয়েছে। মিঃ র‍্যাফায়েলের ছেলের কথা শুনলাম। সকলেরই ধারণা ছিলো সেই ভেরিটি হান্টকে খুন করেছে। কিন্তু আর্চডিকন ব্রাবাজন সন্তুষ্ট হননি। তিনি ওদের দুজনকেই জানতেন—তারা পরস্পরকে ভালোবাসতো। এটা কোন যৌন অপরাধ থেকে আসেনি—ওদের মধ্যে ছিলো স্নেহের টান। তারপর এলিজাবেথ টেম্পলের সেই ভীতি জাগানো কথাটি ভালোবাসা। তিনি বলেছিলেন ভেরিটির মৃত্যুর কারণ—ভালোবাসা।

'তখনই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। বুঝলাম, এর মূল কারণ ক্লোটিলডার মেয়েটির প্রতি উন্মত্ত ভালোবাসা। কিন্তু ভেরিটি চাইছিলো অন্য ভালোবাসা—পুরুষের প্রেম। মনে হয় ভেরিটি মিস টেম্পলকে চিঠিতে জানায় সে মাইকেলকে বিয়ে করতে চলেছে। কিন্তু ভেরিটি এলো না। সম্ভবতঃ মাইকেল

জানতে পারেনি আসল কারণ কি। হয়তো ভেরিটির হাতের লেখা জাল করে তাকে কোন চিঠি লেখা হয় সে মন পরিবর্তন করেছে। ক্লোটিলডা স্থির করে-ছিলেন ভেরিটিকে যেতে দেবেন না কোনভাবেই। তাই তাকে বিষ পান করান অজান্তে। হয়তো হেমলক, কে জানে। তারপর তাকে কাচঘরের ধ্বংসস্তূপে ইট-পাথরের নিচে কবর দেন।'

'অন্য বোনেরা কিছু সন্দেহ করেনি?

'মিসেস গ্লাইন তখন ওখানে ছিলেন না। কিন্তু অ্যানথিয়া ছিলো। আমার মনে হয় সে কি ঘটে চলেছে কিছু কিছু আন্দাজ করেছিলো। ক্লোটিলডার ওই চাঁদ সম্বন্ধে অকারণ আগ্রহ আর পলিগোনাম লতা লাগানো—কাচঘর তৈরী করার কথায় অসন্তোষ এইসব। এরপর ক্লোটিলডা নোরা বড নামের মেয়েটিকে পিকনিকের নাম করে গাড়িতে তোলেন। তারপর প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দেহটা নালায় ফেলে আসেন। তিনি গভর্ণ ছড়ান ভেরিটিকে শেষবার মাই-কেলের সঙ্গে দেখা গেছে। বেচারি—।'

'বেচারি মানে?'

'এটা বললাম কারণ ক্লোটিলডা দশবছর ধরে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাই ভোগ করেছেন। চিরায়ত দুঃখ। বছরের পর বছর তা ভোগ করে গেছেন। এলিজাবেথ টেম্পল ঠিকই বলেছিলেন 'ভালোবাসা' ভয়ানক একটা শব্দ। অ্যানথিয়াও তাই ভয় পেয়েছিলো। ও বুঝেছিলো যে ও যে সব জানে ক্লোটি-লডাও তা জানেন। ও তাই ভয় পেতো ক্লোটিলডা কি করতে পারে ভেবে। আমার ধারণা একদিন অ্যানথিয়া মারা যেতো। তাকে বিষ প্রয়োগই করা হতো—আর রটনা করা হতো—আর রটনা করা হতো অপরাধী বিবেক নিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে—!'

'আর তবু তার জন্য আপনি দুঃখিত?' বললেন স্যার অ্যান্ড্রু। 'এ ধরনের পাপ ক্যান্সারের মতো। এ শুধু যন্ত্রণাই আনে।'

'এরপর সে রাতে কি হয় জানেন, মিস মার্পল?' প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'ক্লোটিলডার কথা বলছেন? তিনি তখনও আমার দুধের গ্লাস ধরে ছিলেন। সেটা কি উনিই পান করেন নাকি?'

'হ্যাঁ। কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি। কেউ ভাবেনি দুধে কোন গোল-মাল ছিলো।'

'অতএব তিনি সেটা পান করে ফেলেন ?'

'আশ্চর্য হচ্ছি না। এটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কি আশ্চর্য, ডোরাটিও পালাতে চাইছিলো আর ক্রোটিনডাও শেষ পর্যন্ত পালালেন—আত্ম প্রতিশোধ কি ভাবেই না আসে। শুধু দুঃখ হয় মেয়েটার জন্য—ও যা চেয়েছিলো তা ও পেলো না। শান্তি রইলো ওই কাচঘরের নিচে ধ্বংসস্তূপে…। ক্রোটিনডাও হয়তো এখন ডোরাটির উপস্থিতি অনুভব করে চলেছিলো…।'

তেইশ ॥ সমাপ্তি

'বৃদ্ধা মহিলা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন', মিস মার্পলের কাছে বিদায় নেওয়ার পর বললেন স্যার অ্যান্ড্রু ম্যাকনীল।

'এতো ঠান্ডা—অথচ এতো নির্মম', বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

মিস মার্পলকে গাড়িতে বসিয়ে ফিরে এলেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

'তোমার কি ধারণা, এডমান্ড ?'

'নির্মম ?'

'না, না। আমি বলছি বেশ ভয় জাগানো।'

'নিয়তি', বললেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

'ওই দুজন স্ত্রীলোক', সরকারী উকিল বললেন, 'আসলে ওই গোয়েন্দা এজেন্ট, তারা বলেছে ঘরে ঢুকে মহিলাটিকে মাথায় গোলাপি শাল জড়ানো অবস্থায় দেখে ওরা বেশ ধাক্কা খায়।'

'গোলাপি পশম ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে—।'

'কি ?'

'বৃদ্ধ র‍্যাফায়েল বলেছিলেন তিনি ওঁকে ওই ভাবে দেখেছিলেন, জীবনে তা ভোলেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে মাঝ রাত্রিতে উনি ওই ভাবে ঢুকেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন 'উনি কি করতে চাইছেন' তার জবাবে উনি বলেন 'নিয়তি'। এ ছাড়া অন্য কিছু তিনিও ভাবতে পারেননি। আমারও এটা ভালো লাগে', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'মাইকেল', প্রোফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে মিস জেন

মার্পলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। উনি তোমার ব্যাপারে খুব জড়িত ছিলেন।'

বত্রিশ বছরের মুখকাটি শুভ্র কেশ, একটু সন্দেহ মাখা দৃষ্টির বৃদ্ধার দিকে তাকালো।

'ও—হ্যাঁ—' সে বললো, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে শুনেছি। অনেক ধন্যবাদ।'

সে ওয়ানস্টেডের দিকে তাকালো।

'তাহলে এটা সত্যি, আমাকে ওরা ছেড়ে দেওয়ার মতো কিছু করছে?'

'হ্যাঁ। তুমি শিগগিরই মুক্তি পাবে—আবার স্বাধীন হতে পারবে।'

'ও', মাইকেলকে আবার সন্দেহ গ্রস্ত মনে হলো।

'এটা মানিয়ে নিতে সময় লাগবে মনে হয়', মিস মার্পল দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন।

মাইকেল আবার তাকালো। এখনও সে বেশ সুদর্শন। ভাবলেন মিস মার্পল। আগেকার উজ্জ্বলতা হয়তো নেই—তবে সেটা আবার ফিরে আসবে…।

'ও!' মাইকেল আবার বললো, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এতো ঝামেলা নিয়েছেন।"

'আমি তাতে আনন্দ পেয়েছি', মিস মার্পল বললেন। 'বিদায়। আশাকরি তোমার ভালো দিন আসছে। নিশ্চয়ই এমন কোন কাজও পেয়ে যাবে যাতে খুশি হবে।'

'ধন্যবাদ। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার বাবার প্রতিই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত', মিস মার্পল বললেন।

'বাবা? বাবা আমার সম্পর্কে তেমন ভাবেন নি।'

'তোমার বাবা, যখন তিনি মৃত্যুর মুখে, তিনি চেয়েছিলেন যাতে ন্যায় বিচার পাও।'

'ন্যায় বিচার', ভাবলো মাইকেল।

'হ্যাঁ। তিনি নিজে অত্যন্ত ন্যায্য মানুষই ছিলেন। তিনি এই কাজের জন্য যে চিঠি আমাকে লেখেন তাতে বলেছিলেন:

"ন্যায় ধারা বয়ে যাক বারি বিন্দু সম
বহতা নদীর মতো থাক নীতিবোধ—অ্যামোস"

'ও! সেক্সপীয়ার?'

'না। বাইবেল।' মিস মার্পল প্যাকেট খুলে একটা ছবি বের করে মাইকেলের হাতে দিলেন। 'এটা রাখতে পারো। নাকি রাখবে না?'

ও একটু তাকিয়ে থেকে ছবিটা আবার ফিরিয়ে দিলো। 'না! সে হারিয়ে গেছে। এবার আমাকে এগিয়ে যেতে হবে—', একটু থামলো ও। 'বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ', মিস মার্পল বললেন। 'শুভ কামনা রইলো।'

মাইকেল বিদায় নিতে ওয়ানস্টেড বললেন, 'অদ্ভুত ছেলে। আপনাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিলো।'

'না। তাতে ও আরও অসুবিধায় পড়তো। ওর মনে তিক্ততা নেই, সেটাই বড়ো কথা। ভাবছি একটা ভালো মেয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হলে ওর পক্ষে ভালো হবে।'

'আপনার এই চমৎকার বাস্তব মনের জন্যই আপনাকে ভালো লাগে', বললেন প্রোফেসর ওয়ানস্টেড।

'উনি এখনই আসবেন', মিঃ ব্রডরিব মিঃ সুস্টারকে বললেন।

'সবটাই কেমন অস্বাভাবিক, তাই না?' মিঃ সুস্টার বললেন। 'ইঁটের নিচে দেহটা পাওয়া গেছে। উনি যেমন বলেন।'

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন মিস মার্পল।

মিঃ ব্রডরিব আর সুস্টার অভ্যর্থনা জানালেন।

'দুর্দান্ত কাজ। অভিনন্দন রইলো।'

'আমি আপনাদের জানিয়েছি, আমি সর্ত পালন করতে পেরেছি', মিস মার্পল বললেন।

'হ্যাঁ, বিশ হাজার পাউন্ড এবার আপনার। আপনার ব্যাঙ্কে জমা দেবো, না কোন লগ্নি করবেন?' মিঃ ব্রডরিব বললেন।

'আমার ব্যাঙ্কে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন।'

'কিন্তু এতো টাকা। বাদলা দিনের জন্য কিছু ব্যবস্থা—।'

'বাদলা দিনের জন্য দরকার শুধু আমার ছাতা। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এ টাকাই আমি আনন্দ উপভোগেই করতে চাই,' বিদায় নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন মিস মার্পল। 'মিঃ র‍্যাফায়েলও হয়তো তাই চেয়েছিলেন।'

তিনি বেরিয়ে গেলেন।